বাইওকেমিক কম্পারেটিভ

মেটিরিয়া মেডিকা ও থেরাপিউটিক্স

(বহু রোগীতত্ত্ব সহ)

প্রাচীন ও জটিল পীড়ার চিকিৎসক, "হ্যানিম্যান" পত্রিকার সম্পাদক, জেনারেল কাউন্সিল ও ষ্টেট ফ্যাকালটি অব হোমিওপ্যাথিক মেডিসিনের সদস্য, "রোগী-লিপি প্রস্তুত ও ঔষধ নির্বাচন প্রণালী", "সর্প-দংশন প্রতিকার", "হোমিওপ্যাথিক ঔষধের শক্তি ও মাত্রা", "মানসিক লক্ষণের মেটিরিয়া মেডিকা", "রোগীর লক্ষণ সংগ্রহের বই", "হোমিওপ্যাথিতে প্রাথমিক প্রতিবিধান", "কেমন করিয়া চিকিৎসককে অবস্থা জানাইতে হয়", প্রভৃতি গ্রন্থ রচয়িতা

ডাঃ শ্রীবিজয়কুমার বসু

একাদশ সংস্করণ

হ্যানিম্যান শিং কোং প্রাইভেট লিঃ

১৬৫নং বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রকাশক :
শ্রীগৌরীশঙ্কর ভড়, বি.এ.
হ্যানিম্যান পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ
১৬৫নং বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

১ম সংস্করণ—১৩৪৬, শ্রাবণ
৫ম সংস্করণ—১৩৫৩, ফাল্গুন
১০ম সংস্করণ—১৩৬৫, অগ্রহায়ণ
১১শ সংস্করণ—১৩৬৯, জ্যৈষ্ঠ

All rights reserved by the Publishers

মূল্য ৪.০০

প্রিণ্টার :
শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল বিশ্বাস
দি ইণ্ডিয়ান ফোটো এনগ্রেভিং কোং প্রাইভেট লিঃ
২৮, বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৯

উৎসর্গ

আমার এই অপটু হস্তে লিখিত পুস্তকখানি
সাহস করিয়া কাহাকেই বা উৎসর্গ করিব ?
যিনি আমার, মহর্ষি হ্যানিম্যানের এবং
সমস্ত পৃথিবীর সৃষ্টি ও পালনকর্তা,
সেই পরম পিতা পরমেশ্বরের
অভয় রাঙ্গা চরণে আমার
দ্বাদশটি পুষ্পে সযত্নে
গ্রথিত মালা ছড়া সম-
র্পণ করিয়া ধন্য
হইলাম।

—প্রঃ গ্রন্থকার

গ্রন্থকারের নিবেদন

আমার চিকিৎসক বন্ধুদিগের মধ্যে অনেকে আমাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে, আমি বাইওকেমিক পুস্তক না লিখিয়া হোমিওপ্যাথিক পুস্তক লিখিলে সাধারণের অধিক উপকার হইত। কিন্তু তাঁহারা জানেন না যে, বাইওকেমিক মতে ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা আমি সময় সময় কি অভূতপূর্ব সুফল লাভ করি। অন্য প্যাথি দ্বারা পরিত্যক্ত রোগী যখন এমন একটা অবস্থায় আসিয়াছে, যে সময় লক্ষণ সকল ভাল পাওয়া যায় না—অথচ রোগীর অবস্থা শোচনীয় এবং যে সমস্ত দুরারোগ্য জটিল রোগীর জন্য খ্যাতনামা হোমিও চিকিৎসকগণের সহিত পরামর্শ করিয়াও সুফল লাভ করিতে পারি নাই, অথবা তাঁহাদিগের পরামর্শের উপর রোগীর জীবনমরণের সন্ধিস্থলে একান্তভাবে নির্ভর করিতে পারি নাই—সেই সব সঙ্কট-মুহূর্তে এই দ্বাদশটি ঔষধের-সাহায্যেই রোগী এবং তাহার আত্মীয়জনকে আশ্বস্ত করিয়াছি। পরে উপযুক্ত লক্ষণ দ্বারা চালিত হইয়া হোমিওপ্যাথিক, অথবা শেষ পর্যন্ত ঐ টিশু রেমেডির সাহায্যেই রোগীকে নির্দোষভাবে আরোগ্য করিয়াছি। কোন রোগীর ক্ষেত্রেই যে আমি নিষ্ফল হই না, তাহার কারণ ইহাই। চিকিৎসকের পক্ষে ইহার মূল্য যে কত অধিক, তাহা অনুভব ও অনুধাবন করা ভিন্ন প্রকাশ করা সম্ভব নহে। মফঃস্বলের চিকিৎসকদের প্রধানতঃ দরিদ্র রোগীর চিকিৎসা করিয়াই জীবনাতিপাত করিতে হয়। সেই দরিদ্রেরা না পারে চিকিৎসককে রোগী দেখাইতে, না পারে তাহার অবস্থা সম্যক্‌রূপে বর্ণনা করিতে। এই অবস্থায় উপযুক্ত লক্ষণাভাবে রোগী পরিত্যাগ করিলে তাহারা অশিক্ষিত চিকিৎসকের হস্তে যাইয়া কুচিকিৎসার ফলে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, অথবা দীর্ঘদিন ভুগিয়া সমস্ত জীবনটাকেই বিষাদময় করিয়া ফেলে। এইরূপ ক্ষেত্রে রোগী পরিত্যাগ করা অপেক্ষা মহামতি শুসলারের চিকিৎসা-মতের আশ্রয় গ্রহণ করাই বুদ্ধিমানের

কার্য। সহরবাসীদের অবশ্য এই প্রকার অগ্নিপরীক্ষায় বড় একটা পড়িতে হয় না; সুতরাং আমার মর্মবেদনা কেহ বুঝিবেন কি না জানি না। দ্বিতীয়তঃ, গৃহচিকিৎসক ও অল্পশিক্ষিত হোমিও চিকিৎসকদের ২।৩টি শিশিতে আন্দাজে ঔষধ দিয়া চিকিৎসা করা অপেক্ষা প্রধানতঃ বাইও-কেমিক ঔষধের উপরই নির্ভর করা সঙ্গত; কেন না, ইহার দ্বারা অল্পায়াসেই চিকিৎসা করা যাইবে।

বাঙ্গালা ভাষায় পূর্বের ন্যায় এখন আর হোমিও পুস্তকের অভাব নাই বলিলেই চলে; এখন প্রসিদ্ধ ইংরাজী গ্রন্থগুলির পর্যন্ত অনুবাদ বাহির হইতেছে। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায় বাইওকেমিক চিকিৎসার যে ২।১ খানি বই আছে, তাহাও হ্যানিম্যান প্রদর্শিত মেটিরিয়া মেডিকা এবং ইংরাজী পুস্তকগুলির অনুকরণে লেখা। আমার মনে হয় যে, ইতঃপূর্বে ইংরাজী, অথবা বাঙ্গালা, কোন ভাষাতেই থেরাপিউটিক্সভাবে এবং ঔষধগুলির পার্থক্য সহজ ও সরলভাবে আর কেহ বর্ণনা করেন নাই। সেইজন্য এই পুস্তকের সাহায্যে বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ হইতে আরম্ভ করিয়া অল্প শিক্ষিতা কুল-ললনাগণও সহজে চিকিৎসা করিতে পারিবেন।

মহামতি কেণ্ট, ফ্যারিংটন, অ্যালেন, বোরিক, সাময়িক পত্রিকা ও ডাঃ সামন্তের বাঙ্গালা পুস্তক হইতে স্থানে স্থানে সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি এবং তৎসঙ্গে স্বীয় অভিজ্ঞতা মিশ্রিত করিয়া পুস্তকখানিকে সর্বাঙ্গসুন্দর করিতে চেষ্টা করিয়াছি। সেকারণ, ঐ গ্রন্থকারদিগকে আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, **হ্যানিম্যান পাবলিশিং কোম্পানীর** স্বত্বাধিকারী শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র ভড় মহাশয়ের সাহায্য ভিন্ন আমার দ্বারা এত শীঘ্র পুস্তকখানি জনসমাজে বাহির করা সম্ভব হইত না। এইজন্য তাঁহাকেও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। এখন যাঁহাদের জন্য পুস্তকখানি লেখা, তাঁহাদের উপকারে আসিলে আমার সমস্ত পরিশ্রম সফল হইবে।

শ্রীবিজয়কুমার বসু

দশম সংস্করণের ভূমিকা

বাইওকেমিক কম্পারেটিভ মেটিরিয়া মেডিকা ও থেরাপিউটিক্স পুস্তকখানির দশম সংস্করণ প্রকাশিত হইল। এই সংস্করণের পুস্তকখানি আমি নিজে আদ্যোপান্ত সংশোধন করিয়া দিয়াছি। কেবলমাত্র পুস্তকের শেষাংশে লিখিত রোগ-নির্ঘণ্টের সূচীটি আমি দেখিয়া দিতে পারি নাই। আশা করি পুস্তকখানি পূর্বের ন্যায়ই সমাদর লাভ করিবে।

১এ, ইন্দ্র রায় রোড, ভবানীপুর,
কলিকাতা-২৫
অগ্রহায়ণ ১৩৬৫ সাল

শ্রীবিজয়কুমার বসু

একাদশ সংস্করণের ভূমিকা

"বাইওকেমিক কম্পারেটিভ মেটিরিয়া মেডিকা ও থেরাপিউটিক্স পুস্তকখানির একাদশ সংস্করণ প্রকাশিত হইল। এই সংস্করণে পুস্তকখানি আমি নিজে আদ্যোপান্ত সংশোধন করিয়া দিয়াছি এবং কয়েকটি নূতন রোগী-বিবরণী প্রদান করিয়া পূর্বের রোগী-বিবরণীগুলি যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়াছি। রোগী-বিবরণীগুলি যাহাতে ইচ্ছানুযায়ী খুঁজিয়া বাহির করা যায়, তজ্জন্য উহার একটি স্বতন্ত্র সূচী প্রদান করিয়াছি। কারণ চিকিৎসাক্ষেত্রে রোগী-বিবরণেব মূল্য অপরিসীম,—অনেক সময় লক্ষণের মূল্য নির্ধারণ করিয়া ঔষধ নির্বাচন করিতে রোগী-বিবরণ যথেষ্ট সাহায্য করিয়া থাকে। অত্যল্প সময়ের মধ্যে পুস্তকখানির একাদশ সংস্করণ প্রকাশিত হওয়া নিঃসন্দেহে অসাধারণ জনপ্রিয়তার লক্ষণ। আমরা আশা করি, পুস্তকখানি পূর্বের ন্যায়ই জনসাধারণের সমাদর লাভ করিবে।

১এ, ইন্দ্র রায় রোড, ভবানীপুর,
কলিকাতা-২৫
জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৮ সাল

শ্রীবিজয়কুমার বসু

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
অবজেকটিভ লক্ষণ	১৫
আহার সম্বন্ধে বিধি ও নিষেধ	৩২
ঔষধসমূহ সূক্ষ্ম মাত্রায় ব্যবহৃত হইবার কারণ ...	১৬
ঔষধের পর্যায়, অনুপর্যায় ও মিশ্রণ ব্যবহার ...	২২
ঔষধের পুনঃ প্রয়োগকাল	২১
ঔষধের মাত্রা	২০
ঔষধের মিশ্রণ বিধি	২২
ঔষধের বাহ্য ব্যবহার	৩০
চূর্ণাকারে	৩১
উষ্ণ জল সহ	৩১
গ্লিসারিন, ভেসেলিন ও ঘৃত সহ	৩১
পুলটিস সহ	৩১
কিরূপে ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয়	২৩
কিরূপে ধাতব লবণসমূহ গৃহীত হয়	১৩
কিরূপে চূর্ণ প্রস্তুত করিতে হয়	১৮
ক্লিনিক্যাল লক্ষণ	১৫
গ্রন্থকারের নিবেদন	৪
চিকিৎসার উদ্দেশ্য	১৪
চূর্ণ অথবা তরল ব্যবহার করা কর্তব্য	১৭
চূর্ণ ও ট্যাবলেটের পার্থক্য	২০
পরিচায়ক লক্ষণ	১৫
পরিশিষ্ট	৩৫৮
পিচকারি প্রয়োগ	৩২
পীড়ার কারণ	১৩

বিষয়	পৃষ্ঠা
পুরাতন পীড়ায় ঔষধের সূক্ষ্মতর ও সূক্ষ্মতম মাত্রা ...	১৬
প্লাসিবো, ফাইটাম, নাইহিলাম ইত্যাদি কাহাকে বলে ...	২১
বাইওকেমিক চিকিৎসার ইতিবৃত্ত	৯
বাইওকেমিক জোলাপ	২৮
বাইওকেমিষ্টীর উৎপত্তি	৯
বাইওকেমিষ্টী ও হোমিওপ্যাথির প্রভেদ ...	১১
মিশ্রণ সঙ্গত কিনা	২৩
রোগ নির্ঘণ্ট	৩৬২
লক্ষণ	১৫
শক্তি, মাত্রা, পর্যায়ক্রমে ঔষধ ব্যবহার ও ঔষধের পুনঃপ্রয়োগ সম্বন্ধে শেষ কথা	২৫
শক্তি মীমাংসা	২৪
শরীরে কোন দ্রব্য কি পরিমাণে আছে	১১
সদা ব্যবহৃত শক্তিসমূহের তালিকা	২৭
সাধারণ লক্ষণ	১৫
সাবজেকটিভ লক্ষণ	১৫
ক্যালকেরিয়া ফ্লুওরিকাম	৩৫
ক্যালকেরিয়া ফসফরিকাম	৫৫
ক্যালকেরিয়া সালফিউরিকাম	৯৩
ফেরাম ফসফরিকাম	১০৭
কেলি মিউরিয়েটিকাম	১৪০
কেলি ফসফরিকাম	১৭২
কেলি সালফিউরিকাম	২০৪
ম্যাগ্নেসিয়া ফসফরিকাম	২২০
নেট্রাম মিউরিয়েটিকাম	২৪১
নেট্রাম ফসফরিকাম	২৮১
নেট্রাম সালফিউরিকাম	২৯৯
সাইলিসিয়া	৩২৭

বাইওকেমিক

কম্প্যারেটিভ মেটিরিয়া মেডিকা

বাইওকেমিষ্ট্রীর উৎপত্তি

বাইয়স (bios) একটি গ্রীক শব্দ ; ইহার অর্থ লাইফ (life) বা জীবন। কেমিষ্ট্রী (chemistry) শব্দের অর্থ রসায়ন। সুতরাং বাইওকেমিষ্ট্রী শব্দের অর্থ জীবন-রসায়ন বা জৈব রসায়ন।

আমাদের শরীর সাধারণতঃ অর্গ্যানিক অর্থাৎ জান্তব এবং ইন-অর্গ্যানিক অর্থাৎ ধাতব—এই দুই প্রকার পদার্থের সাহায্যে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় অস্থি, মজ্জা, মাংস, প্রভৃতি আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি নির্মাণ করিয়া জীবনকে পুষ্ট, বর্ধিত ও রক্ষা করিতেছে। জীবিত দেহে অহরহ ধাতব ও জান্তব এই উভয় প্রকার পদার্থের আবশ্যকানুযায়ী আদান-প্রদানের ফলেই জীব সুস্থ থাকে। **জীবিত দেহে কখনও জান্তব পদার্থের অভাব হয় না,** কেবল ধাতব পদার্থেরই অভাব হইয়া থাকে। যখন কোনও ক্রমে এই ধাতব পদার্থের অভাব হয়, তখন যে যে ধাতব পদার্থের অভাব হইয়াছে তাহার সহিত সম্বন্ধযুক্ত জান্তব পদার্থনিচয়ও অকার্যকরী হইয়া উঠে। ঐ অভাবগ্রস্ত ধাতব পদার্থসমূহ ঔষধরূপে আভ্যন্তরীণ গ্রহণের ফলে অভাবের পুরণ হয় এবং শারীরিক বিশৃঙ্খলা দূরীভূত হয়। জীবিতাবস্থায় এই যে রাসায়নিক ক্রিয়া চলিতেছে, ইহাই **জৈব রসায়ন** নামে অভিহিত।

বাইওকেমিক চিকিৎসার ইতিবৃত্ত

১৮৩২ খৃষ্টাব্দে একখানি জার্মানদেশীয় সংবাদপত্রে জনৈক বহুদর্শী

[illegible] করেন—"মানব শরীরের অত্যাবশ্যকীয় উপকরণ-[illegible]।" ইহার কয়েক বৎসর পরে, অর্থাৎ ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে [illegible] অপর একজন বিজ্ঞ চিকিৎসক একটি প্রবন্ধে লিখেন, "মানব শরীরের যে যে স্থান যে যে অত্যাবশ্যকীয় পদার্থ দ্বারা গঠিত, সেই সেই অত্যাবশ্যকীয় পদার্থসমূহই ঐ সমস্ত স্থানে কার্যকরী।" ইহার পর ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে জার্মানীর অন্তঃপাতী ওল্ডেনবার্গ নিবাসী ডাক্তার মেডি শুসলার "লিপজিগ হোমিওপ্যাথিক গেজেট" নামক একখানি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লিখেন যে, তিনি এক বৎসর ধরিয়া রোগারোগ্যের জন্য এই সমস্ত টিশু ঔষধ পরীক্ষা করিয়া কৃতকার্য হইয়াছেন।

উক্ত প্রবন্ধ বাহির হইবার পর জনৈক চিকিৎসক উহার প্রতিবাদ করিয়া মহাপ্রাণ শুসলারকে তাঁহার পরীক্ষিত নূতন চিকিৎসা-প্রণালীর বিস্তৃত বিবরণ লিখিবার জন্য অনুরোধ করেন। তদনুসারে তিনি উক্ত পত্রিকায় "অ্যাব্রিজড সিষ্টেম অফ থেরাপিউটিক্স" (Abridged System of Therapeutics) নামক এক বিস্তৃত প্রবন্ধ লিখেন। সাত বারে ঐ প্রবন্ধ সম্পূর্ণ হয়। আমেরিকার এইচ. সি. জি. লুটিস নামক জনৈক চিকিৎসক "হোমিওপ্যাথিক নিউজ" (Homœopathic News) নামক পত্রিকায় উক্ত জার্মান প্রবন্ধটীর ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। এই অনুবাদ বাহির হইবার পর চতুর্দিকে ইহা লইয়া তীব্র সমালোচনা চলিতে থাকে। এই সময় আমেরিকার বিখ্যাত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক কনষ্ট্যাণ্টাইন হেরিং টিশু রেমেডি সম্বন্ধে একখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন। তাহাতে তিনি নিজে একটি প্রবন্ধ লিখিয়া শুসলারের প্রবন্ধগুলিও সন্নিবেশিত করেন এবং ইহার আবিষ্কারক মহাপ্রাণ শুসলারকে অশেষ ধন্যবাদ প্রদান করিয়া জনসাধারণকে প্রচারিত বিষয়ের সত্যাসত্য নির্ণয় করিতে অনুরোধ করেন। জনসাধারণের আগ্রহে

অত্যল্পদিনের মধ্যেই পুস্তকখানির কয়েক সংস্করণ বিক্রয় হইয়া যায়। ইহার পর, আমেরিকা, জার্মানী, স্কটল্যাণ্ড ইত্যাদি বিভিন্ন দেশের খ্যাতনামা চিকিৎসকগণ অনেকগুলি পুস্তক ও পুস্তিকা প্রকাশ করিয়া এই নূতন মতের নূতনত্ব দূর করিয়াছেন। এখন বাইওকেমিক চিকিৎসার বিষয় পল্লীগ্রামের লোকেরাও অবগত আছেন।

বাইওকেমিষ্ট্রী ও হোমিওপ্যাথির প্রভেদ

কেহ কেহ বলেন যে, বাইওকেমিষ্ট্রী ও হোমিওপ্যাথি একই পদার্থ; কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ ভ্রম। উভয় চিকিৎসার প্রণালীও সম্পূর্ণ বিভিন্ন। **বাইওকেমিকের মূলসূত্র হইতেছে—অভাবের পূরণ করা;** অর্থাৎ যখন যে বস্তুর অভাব বা স্বল্পতা লক্ষিত হইবে, তখনই ঠিক সেই পদার্থের দ্বারা উক্ত অভাব বা স্বল্পতা পূরণ করা। অভাবের পূরণ হইলে রোগলক্ষণেরও শান্তি হইবে। কিন্তু হোমিওপ্যাথির মূলসূত্র হইতেছে—"সমঃ সমং শময়তি"; অর্থাৎ সুস্থ শরীরে যে ঔষধ সেবন দ্বারা যে যে লক্ষণ উৎপন্ন হয়, পীড়িত দেহে সেই সেই লক্ষণ দৃষ্ট হইলে সূক্ষ্ম মাত্রায় সেই ঔষধ প্রদান করিলে সেই সকল লক্ষণ দূরীভূত হইয়া পীড়া আরোগ্য হয়। সুস্থ শরীরে কোন্ কোন্ নিয়মে কি প্রকার মাত্রায় ঔষধ সেবন করিলে লক্ষণসমূহ প্রকাশ পায়, তাহা ভাল করিয়া জানিতে ইচ্ছা করিলে হ্যানিম্যানের অর্গ্যানন পাঠ করা কর্তব্য।

শরীরে কোন্ দ্রব্য কি পরিমাণে আছে

আমাদের শরীরে **দ্বাদশটি ধাতব লবণ আছে।** ঐ ধাতব লবণ-সমূহের নাম—১। ক্যালকেরিয়া ফ্লুওরিকাম (calcarea fluoricum); ২। ক্যালকেরিয়া ফসফরিকাম (calcarea phosphoricum); ৩। ক্যালকেরিয়া সালফিউরিকাম (calcarea sulphuricum); ৪। ফেরাম ফসফরিকাম (ferrum phosphoricum);

৫। কেলি মিউরিয়েটিকাম (kali muriaticum); ৬। কেলি ফসফরিকাম (kali phosphoricum); ৭। কেলি সালফিউরিকাম (kali sulphuricum); ৮। ম্যাগ্নেসিয়া ফসফরিকাম (magnesia phosphoricum); ৯। নেট্রাম মিউরিয়েটিকাম (natrum muriaticum); ১০। নেট্রাম ফসফরিকাম (natrum phosphoricum); ১১। নেট্রাম সালফিউরিকাম (natrum sulphuricum); ১২। সাইলিসিয়া (silicea)। এই দ্বাদশটি ধাতব লবণ ভিন্ন আরও কয়েকটি ধাতব লবণ শরীরে আছে। কিন্তু ঔষধার্থে তাহাদের কোনও প্রয়োজন হয় না। মহাপ্রাণ শুসলার তাঁহার শেষ জীবনের অভিজ্ঞতায় ক্যালকেরিয়া সালফিউরিকামের আবশ্যকতা অনুভব করেন নাই। তিনি ঐ ঔষধের পরিবর্তে "নেট্রাম ফস" ও "সাইলিসিয়া" ব্যবহার করিতে উপদেশ দিয়াছেন। কিন্তু আমরা "ক্যাল্ক-সালফের" দ্বারা যখন উপকার পাই, তখন উহা ত্যাগ করিতে পারিলাম না। আমাদের শরীর ধ্বংস হইলে জান্তব পদার্থসমূহ ও জল নষ্ট হইয়া যায়, কিন্তু ধাতব পদার্থ থাকিয়া যায়। আর ধাতব পদার্থগুলিই ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়।

জান্তব পদার্থ সকল ধাতব পদার্থের সাহায্য ভিন্ন কার্যকরী হয় না, একথা পুর্বেই বিবৃত হইয়াছে। জীব শরীরে $\frac{২}{১০}$ অংশ জান্তব পদার্থ আছে। ঐ জান্তব পদার্থ সকল চর্বি, অণ্ডলালা, জিলেটিন, কার্বনেট, ও ফাইব্রিনরূপে দেহে বর্তমান আছে। অবশিষ্ট $\frac{৮}{১০}$ অংশের মধ্যে $\frac{৭}{১০}$ অংশই জল এবং $\frac{১}{১০}$ অংশ মাত্র ধাতব পদার্থ। ঐ $\frac{১}{১০}$ অংশ ধাতব পদার্থই আমাদের পুর্ববর্ণিত দ্বাদশটি ঔষধ। ধাতব লবণের অংশ যদিও স্বল্প, কিন্তু উহাদের ক্রিয়া অতিশয় বিস্তৃত। আর ইহারাই জান্তব পদার্থসমূহকে কার্যকরী করিয়া তুলে।

কিরূপে ধাতব লবণসমূহ গৃহীত হয়

—নিশ্বাস-পথে বায়ু গ্রহণ, আহার, পানীয়, সূর্যকিরণাদির দ্বারা ধাতব লবণসমূহ শরীরাভ্যন্তরে গৃহীত হইয়া থাকে। ভুক্ত ও পীত দ্রব্য সকল লালা, পাকস্থলী-রস, ক্লোম-রস প্রভৃতির সহিত মিলিত হইয়া ক্রমশঃ রক্তরূপে পরিণত হয়। পরে এই রক্ত ফুসফুসে প্রবেশ করিয়া নিশ্বাস দ্বারা গৃহীত অক্সিজেনের সাহায্যে বিশোধিত হইয়া ধমনী ও কৈশিকা নাড়ীর সাহায্যে সর্বাঙ্গে পরিচালিত হইয়া প্রত্যেক টিশুকে তাহার অভাবানুযায়ী ধাতব লবণ সরবরাহ করিয়া থাকে।

জীব শরীরের ন্যায় বৃক্ষ লতাদিও মৃত্তিকা, জল, বায়ু প্রভৃতির দ্বারা ধাতব লবণসমূহ গ্রহণ করিয়া থাকে। যদি কোনও কারণে ভূমির উর্বরতা-শক্তি নষ্ট হইয়া যায়, অথবা উপযুক্ত আলো বা বাতাসের অভাব হয় এবং যদি তাহা শীঘ্র পূর্ণ না হয়, তাহা হইলে বৃক্ষ লতাদি শীর্ণ হইয়া যায়। আমরা যদি এই সমস্ত অপুষ্টিকর বৃক্ষের ফল, শীর্ণ শাকপাতা ইত্যাদি ভক্ষণ করি, তাহা হইলে আমরাও বৃক্ষলতাদির ন্যায় অল্প পরিমাণে ধাতব লবণ গ্রহণের ফলে শীর্ণ হইয়া পড়িব। এজন্য সর্বদা খাদ্যদ্রব্যাদি বিচার করিয়া গ্রহণ না করিলে অসুস্থ হইয়া পড়িতে হয়।

পীড়ার কারণ

পূর্বেই বিবৃত হইয়াছে যে, আমাদের শরীরে কখনও জান্তব পদার্থের অভাব হয় না—ধাতব পদার্থেরই অভাব হইয়া থাকে। যদি কখনও কোন কারণে ধাতব পদার্থের অভাব হইয়া যায়, তাহা হইলে যে ধাতব পদার্থের অভাব হইয়াছে সেই ধাতব পদার্থের সহিত রাসায়নিক সম্বন্ধে সম্বন্ধযুক্ত কোনও জান্তব পদার্থ কার্যকারিতার অভাবে শরীরের পক্ষে অনিষ্টকারী হইয়া উঠে এবং প্রকৃতি এই অনিষ্টকারী পদার্থকে দেহ

হইতে বর্হির্গত করিয়া দিতে চেষ্টা করে। কিম্বা কতকগুলি লক্ষণ প্রকাশ করিয়া শরীরে ধাতব পদার্থের অভাব জ্ঞাপন করে। **এই অভাবসূচক লক্ষণসমূহই পীড়া নামে অভিহিত।**

আমাদের শরীর সর্বদাই ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে এবং পানাহারাদি দ্বারা আমরা আবার সেই ক্ষয়ের পূরণ করিতেছি। যদি কোনও কারণে পাকস্থলীর বিশৃঙ্খলাবশতঃ ভুক্তদ্রব্যের সমীকরণ না হয়, তাহা হইলে এই ধাতব লবণের অভাববশতঃ বিবিধ **পীড়া** হইয়া থাকে। আবার যখন যে দ্রব্যটির অভাব হয়, তখন যদি সেই দ্রব্যটির অভাব পূরণ করা না হয়, তাহা হইলে ঐ পদার্থের সহিত সম্বন্ধযুক্ত আর একটি ধাতব লবণেরও অভাব হইয়া পড়ে। এইরূপে ক্রমশঃ পীড়া **জটিল** আকার ধারণ করে।

কোষসমূহের অপ্রকৃতাবস্থাই পীড়া। মহাপ্রাণ শুসলার পরীক্ষার দ্বারা উপলব্ধি করিলেন যে, যে যে কোষ পীড়িত হয় এবং সেই সেই পীড়িত কোষের যে যে ধাতব লবণ অত্যাবশ্যক, তাহা যদি সূক্ষ্ম মাত্রায় আভ্যন্তরীণ প্রদান করা যায়, তাহা হইলে পীড়িত কোষসমূহ পুনরায় সুস্থ হইয়া কার্যক্ষম হইয়া উঠে।

চিকিৎসার উদ্দেশ্য

ইতঃপুর্বে "পীড়ার কারণ" অধ্যায়ে যাহা বিবৃত হইয়াছে, তাহার দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, রক্তে বা কোষে ধাতব-লবণসমূহের অভাবই পীড়া এবং **ঐ অভাবের পুরণই প্রকৃতপক্ষে চিকিৎসার উদ্দেশ্য।** যেমন ক্ষুধা পাইলে যতক্ষণ না প্রকৃত আহার্য পড়ে ততক্ষণ অন্য কোন দ্রব্যের দ্বারাই জঠরানলের শান্তি হয় না, তেমন চিকিৎসার উদ্দেশ্যও অভাবগ্রস্তের অভাব পুরণ করা। লক্ষণ দ্বারাই অভাব জানা যায় এবং তাহাই একমাত্র পন্থা।

লক্ষণ (symptom)

— সুস্থ শরীরের বিকৃতি বা ঔষধ সেবনজনিত অস্বাভাবিক অবস্থাকে লক্ষণ বলে।

সাধারণ লক্ষণ (generic symptom)

যে সমস্ত লক্ষণ অনেকগুলি ঔষধে দৃষ্ট হয়, তাহাদিগকে জেনারিক বা সাধারণ লক্ষণ বলে।

পরিচায়ক লক্ষণ (characteristic symptom)

কোনও একটি ঔষধের যে লক্ষণ বা লক্ষণসমূহ কেবল সেই ঔষধেই দৃষ্ট হয়, তাহাকে সেই ঔষধের ক্যারাক্টারিষ্টিক বা বিশেষ অথবা পরিচায়ক লক্ষণ বলে।

ক্লিনিক্যাল লক্ষণ (clinical symptom)

যে লক্ষণ সকল ঔষধের পরীক্ষাকালীন (proving) প্রকাশ পায় নাই, অথচ যে লক্ষণসমূহ কোন ঔষধের দ্বারা দূরীভূত হয়, তাহাকে সেই ঔষধেরই অভিজ্ঞতামূলক বা ক্লিনিক্যাল লক্ষণ বলে। ক্লিনিক্যাল লক্ষণ সম্বন্ধে কেবল সত্যবাদী বিদ্বান্ চিকিৎসকের কথার উপর নির্ভর করা যায়।

সাবজেকটিভ লক্ষণ (subjective symptom)

যে সকল রোগলক্ষণ রোগী নিজেই মাত্র অনুভব করিতে পারে এবং না বলিলে চিকিৎসক যাহা অনুভব করিতে পারেন না, তাহাকে সাবজেকটিভ লক্ষণ বলে।

অবজেকটিভ লক্ষণ (objective symptom)

যে সকল রোগলক্ষণ চিকিৎসক রোগীর সাহায্য ভিন্ন নিজে রোগী পরীক্ষা করিয়াই বুঝিতে পারেন, তাহাদিগকে অবজেকটিভ লক্ষণ বলে।

ঔষধসমূহ সূক্ষ্ম মাত্রায় ব্যবহৃত হইবার কারণ

ঔষধসমূহ কোনক্রমে রক্তে মিশ্রিত হইতে না পারিলে কার্যকরী হয় না। রক্তস্রোতে মিশ্রিত হইবার জন্য কৈশিকা-নাড়ীসমূহই (capillary) একমাত্র পথ। কিন্তু কৈশিকা-নাড়ীসমূহ এত ক্ষুদ্র যে, এক গ্রেনের সহস্রাংশের একাংশ ভিন্ন উহার ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে না। ঔষধ যদি স্থূল হয়, তাহা হইলে উহা পাকস্থলীতে যাইয়া খাদ্যাদির ন্যায় পরিপাক হইয়া (অবশ্য খাদ্যাদি হইতে সূক্ষ্ম বিধায় উহা অপেক্ষা অল্পসময়ে পরিপাক হয়) কৈশিকা-নাড়ী দিয়া রক্তে মিশ্রিত হয়। স্থূল ঔষধ প্রয়োগের ফলে তিনটি প্রধান অনিষ্ট দৃষ্ট হয়।

১। **স্থূল ঔষধ পরিপাক হইয়া রক্তে মিশ্রিত হইতে বহু বিলম্ব হয়।** ২। পীড়িত শরীরে পরিপাকযন্ত্রসমূহ স্বভাবতঃ দুর্বল হইয়া পড়ে এবং এই স্থূল ঔষধকে সূক্ষ্মরূপে পরিণত করিতে **পাকস্থলী আরও দুর্বল ও পরিশ্রান্ত হইয়া পড়ে।** ৩। রুগ্ন শরীরে পরিপোষণের অভাবে পাকস্থলীর অভ্যন্তরে নানাপ্রকার অকার্যকরী পদার্থ সঞ্চিত থাকিয়া শোষণ ক্ষমতা বহুলাংশে নষ্ট হয়। এমতাবস্থায় **স্থূল ঔষধের কতটুকু যে কার্যোপযোগী হইল, তাহা নিরুপণ করা যায় না।** এই সমস্ত কারণে হোমিওপ্যাথিক ও বাইওকেমিক চিকিৎসকগণ ঔষধসমূহ সূক্ষ্ম মাত্রায় ব্যবহার করেন। অন্য মতের চিকিৎসকের রোগী আরোগ্য হইবার পরও এইজন্য দুর্বল হইয়া পড়ে।

পুরাতন পীড়ায় ঔষধের সূক্ষ্মতর ও সূক্ষ্মতম মাত্রা

দীর্ঘদিন ধরিয়া রোগ ভোগ করিবার ফলে পরিপোষণাভাবে কোষ-সমূহ অত্যধিকরূপে পীড়িত হয় এবং পীড়িত কোষসমূহের চতুষ্পার্শ্বে

অনেক পরিমাণে অকার্যকরী পদার্থসমূহ সঞ্চিত হইয়া তত্রত্য বিধান-সমূহকে (tissue) সঙ্কুচিত করিয়া ফেলে। এই সঙ্কোচনের ফলে আশোষণ ক্রিয়াও ভালরূপে সম্পাদিত হয় না। সুতরাং পুরাতন পীড়া আরোগ্যকল্পে অতিশয় সূক্ষ্ম মাত্রায় ঔষধ প্রযুক্ত না হইলে শারীরিক রক্তে তাহা গৃহীত হয় না। ঔষধ যতই সূক্ষ্ম হইবে, শক্তিও তত উচ্চ হইবে। সূক্ষ্মতর ও সূক্ষ্মতম মাত্রার ঔষধই উচ্চতর ও উচ্চতম শক্তির ঔষধ।

চূর্ণ অথবা তরল ব্যবহার করা কর্তব্য

মাত্র দুইটি উপায়ে ঔষধসমূহ সূক্ষ্মরূপে ব্যবহার করা যায়। প্রথমতঃ—সুরাসারে, দ্বিতীয়তঃ—দুগ্ধশর্করায়। বাইওকেমিক ঔষধসমূহ দুগ্ধ-শর্করায় প্রয়োগ করাই বিধেয়; আর বাইওকেমিক ঔষধের আবিষ্কারক ডাঃ শুসলার, ডাঃ চ্যাপম্যান, ডাঃ কারে প্রভৃতিও চূর্ণ বা ট্যাবলেট অর্থাৎ চাক্তিতে (tablet) ব্যবহার করিতে উপদেশ দিয়াছেন। সুরাসারে ব্যবহার করিবার অন্তরায় কি কি এখন তাহাই বলিতেছি।

১। বাইওকেমিক ঔষধসমূহ প্রথমাবস্থায় সুরাসারের সহিত দ্রবীভূত করা যায় না। ৬x পর্যন্ত চূর্ণ প্রস্তুত করিয়া পরে সুরাসারের সহিত মিশ্রিত করা যায়। অথচ ১x হইতে ৬x পর্যন্ত শক্তি অনেক সময়েই ব্যবহৃত হয়।

২। রাসায়নিক পরীক্ষায় প্রমাণিত হইয়াছে যে, আমাদের শরীরে সুরাসারের ন্যায় কোন দ্রব্যেরই অস্তিত্ব নাই; কিন্তু দুগ্ধশর্করার অস্তিত্ব বিশেষরূপে প্রমাণিত হইয়াছে। অতএব সুরাসার দ্বারা ঔষধ প্রস্তুত করা বুদ্ধিমানের কার্য নহে।

৩। সুরাসার উত্তেজক, কিন্তু দুগ্ধশর্করা অনুত্তেজক এবং খাদ্য বিশেষ।

৪। সুরাসার দ্বারা প্রস্তুতিকৃত ঔষধ দুগ্ধশর্করা দ্বারা প্রস্তুত করা ঔষধ অপেক্ষা অনেক কম দিন স্থায়ী হয়। চূর্ণ ঔষধ বহু বৎসরেও নষ্ট হয় না এবং তাহার ভেষজ ক্রিয়াও অব্যাহত থাকে; আর তরল ঔষধ বহু বৎসর না থাকিলেও ২।৩ বৎসর অনায়াসে থাকে বটে, কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই স্পিরিট উবিয়া যায় বলিয়া ভেষজগুণের তারতম্য হওয়া আশ্চর্য নহে।

কিরূপে চূর্ণ প্রস্তুত করিতে হয়

ঔষধ প্রস্তুত প্রণালী সম্বন্ধে বিশেষভাবে জ্ঞানার্জন করিতে হইলে ফার্মাকোপিয়া (pharmacopœia) নামক পুস্তক অধ্যয়ন করিতে হইবে। যাহা হউক, চূর্ণ প্রস্তুত প্রণালী সম্বন্ধে এস্থলে কিছু বলা প্রয়োজন।

বাইওকেমিক ঔষধসমূহ দশমিক নিয়মানুসারে প্রস্তুত। এক ভাগ মূল ঔষধের সহিত ৯ ভাগ দুগ্ধশর্করা মিশ্রিত করিলে ১x চূর্ণ প্রস্তুত হয়। প্রথম ক্রমের ঔষধে দশ ভাগের এক ভাগ মূল ঔষধ থাকে। পরবর্তী ক্রমের ঔষধে তৎপূর্ববর্তী ক্রমের দশ ভাগের এক ভাগ ক্রমের ঔষধ থাকে। "x" বা "দ" চিহ্ন দশমিক ক্রম বিজ্ঞাপিত করে। ডাঃ হেরিং সর্বপ্রথমে এই নিয়ম প্রকাশ করেন। ঔষধ প্রস্তুত করিবার তিনটি অবস্থা আছে। যথা—

(১) যে ঔষধের চূর্ণ প্রস্তুত করিতে হইবে, তাহার এক গ্রেন লইয়া একটি সুপরিস্কৃত ওয়েজউড নিমিত খলে রাখুন। উহার ভিতর ৩ গ্রেন দুগ্ধশর্করা দিয়া উত্তমরূপে স্প্যাচুলা দ্বারা মিশ্রিত করিতে হইবে। পরে একটি ওয়েজউড নির্মিত মর্দক দ্বারা উহা ৬ মিনিট ধরিয়া চক্রাকারে জোরের সহিত মাড়িতে হইবে; ঐ সময়ের মধ্যে যেন ঐ

মিশ্রণটুকু ভালরূপে মিশ্রিত হয়। ইহার পর ৩ মিনিট কাল স্প্যাচুলা দ্বারা খল ও মর্দক হইতে অণুসমূহ পৃথক করিতে হইবে। পরে এক মিনিট ধরিয়া ঐ মিশ্রণটুকু নাড়িতে হইবে। পুনরায় ৬ মিনিট ধরিয়া মর্দক দ্বারা মর্দন, ৩ মিনিট কাল স্প্যাচুলা দ্বারা খল ও মর্দক হইতে অণুসকল পৃথক করা এবং এক মিনিট ধরিয়া মিশ্রণ নাড়া—এইরূপে প্রথম অংশ প্রস্তুত হইতে ২০ মিনিট সময় ব্যয় হইল।

(২) পূর্বের ঐ প্রস্তুতিকৃত অংশে আরও ৩ গ্রেন দুগ্ধশর্করা মিশ্রিত করিয়া প্রথমাংশের নিয়মানুযায়ী ২০ মিনিট ধরিয়া দ্বিতীয় অংশ প্রস্তুত করিতে হইবে।

(৩) পূর্ব প্রস্তুতিকৃত অংশের সহিত আরও তিন গ্রেন দুগ্ধশর্করা মিশ্রিত করিয়া পূর্ব নিয়মানুযায়ী ২০ মিনিট ধরিয়া ঔষধ প্রস্তুত করিলে তৃতীয়াংশ প্রস্তুত করিতেও ২০ মিনিট সময় লাগিল।

উপর্যুক্ত নিয়মে একটি ক্রম প্রস্তুত করিতে পূর্ণ এক ঘণ্টা সময়ের প্রয়োজন হয়। কিন্তু কেহ কেহ বলেন যে, একটি ক্রম প্রস্তুত করিতে ১০ ঘণ্টা সময় ব্যয় করা কর্তব্য। ১ ভাগ ঔষধের সহিত ৩ ভাগ করিয়া ৩ বারে ৯ ভাগ দুগ্ধশর্করা ২০ মিনিট করিয়া পূর্ণ ১ ঘণ্টায় প্রস্তুত করাই সাধারণ নিয়ম। কিন্তু উঁহারা ১ ভাগ ঔষধের সহিত প্রথমে ১ ভাগ দুগ্ধশর্করা ৩ ঘণ্টায়, দ্বিতীয়বারে উহার সহিত ৩ ভাগ দুগ্ধশর্করা ৩ ঘণ্টায় এবং তৃতীয়বারে ৫ ভাগ দুগ্ধশর্করা ৪ ঘণ্টায়, মোট একটি ক্রম প্রস্তুত করিতে পূর্ণ ১০ ঘণ্টা সময় ব্যয় করেন।

ডাঃ বার্টের মতে দুগ্ধশর্করার সহিত অত্যল্প পরিমাণ সুরাসার মিশ্রিত করিয়া ঈষৎ আর্দ্র করিয়া লওয়া কর্তব্য। উহাতে চূর্ণসমূহ সুন্দররূপে প্রস্তুত হয়।

চূর্ণ ও ট্যাবলেটের পার্থক্য

চূর্ণ ও ট্যাবলেটের ভিতর কোনও পার্থক্য নাই। ট্যাবলেটের মাত্রা ঠিক থাকে বলিয়া অনেক সময় ইহাই ব্যবহার করা সুবিধা। প্রভেদ যখন নাই, তখন যাহার যাহা ইচ্ছা ব্যবহার করিতে পারেন।

ঔষধের মাত্রা

বাইওকেমিক ঔষধসমূহ পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে প্রতিবারে ১ গ্রেন। বালকদিগের পক্ষে উহার অর্ধ এবং শিশুদিগের পক্ষে সিকি মাত্রা। কিন্তু ঔষধ পুনঃপুনঃ প্রয়োগ করিতে হইলে ১৫ বা ২০ গ্রেন ঔষধ, ৮ বা ১২ আউন্স উষ্ণ জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া তাহা হইতে এক এক চামচ করিয়া সেবন করিতে দিতে হয়। ২।৩টি ঔষধ পর্যায়ক্রমে, অথবা মিশ্রিত করিয়া দিতে হইলে ঔষধের পরিমাণও কম করিয়া দিতে হয়। কিছু বেশী ঔষধ হইলেও রোগীর কোনও ক্ষতি করে না—এ ধারণা ভাল নহে।

বাইওকেমিক ঔষধের মাত্রা সম্বন্ধে অনেক ভাল ভাল চিকিৎসকেরও কোন জ্ঞান নাই দেখিয়াছি। কয়েকজন প্রসিদ্ধ চিকিৎসকের সহিত পরামর্শ করিতে আহূত হইয়া দেখিয়াছি যে, তাঁহারা প্রতি মাত্রায় ৪ গ্রেন করিয়া ঔষধ ব্যবহার করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন যে, যদিও কোন পুস্তকে ঐ প্রকার উপদেশ নাই, তথাপি তাঁহারা ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ঐরূপ মাত্রা প্রদান করিয়া ফলপ্রাপ্ত হইতেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁহাদের পর্যবেক্ষণের কোন ক্ষমতা, বা মূল্য আছে বলিয়া মনে হয় না। গ্রন্থকার বহুদিন ধরিয়া বিভিন্ন রোগীর চিকিৎসা করিয়া যাহা বুঝিয়াছেন, তাহাতে পূর্ণবয়স্কের পক্ষে ঔষধের মাত্রা এক গ্রেনই যথেষ্ট।

যে পরিমাণ ঔষধ রোগীর অনাবশ্যক রোগ বৃদ্ধি না করিয়া আরোগ্য ক্রিয়ার সাহায্য করে, তাহাই মাত্রা। ঐ মাত্রা

আপাততঃ এক গ্রেন বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে এবং মুমূর্ষু অবস্থায় উহা আরও কম মাত্রায় ব্যবহার করিবার প্রয়োজন হইয়া থাকে। সেইজন্য জগদ্বিখ্যাত ডাক্তার ন্যাশ বলিয়াছেন—

"It is the dose, crude or protentized, capable of affecting the patient curatively, without unnecessary aggravation."—*The Testimony of the Clinic by Dr. E. B. Nash, Preface Page 15.*

ঔষধের পুনঃ প্রয়োগকাল

শ্বাসকাশ, ওলাওঠা, শূলবেদনা প্রভৃতি সদ্য প্রাণনাশক ও যাতনা-দায়ক পীড়ায় ৫।১০।১৫।৩০ মিনিট অন্তর ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয়। সর্দি, জ্বর, কাশ, অতিসার প্রভৃতি পীড়ায় ২।৩ ঘণ্টা অন্তর ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয়। প্রাচীন পীড়ায় সকাল সন্ধ্যায় দৈনিক দুইবার অথবা উচ্চ শক্তি হইলে দৈনিক একবার ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয়। ঔষধে উপকার দর্শিতে আরম্ভ করিলে বেশী সময় অন্তর ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয় এবং প্রাচীন পীড়ায় যতক্ষণ, বা যতদিন ঐ উপকারটুকু থাকে ততক্ষণ, বা ততদিন রোগীকে কোনও ঔষধ দিতে নাই। রোগীর তৃপ্তিসাধনের জন্য অনৌষধি পুরিয়া দেওয়া কর্তব্য।

প্লাসিবো, ফাইটাম, নাইহিলাম ইত্যাদি কাহাকে বলে

রোগ উপশমকালে রোগীর তৃপ্তিসাধনের জন্য যে অনৌষধি পুরিয়া দেওয়া হয়, তাহার নাম প্লাসিবো, ফাইটাম, নাইহিলাম ও স্যাক ল্যাক। প্লাসিবোর (placebo) ল্যাটিন অর্থ I will please, অর্থাৎ আমি সন্তুষ্ট করিব ; ফাইটাম (phytum) ও নাইহিলামের (nihilum) অর্থ

nothing অর্থাৎ কোনও ঔষধ নহে ; আর স্যাক ল্যাকের (sac lac) পূর্ণ নাম saccharum lactis or lactose অর্থাৎ দুগ্ধশর্করা।*

ঔষধের পর্যায়, অনুপর্যায় ও মিশ্রণ ব্যবহার

বাইওকেমিক ঔষধসমূহ অনেক সময় ২।৩টি একসঙ্গে ব্যবহার করিবার প্রয়োজন হয়। প্রথম ঔষধটি দিবার পর দ্বিতীয় ঔষধ এবং তাহার পর প্রথম ঔষধ, আবার দ্বিতীয় ঔষধ—এইভাবে ঔষধ প্রয়োগকে **পর্যায়ক্রমে** ঔষধ ব্যবহার করা বলে। সময় সময় দুইটি ঔষধ পর্যায়-ক্রমে ব্যবহারকালীন অন্য ঔষধও ২।১ মাত্রা করিয়া দিবার প্রয়োজন হয় ; এইরূপ ব্যবহারকে **অনুপর্যায়ক্রমে** ঔষধ ব্যবহার বলে। এক ঔষধের সহিত অন্য ঔষধ মিশ্রিত করিয়া ব্যবহারকে **মিশ্রণ** ব্যবহার বলে। কোন রোগীকে ঔষধ দিবার সময় ঔষধের ক্রিয়া বৃদ্ধি করিবার জন্য, অথবা বলকরণের জন্য ২।১ মাত্রা ক্যাল্ক-ফস দিতে হয় ; ঐ ক্ষেত্রে ক্যাল্ক-ফসকে অনুপর্যায় ঔষধ বলা যাইতে পারে।

ঔষধের মিশ্রণ বিধি

কাহারও কাহারও মতে ঔষধ পর্যায়ক্রমে ব্যবহার করা কর্তব্য ; আবার কেহ কেহ বলেন যে, ঔষধ মিশ্রিত করিয়া দেওয়াই ভাল। আমাদের মতে ঔষধের ক্রিয়ার ব্যতিক্রম যখন হয় না, তখন উভয় প্রথাই ভাল। তবে আমরা সাধারণতঃ পর্যায়ক্রমে ঔষধ ব্যবহার করিয়া থাকি এবং সকলকে তাহাই করিতে বলি।

ঔষধ মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করিতে হইলে **ফসফেট সকল একত্রে, মিউরিয়েটগুলি একত্রে এবং সালফেটগুলি একত্রে**

*ক্রমশঃ পরীক্ষা দ্বারা অবগত হওয়া যাইতেছে যে, দুগ্ধশর্করা ভেষজ গুণবিহীন নহে—ইহার দ্বারা অনেক রোগ আরোগ্য হয়।

মিশ্রিত করিয়া দিতে হয়। সালফেটের সহিত মিউরিয়েটের, অথবা মিউরিয়েটের সহিত ফসফেটের মিশ্রণ যুক্তিসঙ্গত নহে। সাইলিসিয়া সকলের সহিতই মিশ্রিত হয়। একটি রোগীক্ষেত্রে তিনটি ঔষধের অধিক ঔষধ ব্যবহার করিবার বড় একটা প্রয়োজন হয় না, আর না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। তিনটি ঔষধ ব্যবহার করিতে হইলে—যদি মিশ্রণ প্রথাই অনুমোদিত হয়, তবে দুইটি মিশ্রিত করিয়া একটি পর্যায়ক্রমে দেওয়া কর্তব্য।

মিশ্রণ সঙ্গত কিনা

ডাঃ চ্যাপম্যান বলেন যে, সকল ঔষধের সহিত সকল ঔষধই মিশ্রিত করিয়া দেওয়া যায়। ডাক্তার ওয়াকার এইরূপ প্রথার নিন্দা করিয়া কোন্ ঔষধ কাহার সহিত মিশ্রিত করা যায় তাহার একটি তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন; কিন্তু তাহা ভ্রমপূর্ণ। তাহারও সারমর্ম চ্যাপ-ম্যানের কথাই সমর্থন করে। আমরা ফসফেটের সহিত ফসফেট, সালফেটের সহিত সালফেট—ইত্যাকার মিশ্রণের পক্ষপাতী। এক জাতীয় ঔষধের সহিত অন্য জাতীয় ঔষধের মিশ্রণের পক্ষপাতী নহি। তবে পর্যায়ক্রমে দেওয়া যায়। কিন্তু ডাঃ শুসলার তাঁহার লিখিত পুস্তকে ঔষধ কখনও পর্যায়ক্রমে, অথবা মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করিতে উপদেশ প্রদান করেন নাই। আমরা এবং অন্যান্য চিকিৎসকেরা পর্যায়ক্রমে, অথবা মিশ্রিত করিয়া ঔষধ ব্যবহারে ফল পাই বলিয়া পাঠকদিগকেও তদনুরূপ উপদেশ দিতেছি।

কিরূপে ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয়

বাইওকেমিক ঔষধসমূহ তিন প্রকার উপায় দ্বারা ব্যবহৃত হয়। ১। শুষ্ক অবস্থায় জিহ্বার উপর ফেলিয়া খাওয়া; ২। শীতল জলের সহিত; ৩। উষ্ণ জলের সহিত। ম্যাগ-ফস সর্বদাই উষ্ণ

জলের সহিত প্রদান করা কর্তব্য। শূলাদি পীড়ায় উষ্ণ জলের সহিত ঔষধ ব্যবহার করিতে হয়। শূলাদি পীড়া এবং ম্যাগ-ফসের ক্ষেত্র ভিন্ন সাধারণতঃ যে সমস্ত পীড়ায় রোগী কেবলই ঠাণ্ডা ভালবাসে, সেই সমস্ত ক্ষেত্রে ঔষধ শীতল জলের সহিত এবং যে সমস্ত ক্ষেত্রে রোগী গরম ভালবাসে সেই সমস্ত ক্ষেত্রে উষ্ণ জলের সহিত ঔষধ প্রদান করিতে হয়। সর্দি, কাশি, শূল, উদরাময়, আমাশয়, ওলাওঠা ইত্যাদি পীড়ায় আমরা প্রায় সর্বক্ষেত্রেই উষ্ণ জলের সহিত ঔষধ ব্যবহার করিয়া থাকি। আমরা জলের সহিত ঔষধ মিশ্রিত করিয়া কখনও দিই না—এক মাত্রা ঔষধ রোগীর মুখে ফেলিয়া দিয়া এক ঢোক উষ্ণ জল তাহার মুখে দিই। কেন না সামান্য ঔষধ মিশ্রিত করিয়া দিতে গেলে অধিকাংশ সময় ঔষধ পাত্রের গায়েই লাগিয়া থাকে। তবে পুনঃপুনঃ ঔষধ ব্যবহার করিতে হইলে ("ঔষধের মাত্রা" অধ্যায় দ্রষ্টব্য) অবশ্য স্বতন্ত্র কথা।

শক্তি মীমাংসা

ঔষধের শক্তি মীমাংসা করা কেবল যে কঠিন ব্যাপার তাহা নহে, অসম্ভবও বটে। তবে এ সম্বন্ধে প্রত্যেকেরই একটা ধারণা জন্মাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। প্রথমতঃ, এই ধারণা লইয়া কার্যক্ষেত্রে ব্রতী হইলে ক্রমশঃ অভিজ্ঞতার দ্বারা শক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মিবে। ডাঃ শুসলার, ক্যারে, চ্যাপম্যান, ওয়াকার প্রভৃতি বিজ্ঞ চিকিৎসকগণের মতে তরুণ পীড়ায় ৩x, ৬x ও পুরাতন পীড়ায় ১২x হইতে ২০০x পর্যন্ত ব্যবহার করা কর্তব্য। ডাঃ শুসলার তাঁহার পুস্তকের শেষ সংস্করণে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে, অন্যান্য ঔষধসমূহ ৬x শক্তির নিম্নে এবং ক্যাল-ফ্লুওর, ফেরাম ফস ও সাইলিসিয়া ১২x শক্তির নিম্নে ব্যবহার করা কর্তব্য নহে। আবার কেহ কেহ নেট্রাম মিউর ১২x শক্তির নিম্নে ব্যবহার করিতে নিষেধ করেন। আমরা তরুণ পীড়ায় ম্যাগ-ফস ও

নেট্রাম ফস ৩x শক্তি ভিন্ন অন্যান্য ঔষধ ৬x এর নিম্নে ব্যবহার করি না এবং ক্যাল্ক-ফ্লুওর ও নেট্রাম মিউর ১২x ব্যবহার করি। ফেরাম ফস ও সাইলিসিয়া পীড়ার অবস্থাবিশেষে ৬x এবং ১২x উভয়ই ব্যবহার করি। ক্যাল্ক-ফ্লুওর ৬x মধ্যে মধ্যে ব্যবহার করিয়াও বেশ ফল পাইয়াছি। উচ্চ ক্রমে ফল না পাইলে নিম্ন ক্রমে পরীক্ষা করিয়া দেখা কর্তব্য। স্নায়বিক ধাতুর ও খিট্‌খিটে স্বভাবের লোকের এবং দুর্বল ব্যক্তিদিগের নিম্ন ও মধ্যম ক্রম ব্যবহার করাই সঙ্গত; কেন না প্রায়ই উচ্চ ক্রমে ইহাদের রোগবৃদ্ধি হইয়া থাকে। বৃদ্ধ রোগী এবং যাহাদের পীড়া আরোগ্য হইবে না—কেবল উপশম করিয়াই যাইতে হইবে, তাহাদের পীড়ায় নিম্ন ক্রম ব্যবহার করাই বুদ্ধিমানের কার্য; যেহেতু উচ্চ ক্রমে ইহাদের পীড়া অত্যধিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া জীবনসংশয় হইতেও পারে। এ সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে লিখিতে গেলে প্রবন্ধ অতিশয় দীর্ঘ হইয়া যায় বলিয়া বিরত থাকিলাম।

শক্তি, মাত্রা, পর্যায়ক্রমে ঔষধ ব্যবহার ও ঔষধের পুনঃপ্রয়োগ সম্বন্ধে শেষ কথা

শক্তি ও মাত্রা বিষয়ে নানাপ্রকার প্রশ্ন করিয়া ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান হইতে আমাকে পত্র লেখা হইয়াছে। সেইগুলির উত্তর যথাসম্ভব দিয়াছি। অনেক অবান্তর প্রশ্ন বাদ দিয়া তাঁহারা ঔষধের শক্তি, মাত্রা, ঔষধের পুনঃপ্রয়োগকাল সম্বন্ধে লিখিয়াছেন এবং প্রশ্ন না করিলেও অনেকের ব্যবস্থাপত্রে দেখিয়াছি যে, তাঁহারা অতিরিক্ত ভাবে পর্যায়-ক্রমে ঔষধ ব্যবহার করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে পুস্তকের অন্যত্র যথেষ্ট আলোচনা করা সত্ত্বেও লিখিতেছি যে মহাত্মা শুসলার সাধারণতঃ সকল ঔষধের ৬x চূর্ণ ব্যবহার করিতেন; কেবল ফেরাম ফস, সাইলিসিয়া ও ক্যালসিয়াম ফ্লুওরাইড ১২x শক্তি ব্যবহার করিতেন।

তরুণ ব্যাধিতে ডাঃ শুসলার ২।১ ঘণ্টা অন্তর অন্তর এবং পুরাতন ব্যাধিতে দৈনিক ৩।৪ বার ঔষধ প্রয়োগ করিতেন। ঔষধ জলের সহিত, অথবা শুষ্কাবস্থায় প্রদান করিতেন এবং উহার পরিমাণ একটি মটর দানার মত হইত। সাধারণ তরুণ পীড়ায় আমরা ৩।৪ ঘণ্টা অন্তর দিনে ৩।৪ বার ঔষধ প্রয়োগ করি এবং বিশেষ ক্ষেত্র উপস্থিত না হইলে বাহ্য প্রয়োগ করি না। উহাতেই সুন্দরভাবে আরোগ্য ক্রিয়া সুসম্পন্ন হয়। কলেরা, শূলবেদনা ইত্যাদি তীব্র যন্ত্রণাদায়ক তরুণ পীড়ায় পীড়ার তীব্রতানুসারে ৫।১০ মিনিট অন্তর উপশম না হওয়া পর্যন্ত ঔষধ ব্যবহার করি। পীড়ার উপশম হইলেই রোগীর অবস্থানুসারে ২।১ ঘণ্টা বা বেশী সময় অন্তর ঔষধের পুনঃপ্রয়োগ করিতে হয়। ঔষধ সুনির্বাচিত হইলে এসব ক্ষেত্রে অত্যল্প সময়ের মধ্যেই সুফল দর্শে এবং পুনঃপ্রয়োগের কাল দীর্ঘতর করিতে হয়, অথবা ব্যাধির পুনঃপ্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত ঔষধ বন্ধ রাখিতে হয়। এসব বিষয় চিকিৎসকের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে। শক্তি ও মাত্রা সম্বন্ধে বিস্তৃত জ্ঞানলাভ করিতে হইলে গ্রন্থকারের "শক্তি ও মাত্রা" নামক পুস্তক পাঠ করা প্রয়োজন।

কেহ কেহ বৃহৎ মাত্রায় বাইওকেমিক ঔষধ দেওয়ার পক্ষপাতী। কোন হোমিওপ্যাথিক কলেজের প্রিন্সিপালও এক গ্রেন মাত্রা দেওয়ার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়া পত্র লিখিয়াছেন। প্রমাণস্বরূপ ডাঃ বোরিকের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ইঁহারা কেহই বাইওকেমিক ঔষধ ব্যবহার করেন নাই। ডাঃ বোরিকের মতেও প্রতি মাত্রায় এক গ্রেন দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। আমরা বহু বৎসর হইতে প্রতি মাত্রায় এক গ্রেন ব্যবহার করিয়া বাঞ্ছিত ফললাভ করিয়া আসিতেছি।

ঔষধ পর্যায়ক্রমে ব্যবহার করিতে বলা হইয়াছে বলিয়া প্রত্যেক ক্ষেত্রেই যে ৩।৪টি ঔষধ পর্যায়ক্রমে ব্যবহার করিতে হইবে, এমন কথা

বলা হয় নাই। ডাঃ শুসলার অপরিহার্য ক্ষেত্র ভিন্ন কোথায়ও পর্যায়-ক্রমে ব্যবহারের উপদেশ দেন নাই।

ঔষধ বিশুদ্ধ না হইলে যে, সেই ঔষধের দ্বারা বাঞ্ছিত ফললাভ করা সম্ভব নহে, ইহা সকলেই অবগত আছেন। কিন্তু কিভাবে বিশুদ্ধ ঔষধ সংগ্রহ করা যায়, তাহা অনেকেই জ্ঞাত নহেন। কলিকাতা হইতে কিনিতে হইলে ভাল কোম্পানী দেখিয়া ঔষধ কিনিলেই চলিবে। বেশী দাম দিয়া ঔষধ কিনিলেই ভাল ঔষধ পাওয়া যায় না—বিশ্বস্ত কোম্পানীর হওয়া দরকার। কিন্তু মফঃস্বল হইতে ঔষধ কিনিতে হইলে যেন কেহ **চূর্ণাকারে** ঔষধ না কেনেন। এসব ক্ষেত্রে সর্বদাই **বটিকা** আকারে ঔষধ কেনা কর্তব্য। বটিকা মফঃস্বলে প্রস্তুত হয় না, কলিকাতার কয়েকটি বিশ্বস্ত দোকানে মাত্র প্রস্তুত হয়। মফঃস্বলে বাইওকেমিক ঔষধ প্রস্তুত করা দূরের কথা, অধিকাংশ দোকানে দেখিয়াছি হোমিও-প্যাথিক ঔষধ **শক্তিকৃত** করা হয় না—কেবলমাত্র এক ড্রাম শিশির ভিতর স্পিরিট ভর্তি করিয়া এক ফোঁটা পূর্ববর্তী শক্তির ঔষধ ফেলিয়া **ডাইলিউশান** বা মিশ্রণ করিয়া দেওয়া হয়। ইহাদ্বারা আকাঙ্খিত শক্তির কার্য কখনও সম্পন্ন হইতে পারে না। তারপর শিশির মূল্য বৃদ্ধি হইবার পর হইতে (সস্তার বাজারেও ছিল, তবে কম) অনেকে পুরাতন শিশি ব্যবহার করিতেন। ইহা অতীব পরিতাপের বিষয়। এ বিষয়ে সকলেই বিশেষ সতর্ক হইবেন।

সদা ব্যবহৃত শক্তিসমূহের তালিকা

এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হইবার পর অনেকে আমাকে পত্র লিখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে, ঔষধের অর্ডার দিবার সময়ে প্রথমে কোন্ কোন্ ঔষধের কোন্ কোন্ শক্তিগুলির প্রয়োজন। তজ্জন্য নিম্নে সর্বদা ব্যবহৃত শক্তিগুলির একটি তালিকা প্রদর্শিত হইল।

১। ক্যালকেরিয়া ফ্লুওরিকাম—**১২x**, *২০০x, ৩০x, **৬x**।

২। ক্যালকেরিয়া ফসফরিকাম—**৬x**, *১২x, ৩০x, **৩x**।

৩। ক্যালকেরিয়া সালফিউরিকাম—***৬x**, *১২x, ২০০x।

৪। ফেরাম ফসফরিকাম—**১২x**, **৬x**।

৫। কেলি মিউরিয়েটিকাম—**৬x**, *৩x, ১২x।

৬। কেলি ফসফরিকাম—**৬x**, *১২x, *৩x।

৭। কেলি সালফিউরিকাম—**৬x**, ১২x, ৩০x।

৮। ম্যাগ্নেসিয়া ফসফরিকাম—**৩x**, *৬x, ১২x।

৯। নেট্রাম মিউরিয়েটিকাম—**১২x**, ৩০x, ২০০x।

১০। নেট্রাম ফসফরিকাম—**৩x**, *৬x, ১২x, ৬০x।

১১। নেট্রাম সালফিউরিকাম—**৬x**, ১২x, ৩০x, ৩x।

১২। সাইলিসিয়া—**১২x**, *৬x, ৩০x, ২০০x।

মোটা অক্ষরে লিখিত এবং তারকা* চিহ্নিত শক্তিগুলি অধিক প্রয়োজনীয়; তন্মধ্যে মোটা অক্ষরে লিখিত শক্তিগুলিই সর্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয়। এই স্থলে লিখিত শক্তি ভিন্ন অন্যান্য শক্তিগুলি চিকিৎসক আবশ্যকমত ব্যবহার করিবেন। কোন্ কোন্ রোগে কি কি শক্তি সাধারণতঃ অধিক ফলপ্রদ, তাহা পুস্তকের ভিতর প্রত্যেক রোগের লক্ষণ বর্ণনাকালে লিখিত আছে।

বাইওকেমিক জোলাপ

কোন রোগীর চিকিৎসাকালীন যদি দীর্ঘ সময় তাহার দাস্ত না হয়, তাহা হইলে রোগী, বিশেষতঃ তাহার আত্মীয়-স্বজন অতিশয় ব্যস্ত হইয়া পড়েন এবং চিকিৎসককে ইহার প্রতিকার করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে থাকেন। কোন কোন চিকিৎসক এই অবস্থায় ডুশ,

অথবা পিচকারির দ্বারা দাস্ত করাইয়া দিয়া থাকেন; যিনি না করেন তাঁহার রোগী অনেক সময় হাতছাড়া হইয়া যায়।

জোলাপ বা বিরেচক শব্দটা আজকাল অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসার কৃপায় সকলেই অবগত আছেন। কোন রোগীর দাস্ত না হইলে তাঁহারা অন্ত্রের উত্তেজক কোন ঔষধ সেবন করিতে দেন, যাহার ফলে অতি সত্বর দাস্ত হইয়া যায়। কিন্তু কোষ্ঠবদ্ধ স্বভাবসিদ্ধ হইলে এই প্রথা আদৌ কার্যকরী হয় না। বেশী দিন ধরিয়া অন্ত্রের ক্রিয়ার বিরুদ্ধে জোর করিয়া দাস্ত করাইবার ফলে পরে দুর্দমনীয় কোষ্ঠবদ্ধ জন্মায় এবং ক্রমাগত জোলাপের মাত্রা বৃদ্ধি না করিলে আর দাস্ত হইতে চাহে না। অনেকেই অবগত আছেন যে, রেমিটেণ্ট জ্বরের প্রথমাবস্থায় জোলাপ লইয়া অনেকের কি সর্বনাশ সাধিত হইয়াছে।

অথচ দাস্ত হওয়া একান্ত আবশ্যক। অবশ্য প্রত্যেক ক্ষেত্রেই দাস্ত যে করাইতে হইবে, এমন কোন কথা নহে। তরুণ পীড়ায় ২।১ দিন দাস্ত না হইলেও রোগী যদি তাহাতে বিশেষ অসুবিধা বোধ না করে, তাহা হইলে আরও ২।১ দিন বিলম্ব করা কর্তব্য। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় অন্ত্রের ক্রিয়া সবল ও স্বাভাবিক হইতে থাকার সময় হইতেই দাস্ত হইতে আরম্ভ হয় এবং তাহা স্থায়ী হয়। তজ্জন্য কাহারও একটু বেশী সময়ের প্রয়োজন হয়, কাহারও বা সঙ্গে সঙ্গে—এমনকি, ২।১ মাত্রা ঔষধ প্রয়োগের পরেই হয়। তবে ঔষধ নির্বাচনটা বিশেষ যত্নের সহিত করিতে হইবে।

বাইওকেমিক চিকিৎসকেরা কোষ্ঠবদ্ধের কারণ নির্দেশ করিয়া যে যে লাবণিক দ্রব্যের অভাববশতঃ পীড়া হইয়াছে, তাহাই অধিক মাত্রায় প্রয়োগ করিলে অত্যল্প সময়ের মধ্যেই দাস্ত হইয়া যায় বলেন; সুতরাং সকলেরই প্রথমে কারণ অনুসন্ধান করিয়া ঔষধ প্রয়োগ করা কর্তব্য। নিম্নে কারণগুলি বিবৃত হইল।

(১) পিত্তস্থিত সোডিয়াম সালফেট (নেট্রাম সালফ) ও সোডিয়াম ফসফেট (নেট্রাম ফস) নামক পদার্থদ্বয়ের স্বল্পতা-নিবন্ধন **পিত্ত ঘনীভূত হইয়া;** অথবা (২) ক্লোরাইড অব পটাশের (কেলি মিউর) ন্যূনতাবশতঃ **পিত্ত নিঃসরণ কম হইয়া**; অথবা (৩) 'রক্ত মধ্যে ক্লোরাইড অব সোডিয়ামের (নেট্রাম মিউর) স্বল্পতাবশতঃ দেহের **জলীয় পদার্থের অনিয়মিত সঞ্চালনের জন্য** অন্ত্রের শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লীর শুষ্কতা-বশতঃ মল শুষ্ক হইয়া ; অথবা (৪) রক্তে ফেরাম ফসের অভাব হইয়া অন্ত্রস্থ পেশী সকলের সঙ্কোচন-শক্তির হ্রাসবশতঃ, কখনও বা (৫) ক্যাল্কেরিয়া ফ্লুওরিকার অভাববশতঃ সঙ্কোচন-শক্তির হ্রাস হইয়া ; কিংবা (৬) সময় সময় সাইলিসিয়ার অভাববশতঃ সরলান্ত্রের স্নায়ু সকলের দুর্বলতা জন্যও কোষ্ঠবদ্ধ পীড়া জন্মিয়া থাকে।

প্রত্যেক ঔষধের লক্ষণ সেই সেই অধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। সুতরাং লক্ষণ থাকিলে কেলি মিউর ৬x চূর্ণ ১০ গ্রেন, নেট্রাম মিউর ৩০x চূর্ণ ২।১ মাত্রা, সাইলিসিয়া ৩০x চূর্ণ ২।১ মাত্রা, নেট্রাম মিউর ৩০x ও সাইলিসিয়া ৩০x একত্রে মিশ্রিত করিয়া প্রত্যহ ২।১ মাত্রা করিয়া, নেট্রাম ফস ১x চূর্ণ ১০ গ্রেন মাত্রায় শিশুদের খাদ্যের সহিত মিশ্রিত করিয়া, নেট্রাম সালফ ৬x চূর্ণ ১০ গ্রেন মাত্রায় দিলে সহজে এবং অল্প সময়ের মধ্যে কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়। এই সঙ্গে আহারাদির দিকে বিশেষতঃ কিসমিস, খেজুর, কমলা, বেল ইত্যাদি ফল এবং দুগ্ধপানের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। বলা বাহুল্য, পুরাতন কোষ্ঠবদ্ধ পীড়ায় অধিক দিন উক্ত নিয়মে ঔষধ সেবন করা কর্তব্য এবং ইহার ফলও স্থায়ী হইবে।

ঔষধের বাহ্য ব্যবহার

আভ্যন্তরীণ ঔষধ সেবনকালে সময় সময় ঔষধের বাহ্য প্রয়োগেও

আবশ্যক হইয়া পড়ে। অবস্থাবিশেষে এই বাহ্য প্রয়োগের ব্যবস্থা নানা প্রকারের হইতে পারে। বাহ্য প্রয়োগার্থে সকল ঔষধেরই ৩x চূর্ণ ব্যবহার করিতে হয়।

১। **চূর্ণাকারে**—আক্রান্ত স্থানে চূর্ণ ঔষধ ছড়াইয়া দিতে হয়। যেমন কোন স্থান কাটিয়া গেলে, বা কোন স্থান হইতে রক্তস্রাব হইতে থাকিলে ফেরাম ফসের ৩x চূর্ণ ঐ স্থানে ছড়াইয়া দিতে হয়।

২। **উষ্ণ জল সহ**—৩x চূর্ণের ঔষধ ১৫ গ্রেন ২।৩ সের উষ্ণ জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া লোশানে বা স্নানরূপে ব্যবহৃত হয়। ক্ষত, কাটা-ঘা, প্রদাহ ইত্যাদিতে পুরু কাপড় লোশানে ভিজাইয়া আক্রান্ত স্থানে দিয়া মধ্যে মধ্যে উহাতে ঐ লোশান দ্বারা সিক্ত রাখিতে হয়। ঐ লোশানে সিক্ত কাপড় শুষ্ক বস্ত্রখণ্ড দ্বারা জড়াইয়া রাখিতে হয়। আবশ্যক বোধ হইলে ১ সের বা অর্ধসের জলের সহিত উক্ত মাত্রা ঔষধ প্রদান করিয়া গাঢ় লোশান করা যায়। স্নানরূপে ব্যবহার করিতে হইলে জলের পরিমাণ ৪।৫ সের হওয়া দরকার।

৩। **গ্লিসারিন, ভেসেলিন ও ঘৃত সহ**—৩x চূর্ণের ঔষধ ১৫ গ্রেন মাত্রায় ৩।৪ ফোঁটা জলে মিশ্রিত করিয়া তাহার সহিত এক আউন্স পরিমাণ গ্লিসারিন, ভেসেলিন, বা ঘৃত ঈষৎ অগ্ন্যুত্তাপে গলাইয়া মিশ্রিত করিতে হয়।

৪। **পুলটিস সহ**—উষ্ণ ও শীতল উভয় প্রকার পুলটিস ব্যবহৃত হয়। তবে ক্ষতে উষ্ণ পুলটিসই ভাল। ময়দা, সুজি, তোক্‌মারি ইত্যাদি দ্বারা পুলটিস প্রস্তুত হয়। পুলটিসের যে দিক ক্ষতস্থানে দিতে হইবে, সেই দিকে চূর্ণ ঔষধ কিছু পরিমাণ ছড়াইয়া দিয়া পীড়াক্রান্ত স্থানে লাগাইয়া দিতে হয়। সামান্য উষ্ণ জলের সহিত ঔষধের চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া পীড়াক্রান্ত স্থানে প্রলেপের ন্যায় লাগাইয়া দিয়া তদুপরি পুলটিস দিলেও চলে।

পিচকারি প্রয়োগ

আভ্যন্তরীণ ঔষধ সেবনকালীন সময় সময় পিচকারি দেওয়ারও আবশ্যক হইয়া পড়ে। পিচকারি গুহ্যদ্বারে ও জননেন্দ্রিয় মধ্যে দিতে হয়। পিচকারির জন্য উষ্ণ ও শীতল জল ব্যবহৃত হইয়া থাকে। **পিচকারি দেওয়ার সময় রোগীকে বাম পার্শ্বে শয়ন করান কর্তব্য।** কোমরের নীচে বালিশ দিয়া উঁচু করিয়া রাখিলে অন্ত্রমধ্যে অনেকক্ষণ জল থাকিতে পারে। জলের পরিমাণ শিশুদের পক্ষে ১ আউন্স, বালকদিগের পক্ষে ২ হইতে ৪ আউন্স, যুবকদিগের পক্ষে ১ হইতে ২ পাইট। ১০০° উষ্ণ জল স্ত্রীলোকদিগের জননেন্দ্রিয় মধ্যে পিচকারি সহযোগে প্রয়োগ করিলে লুপ্ত ঋতু, বা লোকিয়া ইত্যাদি পুনঃ প্রকাশিত হয়। আরও অনেক প্রকার জরায়ুঘটিত পীড়ায় পিচকারি দেওয়া প্রয়োজন হয়। গুহ্যমধ্যে গ্লিসারিন প্রবেশ করাইতে হইলে, ১-২ আউন্সেই যুবকদিকের মল নিঃসরণ হইয়া থাকে।

যে স্থলে রোগী মুখ দিয়া পথ্য গ্রহণ করিতে না পারে, অথবা পাকস্থলীতে আহার্য বস্তু সহ্য না হয়, সেই সব স্থলে গুহ্যদ্বার দিয়া আহার্য দ্রব্যাদি পিচকারি সাহায্যে প্রয়োগ করিতে হয়। প্রথমে পিচকারির সাহায্যে জল দিয়া মল বাহির করিয়া লইতে হয়। তাহার পর দুগ্ধাদি খাদ্য ৯৮° উষ্ণাবস্থায় গুহ্যদ্বারে প্রবেশ করাইয়া দিতে হয়; কিন্তু একেবারে ২।২॥ আউন্সের বেশী দেওয়া উচিত নহে; যদি পুনরায় খাদ্যাদি দিতে হয়, তাহা হইলে অন্ততঃ ২ ঘণ্টা অন্তর দেওয়া কর্তব্য। আস্তে আস্তে খাদ্যাদি প্রবেশ করান ভাল।

আহার সম্বন্ধে বিধি ও নিষেধ

ঔষধ ব্যবহারকালীন রোগীর খাদ্য ও পানীয়ের উপর চিকিৎসকের বিশেষ লক্ষ্য থাকা প্রয়োজন। কোন কোন চিকিৎসক পথ্যাদির উপর

দৃষ্টি রাখেন না, আবার কেহ বা পথ্যাদির অতিরিক্ত কঠোরতা অবলম্বন করেন। এই উভয় প্রকার চিকিৎসকই তাঁহাদের যত্নপূর্বক সুনির্বাচিত ঔষধের ফল পান না। পথ্যাদি সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিবার স্থান ইহা নহে; তবে মহাত্মা হ্যানিম্যান তাঁহার পুরাতন পীড়ার চিকিৎসায় যাহা বলিয়াছেন এবং আমরা চিকিৎসাকালীন যাহা প্রত্যক্ষ করিতেছি, তাহাই লিখিতেছি। **কর্পূর** সমস্ত ঔষধেরই গুণ নষ্ট করে বলিয়া উহা পানীয় জলের সহিত পান, আঘ্রাণ, এমন কি ঔষধের নিকটে রাখাও সঙ্গত নহে। কফি ও চা সংযত মাত্রায় ব্যবহার করিতে হইবে। মদ্য, ভিনিগার, নস্য প্রভৃতি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। তামাক অবস্থাবিশেষে নিষিদ্ধ এবং অবস্থাভেদে ব্যবহার্য। তামাক অপেক্ষা নস্য অধিকতর ক্ষতিকারক; সুগন্ধ বা তীব্র গন্ধযুক্ত দ্রব্য, দন্তমঞ্জন, গুরুপাক দ্রব্যাদি ভক্ষণ নিষিদ্ধ। মসলা, পিঁয়াজ ও ঝাল যতদূর সম্ভব কম আহার করিতে হইবে। নাটক, নভেল, নৃত্য, গীত এবং যদ্দ্বারা স্নায়ুমণ্ডলী উত্তেজিত হয় এরূপ কোন পুস্তক পাঠ, অথবা শ্রবণ করা কর্তব্য নহে। স্ত্রী পুরুষের মধ্যে অতিরিক্ত আসঙ্গ লিপ্সা থাকিলে তাহা সংযত করা কর্তব্য। উদর সম্বন্ধীয় রোগে ঝাল, আদা, এলাচি মশলা, শাক-সব্জী ও তিক্ত দ্রব্য ভক্ষণ নিষিদ্ধ। শুষ্ক লোনা মৎস্য ত্যাগ করিতে হইবে। ঔষধ সেবনের পূর্বে ও পরে এক ঘণ্টার মধ্যে ধূমপান, আহার এবং পান করা নিষিদ্ধ।

বাইওকেমিক

কম্প্যারেটিভ মেটিরিয়া মেডিকা

ক্যালকেরিয়া ফ্লুওরিকাম

Calcarea Fluoricum

ভিন্ন নাম—ক্যালসিয়াম ফ্লুওরাইড।

সাধারণ নাম—ফ্লুওরাইড অফ লাইম।

সংক্ষিপ্ত নাম—ক্যাল্ক-ফ্লুওর (cal. fluor.)।

প্রস্তুত পদ্ধতি—ইহা একপ্রকার খনিজ পদার্থ এবং সহজ-প্রাপ্য ধাতু বিশেষ। ইহা স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্ছ এবং নানাবর্ণের ও নানা আকারের দৃষ্ট হয়। ইহা জলে দ্রব হয়; বিশুদ্ধ ফ্লুওরাইড অফ লাইম হইতে হোমিওপ্যাথিক বিচূর্ণন পদ্ধতি অনুসারে প্রস্তুত হইয়া ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়।

ক্রিয়া—ইহা দেহস্থ অণ্ডলালা (অ্যাল্বুমেন) নামক পদার্থের সহিত মিশ্রিত হইয়া কার্যকরী হইয়া থাকে। ইহাতে শতকরা ৫৪·২১ ভাগ চুন আছে। কেহ কেহ বলেন যে, চুনের পরিমাণ উহা অপেক্ষা আরও বেশী, অর্থাৎ ৫৮·২ ভাগ। অণ্ডলালার সহিত মিশ্রিত হইয়া এই পদার্থ দন্ত ও অস্থির উপরস্থি আবরণ (enamel) নির্মাণ করিয়া থাকে। সেইজন্য দন্ত ও অস্থির অপুষ্টতা, অস্থিতে অর্বুদ, অস্থি-পীড়ায় প্রস্তরবৎ কঠিনতা, দন্তের শিথিলতা, দন্তক্ষয়, ইত্যাদি বিবিধ রোগ দৃষ্ট হয়। দন্ত ও অস্থির ন্যায় ইহা শিরা, ধমনী ও চর্মের উপরিভাগে (এপিডার্মিসে) ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া থাকে এবং ইহার অভাবজনিত ক্রিয়ায় শিরা ও ধমনী

১৪। অণ্ডকোষে জল জমা এবং অণ্ডকোষের প্রস্তরবৎ কঠিনতা সহ যে কোন প্রকার অণ্ডকোষের পীড়া।

১৫। অণ্ডকোষের শীর্ণতা সহ অবিরত প্রষ্টেটিক রস ও শুক্র ক্ষরণ।

১৬। সর্বপ্রকার জরায়ু-স্থানচ্যুতির (কেলি ফস, ক্যাল্ক-ফস, নেট্রাম মিউর) সর্বপ্রধান ঔষধ। প্রসববেদনার ন্যায় বেদনা, মনে হয় যেন জরায়ু যোনিপথ দিয়া বাহির হইয়া যাইবে। জরায়ু কঠিন, নরম, অথবা শিথিল, যাহাই হউক না কেন ইহার ব্যবহার অপরিহার্য।

১৭। জরায়ুর কাঠিন্যজনিত কষ্টরজঃ পীড়া, অথবা জরায়ুর শিথিলতা প্রযুক্ত অতিরিক্ত রক্তস্রাব, গর্ভস্রাব, অপ্রচুর প্রসববেদনা, ভ্যাদাল বেদনা ইত্যাদি যাবতীয় পীড়া।

১৮। গর্ভাবস্থায় মধ্যে মধ্যে সেবন করিতে দিলে জরায়ুর বলাধান হইয়া সুপ্রসব হয়।

১৯। ডিফথিরিয়ায় কৃত্রিম ঝিল্লী (false membrane) শ্বাসনালী পর্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়া পড়িলে (ক্যাল্ক-ফস সহ)।

২০। দুর্দমনীয় কোষ্ঠবদ্ধ সহ উদরী পীড়া। উদর শক্ত এবং উদরের উপর শিরা সকল ভাসিয়া উঠিয়াছে দেখা যায়।

২১। অজীর্ণ বমন ফেরাম ফস দ্বারা উপকার না হইলে।

২২। পুরাতন কটিবাত। সেক্রাম অস্থিতে বেদনা, ভারবোধ ও ক্লান্তি। সর্বপ্রকার বাতবেদনা ঠাণ্ডায় ও প্রথম সঞ্চালনে বৃদ্ধি, উত্তাপে ও অবিরত নড়াচড়া করিলে উপশম।

২৩। সর্দি ও কাশিতে বহুল পরিমাণে গাঢ়, দুশ্ছেদ্য দলা দলা সবুজ বা হরিদ্রাবর্ণের দুর্গন্ধ স্রাব।

২৪। ওজিনা পীড়ায় পুর্বোক্ত স্রাব সহ অস্থি ক্ষত।

২৫। আলজিহ্বার বিবৃদ্ধিবশতঃ গলা সুড়সুড় করিয়া শুষ্ক খক্‌খকে কাশি।

২৬। যে কোন স্থানের চর্ম ফাটা ফাটা হয়, তাহাতেই ইহা উপযোগী। পায়ের তলায় কড়া। চর্ম স্ফীত ও কঠিন।

২৭। জিহ্বা ফাটা ফাটা। প্রদাহের পর জিহ্বা কাঠিন্য—বেদনা থাক বা নাই থাক।

২৮। পুরাতন জ্বরে প্লীহা যকৃতের বিবৃদ্ধি সহ কাঠিন্য।

২৯। রক্তাল্পতা (ক্যাল্ক-ফস)।

৩০। উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিবার পর, অথবা অধিকক্ষণ উচ্চ হাস্যের পর স্বরভঙ্গ।

৩১। সর্বপ্রকার লক্ষণ আর্দ্র বায়ু ও আর্দ্র স্থানে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। উত্তাপে ও শুষ্ক স্থানে পীড়া লক্ষণের হ্রাস। অস্থি ও বাতপীড়া—নড়াচড়ায় পীড়া লক্ষণের উপশম, চুপ করিয়া থাকিলে বৃদ্ধি।

বিশেষত্ব (peculiarity)—শিথিলতা ও প্রস্তরবৎ কঠিনতা—এই দ্বিবিধ ক্রিয়াই এই ঔষধের বিশেষত্ব। একদিকে—জরায়ুর শিথিলতা এবং তজ্জনিত রক্তস্রাব, গর্ভস্রাব, ভ্যাদাল বেদনা, জরায়ুর স্থানচ্যুতি ইত্যাদিতে যেরূপ অপরিহার্য; অপরদিকে—যে কোন যন্ত্র যে কোন কারণেই হউক না কেন যদি প্রস্তরবৎ কঠিন হয়, তাহা হইলে এই ঔষধ অব্যর্থ। কঠিন ছানির চিকিৎসা করিতে গেলে এই ঔষধের নামই প্রথমে স্মরণ হয়। চর্মপীড়ায় আক্রান্ত স্থান ফাটা ফাটা হওয়া ইহার আর একটি বিশেষত্ব।

মানসিক লক্ষণ (mental symptoms)—অত্যন্ত অবসন্ন ও সন্দিগ্ধচিত্ত। মানসিক অবসাদে সদাই ভাবে যে, তাহার অর্থনাশ হইয়া সর্বনাশ হইবে। কোন বিষয় চিন্তা করিয়াও স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারে না।

মস্তকের অস্থিপীড়া (diseases of the cranium)—**নবজাত শিশুর প্যারাইটাল বোনে (মস্তকপার্শ্বস্থ অস্থি) যে**

রক্তময় অর্বুদ (blood tumour) **জন্মে তাহাতে ইহা অব্যর্থ।** মস্তকাস্থিতে ফোলা এবং তাহাতে অত্যন্ত বেদনা, মস্তকের অস্থিতে ক্ষত ও উহার ধারগুলি কিছুতেই জোড়া না লাগা, অথবা ক্ষতের চতুর্দিক ফুলিয়া শক্ত হইলে ইহা উপযোগী। মস্তকের অস্থিতে আঘাত লাগিয়া যদি অর্বুদ বা টিউমার জন্মে, অথবা আঘাতবশতঃ মস্তক থসথসে হইয়া যায়, তাহা হইলে ইহা ফলপ্রদ। শক্তি ১২xএর নিম্নে নহে।

রোগী-বিবরণ—ইং ১৯৫৫ সালের কথা। জনৈক ভদ্রলোক আসিয়া জিজ্ঞাসা করেন যে, নবজাত শিশুদের মস্তকের অর্বুদ আপনাদের ঔষধে আরোগ্য হয় কিনা? আমি বলিলাম যে, শতকরা প্রায় ১০০টি রোগীরই আরোগ্য আশা করা যায়। প্রশ্ন হইল—কতদিনের মধ্যে আরোগ্য আশা করা যায়। বলিলাম—৭ হইতে ১০ দিনের মধ্যে। তখনই ভদ্রলোক আমাকে দক্ষিণ কলিকাতার বালিগঞ্জে একটি রোগী দেখিতে অনুরোধ করিলেন।

রোগীর বাসায় উপস্থিত হইয়া দেখিলাম যে, শিশু রোগীর মস্তকে অনেকগুলি অর্বুদ হইয়াছে। বয়স ১২ দিন হইয়াছে এবং জন্মের প্রথম হইতেই দুইটি করিয়া ইনজেকশন প্রদত্ত হইতেছে। কিন্তু অর্বুদগুলির আকার বৃদ্ধি হওয়া ভিন্ন হ্রাসের কোন লক্ষণই দৃষ্ট হইতেছে না। আমি **ক্যাল্ক-ফ্লুওর** ১২x দৈনিক দুই মাত্রা করিয়া ব্যবস্থা করিলাম। ঔষধে আশ্চর্য উপকার লক্ষিত হইল। প্রথম হইতেই উপশম লক্ষিত হইল এবং ১০ দিনের মধ্যে সমস্ত অর্বুদগুলি নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল।

অন্যান্য কঠিন ব্যাধি আরোগ্য করা অপেক্ষা অনেক সময় অর্বুদ ও আঁচিল আরোগ্য করিতে পারিলে চিকিৎসকের সুনাম বহুল পরিমাণে বর্ধিত হয়। শিশুটির মাতা পিত্ত পাথুরীর বেদনায় কষ্ট পাইতে থাকায় আমার চিকিৎসাধীনে আসেন। তিনিও অত্যল্প সময়ে আরোগ্য লাভ করেন।

ছানি (cataract)—ছানির ইহা অপেক্ষা ফলপ্রদ ঔষধ আর নাই (ক্যাল্ক-ফস)। ডাঃ বোরিক বলেন যে, বহু ছানির রোগী এই ঔষধের দ্বারা নিঃসন্দেহে আরোগ্য হইয়াছে (many cases of cataract have undoubtedly been influenced favourably by it—*W. Bœricke*)। ছানি কঠিন হইয়াছে বুঝিলেই ইহা প্রয়োগ করিতে হয়। চক্ষুর সম্মুখে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় পদার্থ উড়িতেছে, বিদ্যুৎ সদৃশ কোন উজ্জ্বল পদার্থ দৃষ্ট হয়। কর্নিয়াতে (চক্ষুর কৃষ্ণবর্ণ মণ্ডল) দাগ। কিছুক্ষণ পড়িবার পর চক্ষুতে ঝাপসা দেখার ন্যায় অস্পষ্ট দেখা যায়, **চক্ষুগোলক** (eye-balls) **বেদনাক্রান্ত হয় এবং ঐ বেদনা চক্ষু বন্ধ করিলে ও অল্প অল্প চাপিলে উপশম বোধ হয়।** চক্ষুর চতুর্দিকস্থ শিরা ও ধমনীসমূহের বহিরাবরণের পেশীসমূহের শৈথিল্যবশতঃ রক্তাধিক্য। ছানি কোমল থাকিলে কেলি মিউর। ইহার সহিত চক্ষের পাতায় আঞ্জনি, অথবা কোন প্রকার **কঠিন** অর্বুদ জন্মিলে অধিকতর উপযোগী। শক্তি—৩০x।

দন্তবেদনা (toothache)—দাঁতের গোড়া শিথিল হইলে এই ঔষধ অতিশয় উৎকৃষ্ট—সেই সঙ্গে দন্তবেদনা থাক আর নাই থাক। আহারকালীন দন্তে খাদ্যদ্রব্য স্পর্শ হইলেই বেদনা বা শূল। দন্তমাড়ীর রক্তস্রাবেও ইহা ব্যবহৃত হয়, তবে অন্যান্য ঔষধের সহকারীরূপে।

দন্তক্ষয় (caries of the teeth)—দন্তের আবরক এনামেল নামক পদার্থ নষ্ট হইয়া যায় বলিয়া দন্ত অমসৃণ, দন্তে ক্ষত এবং উহা শীঘ্র শীঘ্র নষ্ট হইয়া যায় (ক্যাল্ক-ফস সহ পর্যায়ক্রমে)।

দন্তোদ্গমকালীন পীড়া (dentition and its effects)—দন্তের আবরণ পদার্থের (এনামেল) অভাব হইলে, অথবা দন্ত উঠিয়াই ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে থাকিলে, কিংবা দন্তোদ্গম বিলম্ব হইলে প্রধান ঔষধ ক্যাল্ক-ফসের সহিত পর্যায়ক্রমে ব্যবহার্য (ক্যাল্ক-ফস অধ্যায়)।

দন্তোদ্গমকালীন বমনেও ইহা ব্যবহৃত হয়, তবে অন্যান্য বিশেষ লক্ষণ থাকা চাই।

স্ফোটক, ক্ষত, ব্রণ ইত্যাদি (abscess, ulcers, carbuncles etc.)—অস্থিক্ষতে গাঢ় হরিদ্রাবর্ণ পুঁজ, ক্ষতের চতুষ্পার্শ্ব কঠিন, অস্থির আবরণ বিনষ্ট এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্থিখণ্ড নির্গত হইলে ; যে সকল ক্ষত অনেক দিন ধরিয়া আরোগ্য হইতে চাহে না (সাইলি)।

স্ফোটকের প্রথমাবস্থায় ক্যাল্ক-ফ্লুওর সহ সাইলিসিয়া পর্যায়ক্রমে সেবন ও বাহ্য ব্যবহারে শীঘ্রই পাকিয়া পুঁজোৎপত্তি হয়। রক্তদূষিত হইয়া ব্রণ, অথবা যে কোন প্রকারেরই স্ফোটক হউক না কেন, আক্রান্ত স্থান **প্রস্তরবৎ কঠিন** হইলে ইহা অতি উৎকৃষ্ট। ২০০x একমাত্রা প্রদান করিয়া এইরূপ অনেক স্ফোটক আরোগ্য করিয়াছি। শক্তি—উচ্চ ক্রম।

অন্ত্রবৃদ্ধি বা হার্নিয়া (hernia)—ইহাই এই রোগের সর্বপ্রধান ঔষধ। ইহা সেবন করিলে শিথিল অন্ত্রসমূহ সঙ্কুচিত হয় এবং পেশীসমূহের স্থিতিস্থাপক গুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া পীড়া আরোগ্য হয়। প্রথমাবস্থায় আক্রান্ত স্থান প্রদাহিত, উত্তপ্ত ও বেদনাযুক্ত হইলে ফেরাম ফস সহ পর্যায়ক্রমে ব্যবহার্য।

গুহ্যদ্বার বিদারণ (fissure of rectum)—অতিশয় কোষ্ঠবদ্ধ হইলে কুন্থন দ্বারা মলত্যাগ করিবার সময় **গুহ্যদ্বার ফাটিয়া গেলে বা ক্ষত হইলে ইহাই প্রধান ঔষধ**। ইহা সেবনে মলদ্বারের টাটানি প্রভৃতি যন্ত্রণা দূরীভূত হয় এবং পেশীসমূহের স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধি হইয়া কোষ্ঠ সরল হয়। হারিশ (rectum) বাহির হইয়া গেলে ইহাই প্রধান ঔষধ। এই ঔষধের বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ ব্যবহার বিধেয়।

ভগন্দর (fistula in ano)—ক্ষতের চতুর্দিক অতিশয় কঠিন হইলে এবং তাহা হইতে গাঢ় পুঁজস্রাব হইলে ইহা ফলপ্রদ। সরলান্ত্রের শিথিলতাবশতঃ মলত্যাগে কষ্ট ও কুন্থন।

ক্যাল্ক-সালফ—ক্যাল্ক-ফ্লুওরের ন্যায় এই ঔষধেও গাঢ় পুঁজ নিঃসৃত হওয়া আছে, তবে পুঁজের রং প্রায় হরিদ্রাবর্ণ; অনেক সময় উহার সহিত রক্ত মিশ্রিত থাকে। ক্যাল্ক-ফ্লুওরের ক্ষতের চতুর্দিকে যেমন কঠিন হওয়া আছে, এই ঔষধে তাহা নাই।

অর্শ (piles)—**ইহাই অর্শের প্রধান ঔষধ**। স্রাবী অস্রাবী সকল প্রকার অর্শে ইহার ব্যবহার অপরিহার্য। অর্শে রক্তস্রাব হইলে রক্তের বর্ণ দেখিয়া, অথবা রক্তস্রাব না হইলে কেবলমাত্র জিহ্বার বর্ণ দেখিয়া অন্য ঔষধের সহিত পর্যায়ক্রমে ব্যবহার করিতে হয়। অর্শপীড়া সহ মস্তকে রক্তাধিক্য (ফেরাম ফস সহ পর্যায়ক্রমে) গুহ্যদ্বারে অতিশয় চুলকানি ও বেদনা। অতিশয় কোষ্ঠবদ্ধ, কষ্টকর কুন্থন ব্যতীত মলত্যাগ হয় না। অন্তর্বলি অথবা বহির্বলি। শক্তি—১২x, ৩০x, ৬০x।

কোষ্ঠবদ্ধতা (constipation)—সরলান্ত্রের পেশীসমূহের অক্ষমতাবশতঃ অনেকদিন ধরিয়া মল মলভাণ্ডে জমিয়া থাকিলেও বাহির হইতে পারে না। গর্ভাবস্থায় এবং প্রায়ই প্রসবের পর এইরূপ অবস্থা হয় এবং তাহাতে এই ঔষধ সুন্দর কার্য করিয়া থাকে।

নেট্রাম মিউর—এই ঔষধেও সরলান্ত্রের দুর্বলতা, বা রেক্টামের অসাড়াবস্থা নিবন্ধন কোষ্ঠবদ্ধতা আছে। ক্যাল্ক-ফ্লুওরের ন্যায় ইহাতে কয়েকদিন ধরিয়া মল মলভাণ্ডে জমিয়া থাকা লক্ষণ আছে। তবে নেট্রামে যেরূপ কোষ্ঠকাঠিন্যের জন্য রোগীর মানসিক বিষণ্ণতা, শিরঃপীড়া, মুখ দিয়া জল উঠা, অশ্রুস্রাব প্রভৃতি লক্ষণ আছে—ক্যাল্ক-ফ্লুওরে তাহা নাই। কোষ্ঠ পরিষ্কার হইলেই নেট্রামের রোগী আনন্দিত হয়।

নেট্রাম সালফ—নেট্রাম সালফের রোগীর তরল মলত্যাগের পর মনে আনন্দ হয়। মল তরল হইলেও বেগ দিয়া মলত্যাগ করিতে হয়। কঠিন গুটলে মল, কখনও কখনও উহাতে রক্তের ছিট দেখা যায়।

সাইলিসিয়া—এই ঔষধেও অনেকদিন ধরিয়া মল মলভাণ্ডে জমিয়া

থাকে। সরলান্ত্রের দুর্বলতাবশতঃ কিছুতেই মলত্যাগ হইতে চাহে না; কিন্তু যখন হয় তখন **কতকটা মল অতিকষ্টে বাহির হইয়া পুনরায় ভিতরে ঢুকিয়া যায়।**

কেলি মিউর—যকৃতের ক্রিয়াবিকৃতিবশতঃ কোষ্ঠবদ্ধ। মল সাদাটে, ফ্যাকাশে ও কর্দমবর্ণ। গুরুপাক ও তৈলাক্ত দ্রব্য ভোজন-জনিত কোষ্ঠবদ্ধ। জিহ্বা শ্বেত, বা পাংশুবর্ণ ময়লা দ্বারা আবৃত। **চক্ষু যেন বাহির হইয়া পড়িবে মনে হয়।**

উপদংশ (syphilis)—ইহা হার্ড স্যাঙ্কারের প্রধান ঔষধ। **বাগী কঠিন হইলে ইহা অমোঘ।** পুরাতন উপদংশ পীড়ায় অস্থির আবরণে প্রদাহ হইলে। ক্ষতের প্রান্তদেশ অসম ও কঠিন হইলে ব্যবহার্য। পুরাতন উপদংশজনিত অস্থিক্ষতে ২০০x শক্তি প্রশস্ত।

রোগী-বিবরণ—দিলপাশারের (পাবনা) ৺কুড়ান হালদার, বয়স ৩০।৩২ বৎসর। কুঁচকিতে পাথরের ন্যায় শক্ত একটা বড় বাগী হয়। যন্ত্রণা অল্প এবং অল্প হাঁটা যায়। ক্যাল্ক-ফ্লুওর ২০০x একমাত্রা দেওয়ায় দুই দিনের মধ্যেই বাগীটি নিশ্চিহ্ন হইয়া বসিয়া গেল।

অণ্ডকোষের পীড়াসমূহ (diseases of the testicle) —কোষমধ্যে জলসঞ্চয় (ক্যাল্ক-ফস) ও **অতিশয় কঠিনতা** সহ যে কোন প্রকার অণ্ডকোষের পীড়ায় নেট্রাম মিউর সহ পর্যায়ক্রমে। ইহা সেবনে সংযোজক তন্তুসমূহের বলাধান হইয়া জল জমিতে বাধা প্রদান করে।

অণ্ডকোষের শীর্ণতা সহ অবিরত প্রষ্টেটিক রস ও শুক্র নিঃসরণ। প্রষ্টেট গ্রন্থির বিবৃদ্ধিবশতঃ কাঠিন্য।

জরায়ুর স্থানচ্যুতি (displacement of the uterus) —জরায়ুর সর্বপ্রকার স্থানচ্যুতিতে, অর্থাৎ সম্মুখে (অ্যান্টিভার্সান), পশ্চাতে (রিট্রোভার্সান), পার্শ্বদেশে (ল্যাটার‍্যাল ভার্সান), অথবা যে কোন স্থানেই জরায়ু থাকুক না কেন (কেলি ফস, ক্যাল্ক-ফস, নেট্রাম

মিউর) ইহাই সর্বপ্রধান ঔষধ। মনে হয় যেন ইউটেরাস ঠেলিয়া আসিতেছে এবং সেই সঙ্গে প্রসববেদনার ন্যায় বেদনা (bearing down uterus), জরায়ু ও কুঁচকি স্থানে **টানিয়া ধরার ন্যায় বেদনা**। জরায়ু শিথিল, নরম, অথবা কঠিন যে কোন প্রকারেরই হউক এবং **জরায়ু যদি ঝুলিয়া বাহির হইয়াও পড়ে,** তাহা হইলেও ইহা সেবনে জরায়ুর পেশীসমূহের বলাধান হইয়া পীড়া আরোগ্য হয়। যদিও ক্যাল্ক-ফ্লুওর এই পীড়ার প্রধান ঔষধ এবং অন্য কোন ঔষধের লক্ষণ থাকিলে তাহা এই ঔষধের সহিত পর্যায়, অথবা অনুপর্যায়ক্রমে প্রদান করিতে হয়,—তথাপি অন্য ঔষধের, বিশেষতঃ নেট্রাম মিউরের সহিত ইহার প্রভেদ নির্ণয় করা আবশ্যক।

নেট্রাম মিউরের সহিত তুলনা—ক্যাল্ক-ফ্লুওরের ন্যায় এই ঔষধে জরায়ুর স্থানচ্যুতি ও প্রসববেদনার ন্যায় বেদনা আছে; কিন্তু নেট্রামের ন্যায় ক্যাল্ক-ফ্লুওরে জরায়ুর নির্গমন বন্ধ করিবার জন্য বসিতে বাধ্য হওয়া লক্ষণ নাই; বসিয়া থাকিলেই জরায়ুর বহির্গমন বন্ধ হয়। নেট্রাম মিউরে **প্রত্যেক দিন প্রাতেই এই ভাবের বৃদ্ধি হয়** এবং তাহার সহিত কোমরে বেদনা নির্দিষ্ট। এই কোমর বেদনা আবার চিৎ হইয়া শক্ত বিছানায় শুইলে, অথবা বালিশ দ্বারা চাপিলে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। এতদ্ব্যতীত প্রস্রাবের পর প্রস্রাবদ্বারে জ্বালা ও টাটানি, সহজে ক্রন্দন করা, শরীর শীর্ণ ও মুখমণ্ডল শুষ্ক প্রভৃতি নেট্রামের বিশিষ্ট পরিচায়ক লক্ষণ। এই সমস্ত লক্ষণ ক্যাল্ক-ফ্লুওরে নাই; সুতরাং নির্বাচনক্ষেত্রে ভ্রম হইবার সম্ভাবনা নাই।

ক্যাল্ক-ফস অধ্যায়ে "জরায়ুর স্থানচ্যুতি" দ্রষ্টব্য।

কেলি ফস—স্নায়বিক লক্ষণের আধিক্য থাকিলে।

রক্তপ্রদর, কষ্টরজঃ ইত্যাদি (menorrh . dysmenorrhœa, etc.)—জরায়ুর কাঠিন্যজনিত কষ্টরজঃ পীড়া এবং

জরায়ুর শিথিলতাজনিত জরায়ু হইতে অতিরিক্ত রক্তস্রাবে ইহা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। জরায়ুর কাঠিন্য ও শৈথিল্যবশতঃ যে কোন পীড়াই হউক না কেন, তাহাতেও ইহার অধিকার আছে। জরায়ুর স্থানচ্যুতি সহ অধিক পরিমাণে ঋতুস্রাব (কেলি ফস)।

গর্ভস্রাব (miscarriage)—ইহাই প্রধান ঔষধ। অত্যন্ত প্রসববেদনা ও রক্তস্রাব ইহার প্রয়োগ লক্ষণ। এই ঔষধ সেবন জরায়ুস্থ পেশীসমূহ শক্তিশালী হইয়া গর্ভস্রাব দোষ নিবারিত হয়। যাহাদিগের পুনঃ পুনঃ গর্ভস্রাব হয়, তাঁহাদিগকে গর্ভাবস্থায় ২।১ মাত্রা করিয়া কেলি ফস সেবন করিতে দেওয়া কর্তব্য।

গর্ভ ও প্রসববেদনা (pregnancy and labour) —গর্ভাবস্থায় এই ঔষধ মধ্যে মধ্যে সেবন করিতে দিলে জরায়ুতে বলাধান হইয়া সহজে প্রসব হইয়া থাকে এবং প্রসবের পর গর্ভস্রাব ও ভ্যাদাল-বেদনা (after pain) হয় না। জরায়ুর শিথিলতা প্রযুক্ত অপ্রচুর প্রসববেদনা। প্রসববেদনা কম হইলে, কেলি ফস সহ। জরায়ুর সঙ্কোচন-শক্তির অল্পতাবশতঃ ভ্যাদাল-বেদনায় উৎকৃষ্ট।

স্তনগ্রন্থি প্রদাহ (mastitis)—**স্তন অতিশয় কঠিন প্রস্তরবৎ** হইলে অতি উৎকৃষ্ট। পূর্ব হইতে ফেরাম ফসের সহিত প্রধান ঔষধ কেলি মিউর পর্যায়ক্রমে ব্যবহার করিলে আর স্তনস্ফীতি ও জ্বর ইত্যাদি উপসর্গ আসিতে পারে না। কিন্তু প্রথমাবস্থায় যদি কেলি মিউর না পড়িয়া থাকে এবং স্তনগ্রন্থি প্রস্তরবৎ কঠিন হইয়া থাকে, তাহা হইলে ক্যাল্ক-ফ্লুওর ব্যবহার করিবার ক্ষেত্র উপস্থিত হয়।

স্তনে দুগ্ধ অতিশয় হ্রাসপ্রাপ্ত হইলে, অথবা বিলুপ্ত হইলে ইহা অত্যন্ত হিতকারী ঔষধ। ক্যাল্ক-ফসেও স্তনদুগ্ধ কম হওয়ার লক্ষণ আছে। শক্তি ৬x, ১২x।

অর্বুদ (tumour)—**প্রস্তরের ন্যায় কঠিন** অর্বুদ মস্তকে,

কর্ণে, মুখে, ধমনীতে, ওভেরিতে, হস্তে, পদে, অথবা শরীরের যে কোন স্থানেই হোক না কেন, এই ঔষধ বিফল হয় না। শক্তি ১২x-এর নিম্নে নহে ; আমার মতে ২০০x সর্বোৎকৃষ্ট—ক্ষেত্রবিশেষে এক মাত্রাতেও আরোগ্য হইতে পারে।

রোগী-বিবরণ—(১) ইং ১৯৪৮ সালে খুলনা সহরের শ্রীনকুল সাহা অত্যন্ত ভীত হইয়া আমার নিকট চিকিৎসার্থ আসিল। তাহার উদরে বড় একটি টিউমার হইয়াছে এবং উহা খুব শক্ত। আমি তাহাকে সাহস দিয়া **ক্যাল্কেরিয়া ফ্লুওরিকা** ১২x দৈনিক তিন মাত্রা করিয়া ব্যবস্থা করিলাম। দুই দিনেই বার আনা কমিয়া গেল। দুই মাত্রা করিয়া আরও দুই দিন প্রয়োগ করিতেই রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়া গেল।

(২) খুলনা সহরের জনৈক কবিরাজ খুলনার দক্ষিণের জনৈক নমঃশূদ্রের উদরের বৃহৎ একটি টিউমার চিকিৎসার জন্য আমার নিকট চিঠি লিখিয়া পাঠান। ইতঃপূর্বে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করাইয়াছেন, কিন্তু কোনও ফল হয় নাই। তিনি বর্তমানে অতিশয় ভীত হইয়া পড়িয়াছেন। আমি **ক্যাল্ক-ফ্লুওর** ১২x দৈনিক ২ বার করিয়া এক সপ্তাহের জন্য ব্যবস্থা করি। এক সপ্তাহ পরে রোগী আসিলে দেখিলাম যে টিউমারটি প্রায় চৌদ্দ আনা আরোগ্য হইয়াছে। ঐ ঔষধ আরও কয়েক মাত্রা দিতেই রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়া যান।

ডিফথিরিয়া (diphtheria)—**ডিফথিরিয়ার কৃত্রিম ঝিল্লী** (false membrane) **শ্বাসনলী পর্যন্ত বিস্তৃত হইলে ইহা অতি উৎকৃষ্ট** (কেলি ফস সহ পর্যায়ক্রমে)। কেলি মিউরই ঐই পীড়ার প্রধান ও একমাত্র ঔষধ (কেলি মিউর অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

প্লীহা ও যকৃতের পীড়া (diseases of the spleen and liver)—যকৃতের যে কোন পীড়ায় যকৃৎ অতিশয় কঠিন, বৃহৎ (enlarged), উদরের উপরিস্থ চর্মের শিরাস্ফীতি থাকিলে বিশেষ

উপযোগী। তবে এই সঙ্গে ইহার কোষ্ঠবদ্ধের লক্ষণও স্মরণ করা কর্তব্য। যকৃতে তীক্ষ্ণ কর্তনবৎ বেদনা এবং নড়াচড়া করিলে ও রাত্রি-কালে ইহার উপশম। দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন করিলে এবং প্রাতঃকালে ৮টায় বৃদ্ধি। প্লীহার লক্ষণও যকৃতের লক্ষণের ন্যায়।

উদরী (ascites)—উদরীরোগে যখন উদরস্থ চর্মের শিরা সকল স্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হয়, উদর অতিশয় শক্ত থাকে এবং সেই সঙ্গে ইহার প্রকৃতিগত কোষ্ঠবদ্ধ থাকে, তখনই ইহা ব্যবহৃত হয়। এত কোষ্ঠবদ্ধ যে, মলত্যাগের ইচ্ছা পর্যন্ত থাকে না; আর যখন ইচ্ছা হয়, তখন অতিশয় কুন্থন দিয়া মল বাহির করিতে হয়। তবে এই রোগে ইহা অন্য ঔষধের সহিত পর্যায়ক্রমে ব্যবহার করিতে হয়।

অজীর্ণ (dyspepsia)—অজীর্ণপীড়ায় এই ঔষধের বিশেষ ব্যবহার নাই; তবে ভুক্ত দ্রব্য জীর্ণ না হইয়া যখন অজীর্ণ বমন হয়, তখন ফেরাম ফস ব্যবহারে নিষ্ফল হইলে এই ঔষধে ফল হইবার সম্ভাবনা। পেটফাঁপা। দক্ষিণ কুক্ষিতে বেদনা।

গলগণ্ড (goitre)—**প্রস্তরের ন্যায় কঠিন হইলে ইহা অব্যর্থ**। তবে অন্য ঔষধের সহিত প্রভেদ নির্ণয় করা আবশ্যক।

কেলি মিউর—সর্বপ্রকার গ্রন্থিস্ফীতিতে ইহাই প্রধান ঔষধ। তবে **যে পর্যন্ত স্ফীতি কঠিন না হয় সেই পর্যন্তই ইহা ব্যবহার করিতে হইবে**—কঠিন হইলেই ক্যাল্ক-ফ্লুওর।

নেট্রাম মিউর—গ্রন্থির স্ফীতি সহ চক্ষু, অথবা মুখ হইতে জল পড়া ইত্যাদি জলীয় লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে।

ক্যাল্ক-ফস—সর্বপ্রকার গ্রন্থিস্ফীতিতে কেলি মিউর প্রধান ঔষধ থাকিলেও এই পীড়ায় ক্যাল্ক-ফসই প্রধান ঔষধ, কেন না ফসফেট অফ লাইমের অভাববশতঃই এই পীড়া জন্মিয়া থাকে। (ক্যাল্ক-ফস অধ্যায়ে গলগণ্ড দ্রষ্টব্য)।

কর্ণপীড়াসমূহ (diseases of the ear)—সর্বপ্রকার কর্ণপীড়ায় কর্ণের অস্থি ও অস্থি-আবরক (periosteum) আক্রান্ত হইলে। কর্ণের মধ্যে চুনের ন্যায় পদার্থ (calcareous) সঞ্চিত হয়।

সর্দি (coryza)—নাসিকা হইতে বহুল পরিমাণে দলা দলা গাঢ় হরিদ্রা বা সবুজবর্ণ সর্দি নির্গত হয় এবং তাহাতে অতিশয় দুর্গন্ধ থাকে।

ওজিনা (ozœna)—নাসিকার অস্থি আক্রান্ত হইয়া পূর্ব-বর্ণিত দুর্গন্ধ স্রাব নিঃসৃত হইলে ইহা বিশেষ উপযোগী। নাসিকার অস্থি পচিয়া দুর্গন্ধ বাহির হইলে ইহার দ্বারা বিশেষ ফল হয়। নাসিকার অস্থির বিবৃদ্ধি হইলেও ইহা ভাল ঔষধ।

সাইলিসিয়া—ইহাই প্রধান ঔষধ। নাসিকা হইতে গাঢ় হরিদ্রা-বর্ণ দুর্গন্ধ স্রাব সহ নাসিকার অস্থি আক্রান্ত হয়। তবে **নাসিকা হইতে দুর্গন্ধজনক ক্ষতকারক পাতলা স্রাবই** ইহারই নির্বাচক লক্ষণ। মস্তকে ও পদে দুর্গন্ধযুক্ত ঘর্ম। স্ক্রোফুলা ও রিকেটিক ধাতুর পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

কেলি ফস—নাসিকা হইতে অতিশয় **দুর্গন্ধজনক পাতলা স্রাব** থাকিলে ইহা ব্যবহৃত হয়। অস্থি আক্রান্ত হওয়া লক্ষণ ইহাতে না থাকিলেও, যে কোন স্রাবে অতিশয় দুর্গন্ধ থাকে তাহাতেই ইহা ফলপ্রদ। রক্তস্রাবের প্রবণতা। রক্ত পাতলা ও কৃষ্ণাভ—জমাট হয় না।

কাশি (cough)—আলজিহ্বার বিবৃদ্ধিবশতঃ গলা সুড় সুড় করিয়া শুষ্ক খুকখুকে কাশি (নেট্রাম মিউর)। শয়ন করিয়া থাকিলে মনে হয় যেন আলজিহ্বা গলার পশ্চাৎদিক স্পর্শ করিতেছে। এতদ্ব্যতীত গলা সুড় সুড় করিয়া কাশির সহিত খণ্ড খণ্ড দলা দলা কঠিন হরিদ্রাবর্ণের শ্লেষ্মা নির্গত হইলেও ইহা উপযোগী। গলার ভিতর শুষ্ক বোধ হয়। ঘুংড়ি কাশিতে (croup) কেলি মিউর ও ফেরাম ফসে উপকার না হইলে। শক্তি—১২x।

স্বরভঙ্গ (hoarseness)—ডাক্তার কেন্ট বলেন যে, উচ্চৈঃ-স্বরে পাঠ করিবার পর স্বরভঙ্গ; স্বররজ্জু পরিষ্কার করিবার ইচ্ছা। গলার ভিতর অতিশয় শুষ্ক বোধ হয়।

হাঁপানি (asthma)—গয়ার তুলিতে অতিশয় কষ্ট সহ হরিদ্রাবর্ণের দলা দলা কঠিন শ্লেষ্মা নির্গত হইলে।

পুরাতন টনসিল প্রদাহ (chronic tonsillitis)—পুরাতন টনসিল প্রদাহে যখন বিবর্দ্ধিত গ্রন্থিসকল অতিশয় কঠিন হয়।

হৃদ্‌স্পন্দন (palpitation of the heart)—হৃৎপিণ্ডের প্রসারণ বা বিবর্ধনবশতঃ হৃদ্‌স্পন্দন হইলে (কেলি মিউর)। ইহার দ্বারা স্থিতিস্থাপক তন্তুসমূহের বলাধান হইয়া পীড়া আরোগ্য হয়। হৃদ্‌পিণ্ডের পীড়াজনিত শোথ।

এম্ফাইসিমা (emphysema)—ক্যাল্ক-ফ্লুওরই ইহার প্রধান ঔষধ। ইহার সহিত পর্যায়ক্রমে ফেরাম ফস ব্যবহার করা কর্তব্য। তাহাতে স্থিতিস্থাপক পেশীসমূহের বলাধান হইয়া উপকার করে।

কটিবাত (lumbago)—পুরাতন কটিবাতে ইহা বিশেষ উপযোগী। সেক্রাম অস্থিতে (কোমরের পশ্চাৎদিকের হাড়) বেদনা, ক্লান্তি, মনে হয় যেন কোমর অবশ হইয়া গিয়াছে, জ্বালা, ভারবোধ ও দুর্বলতা। **এই বেদনা প্রথম সঞ্চালনে বৃদ্ধি, কিন্তু ক্রমাগত নড়াচড়া করিলে হ্রাস।** ঠাণ্ডায় পীড়া বৃদ্ধি হয়—উত্তাপ প্রয়োগে হ্রাস হয়। বাহ্যের সময় অতিরিক্ত কোঁথ বা কোন ভারি দ্রব্য উত্তোলন এই পীড়ার কারণ হইলে ইহা আরও উপযোগী।

রোগী-বিবরণ—ইং ১৯৫৩ সাল। পুর্ব পাকিস্থানের শ্রীহট্ট হইতে ২৪।২৫ বৎসর বয়স্কা একটি বাতের রোগিনীকে ডাকযোগে চিকিৎসা করিতেছি। স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই চিকিৎসা করাইতেছেন।

রোগিনী সাইকোটিক দোষে দুষ্ট হইলেও 'বাতের রোগিনী' এই নামে অভিহিত করা যায় না। তবে বাতজ ক্ষেত্রে ঔষধটির উপযোগিতা ও প্রয়োগ লক্ষণ দেখাইবার জন্য মাত্র ঐ নামে অভিহিত করিতে হইল, তজ্জন্য রোগিনীর উপসর্গসমূহের একটি ক্ষুদ্র অংশই মাত্র এক্ষেত্রে দেখান হইল।

রোগিনীর কষ্টকর উদরাময়, জরায়ুজ লক্ষণ, যকৃৎ, কিডনী, চক্ষু, বক্ষ, মস্তক ইত্যাদি নানাপ্রকার কষ্টকর লক্ষণ আছে, যাহা এ ক্ষেত্রে আমাদের প্রয়োজন নাই।

রোগিনী অত্যন্ত ক্রোধী, কিন্তু ক্রুদ্ধ হইলে প্রকাশ করেন না—নিজে নিজে মনের দুঃখে ক্রন্দন করেন। আত্মহত্যার ইচ্ছা হয়। নিজের মাংস নিজেরই ছিঁড়িয়া খাইতে ইচ্ছা হয়, চুল ছিঁড়িয়া ফেলিতে ইচ্ছা হয়, মন চঞ্চল ও ভ্রমণশীল এবং সর্বদা ঘুরিয়া বেড়াইতে ইচ্ছা হয়। ভয়ও খুব বেশী। দস্যু তস্করের ভয়, বিমর্ষ, আনন্দের একান্ত অভাব, নির্জনতা প্রিয়। আরও বহুপ্রকার মানসিক লক্ষণ আছে।

রোগিনী শীতার্ত। ১২ মাস গরম জলে স্নান করেন। ঠাণ্ডায় বাতের লক্ষণ বৃদ্ধি পায়। সন্ধ্যার পুর্ব হইতে সমস্ত রাত্রি পর্যন্ত বাতের বেদনার বৃদ্ধি। রৌদ্রের গরম বৃদ্ধি হইলে শরীর হাল্কা বোধ হয়।

প্রধান কথা, কোমরের বেদনা অতিশয় কষ্টকর হইয়া পড়িয়াছে এবং আজ পাঁচ বৎসর হইতে বাতের যন্ত্রণার খুবই বাড়াবাড়ি চলিতেছে। উভয় হাঁটু হইতে পায়ের পাতা পর্যন্ত খুব বেদনা, কামড়ানি, ঝিল্‌কানি ইত্যাদি। বৃদ্ধি—সর্বপ্রকার ঠাণ্ডায় ও নড়াচড়ায়। হ্রাস—গরম সেঁকে, গরমে, গরম জল ঢালিলে এবং চলাফেরা করিলে। চিকিৎসা অনেক হইয়াছে, কিন্তু ফল হয় নাই।

হোমিওপ্যাথিক মতে উচ্চ শক্তির গভীর ক্রিয়াশীল এন্টি-সাইকোটিক ঔষধ দিয়া বাতজ লক্ষণগুলির বিশেষ সুবিধা করা যায় নাই। আমিও

অতিশয় আশ্চর্য হইয়া পড়িয়াছিলাম। অবশেষে কেবলমাত্র বাতজ লক্ষণগুলির জন্য **ক্যাল্ক-ফ্লুওরিকাম** ১০এম শক্তি পরিবর্তন করিয়া পর পর দুইটি মাত্রা দিই। ফল বিস্ময়কর হয় এবং রোগিনী অনেকটা সুস্থ বোধ করেন। বাইওকেমিকের তুলনায় হোমিওপ্যাথিক মতে এই ঔষধটি খুবই কম প্রয়োগ হয়। ইহার অধিকতর ব্যবহার বাঞ্ছনীয়।

বাত, গেঁটেবাত (rheumatism, gout)—বাত-বেদনায় সন্ধিস্থানসমূহ স্ফীত ও কঠিনাকার ধারণ করিলে। **সন্ধিস্থান-সমূহে কটকটে শব্দ।** অঙ্গুলির গাঁইটসকলে বেদনা ও সন্ধিস্থানে ফোলা। হাঁটু ও কনুই সন্ধিতে বেদনা ও ফোলা। **প্রথম সঞ্চালনে বৃদ্ধি, কিন্তু ক্রমাগত সঞ্চালনে হ্রাস ইহার সিদ্ধিপ্রদ লক্ষণ।** এতদ্ব্যতীত কটিবাতের লক্ষণসমূহও দ্রষ্টব্য।

চর্মপীড়াসমূহ (diseases of the skin)—বিভিন্ন স্থানের চর্ম ফাটিয়া যায়—হাত, পা, ওষ্ঠ ও মুখের চর্ম বিদীর্ণ হয়, বিশেষতঃ শীতকালে। চর্ম ফাটিলে কিঞ্চিৎ ভেসেলিনের সহিত এই ঔষধ বিদীর্ণ স্থানে প্রয়োগ করিলে অতি সত্বর ফললাভ হয়। হাত ও পায়ে কড়া (corn) জন্মে। গুহ্যদ্বার ফাটা, চর্ম স্থূল ও কঠিন, স্তনবৃন্ত ফাটা। শল্কযুক্ত একজিমা পীড়া। যে সমস্ত ক্ষতের চতুর্দিক অতিশয় কঠিন হইয়া গিয়াছে। যে সকল রোগে উক্ত প্রকার লক্ষণ থাকিবে তাহাতেই উহা উপযোগী।

ক্যান্সার (cancer)—সর্বপ্রকার ক্যান্সারের প্রথমাবস্থায় যখন স্ফীত স্থান অত্যন্ত কঠিন হয়। অবস্থাবিশেষে সাইলিসিয়া বা ফেরাম ফসের সহিত পর্যায়ক্রমে ব্যবহার করিবার আবশ্যক হয়। শক্তি—১২x, ২৪x, ৩০x।

জিহ্বা (tongue)—জিহ্বা ফাটা ফাটা, উহাতে বেদনা থাক আর নাই থাক, জিহ্বা প্রদাহের পর উহার কঠিনাবস্থা।

নিদ্রা (sleep)—নূতন স্থান, নূতন দৃশ্য, অথবা কোন বিপদের স্বপ্ন দর্শন করে। স্বপ্ন দর্শন করিয়া ভীত হইয়া পলায়ন করিতে চেষ্টা করে।

জ্বর (fever)—এই ঔষধ পুরাতন জ্বরে ব্যবহৃত হয়—নূতন জ্বরে ব্যবহার দৃষ্ট হয় না। পুরাতন জ্বরে যখন প্লীহা ও যকৃৎ অত্যন্ত বৃহৎ ও শক্ত হয় এবং উদরস্থ চর্মের শিরাসমূহ স্ফীত হয়, তখনই ব্যবহৃত হয়। জ্বরকালীন তৃষ্ণা থাকে ; জিহ্বা ও ওষ্ঠ শুষ্ক এবং ফাটা ফাটা হয়।

বৃদ্ধি (aggravation)—স্যাঁতসেঁতে বা ভিজা স্থানে, আর্দ্র বায়ুতে, অস্থিপীড়ায় ও বাতে এবং বিশ্রামে বৃদ্ধি।

হ্রাস (amelioration)—অস্থি ও বাতপীড়ায় উত্তাপে এবং নড়াচড়ায় হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। অনেক পীড়া, বিশেষতঃ গলাভ্যন্তরের পীড়া উত্তাপে এবং উত্তপ্ত পানীয়ে হ্রাস। হাত বুলাইয়া দিলে উপশম বোধ হয়।

শক্তি (potency)—ডাঃ শুসলার বলেন যে, ১২xই সর্বোৎকৃষ্ট—উহার নিম্নে ব্যবহার করা কর্তব্য নহে। তবে ৬x দ্বারাও ফলপ্রাপ্ত হওয়া যায়। ২৪x, ৩০x, ও ২০০x সর্বদা ব্যবহৃত হয়।

সম্বন্ধ (relation)—রক্তাল্পতা পীড়ায় ইহা ক্যাল্ক-ফসের সহিত পর্যায়ক্রমে ব্যবহৃত হয়। ওজিনা পীড়ায়, অস্থিক্ষতে ও পুঁজোৎপত্তিতে ইহার সহিত ক্যাল্ক-ফসের প্রভেদটুকু নির্ণয় করা আবশ্যক।

তুলনাযোগ্য হোমিওপ্যাথিক ঔষধ—রাস টক্স-এর কুমরী বাতের (lumbago) লক্ষণের সহিত ইহার বিশেষ সাদৃশ্য দেখা যায়। উভয়ের হ্রাস-বৃদ্ধির লক্ষণগুলিও একপ্রকার। রাস টক্স বিফল হইলে ঔষধটিতে প্রায়ই সুফল দেয়। পুঁজোৎপত্তিতে সাইলিসিয়ার পর। সন্ধিবাতে (arthritis) ক্যাল্কেরিয়া ও ব্রাইওনিয়ার পর।

অস্থিতে পুঁজোৎপত্তি হইলে ক্যাল্ক-ফস, ও সাইলিসিয়ার সহিত তুলনীয়। ইহার মানসিক লক্ষণ কতকটা ক্যাল্ক-কার্বেও দেখা যায়। ক্রাইব্রয়েডের কাঠিন্যতায় ক্যাল্ক-আইওড ও কেলি আইওডের সহিত তুলনীয়।

ক্যালকেরিয়া ফসফরিকাম

Calcarea Phosphoricum

*অ্যান্টি-সোরিক, অ্যান্টি-সাইকোটিক ও অ্যান্টি-টিউবারকুলার।

ভিন্ন নাম—ক্যাল-ফসফেট, ক্যালসিস ফসফাস।

সাধারণ নাম—ফসফেট অফ লাইম।

সংক্ষিপ্ত নাম—ক্যাল্ক-ফস (calc. phos.)।

প্রস্তুত পদ্ধতি—ডাঃ হেরিং সর্বপ্রথম চুনের জলের মধ্যে ডাইলিউট ফসফরিক এসিড ক্রমশঃ মিশ্রিত করিয়া একপ্রকার শ্বেতবর্ণ তলানি (sediment) প্রাপ্ত হন। পরে উহা পরিস্রুত জলে (distilled water) উত্তমরূপে ধৌত ও জলীয় উত্তাপে শুষ্ক করতঃ ঔষধার্থে ব্যবহৃত করা হয়। ইহা জল অথবা পরিস্রুত সুরায় দ্রব হয় না। কেবল নাইট্রিক অ্যাসিড, কার্বলিক অ্যাসিড প্রভৃতি অ্যাসিডে দ্রব হয়। হোমিওপ্যাথিক ফার্মাকোপিয়ার বিচূর্ণন পদ্ধতি অনুসারে ইহা প্রস্তুত করিতে হয়।

ক্রিয়া—মানবদেহ নির্মাণের পক্ষে ইহা একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য পদার্থ। শরীরস্থ অণ্ডলালা (albumen) নামক পদার্থের সহিত মিশ্রিত হইয়া ইহা কার্যকরী হয়। ফসফেট অফ লাইম অণ্ডলালার সহিত মিশ্রিত হইয়া শরীরের প্রধান প্রধান উপাদানসমূহ নির্মাণ করিয়া থাকে; এজন্য যে কোন প্রকারে এবং যে কোন দ্বার দিয়াই হউক অণ্ডলালা নিঃসৃত হইয়া গেলে এই লাবণিক পদার্থের আবশ্যক হয়। ইহার অভাববশতঃ অণ্ডলালা অকার্যকরীরূপে নাসাপথে নির্গত হইলে সর্দি, ফুসফুস পথে নিঃসৃত হইলে কাশি, মূত্রপথে নির্গত হইলে অ্যালবুমিনুরিয়া, চর্মপথে নিঃসৃত হইলে ত্বকে চুলকানি, ক্ষতাদি নানাপ্রকার চর্মরোগ ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন নামের বিবিধ পীড়া উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ইহা পাকস্থলীর উপর তীব্র ক্রিয়া প্রকাশ করে। তজ্জন্য ইহার অভাব হইলে নানাপ্রকার লক্ষণযুক্ত অজীর্ণ পীড়া উৎপন্ন হয়। **সবুজবর্ণ, পিচ্ছিল ও দুর্গন্ধযুক্ত তরল উষ্ণ মল বায়ু সহ নির্গত হইলে** ইহার অভাব সূচিত হয়।

ইহা অস্থির এক প্রধান উপাদান। এমন কি, ইহার অভাব হইলে অস্থি নির্মিত হইতে পারে না; কেন না অস্থিতে শতকরা ৫৭ ভাগ ফসফেট অফ লাইম দৃষ্ট হয়। এই কারণেই **কোন স্থানের অস্থি ভগ্ন হইলে তাহা জোড়া লাগিবার জন্য, রিকেটস পীড়ায় এবং সর্বপ্রকার অস্থিপীড়ায় ইহার অত্যাশ্চর্য ক্রিয়া লক্ষিত হয়।** অস্থির ন্যায় দন্তেও এই ঔষধের অদ্ভুত ক্রিয়া দৃষ্ট হয় বলিয়া **শিশুদের দন্তোদ্গমকালীন উদরাময়, জ্বর, তড়কা প্রভৃতি উপসর্গে ইহা মন্ত্রশক্তির ন্যায় ক্রিয়া করিয়া থাকে।**

ডাঃ শুসলার বলেন যে, ইহা রক্তের শ্বেতকণিকা প্রস্তুত করিতে এবং অপর্যাপ্ত শ্বেতকণিকাকে নূতন রক্তকণিকায় পরিণত করিতে বিশেষ কার্যকরী। কোষসমূহকে উত্তেজিত ও শক্তিশালী করিতে ইহার ক্রিয়া বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এইজন্য **অ্যানিমিয়া, ক্লোরোসিস ইত্যাদি রক্তহীনতা রোগে এবং কোন রোগ ভোগের পর ইহার ব্যবহার অপরিহার্য।**

সিরাস-ঝিল্লীর এপিথিলিয়াম হইতে তরল অণ্ডলালাবৎ জলীয় পদার্থ নিঃসৃত হইলে, ইহার ন্যূনতার বিষয় অবধারণ করা কর্তব্য। এইজন্য হাঁটু সন্ধিতে (knee joint) জল জমিলে এই ঔষধের ব্যবহারজনিত ক্রিয়ায় ত্বরায় জলীয় পদার্থ শোষিত হইয়া যায়।

স্নায়ুসকলের ধ্বংস নিবারণে ইহা অদ্বিতীয় (কেলি ফস)। এইজন্য বৃদ্ধাবস্থায়, শীর্ণতা রোগে, ক্ষয় রোগে, স্বপ্নদোষ ইত্যাদিতে ইহার ক্রিয়া দর্শন করিলে আশ্চর্য হইতে হয়।

এই ঔষধের ক্রিয়া শরীরস্থ প্রতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে লক্ষিত হয়। এই ঔষধের ক্রিয়া এত বিস্তৃত যে, ভাবিলে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইতে হয়। বাইওকেমিক ভৈষজ্য-তত্ত্বে যদি কেবল এই একটিমাত্র ঔষধ স্থানপ্রাপ্ত হইত, তাহা হইলেও ইহার ঋণ চিরকাল অপরিশোধ্য হইয়াই থাকিত।

পরিচায়ক লক্ষণ (characteristic symptoms)—

১। ফসফেট অফ লাইমের অভাববশতঃ যে সমস্ত পীড়া উৎপন্ন হয়, তাহাতেই ইহা উপযোগী।

২। অণ্ডলালাবৎ গাঢ়, চটচটে ও স্বচ্ছ স্রাবই ইহার বিশেষ লক্ষণ। যে কোন রোগে এই প্রকার স্রাব লক্ষিত হইবে, দ্বিধা না করিয়াই এই ঔষধ প্রয়োগ করা যাইবে।

৩। যে সমস্ত শিশুর শরীর অত্যন্ত শীর্ণ কঙ্কালসার, পেট ঢোকা, মস্তকটি বৃহৎ, মস্তকের হাড়ের জোড়গুলি বহুদিন হইতে অযুক্তাবস্থায় থাকে, যাহাদের মস্তকে প্রচুর ঘর্ম হয় এবং কোন না কোন প্রকার অস্থি-পীড়ায় ভোগে, তাহাদের পক্ষে ইহা একমাত্র মহৌষধ (সাইলিসিয়া)। সত্যই গণ্ডমালা (scrofulous) ও বালাস্থি বিকৃত (rachitic) ধাতুর রোগীর পক্ষে ইহা মৃত-সঞ্জীবনী সুধাবিশেষ। স্ক্রোফুলাধাতু হেতু মেরুদণ্ডের বক্রতাও এই ঔষধের বিশেষ পরিচায়ক লক্ষণ।

৪। যে সমস্ত শিশু গৌণে হাঁটিতে শিখে এবং বিলম্বে কথা বলে।

৫। শিশুর দন্ত উঠিতে বিলম্ব এবং দন্তোদ্গমকালীন বিবিধ উপসর্গে, যেমন—জ্বর, কাশি, উদরাময়, তড়কা প্রভৃতিতে ইহা অব্যর্থ।

৬। যে সমস্ত যুবক যুবতী দ্রুত বর্ধিত হয়, অর্থাৎ লম্বা হয়।

৭। শিশু অতিশয় খিট্‌খিটে ও ভীতচিত্ত।

৮। শোক, দুঃখ, বিরক্তি ও প্রেমে নৈরাশ্যবশতঃ যে সকল পীড়া হয়।

৯। যাহাদের স্মরণশক্তি অত্যন্ত হ্রাস হইয়াছে, মানসিক পরিশ্রম

করিতে অসমর্থ হয় এবং যাহাদের পীড়ার বিষয় চিন্তা করিলেই পীড়ার বৃদ্ধি হয়।

১০। যাহাদের উৎসাহ উদ্যম একেবারে নিভিয়া যায়, কোন কার্য করিতে ইচ্ছা করে না।

১১। যাহারা অতিশয় দুর্বল, রক্তহীন, ফ্যাকাশে—তাহাদের যে কোন রোগে। টাইফয়েড ইত্যাদি কোন প্রকার রোগ ভোগের পর ক্ষয়ের পুরণার্থে ইহার ব্যবহার আবশ্যক।

১২। যে সমস্ত স্ত্রীলোক বহু সন্তান প্রসব করিয়া অথবা অধিক দিন ধরিয়া সন্তানকে স্তন্যদানে দুর্বল হইয়া পড়িয়াছেন।

১৩। রক্তাল্পতা পীড়ার প্রধান ঔষধ, বিশেষতঃ যদি উহা পরিপাক ক্রিয়ার বিশৃঙ্খলতাবশতঃ জন্মিয়া থাকে।

১৪। কোন কারণ ব্যতীত যাহারা ক্রমশঃ শীর্ণ হইয়া পড়িতেছে, তাহাদের পক্ষে ইহা বিশেষ উপযোগী। শিশু উদরপুর্ণ করিয়া আহার করে, তত্রাচ শীর্ণ (marasmus) হইতে থাকে।

১৫। যাহাদের অতি সহজেই ঠাণ্ডা লাগে এবং সর্দি হয় (ফেরাম ফস সহ পর্যায়ক্রমে)।

১৬। যক্ষ্মারোগীদের অত্যধিক নৈশঘর্ম, বিশেষতঃ মস্তকে। শরীর ক্রমশঃ শীর্ণ হইতে থাকিলে ইহা অতি সুন্দর ঔষধ।

১৭। শিরঃপীড়ায় মস্তক বরফের ন্যায় শীতল অনুভব করে এবং কেহ হাত দিলেও ঐরূপ শীতলতা অনুভূত হয়। মস্তকের অস্থিনিচয়ের সংযোগস্থলে অধিকতর বেদনা হয়।

১৮। ইহা বয়ঃব্রণের খুব ভাল ঔষধ। লাল ব্রণে সমস্ত মুখ পুর্ণ হইয়া যায়।

১৯। উদরাময়ে সবুজবর্ণ, পিচ্ছিল, তরল, উষ্ণ মল বায়ু সহ নির্গত হওয়া অতিশয় নির্দিষ্ট।

২০। ভুক্তদ্রব্য সমীকরণের অভাবশতঃ যে কোন পীড়ায় ইহার ব্যবহার স্বতঃসিদ্ধ।

২১। অজীর্ণ পীড়ায় শীতল পানীয় ও খাদ্য, আইসক্রীম সেবন, সবুজ ও সরস ফল ভক্ষণ এবং গুরুপাক দ্রব্যাদি সহ্য হয় না—খাইলেও পেটকামড়ানি, বমন ও উদরাময়ের বৃদ্ধি হয়। গ্রীষ্মকালীন উদরাময়ে বিশেষ উপযোগী।

২২। শিশুর দুগ্ধ সহ্য হয় না, পেট কামড়ায় এবং সামান্য মাত্র দুগ্ধ পান করিলেও ছানার ন্যায় জমা জমা দুর্গন্ধ ও অম্লগন্ধযুক্ত (নেট-ফস) বমন থাকিলে ইহা অব্যর্থ।

২৩। শিশুরা সর্বদাই খাই খাই করে। বয়স্কদেরও অতি ক্ষুধা পরিলক্ষিত হয়।

২৪। যে সমস্ত বালিকা বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করে, তাহাদের শিরঃপীড়া।

২৫। ধূমপানের প্রবৃত্তি পরিত্যাগের জন্য ইহার ৫ম শক্তি বিশেষ কার্যকরী।

২৬। ইহা পিত্তশিলার উৎপত্তি নিবারণে অমোঘ।

২৭। ইহা গলগণ্ডের প্রধান ঔষধ।

২৮। প্রচারক, গায়ক ও বক্তাদিগের অতিরিক্ত স্বরযন্ত্রের চালনাবশতঃ স্বরভঙ্গ (ফেরাম ফস)। অবিরত গলা খাঁকার দিয়া গলা পরিষ্কার করিতে হয়।

২৯। শিশুর কাশিতে কাশিতে দমবন্ধ হইবার উপক্রম হয়, শ্বাসপ্রশ্বাস ঘন ও ক্ষুদ্র হয়। অত্যন্ত কষ্টকর হুপিং কাশিতে এবং যখন কাশি কিছুতেই সারিতে চাহে না, তখন ইহার ব্যবহার বাঞ্ছনীয়।

৩০। ছানির প্রারম্ভাবস্থায় এই ঔষধ ব্যবহার করিলে আর পীড়া

বর্ধিত না হইয়াই সারিয়া যায়। সমস্ত লক্ষণই দক্ষিণ চক্ষুতে বৃদ্ধি পায় ; দক্ষিণ মস্তকেও শিরঃপীড়া উপস্থিত হয়।

৩১। পলিপাস রোগে ইহা এক প্রধান ঔষধ। নাসিকায় এই রোগ হইলে রোগীর ঘ্রাণশক্তি অতিশয় দুর্বল হয়।

৩২। ভগ্নাস্থি জোড়া লাগাইতে ইহার অদ্ভুত ক্ষমতা দৃষ্ট হয়।

৩৩। রজোদর্শনকালে বালিকারা অতিশয় শীর্ণ, ভীত ও চঞ্চল স্বভাবের হয়।

৩৪। যে সমস্ত স্ত্রীলোক রিকেটিক সন্তান প্রসব করে, তাহাদের গর্ভাবস্থায় এই ঔষধ ২।১ মাত্রা করিয়া ব্যবহার করিলে ভবিষ্যতে রিকেটিক সন্তান হওয়া দোষ নিবারিত হয় এবং শিশুর অস্থিসকলও পুষ্ট হয়।

৩৫। পুষ্টিকর আহার্যের অভাবে, অথবা ভুক্তদ্রব্য সমীকরণের অভাবশতঃ যে সমস্ত বালিকা রক্তহীন, ফ্যাকাশে ও দুর্বল হইয়া পড়ে, তাহাদের স্বল্পরজঃ ও কষ্টরজঃ পীড়ায় ইহা বিশেষ উপযোগী। এই অবস্থায় বালিকাদের কার্যে অনুৎসাহ এবং ক্লান্তির ভাব দেখা যায়।

৩৬। ঘনঘন অথবা বিলম্বিত রজঃস্রাব।

৩৭। স্ত্রীলোকদিগের অস্বাভাবিক বা পাগল করা কামেচ্ছা এই ঔষধে হ্রাস হয়।

৩৮। জরায়ুর দৌর্বল্য ও শিথিলতাবশতঃ জরায়ুর নির্গমন বা স্থানচ্যুতি এবং তজ্জনিত বিবিধ যন্ত্রণা (ক্যাল্ক-ফ্লুওর, কেলি ফস)।

৩৯। শ্বেতপ্রদর, কাশি, প্রমেহ, কানপাকা, চর্মপীড়া ইত্যাদিতে ইহার ২য় সংখ্যক লক্ষণে বর্ণিত স্রাব থাকিলে।

৪০। যুবকদিগের স্বপ্নদোষ নিবারণে ইহার নিম্নক্রম বিশেষ ক্ষমতাশালী। অতিরিক্ত স্বপ্নদোষ বা কাম পরিচালনাজনিত বিবিধ কুফলে, এমন কি—মৃগী ইত্যাদি হইলেও ইহার ব্যবহার স্বতঃসিদ্ধ।

৪১। বহুমূত্ররোগে অতিশয় শীর্ণতা, অদম্য পিপাসা ও ক্ষুধাহীনতা থাকিলে ইহা অতিশয় কার্যকরী।

৪২। ভগন্দর অস্ত্র করিবার পর যে সমস্ত পীড়া হয়, তাহাতে ইহা উপযোগী। কাশি ও ভগন্দর পর্যায়ক্রমে হ্রাস বৃদ্ধি হয়।

৪৩। গুহ্যদ্বারে স্নায়ুশূল বেদনায়—সেক্রাম অস্থির বেদনা মলত্যাগের সময় হইতে রাত্রিতে শয়নকাল পর্যন্ত থাকে।

৪৪। ঠাণ্ডা লাগার জন্য হস্ত পদের নানাস্থানে বেদনা হয়।

৪৫। লাম্ব্যাগো পীড়া প্রাতঃকালে বৃদ্ধি হইলে ইহা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

৪৬। বাতের বেদনা স্থান হইতে স্থানান্তরে চলিয়া বেড়ায় (কেলি সালফ)। বাতাক্রান্ত স্থান শীতল ও অসাড় বোধ হয়। বাতের বেদনাজনিত অস্থিরতা রাত্রিতে বৃদ্ধি হয় এবং নড়াচড়া করিলে উপশম প্রাপ্ত হয়। ঠাণ্ডা লাগিয়া ঘাড়ের পেশীসমূহ কঠিন ও বেদনাক্রান্ত হয়।

৪৭। এই ঔষধের সর্বপ্রকার পীড়া রাত্রিকালে, শীতলতায়, ঋতু পরিবর্তনে, জলে ভিজিলে ও নড়াচড়ায় বৃদ্ধি পায়।

৪৮। উষ্ণতায়, চুপচাপ থাকিলে ও গ্রীষ্মকালে সমস্ত পীড়াই হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। কেবল বাতপীড়ায় নড়াচড়ায় রোগী উপশম প্রাপ্ত হয়। হ্রাস বৃদ্ধি দৃষ্টে সমস্ত পীড়াতেই ইহা ব্যবহার করা হয়।

সতর্কতা—ক্যালকেরিয়া ফসফেটের ক্রুড, অথবা মূল ঔষধ দ্বারা অনেক হাইপোফসফেট অফ লাইমের পেটেণ্ট সিরাপ প্রস্তুত হইয়া বিক্রীত হইতেছে। উহা দীর্ঘদিন ব্যবহারে ক্ষয়রোগ হইবার সম্ভাবনা। অ্যালোপ্যাথিক মতে ব্যবহার করিয়া কাহারও কাহারও গলা দিয়া রক্ত পর্যন্ত উঠিয়াছে। হোমিওপ্যাথিক মতে ইহার অধিক ব্যবহার নিষিদ্ধ—বিশেষতঃ অস্থি পূর্ণত্বপ্রাপ্ত হইলে। শিশু বা বালকের যতদিন এবং

যত মাত্রায় ব্যবহার করা যায়, পুর্ণবয়স্কের কখনও তাহা যায় না। কিন্তু বাইওকেমিক মতে ইহার প্রচলন অত্যন্ত অধিক হইলেও পুর্ণবয়স্কের পক্ষে ইহার সংযত ব্যবহার বাঞ্ছনীয়। অধিক দিন ব্যবহার করিতে হইলে ১২x শক্তির নিম্নে করা কর্তব্য নহে।

বিশেষত্ব (peculiarity)—পরবর্তী "শারীরিক আকৃতি" অধ্যায়ে বর্ণিত জীর্ণ শীর্ণ স্ক্রোফুলা শিশুর সর্বপ্রকার রোগেই ইহা অমৃত বিশেষ। ঐ প্রকার শিশু প্রায়ই কোন না কোন অস্থিপীড়ায় ভোগে। দন্তোদ্গমকালীন তড়কা, জ্বর, উদরাময় ইত্যাদি যাবতীয় উপসর্গে ইহা ব্রহ্মাস্ত্র। সর্দি, কাশি, প্রমেহ, শ্বেতপ্রদর, চর্মপীড়া ইত্যাদি যে কোন রোগে অণ্ডলালাবৎ, গাঢ়, চটচটে ও স্বচ্ছ স্রাব নির্গত হইলে এই ঔষধ নিঃসন্দেহে প্রয়োগ করা যায়। ভুক্তদ্রব্য সমীকরণের অভাববশতঃ যাবতীয় পীড়ায় ইহাই প্রধান ঔষধ। যুবকদিগের স্বপ্নদোষ ও অতিরিক্ত কাম পরিচালনাজনিত যাবতীয় ব্যাধিতে ইহা অদ্বিতীয়। যক্ষ্মারোগে, শীর্ণতা রোগে, অথবা বিনা কারণে শীর্ণ হইতে থাকিলে এই ঔষধের নামই প্রথমে স্মরণ হয়। ভগ্ন অস্থি জোড়া লাগাইতে ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ঔষধ আর নাই।

শারীরিক আকৃতি—শিশুর শরীর অত্যন্ত জীর্ণ, অস্থিসার, পেট ডাগরা (flabby abdomen), অথবা উদরের নিমগ্নতা (abdomen sunken) এবং সে কোন না কোন অস্থিপীড়ায় ভোগে। তাহার মস্তকটি অত্যন্ত বৃহৎ, করোটির অস্থি অত্যন্ত পাতলা এবং মনে হয় যেন হস্ত স্পর্শনেই উহা ভগ্ন হইয়া যাইবে। ফন্টানেল, অর্থাৎ ব্রহ্মরন্ধ্র সকল (fontanelles) এবং করোটির অস্থিনিচয়ের সংযোজক স্থান-সমূহ বহুদিন পর্যন্ত অযুক্তাবস্থায় থাকে, কিংবা যুক্ত হইয়া পুনরায় খুলিয়া যায়। মস্তকে প্রভূত ঘর্ম হয়।

কাহারও কাহারও মেরুদণ্ডের বক্রতা (curvature of the spine)

সময়ে সময়ে লক্ষিত হয়—মেরুদণ্ড এত কমজোর যে, শিশু শরীরের সমস্ত ভার যেন বহন করিতে সমর্থ নহে। তজ্জন্য গৌণে হাঁটিতে শিখে। গ্রীবার জোরও এত কম যে, মাথার ভার বহন করিতে সমর্থ হয় না; ফলে মস্তক অবনমিত হইয়া পড়ে, আর সেইজন্য কেবল ক্রন্দন করে।

উপরে যাহা বলা হইল, তাহার দ্বারা বুঝা যায়, ক্যালকেরিয়া ফসে শরীরের পোষণ ক্রিয়ার বিবিধ গোলযোগ দৃষ্ট হয় এবং পুষ্টির অভাব-জনিত পীড়ায় ইহাই একমাত্র সহায়। ইহা রক্তহীন ফ্যাকাশে ব্যক্তির পক্ষে বিশেষ উপযোগী। যদিও ইহা ক্ষীণকায় ব্যক্তির পক্ষে উপযোগী, কিন্তু পুষ্টির অভাবজনিত স্থূল হইলেও অত্যাবশ্যকীয়।

সাইলিসিয়ার সহিত প্রভেদ—ক্যালকেরিয়া ফসের সহিত সাইলিসিয়া অনেক লক্ষণে সমতুল্য। উভয় ঔষধই স্ক্রোফুলা রোগীর উপযোগী। ক্যালকেরিয়া ফসে যেরূপ শিশুর মস্তকটি বৃহৎ, মস্তকের অস্থির জোড়ের ধারগুলি অনেক দিন পর্যন্ত খোলা, মেরুদণ্ডের অস্থির বক্রতা, পেট ডাগরা বা ঢোকা, শিশুর গৌণে হাঁটা, গৌণে দন্ত উঠা, প্রভৃতি লক্ষণ আছে—সাইলিসিয়াতেও তাহা আছে। ক্যালকেরিয়ায় যেমন ঠাণ্ডায়, স্যাঁতস্যাঁতানিতে, নড়িলে চড়িলে রোগলক্ষণের বৃদ্ধি হয় —সাইলিসিয়াতেও তদ্রূপ। ক্যালকেরিয়ার ন্যায় সাইলিসিয়ার শিশুর মেজাজও খিটখিটে। ক্যালকেরিয়ার ন্যায় সাইলিসিয়াতেও মস্তকে প্রচুর ঘর্ম আছে। তবে ক্যালকেরিয়ায়— সাইলিসিয়ার ন্যায় পাদঘর্ম নাই; আর ক্যালকেরিয়া অপেক্ষা সাইলিসিয়ার শিশু আরও শীর্ণ, মুখমণ্ডল শুষ্ক মর্কটবৎ; সাইলিসিয়ার শিশুকে দেখিলেই মনে হয় যেন তাহার বৃদ্ধি স্থগিত হইয়া গিয়াছে; ক্যালকেরিয়ায় যেস্থলে উপকার না হয়, সেস্থলে সাইলিসিয়া ব্যবহার করিতে হয়; অথবা পাদঘর্ম থাকিলে প্রধান ঔষধ ক্যালকেরিয়া ফসের সহিত পর্যায়ক্রমে সাইলিসিয়া ব্যবহার করা কর্তব্য।

মানসিক লক্ষণ (mental symptoms)—শিশু অত্যন্ত খিটখিটে ও ভীতচিত্ত।

যাহাদের স্মরণশক্তি অত্যন্ত হ্রাস হয়, কোন বিষয়ে মন বসে না, এক বিষয় চিন্তা করিতে গেলে অন্য বিষয়ের কথা মনে হয়, তাহাদের পক্ষে ইহা বিশেষ উপযোগী। কোন কার্যেই যদি উৎসাহ না থাকে, চুপচাপ বসিয়া থাকে, কাহারও সহিত মিশিতে চাহে না—যেন মেদামারা গোছের হইয়া যায়, তাহা হইলে এই ঔষধ সেবনে তাহাদের উৎসাহ উদ্যম ফিরিয়া আসে। শোক, দুঃখ, বিরক্তি ও প্রেমে নৈরাশ্যবশতঃ যে সকল রোগ হয়, তাহাদের পক্ষে ইহা উপযোগী। রোগের বিষয় চিন্তা করিলে রোগ উপস্থিত হয়। মানসিক পরিশ্রমে ভীত হয় এবং উহাতে মস্তকে কষ্ট হয়। এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইতে হয়। মন অতিশয় শ্রান্ত। শিশুদের অত্যধিক ক্রন্দন নিবারণের জন্য ইহার ৩x শক্তি ব্যবহার করিতে হয়।

রিকেট (rachitis)—ইতঃপূর্বে **শারীরিক আকৃতি বর্ণন প্রসঙ্গে** যে সমস্ত লক্ষণ বিবৃত হইয়াছে, তাহা এইস্থলে স্মরণ করা কর্তব্য। শারীরিক রক্তে এই লাবণিক পদার্থের অভাববশতঃই ঈদৃশ পীড়া উৎপন্ন হইয়া থাকে ; এই জন্য **ক্যাল্ক-ফসই এই পীড়ার প্রধান ঔষধ**। ইহা বালকের উপাস্থিকে অস্থিতে পরিণত করিতে এবং কোমল অস্থিকে কঠিন করিতে অদ্ভুত ক্ষমতাশালী। যদি দেখা যায় যে, শিশুর বৃদ্ধি যেন স্থগিত হইয়া গিয়াছে, সামান্যমাত্র ঠাণ্ডা লাগিলেই তাহার নানাপ্রকার অসুখ হইতেছে—বিশেষতঃ সর্দি, কাশি, সর্বাঙ্গে বেদনা, গ্রন্থিস্ফীতি ইত্যাদি যদি সামান্যমাত্র ঠাণ্ডাতেই বৃদ্ধি হয়, একটু নড়াচড়া করিলেই যদি তাহার সকল কষ্টের বৃদ্ধি হয়, উৎসাহ উদ্যম যেন নিভিয়া যায়, মধ্যে মধ্যে উদরাময় প্রভৃতি লক্ষণসমূহ প্রকাশ পাইতে থাকে, তাহা হইলে বুঝা যায় যে, **ইহা রিকেটের পূর্ব লক্ষণ** এবং ইহার **প্রতিরোধে একমাত্র ক্যাল্ক-ফসই সমর্থ**। কিছুদিন এই ঔষধ

ব্যবহার করিলে ফন্টানেল যুক্ত হইয়া যায়, মেরুদণ্ডের বক্রতা এবং গ্রীবাদেশের শক্তিহীনতা দূরীভূত হইয়া স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

এই রোগে পাদঘর্ম এবং দুর্গন্ধযুক্ত উদরাময় দৃষ্ট হইলে প্রধান ঔষধ ক্যাল্ক-ফসের সহিত পর্যায়ক্রমে **সাইলিসিয়া** প্রদান করা কর্তব্য।

এই রোগে ক্যাল্ক-ফসের সহিত **নেট-ফসের** ঘনিষ্ট সম্বন্ধ রহিয়াছে। যদি পরিপাক-ক্রিয়ার বিশৃঙ্খলা সহ **অম্ললক্ষণ** দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে প্রধান ঔষধ ক্যাল্ক-ফসের সহিত পর্যায়ক্রমে এই ঔষধ প্রদান করিতে হয়। **ক্রিমিলক্ষণ** বিদ্যমানতাও এই ঔষধের আর একটি প্রয়োগ লক্ষণ; **অম্ল ও ক্রিমিলক্ষণ না থাকিলে ইহার প্রয়োজন হয় না।**

যদি প্রসূতি পুর্বে কোন রিকেট পীড়াগ্রস্ত সন্তান প্রসব করিয়া থাকে, তাহা হইলে **গর্ভাবস্থায় এই ঔষধ কিছুদিন সেবন করিলে ভবিষ্যতে রিকেটিক সন্তান প্রসব হওয়া দোষ নিবারিত হয়।**

শক্তি—প্রথমে ৪x, ৬x, ও পরে ১২x।

রোগী-বিবরণ—(১) খুলনা বাহিরদিয়া নিবাসী জনৈক বসুর স্ত্রী গর্ভাবস্থায় তাঁহার পিত্রালয় যশোহর জেলার অন্তঃপাতী দক্ষিণডিহী গ্রামে গমন করেন। প্রসবের কিছুদিন পরে নবপ্রসূত কন্যাটির চিকিৎসার জন্য আমার চেম্বারে লইয়া আসেন। শিশুটি অতিশয় শীর্ণ, হাড়ের পুষ্টি একেবারেই হয় নাই এবং অতিশয় দুর্বল বলিয়া বোধ হইল। অ্যালো-প্যাথিক চিকিৎসকেরা কডলিভার তেল মাখাইয়া রাখিতে বলিয়াছেন। তাঁহাদের ব্যবস্থানুযায়ী কিছুদিন থাকিয়াও কোন ফল না হওয়ায় আমার নিকট লইয়া আসা হয়। আমি **ক্যাল্ক-ফস** ৬x কিছুদিন ধরিয়া নিয়মিতভাবে ব্যবহার করাইয়াই সে শিশুটিকে সম্পূর্ণ আরোগ্য করি। শিশুর মাতাকেও ক্যাল্ক-ফস, কেলি মিউর ইত্যাদি ২।১টি ঔষধ মধ্যে মধ্যে দিতে হইয়াছিল। শিশুটি পরে অতিশয় হৃষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ঠ হয়।

আরোগ্যের পর মাতা কয়েকবার আমার বাসায় আসিয়া শিশুটিকে দেখাইয়া লইয়া যান। ক্যাল্ক-ফসে আরও কয়েকটি রিকেটগ্রস্ত শিশু আরোগ্য হইয়াছে।

(২) ইং ১৯৫০ সালের মধ্যভাগের ঘটনা। ২৪ পরগনা জেলার ব্যারাকপুর মহকুমার জনৈক ৮।৯ মাস বয়স্ক রিকেট শিশুর অবিরত খাই খাই, শরীরশীর্ণতা, বৃদ্ধের ন্যায় লোল চর্ম ও কপাল কুঞ্চন সহ সাদা রংয়ের বাহ্যে দৃষ্টে **কেলি মিউর** ৬x ও **ক্যাল্ক-ফস** ৬x পর্যায়ক্রমে ২ মাত্রা করিয়া ৪ মাত্রা ব্যবহার করিতে দিই। এক সপ্তাহের মধ্যেই বাহ্যে হরিদ্রাবর্ণ এবং স্বাভাবিক হইয়া আসায় দ্বিতীয় সপ্তাহে কেবল **ক্যাল্ক-ফস** ৬x নিত্য দুই মাত্রা করিয়া ব্যবহার করিতে দিই। শিশুটির শারীরিক ও মানসিক যথেষ্ট উন্নতি লক্ষিত হয়, কিন্তু মাতা তাঁহার কোন আত্মীয়ের বাসায় কিছুদিনের জন্য চলিয়া যাওয়ায় আর চিকিৎসা করা হয় নাই। সাদা বর্ণের মল যে কোন রোগীতে থাকিবে কেলি মিউর সেখানে অব্যর্থ ফলপ্রদ ঔষধরূপে নিঃসন্দেহে ব্যবহার করা চলিবে, ইহা আমি বহু বৎসরের চিকিৎসায় লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি।

(৩) ২৪ পরগনা জেলার অন্তঃবর্তী ব্যারাকপুরের তিন বৎসর বয়স্ক একটি শিশু হাঁটিতে পারে না। ২।১টি শব্দ মাত্র উচ্চারণ করে। মাতার লিভারের দোষ ছিল এবং গর্ভের শেষের দিকে জণ্ডিস হইয়া চক্ষুর শ্বেত অংশ, মুখমণ্ডল, হাতের তালু, প্রস্রাব ইত্যাদি হরিদ্রাবর্ণের হইয়া যায়। শিশু জন্মগ্রহণের পরই তাহারও মাতার ন্যায় জণ্ডিসের লক্ষণ প্রকাশ পায়। প্রসবের পর মাতার উদরাময়, পেটফাঁপা, অক্ষুধা ইত্যাদি প্রকাশ পায়। উভয়েরই অ্যালোপ্যাথিক মতে চিকিৎসা চলে, কিন্তু কাহারও বিশেষ কোন উপকার হয় না। আমি লক্ষণানুযায়ী মাতাকে **সালফার** ১০০০ দিই এবং শিশুকে কেবলমাত্র উপদেশমত পথ্য দিতে বলি। ফলে উভয়েই সুস্থ হয়। কয়েক মাস পরে সর্দি

কাশির জন্য শিশুটিকে **ব্রাইওনিয়া** ৩০ দেওয়ায় আরোগ্য হয়। ছেলেটির জন্মের পর হইতেই ভীষণ কোষ্ঠবদ্ধের ধাতু। ২।৩ দিন অন্তর অত্যন্ত শুষ্ক ন্যাড় বাহ্যে হইত। ব্রাইওনিয়া দিলে কিছু ভাল থাকিত, পরে **এলুমিনা** ২০০ একমাত্রা দেওয়ায় উহা দূরীভূত হয়। স্বাস্থ্যও বেশ ভাল হইতে থাকে। কিন্তু শিশু দাঁড়ান বা হাঁটিবার চেষ্টাও করে না। এইভাবে তিন বৎসর অতিবাহিত হইয়া গেল। অ্যালোপ্যাথিক ডাক্তার দ্বারা বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া কোন ত্রুটি ধরা পড়ে নাই বা চিকিৎসাযোগ্য কোন লক্ষণও দেখা যায় নাই। প্রয়োজন বোধে মধ্যে মধ্যে পূর্ব বর্ণিত-ভাবে ২।১ মাত্রা হোমিওপ্যাথিক ঔষধ পড়িয়াছে মাত্র, কিন্তু তিন বৎসরেও হাঁটিতে বা কথা বলিতে পারে না ; সুতরাং আর অপেক্ষা করা গৃহস্থের পক্ষে সম্ভব নহে।

শিশুর মেজাজ অতিশয় খিটখিটে, বিষণ্ণ প্রকৃতির, নিদ্রা কম, ক্ষুধা কম, প্রায়ই কাশে, কোষ্ঠবদ্ধতা এবং সর্বোপরি দীর্ঘদিনের মধ্যেও হাঁটিতে বা কথা বলিতে না পারার জন্য **ক্যাল্ক-ফস** ৬x একদিন অন্তর একদিন একমাত্রা হিসাবে ব্যবস্থা করা হইল। দুই সপ্তাহ বাদে সংবাদ পাওয়া গেল যে, শিশুর মেজাজ ভাল হইয়াছে, বিষণ্ণতা দূরীভূত হইয়াছে এবং ক্ষুধা ও নিদ্রা স্বাভাবিক হইয়াছে। ঐ ঔষধই দুইদিন অন্তর একদিন ব্যবস্থা করা হইল। দুই সপ্তাহ বাদে সংবাদ পাওয়া গেল যে, এখন নিজ চেষ্টায় দাঁড়াইতে পারে এবং দেওয়াল ধরিয়া একটু হাঁটিতেও পারে। শেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছে জানুয়ারীর শেষ সপ্তাহে, ১৯৫৩ সালে।

ঔষধ পরিবর্তনের আর প্রয়োজন হয় নাই এবং রোগীও বেশ ভাল। রোগের একটি নাম দিতে হয়, তাই রিকেট দিলাম, প্রকৃতপক্ষে রোগ কি রিকেট ? বাইওকেমিক চিকিৎসকের মতে রোগী ক্যালসিয়াম ফসফেটের অভাবে ভুগিতেছিল।

(৪) ১৮ই জুলাই ১৯৬০ সাল। বর্ধমান জেলার কোন গ্রামের জনৈক মুসলমান ভদ্রলোক তাঁহার ২½ বৎসর বয়স্ক পুত্রকে চিকিৎসার জন্য আমার চেম্বারে আনিয়াছেন। প্রথম হইতেই অ্যালোপ্যাথিক মতে চিকিৎসা হইতেছিল, কিন্তু কোন সুবিধা না হওয়ায় বিশেষতঃ শিশু ক্রমশঃ শীর্ণ ও দুর্বল হইতে থাকায় আমার দ্বারা কিছুদিন চিকিৎসা করাইতে চাহেন।

শিশু অতিশয় শীর্ণ, দুর্বল, এত বয়সেও কথা বলিতে, হাঁটিতে—এমন কি দাঁড়াইতে পর্যন্ত পারে না। হস্ত পদগুলি অতিশয় শীর্ণ হইয়া গিয়াছে। শরীরের তুলনায় মস্তকটি বৃহৎ দেখা যাইতেছে। সর্বদাই ক্রন্দন করে, কখনও বা কাতরানির ন্যায় শব্দ করে; কোলে করিয়া বেড়াইলে কিছুটা শান্ত হয়। জন্মের পর হইতেই ঘন ঘন সর্দি, কাশি, জ্বর, উদরাময় ইত্যাদিতে ভুগিতেছে। বর্তমানে কিছুদিন ভিন্ন বরাবরই প্রচুর বমিতে কষ্ট ভোগ করিয়াছে। পায়খানা ৫।৬ বার হয়। তবে অ্যালোপ্যাথিক ঔষধ খাইলে ২।১ বার মাত্র মলত্যাগ করে। মল সাদাটে ও ঐ সঙ্গে মিউকাস থাকে। রাত্রিতে পেট ফাঁপে এবং প্রাতঃকালে প্রচুর পরিমাণে পায়খানা হয়। ক্ষুধা নাই। সামান্য সময়ের জন্য নিদ্রা হয়। বার মাসই জিহ্বায় ক্ষত থাকে। মলদ্বারে ক্ষত। মেজাজ খিটখিটে। বয়সের তুলনায় মস্তিষ্কের বৃদ্ধি হয় নাই। ফলে বুদ্ধিবৃত্তির বিশেষ অল্পতা দৃষ্ট হইতেছে। পর পর ২।৩ দিন ঠাণ্ডা জলে স্নান করিলেই সর্দি কাশি হয়। পিতার এমিবিক ডিসেন্ট্রি ও মাতার অজীর্ণ দোষ আছে।

১৯।৭।৬০—**ক্যাল্ক-ফস** ১২x, দুই মাত্রা এবং **কেলি মিউর** ১২x এক মাত্রা, মোট তিন মাত্রা হিসাবে ৭ দিনের ব্যবস্থা করা হইল।

৫।৮।৬০—পায়খানা একবার করিয়া হইতেছে। হরিদ্রাবর্ণের বাধা মল হইতেছে। স্বাস্থ্যের স্পষ্ট উন্নতি লক্ষিত হইয়াছে। **ক্যাল্ক-ফস** ১২x, দৈনিক দুই মাত্রা হিসাবে ১২ দিনের জন্য।

২৫।৮।৬০—মলদ্বারে ক্ষত নাই। এখন স্নান সহ্য হয়। এই সময় হইতে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত ক্রমোন্নত শক্তিতে **ক্যাল্ক-ফস** প্রয়োগ করা হইয়াছে। ফলে শিশুটি স্বাভাবিকভাবে না হইলেও কথা বলিতে সমর্থ হইয়াছে, হাঁটিতে পারে, যাহা খায় হজম করিতে পারে, স্বাস্থ্যের প্রভূত উন্নতি হইয়াছে, ক্ষুধা স্বাভাবিক হইয়াছে, সর্দি-কাশির প্রবণতা বিনষ্ট হইয়াছে। কান্নাকাটি বন্ধ হইয়াছে। এখন খেলাধূলা করে।

মস্তকে জলসঞ্চয় (hydrocephalus)—শিশুর প্রায়ই পেটের পীড়া থাকে। বাহ্যে সবুজ পিচ্ছিল, উত্তপ্ত ও জলের ন্যায়। শীতল খাদ্য, শীতল পানীয় ও দুগ্ধ পানের পর বমন, অথবা উদরাময়ের বৃদ্ধি। শিশু অতিশয় জীর্ণ শীর্ণ এবং মেরুদণ্ডের দুর্বলতাবশতঃ মস্তক উত্তোলন করিতে সমর্থ হয় না। অধিক দাস্ত ও বমিবশতঃ দুর্বলতা-নিবন্ধন আচ্ছন্নের ন্যায় পড়িয়া থাকে। কখনও পদদ্বয়ের অস্থিরতা দৃষ্ট হয়।

শরীর শীর্ণতা (marasmus)—শারীরিক আকৃতি রিকেট ও মস্তকে জলসঞ্চয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য। শিশু উদর পূর্ণ করিয়া ভাল ভাল দ্রব্য আহার করে, অথচ ক্রমশঃ শীর্ণ হইতে থাকে।

নেট্রাম মিউর—ক্যাল্ক-ফসের ন্যায় ইহাতেও শিশুর উৎকৃষ্ট আহারাদি সত্ত্বেও শুষ্ক হওয়া লক্ষণ আছে; কিন্তু **নেট্রামে শিশুর ঘাড়ই অধিকতর শুষ্ক হয়** এবং অত্যন্ত জল পিপাসা ও কোষ্ঠবদ্ধ হওয়া লক্ষণ আছে।

ভগ্ন হইয়া জোড়া না লাগা (un-united fracture) —হাড় ভাঙ্গিয়া (fracture) যদি শীঘ্র জোড়া না লাগে, বিশেষতঃ যদি পুষ্টির অভাবজনিত শীঘ্র জুড়িতেছে না বুঝা যায়, তাহা হইলে ক্যাল্ক-ফসই একমাত্র ঔষধ। সর্বপ্রকার অস্থিরোগেই ইহা প্রদান করিতে হয়। এই অধিকারে অন্য কোন ঔষধই ইহার সমকক্ষ নহে।

সাইলিসিয়া—অস্থির রোগে সাইলিসিয়াও বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

যদি অস্থির ক্ষত হইতে দুর্গন্ধপুর্ণ তরল পীতবর্ণ স্রাব নির্গত হয়, তাহা হইলে ইহা বিশেষ প্রয়োজনীয়। **এই ঔষধের সকল প্রকার স্রাবই অত্যন্ত দুর্গন্ধপুর্ণ**। এই সঙ্গে সাইলিসিয়ার ধাতুগত লক্ষণও স্মরণ করা কর্তব্য।

ক্যাল্ক-ফ্লুওর—অস্থির ক্ষত হইতে স্রাব নির্গত হইয়া যদি অস্থির উপর কঠিন আবরণের সৃষ্টি করে, তাহা হইলে ইহা প্রদান করা কর্তব্য।

শিরঃপীড়া (headache)—**যে সমস্ত বালিকা বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করে,** তাহাদের মাথাব্যথার ইহা সুন্দর ঔষধ। ঐ সমস্ত বালিকা প্রায়ই স্নায়বিক ও অস্থির প্রকৃতির হয়। যুবতী স্ত্রীলোকদের শিরঃপীড়া সহ অস্থিরতা। বৃদ্ধদিগের শিরঃপীড়ায় ইহা বিশেষ উপযোগিতার সহিত ব্যবহৃত হয়। অনেক সময় বালিকারা মৃদু শিরোবেদনা লইয়া বাড়ী আসে এবং ঠাণ্ডা জলে ধুইয়া ফেলিতে চায়।

শিরঃপীড়াকালীন মুখ ও মস্তক উষ্ণ হয়। মস্তকবেদনা ললাট হইতে কর্ণ ও চোয়াল পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। কর্ণের পশ্চাৎভাগের অস্থিতে পর্যন্ত বেদনা অনুভূত হয়। শিরঃপীড়ায় **রোগী মস্তক বরফের ন্যায় শীতল অনুভব করে** এবং অন্য কেহ স্পর্শ করিলেও **মস্তক অত্যন্ত শীতল বোধ হয়, মস্তকের অস্থিনিচয়ের সংযোগস্থলে বেদনার আধিক্য,** মস্তক কষিয়া ধরার ন্যায় আঁট আঁট বোধ হয়। শিরঃপীড়া সহ মস্তক চুলকায় এবং ঐ চুলকানি সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি হয়।

শিরঃপীড়া নড়াচড়া করিলে, উন্মুক্ত বায়ুতে, মস্তক অবনত করিলে এবং ঋতু পরিবর্তন কালে **বৃদ্ধি** হয়। চুপ করিয়া থাকিলে ও ধূমপান করিলে **হ্রাস** হয়। শিরোবেদনা হাঁটিলে, পরিশ্রম করিলে, মস্তকের উপর চাপনে এবং রাত্রে খারাপ হয়।

সর্বপ্রকার মস্তিষ্ক-বিকৃতি, প্রলাপ ইত্যাদি (insanity, delirium etc.)—অত্যন্ত অস্থিরচিত্ত, চঞ্চলস্বভাব,

বসা অবস্থা হইতে উঠিয়া চলিতে গেলে গা কাঁপে, পদদ্বয় ঠিকমত পড়ে না। শারীরিক চঞ্চলতাও যেরূপ, মানসিক চঞ্চলতাও তদ্রূপ। সর্বদাই আন্দোলিতচিত্ত, ভ্রান্তচিত্ত কোন কার্যেই মনঃস্থির করিতে পারে না। কেবল বাড়ীতে যাইতে চাহে, আবার বাড়ী গেলেও বাড়ী থাকিতে চাহে না—অন্যত্র যাইতে ইচ্ছা করে। মনোগত বাসনা অপূর্ণ হওয়ার কুফল। একাকী থাকিতে চাহে। যাহা তাহার করা উচিত, তাহা সে করিতে চাহে না। মস্তিষ্ক বিকৃতির সর্বপ্রধান ঔষধ কেলি ফস। কেলি ফস অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

মস্তিষ্ক-শূন্যতা (brain fag)—অতিশয় মানসিক পরিশ্রম-জনিত স্নায়বিক দৌর্বল্য ও শীর্ণতা। দুর্বলতা এত বেশী যে, হস্ত পদাদি শীতল হইয়া যায়। মস্তিষ্ক গরম থাকে বলিয়া রাত্রিতে অত্যল্প নিদ্রা হয়। ভাল করিয়া ক্ষুধা হয় না। শরীরে জড়তা, কেমন যেন ভার ভার বোধ, আর শরীরের স্পর্শ ও অনুভব শক্তিও হ্রাস প্রাপ্ত হয়। রাত্রিকালে অত্যন্ত ঘর্ম হয়। স্নায়বিক দৌর্বল্যের আধিক্য থাকিলে কেলি ফস পর্যায়, অথবা অনুপর্যায়ক্রমে ব্যবহার করা কর্তব্য। কেন না স্নায়ুমণ্ডলের ধ্বংস নিবারণে এবং পুনর্গঠনে কেলি ফস অদ্বিতীয়। মানসিক পরিশ্রমে রোগবৃদ্ধি এবং রোগের সৃষ্টিও মানসিক পরিশ্রমজনিত; সুতরাং চিকিৎসাকালে শরীর ও মনকে সম্পূর্ণভাবে বিশ্রাম প্রদান করিতে হইবে,—কেবলমাত্র ঔষধে পূর্ণ সাফল্যলাভ অসম্ভব।

শক্তি—৬x।

ছানি (cataract)—বহু ক্ষেত্রে ব্যবহার করিয়া প্রমাণিত হইয়াছে যে, **এই ঔষধ ব্যবহার করিলে ছানি আর বৃদ্ধি হইতে পারে না**। পীড়ার প্রথমাবস্থায় এই ঔষধ প্রদান করিলে প্রথমাবস্থাতেই পীড়া আরোগ্য হইয়া যায়। দক্ষিণ দিকে যাতনা বৃদ্ধি হওয়া এই ঔষধের এক বিশেষ লক্ষণ। মস্তকের দক্ষিণ দিকে শিরঃপীড়া,

দক্ষিণ চক্ষুর চতুর্দিকে বেদনা, দক্ষিণ চক্ষুমধ্যে শূলবৎ বা অবিরাম মৃদু বেদনা ও দক্ষিণ চক্ষুতে ক্লান্তিবোধ ইহাতে নির্দিষ্ট। দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতা ও আমবাতিক বেদনা ইহাতে পরিলক্ষিত হয়। অজীর্ণ ও বৃদ্ধ বয়সের পীড়ায় উপযোগী। **কৃত্রিম আলোক** (গ্যাস, প্রদীপ ইত্যাদি) সহ্য হয় না। ছানি বহু পুরাতন হইলে ২।৩ মাস যাবৎ এই ঔষধের সহিত কেলি মিউর ও ক্যালকেরিয়া ফ্লুওর সেবন করিতে দিলে নিশ্চয়ই সুফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

চক্ষুপীড়া (diseases of the eye)—ছানি ভিন্ন অন্য প্রকার চক্ষুপীড়ায় এই ঔষধের বড় একটা প্রয়োজন হয় না। তবে **স্ক্রোফুলা-গ্রস্ত** ব্যক্তির চক্ষুপ্রদাহে ইহা ব্যবহার হয়। চক্ষুপ্রদাহের পর চক্ষুর অস্বচ্ছতা ও চক্ষু দিয়া জল পড়ে। **কর্নিয়ার ক্ষত** ও উহার প্রদাহ। কর্নিয়া হইতে দুগ্ধের ন্যায় সাদা স্রাব নিঃসৃত হয়।

বালকদিগের দন্তোদ্গমকালীন চক্ষের শুষ্ক প্রদাহে, অর্থাৎ যে প্রদাহে চক্ষু কেবল লালবর্ণ হয়—কোনপ্রকার স্রাব দৃষ্ট হয় না, তাহাতেও ইহা ব্যবহৃত হয়। কৃত্রিম আলোক সহ্য হয় না। অস্বাভাবিক আলোকে পাঠ করার জন্যে চক্ষে বেদনা। চক্ষুর সম্মুখে উজ্জ্বল ও জলন্ত বৃত্ত সকল দৃষ্ট হয়। চক্ষের এই সমস্ত অবস্থা চিন্তা করিলে চক্ষুবেদনার বৃদ্ধি।

কর্ণপীড়াসমূহ (diseases of the ear)—সমস্ত প্রকার কর্ণপীড়ার চিকিৎসা প্রায় একই প্রকার; সুতরাং উহাদের আর পৃথক্ পৃথক্ নাম দিয়া ঔষধের লক্ষণ বিবৃত হইল না। যে কোন প্রকার কর্ণপীড়ায় নিম্নলিখিত লক্ষণ থাকিবে, তাহাতেই ইহা উপকারী।

কর্ণের চতুর্দিকস্থ অস্থিসমূহে বেদনা, কর্ণবেদনা সহ বাতপীড়া। গণ্ডমালা ধাতুগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের গ্রন্থিবর্ধন সহ কর্ণবেদনা। কর্ণ স্ফীত হয় এবং জ্বালা করে ও চুলকায়। **অণ্ডলালাবৎ, চটচটে ক্ষতকর পুঁজস্রাব হইতে নির্দিষ্ট।** কর্ণমধ্যে নানাবিধ শব্দ হয়, কখনও

কর্ণমধ্যে গীতধ্বনির ন্যায় শব্দ শ্রুত হয়। কর্ণের ভিতর ও বাহির লালবর্ণ হয় এবং চুলকায়। কর্ণের বাহির দিক অত্যন্ত স্ফীত হয়, মনে হয় যেন উহা ফাটিয়া যাইবে। কর্ণে শীতলতা অনুভব।

কোন প্রকার ক্ষয়রোগের সহিত যদি রোগীর শরীর অতিশয় শীর্ণ হয় এবং সেই সঙ্গে কর্ণ হইতে পাতলা ও দুর্গন্ধযুক্ত পুঁজস্রাব (সাইলি) নিঃসৃত হয়, তাহা হইলে ইহা অতিশয় উৎকৃষ্ট ঔষধ।

বয়ঃব্রণ (acne)—যুবক যুবতীদের বয়ঃব্রণ এই ঔষধে আরোগ্য হয়। এই ঔষধ আভ্যন্তরীণ ও বাহ্য লোশান রূপেও ব্যবহার করিতে হয়। ২x শক্তির এক ড্রাম ঔষধ এক আউন্স জলের সহিত মিশ্রিত করিলেই লোশান প্রস্তুত হয়। সমস্ত মুখ ব্রণে পূর্ণ হইয়া যায়। ব্রণ লালবর্ণ।

অর্ধ শিরঃশূল (hemicrania)—নির্বাচিত ঔষধে ফল না হইলে ইহা ব্যবহার করিতে হয়। দুর্বল ও রক্তহীন ব্যক্তিদিগের পীড়া। পীড়া অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

নেজ্যাল পলিপাই বা নাসিকার্শ—(polypus of the nose)—শারীরিক রক্তে ক্যাল্ক-ফসের অভাব হইলে এই পীড়া হয় এবং **ইহাই এই পীড়ার প্রধান ঔষধ**। এই ঔষধ ব্যবহারে পলিপাস শুষ্ক হইয়া সত্বর আরোগ্য হয়। বৃন্তযুক্ত পলিপাসেও এই ঔষধ বিশেষ কার্যকরী। রোগী নাসিকায় গন্ধ অনুভব করিতে সমর্থ হয় না। এই ঔষধ সেবন ও নস্যরূপে ব্যবহার করা বিধেয়। শক্তি—৩০x।

সর্দি (coryza)—পুরাতন সর্দিতে ইহাই প্রধান ঔষধ; তবে সর্বপ্রকার সর্দিতেই বলকরণ জন্য ২।১ মাত্রা করিয়া দিতে হয়। ইহার সকল প্রকার স্রাবের ন্যায় **নাসিকার স্রাবও গাঢ় চটচটে ও অণ্ডলালাবৎ**। পশ্চাৎ নাসাবিবর হইতে উক্ত প্রকার স্রাব নিঃসৃত হয়, এজন্য পুনঃপুনঃ নাসিকা টানিতে হয় ও গলা খাঁকার দিতে হয়। তরুণ সর্দি হইলে নাসিকায় বেদনা ও হাঁচি হয়। ঠাণ্ডায় বৃদ্ধি, আর

উষ্ণতায় হ্রাস হয়। গণ্ডমালাগ্রস্ত বালকদের সর্দি হইলে প্রায়ই নাসিকা স্ফীত হয়, নাসিকাছিদ্রের কিনারা সকল প্রদাহিত ও ক্ষতযুক্ত হয়।

যাহাদের সামান্য কারণে বা অকারণে ঘন ঘন সর্দি লাগে, ফেরাম ফসের সহিত কিছুদিন এই ঔষধ সেবন করিলে তাহাদের ধাতু পরিবর্তন হইয়া **সহজে সর্দি লাগা দোষ** নিবারিত হয়।

নাসিকা হইতে রক্তস্রাব (bleeding of the nose)—দুর্বল ও রক্তহীন ব্যক্তিদিগের নাসিকা হইতে রক্তস্রাব, বিশেষতঃ বৈকালে।

দন্তবেদনা (toothache)—দন্তে কনকনে বেদনা, কুরিয়া ফেলা ও ছিঁড়িয়া ফেলার ন্যায় বেদনা এবং ঐ বেদনা যদি রাত্রিতে (সাইলি) ও শীতলতায় বৃদ্ধি হয়; তাহা হইলে ইহা বিশেষ উপযোগী। দন্তের বেদনা অসহ্য হইলে প্রধান ঔষধ ম্যাগ-ফসের সহিত পর্যায়ক্রমে ব্যবহৃত হয়। ডাঃ শুসলার বলেন যে, দন্তমাঢ়ী রক্তশূন্য হইলে ইহাই একমাত্র প্রধান ঔষধ।

দন্তোদ্গমকালীন পীড়া (dentition and its effects)—দন্তের অস্থি নির্মাণ করিতে ক্যাল্ক-ফসের ক্ষমতা অসীম। সেইজন্য দন্তোদ্গমকালীন যাবতীয় উপসর্গে ইহা বিশেষ সাফল্যের সহিত ব্যবহৃত হয়। দন্ত উঠিতে বিলম্ব হইলে, অথবা দন্ত উঠিবার অনেক পূর্ব হইতে এই ঔষধ মধ্যে মধ্যে সেবন করিতে দিলে উদ্দেশ্য সফল হয়। দন্তোদ্গমকালীন উদরাময়েও ইহা প্রধান ঔষধ। যে সকল শিশু জীর্ণ শীর্ণ এবং যাহাদের মাংসপেশী শিথিল ও মস্তকের অস্থি সকল শীঘ্র যুক্ত হয় না, মস্তকে ঘর্ম হয়, তাহাদের পক্ষে ইহা বিশেষ উপযোগী।

দন্তোদ্গমকালীন বিবিধ উপসর্গে ইহার ৬x বিশেষ কার্যকরী; কিন্তু বমন হইতে থাকিলে ১২x ব্যবহার করা কর্তব্য। দন্তোদ্গম করাইবার জন্য ৩x দুগ্ধের সহিত ব্যবহার্য। দন্তোদ্গমকালীন তড়কায় ১২x ফলপ্রদ।

ক্যাল্ক-ফ্লুওর—দন্তের আবরক পদার্থের (enamel) অভাব হইলে, অথবা দন্ত উঠিয়াই ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে থাকিলে, কিংবা দন্ত উঠিতে বিলম্ব হইলে ক্যাল্ক-ফসের সহিত ইহা পর্যায়ক্রমে ব্যবহার্য।

রোগী-বিবরণ—ইং ১৯০৬ সালে একটি ৭।৮ মাসের মেয়ের চিকিৎসার ভার গ্রহণ করি। মেয়েটির পেটের অসুখ, কখনও জ্বর, কখনও আমাশয়, কখনও বা সব রোগই একত্রে—এইভাবে ১৫।২০ দিন অন্তর অন্তর হইতে লাগিল। ঔষধ দিলে বেশ কমিয়া যায়, দিন কয়েক ভালও থাকে ; কিন্তু ১০।১৫ দিন, বা এক মাস পরে পুনরায় আক্রান্ত হয়। ১১ মাসের মধ্যেও দাঁত উঠে নাই দেখিয়া এবং দাঁত না উঠাই রোগের উত্তেজক কারণ স্থির করিয়া ক্যাল্ক-ফস ৩x দৈনিক ১ মাত্রা করিয়া এক মাসের ব্যবস্থা করিয়া দিলাম। এক মাসের মধ্যেই দাঁত উঠিয়া গেল এবং আজ দুই বৎসর পর্যন্ত ভাল আছে। তবে মধ্যে একবার পেটের পীড়া হইয়াছিল বলিয়া যেন স্মরণ হইতেছে।

উদরাময় (diarrhœa)—শিশুদিগের দন্তোদ্গমকালীন উদরাময়ে ইহা অতি উৎকৃষ্ট মহৌষধ। উদরবেদনা সহকারে অপরিপাচিত পিচ্ছিল সবুজবর্ণ (নেট-ফস) মল নির্গত হয়। **মল উত্তপ্ত, দুর্গন্ধযুক্ত ও সশব্দে নিঃসৃত হয়** এবং মল চতুর্দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণায় বিভক্ত হইয়া ছিটাইয়া (sputtering) যায়। কখন কখনও দুর্গন্ধযুক্ত জলবৎ তরল মল (কেলি ফস) নিঃসৃত হয়। মলের সহিত কখনও বা দুর্গন্ধযুক্ত, কখনও বা দুর্গন্ধহীন পুঁজের ন্যায় শ্বেতবর্ণ পদার্থ দৃষ্ট হয়।

নানাপ্রকার গুরুপাক দ্রব্য ভক্ষণজনিত উদরাময়ে ইহা বিশেষ ফলপ্রদ। গ্রীষ্মকালীন উদরাময়ে, কিংবা কাঁচা বা সরল ফল ভক্ষণে অতিসারে ইহা উৎকৃষ্ট।

পুনঃপুনঃ বাহ্যের বেগ হয়—অথচ পায়খানায় বসিলে কিছুই হয় না, অথবা সামান্য মাত্র মল নির্গত (কেলি ফস, ম্যাগ-ফস) হয়।

নাভির চতুর্দিকে ক্ষতবোধ, বেদনা, জ্বালা, উদরস্ফীতি এবং দুর্গন্ধ বায়ু নিঃসরণ হইলে ঐ বেদনার উপশম হয়। শিরঃপীড়া সহ উদরের শূলবেদনায় গুহ্যদ্বার দিয়া বায়ু নিঃসৃত হইলে আরাম বোধ করে না, অথবা কষ্ট বোধ করে। রক্তহীন ও দুর্বল ব্যক্তির উদরের দুর্বলতা ও নিমগ্নতা প্রভৃতি লক্ষণও এই ঔষধে দৃষ্ট হয়।

শক্তি—১২x (পুরাতন হইলে), নূতনাবস্থায়—৬x।

অজীর্ণ (dyspepsia)—অজীর্ণপীড়ায় ক্যাল্ক-ফসের ক্রিয়া সত্যই অসামান্য। **যে কোন কারণেই, অথবা যে কোন প্রকার অজীর্ণপীড়া হউক না কেন, ক্যাল্ক-ফস দিতেই হইবে।** অন্য কোন ঔষধের বিশিষ্ট লক্ষণ থাকিলেও প্রত্যহ, অথবা ২।১ দিন অন্তর ইহার ২।১ মাত্রা ব্যবহার করিতেই হয়। অম্ললক্ষণ বর্তমান থাকিলেও (নেট-ফস) যদি শীতল জল পানের অথবা সামান্য আহারের পরই উদর-বেদনা হয়, তাহা হইলে ইহা প্রদান করিতে হয়। ভুক্তদ্রব্য সমীকরণের অভাববশতঃ যখন শরীর ক্রমশঃ শীর্ণ হইয়া থাকে, তখন এই ঔষধ ব্যবহারে ভুক্তদ্রব্য সমীকৃত হইয়া শরীরে বলাধান হয়। **হজমশক্তি বৃদ্ধি করিতে ইহা অদ্বিতীয় এবং অব্যর্থ।**

পাকস্থলীতে অধিক পরিমাণে গ্যাস জন্মিলে ইহা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। আহারের পরই পাকস্থলীতে বেদনা বোধ হয়। পাকস্থলীর বেদনা আহারে উপশম হয় এবং উপবাস দিলে বৃদ্ধি হয়। উদরে অত্যন্ত বায়ু জন্মে এবং উদ্গারে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। আহারের পর বেদনার বৃদ্ধি, অথবা আহার না করিলে বেদনা বৃদ্ধি—এই দুই বিভিন্ন ও বিপরীত লক্ষণও এই ঔষধে দৃষ্ট হয়। আবার **আহার করিবার ইচ্ছা করিলেই যখন পেটকামড়ানি হয়,** তখনও ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ।

ইহাতে বুকজ্বালা, অম্লোদ্গার, মুখ দিয়া জল উঠা, মাথাবেদনা প্রভৃতি লক্ষণ দৃষ্ট হয়।

অজীর্ণপীড়ায় আইসক্রিম, শীতল পানীয়, সবুজ বা সরস ফল এবং সর্বপ্রকার শীতল খাদ্য সহ্য হয় না—খাইলেও পেটকামড়ানি, বমন ও উদরাময় হয়। আবার অজীর্ণপীড়ায়—যাহা খাইলে রোগবৃদ্ধি হয় তাহাই খাইতে অতীব স্পৃহা হয়; লবণাক্ত মাংসাদি ও তামাক খাইবার ইচ্ছা অত্যন্ত প্রবল। ধূমপান করিলে কিন্তু শিরঃপীড়া হ্রাস হয়। কফি পান সহ্য হয় না। অন্যান্য অনেক প্রকার অখাদ্য ও কুখাদ্য আহার করিতে হয়।

শিশুরা সর্বদা খাই খাই করে—বয়স্কদেরও অস্বাভাবিক ক্ষুধা দৃষ্ট হয়, বিশেষতঃ বৈকাল ৪টার সময়। আবার অক্ষুধা থাকিলেও ইহা ব্যবহৃত হয়।

শিশু বমন (infantile vomiting)—শিশুদিগের সর্বদা স্তন্যপানের ইচ্ছা সহ **ছানার ন্যায় জমা জমা দুগ্ধ ও অম্ল, বা** দুর্গন্ধযুক্ত বমন (নেট-ফস) হইলে এই ঔষধ অতি উৎকৃষ্ট। এই ঔষধ ভুক্তদ্রব্য পরিপাক করিতে বিশেষ সাহায্য করিয়া থাকে। শীতল খাদ্য ও পানীয় সেবনের পর বমনের বৃদ্ধি। দুগ্ধ পানের পর প্রায়ই শিশুর পেট কামড়ায়।

নেট-ফস—ক্যাল্ক-ফসের ন্যায় এই ঔষধেরও দুগ্ধপান মাত্রই পেটকামড়ানি, **ছানার ন্যায় অম্লগন্ধযুক্ত জমাট দুগ্ধবমন আছে।** তবে শিশুর দন্ত নির্গমনকালীন বমনে প্রধান ঔষধ ক্যাল্ক-ফসের সহিত এই ঔষধ ২।১ মাত্রা করিয়া প্রদান করিতে হয়। আর ক্রিমি-জনিত লক্ষণের বিদ্যমানতা ও অম্লের প্রাধান্য থাকিলে নেট-ফসই প্রধান ঔষধ।

সাইলিসিয়া—নেট-ফস ও ক্যাল্ক-ফসের ন্যায় এই ঔষধেও শিশু দুগ্ধপান মাত্রই বমন করে এবং পেটকামড়ানিতে কষ্ট পায়; কিন্তু ক্যাল্ক-ফস ও নেট-ফসের ন্যায় **সাইলিসিয়াতে অম্লবমন নাই।**

দৈবাৎ কখনও অম্লবমন লক্ষিত হয়। সাইলিসিয়ার শিশুও অত্যন্ত খাই খাই করে, কিন্তু মাতৃস্তন্য পান করিতে চাহে না—পান করিলেই বমন করে। গরম খাদ্যও খাইতে চাহে না, কেবল ঠাণ্ডা খাদ্য ভালবাসে। সর্বদা প্রত্যেক ঔষধেরই শারীরিক আকৃতি লক্ষ্য করা কর্তব্য।

আক্ষেপ, তড়কা, শূল ইত্যাদি (spasms, convulsions, colic etc.)—শিশুদিগের দন্তোদ্গম সময়ের তড়কায় ক্যাল্ক-ফস যে প্রধান ঔষধ তাহা ইতঃপুর্বে বলিয়াছি; যে কোন প্রকার শূল, তড়কা, আক্ষেপ ইত্যাদি হউক না কেন ম্যাগ-ফসই প্রধান ঔষধ। তবে ক্যাল্ক-ফস ম্যাগ-ফসের ক্রিয়া বৃদ্ধি করে এবং কতকাংশ পুরণ করে বলিয়া ম্যাগ-ফসে উপকার না হইলে ইহা ব্যবহার করিলে সুফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। অনেক সময় প্রধান ঔষধ ম্যাগ-ফসের সহিত ২।১ মাত্রা করিয়া ক্যাল্ক-ফস ব্যবহার করিতে হয়; কেন না উহাতে দ্রুত ফল দর্শে।

গলগণ্ড (goitre or bronchocele)—শারীরিক রক্তে ক্যাল্ক-ফসের অভাববশতঃই এই পীড়া উৎপন্ন হয়; সুতরাং **এই ঔষধ এই পীড়ার প্রধান ঔষধ**। বিশেষতঃ দুর্বল ধাতুযুক্ত ব্যক্তিদিগের। এক পার্শ্বের, অথবা উভয় পার্শ্বের থাইরয়েড গ্ল্যাণ্ডের বিবৃদ্ধি। অন্য কোন ঔষধের লক্ষণ থাকিলে তাহার সহিত পর্যায়ক্রমে।

অ্যানিমিয়া ও ক্লোরোসিস (anæmia, pernicious anæmia, chlorosis)—**এই সমস্ত পীড়ায় ইহাই সর্বপ্রধান ঔষধ**। অন্য যে কোন ঔষধ নির্বাচিত হউক না কেন, এই ঔষধ ২।১ মাত্রা করিয়া দিতেই হইবে। শুসলার বলেন যে, রক্তহীনতা, অতিশয় মারাত্মক রক্তহীনতা ও ক্লোরোসিস রোগ এই ঔষধ স্থায়ীভাবে আরোগ্য করিতে সমর্থ। তিনি বলেন যে, ক্যাল্ক-ফসের ন্যূনতা-বশতঃই রক্তে লোহিত কণিকা জন্মে না। ডাঃ হিউজ বলেন যে, রক্তের

স্বাভাবিক বিধানের ন্যূনতাবশতঃ রক্তাল্পতা হইলে ক্যাল্ক-ফস সেবনে পরিপাক-কার্য সাধিত হইয়া রক্ত বৃদ্ধি হয়। **খাদ্য পরিপাকের দোষে রক্তাল্পতা জন্মিলে ইহা অদ্বিতীয় ও অমোঘ।** বহুদিন ধরিয়া কোন রোগ ভোগের পর, স্ত্রীলোকদিগের পুনঃপুনঃ গর্ভধারণ, সন্তান প্রসব করা ও শিশুকে স্তন্যদান করাইবার জন্য রক্তহীনতা জন্মিলে ইহা অতি উৎকৃষ্ট। অজীর্ণ উদরাময় সহ রক্তহীনতা জন্মিলে ইহার ব্যবহার প্রশস্ত। মুখমণ্ডল রক্তহীন ফ্যাকাশে, রক্তহীনতাবশতঃ শয়ন ও বসিয়া থাকিবার পর উঠিলে মাথা ঘুরিয়া যায় ও চোখে অন্ধকার দেখে, বুক ধড়ফড় করে, হস্তপদের কম্পন, হাত পা যেন ভাঙ্গিয়া পড়ে, পায়ের ডিমেতে অত্যন্ত দুর্বলতাবোধ প্রভৃতি লক্ষণ থাকিলে এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী।

ঋতুদর্শনকালে বালিকারা অত্যন্ত জীর্ণ শীর্ণ, ভীত ও অত্যন্ত চঞ্চল স্বভাবের হইলে—অর্থাৎ এক স্থানে যদি চুপ করিয়া থাকিতে না চাহে, অবিরত স্থান পরিবর্তন করিতে চাহে, তাহা হইলেও এই ঔষধ উপকারী। এই অবস্থার শিরঃপীড়ায় ইহা নির্দিষ্ট।

শক্তি—৩x।

স্বল্পরজঃ (amenorrhœa)—পুষ্টিকর আহার্য পদার্থের অভাবে, আহার্য দ্রব্য সম্যক্ পরিপাক না হওয়ার জন্য ক্রমশঃ রক্তহীনতা বশতঃ রজঃরোধ হইলে এই ঔষধ নির্দিষ্ট। ক্রমশঃ রোগিনীর মুখমণ্ডল পাণ্ডুবর্ণ, সামান্য পরিশ্রমে ক্লান্তিবোধ, সর্বপ্রকার কার্যেই অনিচ্ছা এবং সর্বদা অনুৎসাহ থাকিলে এই ঔষধ উত্তম কার্যকরী। এই ঔষধের সহিত কেলি ফসের প্রভেদ নির্ণয় করা আবশ্যক। অধিকাংশ সময় উভয় ঔষধ পর্যায়, অথবা অনুপর্যায়ক্রমে প্রদান করিতে হয়।

শক্তি—৬x।

কেলি ফস—স্নায়বীয় ধাতুর আধিক্য থাকিলে এই ঔষধ

অব্যর্থ। রোগিনী সহজেই ক্রন্দন করে, অত্যন্ত খিটখিটে, অত্যন্ত অস্থিরচিত্ত, সর্বদা মাথাধরা থাকে, শারীরিক ও মানসিক অবসাদ আর রজঃরোধ হইয়া প্রায়ই বক্ষঃপীড়া হইলে এই ঔষধ ব্যবহার বাঞ্ছনীয়। কেলি ফসের রোগিনী অত্যন্ত দুর্বল। উভয় ঔষধেই অতিশয় বিলম্বে স্বল্প পরিমাণ ঋতু হওয়া লক্ষণ আছে। দৌর্বল্যের আধিক্য থাকিলে কেলি ফসের সহিত ক্যাল্ক-ফস পর্যায়ক্রমে ব্যবহার করিতে হয়। বেদনার তীব্রতা অধিক থাকিলে পুনঃপুনঃ উষ্ণ জল দ্বারা ম্যাগ-ফস সেবন করাইয়া বেদনা হ্রাস করা কর্তব্য।

কষ্টরজঃ (dysmenorrhœa)—স্বল্পরজঃ অধ্যায়ে সমস্ত লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে, পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। কষ্টরজে ক্যাল্ক-ফস অপেক্ষাও কেলি ফস অধিক ব্যবহৃত হয়, বিশেষতঃ স্নায়বিক লক্ষণের প্রাধান্য থাকিলে। কেলি ফসের লক্ষণও স্বল্পরজঃ অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে।

জরায়ুর স্থানচ্যুতি (displacement of the uterus)—জরায়ুর চতুর্দিকস্থ বন্ধনীসমূহের শিথিলতা প্রযুক্ত জরায়ু নির্গত বা স্থানচ্যুত এবং তজ্জন্য নানাপ্রকার যন্ত্রণার জন্য (ক্যাল্ক-ফ্লুওর, কেলি ফস) ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ। যদিও জরায়ুর সঙ্কোচনশক্তি বৃদ্ধি করিতে ক্যাল্ক-ফ্লুওর অমোঘ, তথাপি শারীরিক ও স্থানিক বলাধান করিয়া সত্বর আরোগ্য ক্রিয়া সম্পাদন করিতে হইলে ২।১ মাত্রা করিয়া এই ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয়—অজীর্ণাদি দোষ থাকিলে ত' কথাই নাই। প্রস্রাব ও মলত্যাগকালে জরায়ুপ্রদেশে দুর্বলতা অনুভব করে এবং তলপেট যেন নামিয়া যাইতেছে মনে হয়। জরায়ুতে তীব্র সূচিবিদ্ধবৎ, দপ্‌দপে ও অবিরত মৃদু বেদনা (aching pain) হইলেও ইহা উপযোগী। বাহ্যে প্রস্রাবের পর পীড়ার বৃদ্ধি।

ঋতুস্রাব (menses)—অতিশয় বিলম্বিত রজঃস্রাবে ইহা

ব্যবহৃত হয়। ঋতুর রক্ত পর্যায়ক্রমে কাল ও লাল বর্ণের হয়। ঋতুর পূর্বে, অথবা সময়ে প্রসববেদনার ন্যায় বেদনা হয়। মল মূত্র ত্যাগের পর জরায়ুপ্রদেশ দুর্বল বোধ হয়। রক্তহীনা যুবতীদের বিলম্বিত রজঃস্রাব।

যুবতী স্ত্রীলোকদের ও বালিকাদের **ঋতু** প্রায় **অত্যন্ত ঘন ঘন,** এমন কি—দুই সপ্তাহ অন্তর হয়। ঋতুর রক্ত ঘোর লালবর্ণের। প্রায়ই বেদনা থাকে না। ঋতুকালে কটিবেদনা।

এই ঔষধে আর এক প্রকার ঋতুকষ্ট দেখা যায়। বালিকারা যখন বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে যৌবনে আসিয়া উপনীত হয়, তখন তাহাদের পক্ষে এই ঔষধ খুব ভাল খাটে। প্রথম ঋতুকালে ঠাণ্ডা লাগিয়া সাধারণতঃ অতিশয় যন্ত্রণাদায়ক ঋতুকষ্ট হয়। এই সময়ে যদি এই ঔষধ ব্যবহৃত না হয়, তাহা হইলে সমস্ত জীবনই ঋতুকালে তাহাদের এই প্রকার কমবেশী কষ্টভোগ করিতে হয়। স্রাব আরম্ভ হইবার পুর্বে সে বুঝিতে পারে; কেন না উহার ২।৩ ঘণ্টা পুর্বে জরায়ু ও কুঁচকিতে একপ্রকার ভীষণ খিলধরা বেদনা উপস্থিত হয় এবং যে পর্যন্ত সম্পূর্ণ ঋতুস্রাব না হয়, সে পর্যন্ত যন্ত্রণা উপশমিত হয় না।

গর্ভ ও প্রসববেদনা (pregnancy and labour)—গর্ভাবস্থায় ও প্রসবের পর অতিশয় দৌর্বল্যবোধ এই ঔষধের প্রয়োগ লক্ষণ। সন্তানকে অধিক দিন ধরিয়া স্তন্য দিতে হইলে প্রসূতির শরীর অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়ে, অতএব বলকরণের জন্য (কেলি ফস) ইহা অত্যাবশ্যকীয় ঔষধ। স্তন্যদুগ্ধ হ্রাস প্রাপ্ত হইলেও ইহা ব্যবহার্য।

স্তন্যদুগ্ধের বিবিধ বৈলক্ষণ্য সম্বন্ধে শিশু বমন অধ্যায় দ্রষ্টব্য। দুগ্ধ জলবৎ ও লবণাক্ত (নেট-মিউর) এবং এত খারাপ যে, শিশু দুগ্ধ পান করিতে চাহে না। দুগ্ধ পান করিলেও সহ্য হয় না—**ছানার ন্যায় জমাটবাঁধা, অম্লগন্ধযুক্ত দুগ্ধ বমন করে।** স্তনদাত্রী মাতার ঋতু হইলে ইহা ব্যবহৃত হয়।

প্রসবের পর ২।১ মাত্রা করিয়া এই ঔষধ ব্যবহার করিলে প্রসূতির শরীর দুর্বল হয় না এবং **গর্ভাবস্থায় প্রতিদিন সকাল ও সন্ধ্যায় এক এক মাত্রা করিয়া ক্যাল্ক-ফস সেবন করিতে দিলে সন্তানের অস্থি সকল পুষ্ট হইয়া সর্বাঙ্গসুন্দর সন্তান প্রসব হয়,** আর দন্তোদ্গমকালীনও কোন কষ্ট হয় না। সুপ্রসব জন্য কেলি ফসও আবশ্যক। পূর্বে কোন দিন গর্ভস্রাব হইয়া থাকিলে ক্যাল্ক-ফ্লুওরের সঙ্গে আবশ্যকানুযায়ী ক্যাল্ক-ফস ও কেলি ফস প্রদান করা কর্তব্য।

শক্তি—৪x (স্তনদুগ্ধ হ্রাসে)।

শ্বেতপ্রদর (leucorrhœa)—অণ্ডলালাবৎ (ডিম্বের শ্বেতাংশের ন্যায়) গাঢ়, স্বচ্ছ ও চটচটে স্রাব হইলে ইহা উপকারী।

কেলি মিউরের স্রাবও গাঢ় শ্বেতবর্ণ ; কিন্তু ক্যাল্ক-ফসের স্রাব যেরূপ ক্ষতজনক ও স্রাব নিঃসরণকালে যেরূপ যোনিপথ জ্বালা করে, কেলি মিউরে সেরূপ নহে। কেলি মিউরে অতীক্ষ্ণ, অনুত্তেজক এবং জিহ্বা শ্বেত লেপাবৃত। এতদ্ব্যতীত বুকে আগুনের ন্যায় অনুভব, উত্তাপোচ্ছ্বাস এবং সহজে ঘর্ম ও দৌর্বল্য ক্যাল্ক-ফসে নির্দিষ্ট।

স্ত্রীলোকদের কামোন্মাদ (nymphomania)—স্ত্রীলোকদিগের জননেন্দ্রিয়ের মধ্যে দপদপানি ও সুড়সুড়ি বোধ হয়—মনে হয় যেন, উহার মধ্যে রক্ত জমিয়াছে ; তজ্জন্য আনন্দ হয়। **ঋতু হইবার পূর্বে সহবাস ইচ্ছা অত্যন্ত প্রবল হয়,** এমন কি সংযত থাকা তাহার পক্ষে কষ্টকর হয়।

প্রুরাইটাস (pruritus)—বৃদ্ধা স্ত্রীলোকদিগের যোনিদ্বারে কষ্টকর চুলকানি—এই সঙ্গে অণ্ডলালাবৎ শ্বেতপ্রদর স্রাব থাক, আর নাই থাক।

স্বপ্নদোষ (night pollution)—**হস্তমৈথুনজনিত যাবতীয়**

কুফল নিবারণে ইহা অদ্বিতীয় মহৌষধ। যে সমস্ত বালক বহুদিন হইতে হস্তমৈথুনে অভ্যস্ত এবং যাহারা ইচ্ছা করিলেও হস্তমৈথুন প্রবৃত্তি দমন করিতে সমর্থ হয় না, তাহাদিগকে এই ঔষধ প্রদান করিলে **হস্তমৈথুন প্রবৃত্তি বিনষ্ট হয়**। বহুদিন হইতে **শুক্রক্ষয়** করিলে শারীরিক ও মানসিক দুর্বলতায় ইহা ব্যবহৃত হয়। ইহাতে **শুক্রস্রাব** গাঢ় হয়। মলত্যাগ করিবার সময় কুন্থনে ধাতুস্রাব হইলে নেট্রাম মিউর ও ক্যাল্ক-ফস উভয়ই উপযোগী। তবে ক্যাল্ক-ফসের ধাতু গাঢ়—নেট্রামের পাতলা। অনেক সময় উভয় ঔষধ পর্যায়ক্রমে ব্যবহার করিতে হয়। স্বপ্নদোষ নিবারণ জন্য রাত্রিতে শয়নকালে ৩x ব্যবহার্য।

অপরিমিত ইন্দ্রিয়চালনাবশতঃ পীড়া (diseases from excessive venery)—নিম্নলিখিত লক্ষণে ফলপ্রদ। প্রাতঃকালে সহবাসেচ্ছা অতিশয় প্রবল হয়। যান ও **অশ্বারোহণেও** **পুরুষাঙ্গ** অত্যন্ত উত্তেজিত হয়, কিন্তু সহবাস প্রবৃত্তি থাকে না। এই **ঔষধ** ব্যবহারে শিথিল ইন্দ্রিয় সবল হয়। অতিশয় ইন্দ্রিয়পরিচালনাবশতঃ মৃগী হইলেও ইহা উপযোগী।

ক্ষয়কাশি (phthisis)—**শরীর ক্রমশঃ শীর্ণ হইতেছে অথচ ক্ষয়কাশির কোন লক্ষণই দৃষ্ট হইতেছে না,** এরূপ অবস্থায় ইহা ব্যবহার করিলে আশ্চর্য ফল দর্শে। সর্বপ্রকার ক্ষয়রোগ নিবারণ ও বলকরণার্থে ইহা বিশেষ সাফল্যের সহিত ব্যবহৃত হয়। **অতিশয় ঘর্ম, বিশেষতঃ রাত্রিকালে**; মস্তকে ও গলায় ঘামই অধিক হয়। তরুণ, অথবা পুরাতন উভয় প্রকার ক্ষয়কাশিতেই ইহা ব্যবহৃত হয়। **হরিদ্রাবর্ণ অণ্ডলালাবৎ গাঢ় শ্লেষ্মা উঠিলে এবং উহা প্রাতঃকালে বৃদ্ধি** হইলে ফলপ্রদ।

সর্বপ্রকার কাশি (all kinds of cough)—নিউমোনিয়া, ব্রঙ্কাইটিস, হাঁপানি, সাধারণ কাশি, ক্ষয়কাশি প্রভৃতি

যাবতীয় কাশিতে নিম্নলিখিত লক্ষণে ইহা উপযোগী। কাশির সহিত **হরিদ্রাবর্ণ অণ্ডলালাবৎ গাঢ় শ্লেষ্মা এবং প্রাতঃকালে বৃদ্ধি** ইহার বিশেষ পরিচায়ক লক্ষণ। কথা বলার সময় এবং অন্য সময়েও অবিরত গলা খাঁকার দিয়া গলা পরিষ্কার করিতে হয়, মনে হয় যেন গলার মধ্যে শ্লেষ্মা আছে। ঢোঁক গিলিতে গলার মধ্যে শ্লেষ্মা অনুভূত হয় বলিয়া গলা খাঁকার না দিলে অস্বস্তি বোধ হয়।

স্বরভঙ্গ হয়। গলার ভিতর শুষ্ক, জ্বালা এবং বক্ষে বেদনা হয়। গলা সুড়সুড় করিয়া কাশি হয়।

শক্তি—৩x, ১২x (শ্বাসকাশিতে)।

হুপিং কাশি (whooping cough)—হুপিং কাশি যখন অত্যন্ত কষ্টসাধ্য হয়, যখন কিছুতেই আরোগ্য হইতে চাহে না, তখন ইহা ব্যবহৃত হয়। অত্যন্ত কঠিন হইলে ইহা ব্যবহারে সরল হইয়া আসে। শিশুদের কাশিতে কাশিতে যখন দমবন্ধ হইবার উপক্রম হয়, শ্বাসপ্রশ্বাস ঘন ঘন ও ক্ষুদ্র হয়, শয়ন করিলে কাশির নিবৃত্তি হয়, শিশুদের দন্তোদ্গমকালীন, অথবা রক্তহীন ফ্যাকাশে ব্যক্তির কাশিতে ইহা অধিকতর উপযোগী। হুপিং কফের প্রধান ঔষধ কেলি মিউর।

শক্তি—১২x।

ডিফথিরিয়া (diphtheria)—ডিফথিরিয়ার কৃত্রিম ঝিল্লী (false membrane) শ্বাসনলী পর্যন্ত বিস্তৃত হইলে, অথবা আরোগ্যের পর কোন স্থানে শাদা বর্ণের ঝিল্লী দৃষ্ট হইলে ইহা ব্যবহৃত হয় (ক্যাল্ক-ফ্লুওর)। পীড়া আরোগ্যের পর শারীরিক দুর্বলতা নষ্ট করিবার জন্য ইহা ব্যবহার্য।

পুরাতন টন্‌সিল প্রদাহ (chronic tonsillitis)—পীড়া পুরাতন হইলে, বিশেষতঃ হাঁ করিয়া কথা বলিতে কষ্ট হইলে ইহা সুন্দর ঔষধ। বালক ও রক্তহীন ব্যক্তির পক্ষে ইহা অধিকতর

উপযোগী। তরুণ রোগে শ্বাসকষ্টের আধিক্য থাকিলে ইহা বিশেষ কার্যকরী। প্রাতঃকালে বেদনার বৃদ্ধি। গলার বাহিরের ও ভিতরের গ্রন্থি সকল বেদনাযুক্ত।

শক্তি—৩x ও পরে ১২x।

স্বরভঙ্গ (hoarseness)—বক্তা, গায়ক ও প্রচারকদিগের স্বরযন্ত্রের অতিরিক্ত ব্যবহার দ্বারা স্বরভঙ্গ (ফেরাম ফস)। কথা বলিবার সময় পুনঃপুনঃ গলা খাঁকার দিয়া পরিষ্কার করিয়া লইতে হয়—মনে হয় যেন গলার ভিতর শ্লেষ্মা আছে। পীড়া পুরাতন হইলে ইহা অধিকতর উপযোগী, বিশেষতঃ দুর্বল ধাতুর লোকের পক্ষে। অণ্ডলালাবৎ ঘন, চটচটে শ্লেষ্মা ইহাতে নির্দিষ্ট। যাহাদের প্রায়ই ঠাণ্ডা লাগিয়া স্বরভঙ্গ হয়, কিছুদিন ধরিয়া ফেরাম ফসের সহিত এই ঔষধ ব্যবহার করিলে তাহাদের হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগা দোষ নিবারিত হয়।

ফেরাম ফস—বক্তা, গায়ক ও প্রচারকদিগের গলাবেদনা ও স্বরভঙ্গের প্রাথমিক অবস্থায় ফেরাম ফস ব্যবহৃত হয়। প্রায় সমস্ত ব্যাধিরই তরুণাবস্থায় ফেরাম ফসের প্রয়োজন হয়। অতিরিক্ত চিৎকার করার জন্য স্বরযন্ত্রের উত্তেজনাবশতঃ পীড়া। প্রথমাবস্থায় গলাবেদনা, ঢোঁক গিলিতে কষ্ট, জ্বর জ্বর বোধ—বা জ্বর থাকে। ঠাণ্ডা লাগিয়া স্বরভঙ্গ। ক্যাল্ক-ফস পীড়ার পুরাতন অবস্থায় ব্যবহৃত হয়।

অণ্ডকোষের পীড়াসমূহ (diseases of the testicle)—একশিরা পীড়ায় অণ্ডকোষের মধ্যে জল জন্মিলে (নেট্রাম মিউর) ব্যবহার্য। অণ্ডকোষ চুলকায়, ঘর্মাক্ত হয় ও তথা হইতে রস নির্গত হয়। অণ্ডকোষ স্ফীত, বেদনাযুক্ত ও প্রদাহিত হয়।

ভগন্দর (fistula in ano)—কাশি ও ভগন্দর পর্যায়ক্রমে হ্রাস বৃদ্ধি; অর্থাৎ যখন কাশি বৃদ্ধি হয় তখন ভগন্দরের নালি উপশম

থাকে, আবার যখন ভগন্দরের নালি বৃদ্ধি হয় তখন কাশি উপশম হইলে এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী। ভগন্দর অস্ত্র হইবার পর (after operation) কোন পীড়া হইলে ইহা ফলপ্রদ। গুহ্যদ্বারে জ্বালা, দপদপানি, প্রাতঃকালে বৃদ্ধি, বিশেষতঃ দুর্বল ব্যক্তিদের ঋতু পরিবর্তনে শরীরের সন্ধিসমূহের বেদনা হয়।

ভগন্দর সহ ক্ষয়কাশি পীড়া।

সাইলিসিয়া—বক্ষঃপীড়া সহ ভগন্দর হওয়া এই ঔষধেও আছে। কিন্তু ক্যাল্ক-ফসের ন্যায় পর্যায়ক্রমে কাশি ও ভগন্দরের হ্রাস বৃদ্ধি হওয়া লক্ষণ নাই। গুহ্যদ্বারে তীক্ষ্ণ সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা এবং উত্তাপ প্রদানে তাহার উপশম।

কোষ্ঠবদ্ধতা (constipation)—অত্যন্ত কঠিন মলের সহিত—অথবা পরে রক্তস্রাব এবং মলের গাত্রে অণ্ডলালাবৎ শ্লেষ্মা লাগিয়া থাকে, কিংবা স্বতন্ত্রভাবে শ্লেষ্মা নির্গত হইলে ইহা উপযোগী। রক্তহীন, দুর্বল ও বৃদ্ধদিগের কোষ্ঠবদ্ধে ইহা অধিকতর উপযোগী।

পিত্তশিলা (gallstone)—শারীরিক রক্তে ফসফেট অফ লাইমের অভাবশতঃই এই পীড়া হইয়া থাকে। **ইহা পিত্তশিলার উৎপত্তি নিবারণে নির্দিষ্ট।** পাথুরী যখন বড় হয়, তখনও ইহা সেবনে পাথুরী গলিয়া নির্গত হয় এবং পুনরায় হয় না। অন্য কোন ঔষধের লক্ষণ থাকিলে ইহার সহিত পর্যায়ক্রমে ব্যবহার্য।

বহুমূত্র (diabetes)—**অতিশয় শীর্ণতা ও ক্ষুধাহীনতা এবং লবণ ও মাংসাহারে অতীব স্পৃহা থাকিলে** ইহা নির্দিষ্ট। মুখ ও জিহ্বা অত্যন্ত শুষ্ক বোধ হয়, আর জল পিপাসাও থাকে খুব বেশী। মূত্র মধ্যে শর্করা থাকে না, আবার শর্করাযুক্ত বহুমূত্র রোগে ফুসফুস আক্রান্ত হয়। প্রস্রাব করিতে করিতে অতিশয় দুর্বল হইয়া পড়ে। দুর্বলতার সহিত অতি ক্ষুধায় কেলি ফস কখনও বিফল হয় না।

প্রস্রাব অত্যন্ত অধিক পরিমাণে নিঃসৃত হয় এবং যদিও এই ঔষধের সমস্ত প্রকার স্রাবই অণ্ডলালাবৎ গাঢ়, কিন্তু প্রস্রাবে যথেষ্ট পরিমাণে শাদা খড়ির ন্যায় পদার্থও (ফস্ফেট) দৃষ্ট হয়। কোন পাত্রে প্রস্রাব করিলে পাত্রের তলায় সূতার ন্যায় পদার্থ জমিয়া থাকে।

দৌর্বল্যবশতঃ বৃদ্ধ ও বালকেরা অসাড়ে প্রস্রাব করিয়া থাকে। এইজন্য শয্যায়ও মূত্রত্যাগ হইয়া যায়। **সর্বদাই সামান্য সামান্য প্রস্রাব হইতে থাকে। সর্বদা প্রস্রাবত্যাগেচ্ছা** প্রবৃত্তি সহ মূত্রস্থলীর গ্রীবাদেশে চিড়িক মারা ও কর্তনবৎ বেদনা (ফেরাম ফস)।

শয্যামুত্র, অসাড়ে মুত্রত্যাগ ইত্যাদি (wetting of the bed, enuresis etc.)—বহুমূত্র অধ্যায় দ্রষ্টব্য। অন্যান্য ঔষধের প্রভেদ—ফেরাম ফস অধ্যায়ে শয্যামূত্র, অসাড়ে মূত্রত্যাগ, ইত্যাদি দ্রষ্টব্য। সর্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক রোগী এই ঔষধে আরোগ্য হইয়াছে। শিশু ও বৃদ্ধদিগের অবারিত মূত্রে ইহা এক প্রকার পেটেণ্ট ঔষধের ন্যায় ব্যবহৃত হয়। শক্তি—৩x।

ব্রাইটস পীড়া (bright's disease)—এই পীড়ায় ক্যাল্ক-ফসই প্রধান ঔষধ। এই ঔষধ দ্বারা অধিকাংশ রোগীই আরোগ্য-লাভ করে।

শক্তি—৬x ; উপকার না হইলে ৩০x ও পরে ২০০x ব্যবহার করিলে নিশ্চয়ই ফল পাওয়া যাইবে।

প্রমেহ (gonorrhœa)—দুর্বলতা সহকারে প্রমেহস্রাব। **স্রাব—পিচ্ছিল, স্বচ্ছ, গাঢ় ও অণ্ডলালাবৎ। সর্বদা প্রস্রাব ত্যাগেচ্ছা সহ প্রস্রাবনলী ও মুত্রস্থলীর গ্রীবাদেশে খোঁচা-মারা, কর্তনবৎ জ্বালা ও বেদনা** (ফেরাম ফস)। ঐ প্রকার লক্ষণে অনেকগুলি পুরাতন প্রমেহের রোগী আরোগ্যলাভ করিয়াছে। প্রস্রাবের

পূর্বে, সময়ে ও পরে জ্বালা হয়। **সর্বদাই প্রস্রাব হইতে থাকে।** কোমরে ও কিডনী স্থানে বেদনা বোধ করে। গীট অবস্থায় নেট্রাম মিউরের সহিত পর্যায়ক্রমে ব্যবহার করিতে হয়।

হৃৎপিণ্ডের পীড়াসমূহ (diseases of the heart)—সমস্ত প্রকার হৃৎপিণ্ডের পীড়ার চিকিৎসা একই প্রকার বলিয়া আর স্বতন্ত্রভাবে তাহাদের নাম উল্লেখ করিলাম না। নিম্নলিখিত লক্ষণ থাকিলে ইহা ফলপ্রদ।

হৃৎপিণ্ডের কোন রোগের সহিত অতিশয় দুর্বলতা, বুক ধড়ফড়ানি ও ব্যাকুলতা জন্মে। হস্ত ও পদের কম্পন। উপযুক্ত রক্তসঞ্চালনের অভাবে হস্ত ও পদের শীতলতা। হৃৎপিণ্ডে তীব্র কর্তনবৎ বেদনাবশতঃ শ্বাসকষ্ট—নিঃশ্বাস গ্রহণে যন্ত্রণার বৃদ্ধি। সমস্তপ্রকার হৃৎপিণ্ডের পীড়াতেই বলকরণের জন্য মধ্যে মধ্যে ২।১ মাত্রা করিয়া দেওয়া কর্তব্য।

দুর্বলতা (debility)—**সর্বপ্রকার দুর্বলতার পীড়ায় এবং পীড়া আরোগ্যের পর দুর্বলতায় ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ঔষধ আর নাই।** যে কোন কারণে, অথবা যে কোন প্রকারের দুর্বলতাই হউক না কেন এবং সে দুর্বলতা রোগ ভোগকালে, অথবা রোগ ভোগের পরই হউক না কেন, দ্বিধা না করিয়াই ইহা ব্যবহার করা কর্তব্য। দুর্বলতায় অন্য কোন ঔষধ নির্বাচিত হইলেও, এই ঔষধ ২।১ মাত্রা করিয়া ব্যবহার করিতেই হইবে। স্নায়বিক দৌর্বল্যে কেলি ফস (কেলি ফস অধ্যায় দ্রষ্টব্য) উৎকৃষ্ট।

শক্তি—৬x, স্নায়বিক দৌর্বল্যে ১২x উৎকৃষ্ট।

কটিবাত (lumbago)—প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উঠিবার সময় বেদনা বৃদ্ধি হইলে ইহা অতি উৎকৃষ্ট।

বাত (rheumatism)—রাত্রিতে, শীতল বাতাসে, জলে ভিজিলে, ঝড় বৃষ্টির দিনে ও ঋতুর পরিবর্তনে বাতবেদনা বৃদ্ধি পায় এবং উষ্ণতায়

বেদনা হ্রাস হয়। অন্য সমস্ত পীড়ায় নড়াচড়া করিলে রোগ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু বাত ব্যাধিতে নড়াচড়া করিলে যন্ত্রণার হ্রাস হয়। সন্ধির বাতে আক্রান্ত স্থান শীতল ও অসাড় বোধ হয়। আক্রান্ত স্থানে মনে হয় যেন কেহ শীতল জল ঢালিয়া দিয়াছে। সন্ধিস্থলে বেদনা ও কামড়ানি। বাত-বেদনাজনিত অস্থিরতা। প্রথম সঞ্চালনে বেদনা বৃদ্ধি, কিন্তু অধিকক্ষণ নড়াচড়া করিলে সর্বপ্রকার বেদনার হ্রাস। বাতবেদনা স্থান পরিবর্তন করে (কেলি সালফ)—অর্থাৎ কখনও এখানে, কখনও সেখানে—এক সন্ধি হইতে অন্য সন্ধিতে চলিয়া বেড়ায়। হস্ত, পদ এবং সর্বশরীর যখন দুর্বল বোধ হয়, তখন এই ঔষধ অধিকতর উপযোগী। অন্য কোন ঔষধের লক্ষণ থাকিলেও মধ্যে মধ্যে ২।১ মাত্রা করিয়া এই ঔষধ দিলে আরোগ্য ক্রিয়া সত্বর সাধিত হয়। **ঠাণ্ডা লাগিয়া ঘাড়ের পেশী-সমূহ কঠিন ও বাতের ন্যায় বেদনাক্রান্ত হয়।** নিম্নাঙ্গগুলিতে সর্বাপেক্ষা অধিক কষ্টকর, ছিন্নকর ও তীরবিদ্ধবৎ যন্ত্রণা অনুভূত হয়। নিম্নাঙ্গগুলিতে যন্ত্রণাধিক্য হইবার কারণ সম্ভবতঃ হাঁটু হইতে পা পর্যন্ত ঠাণ্ডা থাকে বলিয়া, আর ঠাণ্ডাতেই এই অসুখের বৃদ্ধি হয়।

নেট্রাম সালফ—ক্যাল্ক-ফসের ন্যায় এই ঔষধেও বর্ষাকালে, আর্দ্র আবহাওয়ায়, রাত্রিতে, চুপ করিয়া থাকিলে পীড়ার বৃদ্ধি এবং সঞ্চালনে উপশম হওয়া লক্ষণ আছে। তবে ক্যাল্ক-ফসের রোগী ঠাণ্ডা আদৌ সহ্য করিতে পারে না এবং ঠাণ্ডাতেই তাহার সকল অবস্থার বৃদ্ধি হয়। আর নেট্রাম সালফের রোগী সময় সময় গরম পোষাকে আবৃত হইতে চাহিলেও, সে গরম ঘরে অসুভূতিবিশিষ্ট হয় এবং খোলা হাওয়ায় থাকিতে ভালবাসে। ক্যাল্ক-ফসের বেদনায় কেলি সালফের ন্যায় স্থান পরিবর্তনশীলতা আছে, কিন্তু নেট্রাম সালফে সেরূপ কোনও লক্ষণ নাই।

পক্ষাঘাত (paralysis)—পক্ষাঘাত স্থানে অসাড়, শীতল, ভারবোধ এবং তথায় যেন পিপীলিকা চলিতেছে মনে হয়। ঠাণ্ডা

লাগিয়া পক্ষাঘাত হইলেও ইহা উপযোগী। বাতের পর পক্ষাঘাত, অথবা পক্ষাঘাতের পর বাত।

চর্মপীড়াসমূহ (diseases of the skin)—সর্বপ্রকার চর্মপীড়াতেই নিম্নলিখিত লক্ষণে উপকারী। এক প্রকার চুলকানি আছে যাহাতে কোন প্রকার উদ্ভেদ দৃষ্ট হয় না; কিন্তু অবিরত চুলকায় ও জ্বালা করে। চর্ম শুষ্ক, শীতল ও কোঁচকান। চর্মে অত্যধিক চুলকানি থাকিলে মধ্যে মধ্যে উহা হইতে অণ্ডলালাবৎ স্রাব নির্গত হয়। ত্বকের উপর হরিদ্রাভ শ্বেতবর্ণের মামড়ী পড়ে। রক্তহীন, বাতগ্রস্ত ও স্ক্রোফুলাগ্রস্ত ব্যক্তির একজিমা পীড়া। **সর্বপ্রকার পীড়াতেই অণ্ডলালাবৎ স্রাব নিঃসৃত হয়।** স্নানের পর চুলকানি বৃদ্ধি হয় ও জ্বালা করে, বৃদ্ধদিগের গাত্র কণ্ডুয়ন। অত্যধিক ঘর্ম হয়, বিশেষতঃ মস্তকে।

জিহ্বা (tongue)—জিহ্বা স্ফীত, অবশ, কঠিন, অগ্রভাগ ক্ষতযুক্ত এবং ক্ষত স্থানে জ্বালা ও ফোস্কা বা ফুসকুড়ির ন্যায় দৃষ্ট হয়। জিহ্বায় শ্বেতবর্ণের ময়লা দৃষ্ট হয়, বিশেষতঃ প্রাতঃকালে। কখনও জিহ্বায় অম্লাস্বাদ, কখনও বা তিক্তাস্বাদ।

নিদ্রা (sleep)—নিদ্রার লক্ষণ শ্রবণ করিয়া অনেক সময় ঔষধ নির্বাচনের সাহায্য হইয়া থাকে। যদি সন্ধ্যাকালে নিদ্রা হইয়া সমস্ত রাত্রি নিদ্রা না হয়, তাহা হইলে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়। বালকেরা নিদ্রাকালে চিৎকার করিয়া উঠে, চমকাইয়া চমকাইয়া উঠে ও নিদ্রাভঙ্গ হইয়া জাগরিত হয়। বালকদিগের ক্রিমিজনিত অস্থির নিদ্রা (নেট-ফস), সমস্ত রাত্রি সুনিদ্রা না হওয়ার জন্য প্রাতঃকালে শয্যাত্যাগ করিতে আলস্যবোধ ও নিদ্রালুতা। দিবাভাগে নিদ্রালু হওয়া।

জ্বর (fever)—অত্যন্ত কম্প সহ শীত করিয়া জ্বর আসে (ফেরাম ফস), শীত পৃষ্ঠদেশ হইতে উর্ধ্বদিকে উত্থিত হয়। রাত্রিকালে অতিশয় ঘর্ম হয়, বিশেষতঃ মস্তকে। সর্ব স্থানের ঘর্মই চটচটে।

সর্ব শরীর অত্যন্ত ঠাণ্ডা বোধ হয়। রক্তহীন দুর্বল ব্যক্তিদিগের ঘুষঘুষে জ্বর। টাইফয়েড এবং অন্যান্য জ্বরের আরোগ্য সময়ে ক্ষয়ের ক্ষতি পুরণার্থে ইহা অত্যাবশ্যকীয়।

ঔষধের ক্রিয়াহীনতা—সর্বপ্রকার পীড়ার চিকিৎসা কালে মধ্যে মধ্যে ২।১ মাত্রা করিয়া এই ঔষধ প্রদান করিলে অন্যান্য ঔষধের ক্রিয়া বৃদ্ধি হয়। সুনির্বাচিত ঔষধে ফল না পাইলে এই ঔষধ দেওয়া কর্তব্য। তাহাতে হয় রোগ উপশম প্রাপ্ত হইবে, অথবা পুনরায় পূর্ব নির্বাচিত ঔষধে ফল হইবে।

বৃদ্ধি (aggravation)—এই ঔষধের যাবতীয় লক্ষণ রাত্রিকালে, বর্ষাকালে, জলে ভিজিলে, ঋতু পরিবর্তনে, শীতল বায়ুতে, নড়াচড়ায় ও পীড়ার বিষয় চিন্তা করিলে বৃদ্ধি হয়।

হ্রাস (amelioration)—গ্রীষ্মকালে, উষ্ণতায়, স্থিরভাবে শয়নে ও মানসিক বিশ্রামে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। কেবল বাতপীড়া নড়াচড়াতে উপশম হয়।

কার্যপূরক ঔষধ (complementary medicine)—ইহা ম্যাগ-ফসের কার্যপূরক ঔষধ। সর্বপ্রকার তীব্র বেদনায় যেস্থলে ম্যাগ-ফস সুনির্বাচিত হইয়াও আংশিক, অথবা অসম্পূর্ণ ক্রিয়া প্রকাশ করে, তথায় এই ঔষধের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়।

শক্তি (potency)—৬x শক্তি সর্বদা ব্যবহৃত হয়। ১২x ও ৩০x অতি উৎকৃষ্ট। ৩x, ৬০x ও ২০০x'ও ফলপ্রদ।

তুলনাযোগ্য হোমিওপ্যাথিক ঔষধ—ইহা কার্বো এনি, হিপার ও রুটার অনুপূরক (complementary) ঔষধ। ক্যাল্ক-কার্বের সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে, কিন্তু শারীরিক আকৃতিতে বিশেষ পার্থক্যও রহিয়াছে। প্রয়োগের পূর্বে উভয়ের পার্থক্য অবশ্যই নির্ণীত হওয়া আবশ্যক; সাইলিসিয়ার সহিত পার্থক্য বিস্তৃতভাবে

এই প্রবন্ধের প্রথমেই দেখান হইয়াছে। ভগন্দরে (fistula in ano) ক্যাল্ক-ফসের সহিত বার্বেরিসের বিশেষ ঐক্য রহিয়াছে। ভগন্দর অস্ত্র করিবার পর বক্ষের উপসর্গসমূহ দেখা গেলে উভয় ঔষধই লক্ষণভেদে উপকারী। রক্তহীনতা ও মস্তিষ্কোদকে চায়নার সমকক্ষ ঔষধ। টাইফয়েড ইত্যাদি তরুণ পীড়ার শেষাবস্থায় প্রচুর ঘর্মে সোরিনামের সহিত, বৃদ্ধাবস্থায় ব্যারাইটা কার্বের সহিত, রক্তহীনতায় নেট্রাম মিউরের সহিত, ভগ্ন হাড় জোড়া না লাগায় সিমফাইটমের সহিত, ক্ষয়রোগে টিউবারকুলিনাম ও সাইলিসিয়ার সহিত এবং দন্তক্ষতে ফ্লুওরিক এসিডের সহিত এবং বহুমূত্রে কেলি ফস ও নেট্রাম ফসের সহিত তুলনীয়।

ক্যালকেরিয়া সালফিউরিকাম

Calcarea Sulphuricum

ভিন্ন নাম—ক্যালসিয়াম সালফেট অফ লাইম।

সাধারণ নাম—জিপসাম (gypsum), প্লাষ্টার অফ প্যারিস।

সংক্ষিপ্ত নাম—ক্যাল্ক-সালফ (calc. sulph)।

প্রস্তুত পদ্ধতি—অনেক স্থানের জলে এই পদার্থ দৃষ্ট হয়। ইহা একপ্রকার শ্বেতবর্ণ দানা দানা পদার্থ বিশেষ। ইহা ক্যালকেরিয়া মিউরিয়েটিকা (calcarea muriatica) সলিউশানের সহিত ডাইলিউট সালফিউরিক অ্যাসিড মিশ্রিত করিয়া উৎপন্ন হয়।

ক্রিয়া—ডাঃ শুসলার যদিও এই ঔষধের পরিবর্তে নেট্রাম ফস ও সাইলিসিয়া প্রয়োগ করিতে উপদেশ দিয়া ইহার ব্যবহার নিষেধ করিয়াছেন, তথাপি আমরা ইহার দ্বারা উপকার প্রাপ্ত হই বলিয়া ইহাকে পরিত্যাগ করিতে পারিলাম না; হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকগণ পূর্বে এই ঔষধের বিষয় কিছুই অবগত ছিলেন না। ডাক্তার শুসলার তাঁহার বাইওকেমিক চিকিৎসা পুস্তকে ইহার বিষয় লিপিবদ্ধ করিবার পর, হোমিওপ্যাথগণও ইহার ব্যবহার আরম্ভ করেন এবং প্রভূত ফলপ্রাপ্ত হন।

এই ঔষধের ক্রিয়া সমস্ত সিরাস-ঝিল্লি (serous membrane), শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লি, সিরাস-গহ্বর (serous cavity), সকল স্থানের ক্ষত, এমন কি টিউবারকুলার ক্ষত ইত্যাদির উপর বিশেষভাবে দৃষ্ট হয়। টিস্ু (tissue) মধ্যস্থ অকর্মণ্য পদার্থসমূহকে নিঃসৃত করিয়া দেওয়াই ইহার কার্য। যকৃৎ হইতে নির্গত পিত্তে ইহার অস্তিত্ব বর্তমান আছে। যকৃৎ মধ্যস্থ অকর্মণ্য রক্তের কেবলমাত্র জলীয়াংশ গ্রহণ করিয়াই তাহাকে দূরীভূত করে; তাই শরীরের স্বাভাবিক অবস্থার কোন পরিবর্তন

লক্ষিত হয় না। কিন্তু যদি কোন কারণে পিত্তে ক্যাল্ক-সালফের অভাব হয়, তাহা হইলে অপ্রয়োজনীয় রক্ত নিঃসৃত হইতে না পারিয়া, চর্ম ও শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লি পথে আসিয়া বিবিধ রোগের সৃষ্টি করে। ইহার সেবন দ্বারা অভাবের পূরণ করিলে দেখা যায় যে, টিশু মধ্যে অকার্যকরী পদার্থসমূহ সঞ্চিত হইয়া চর্মোপরি যে স্থানসমূহে স্ফীতি ও অবিরত পুঁজ নিঃসৃত হইতেছিল, তাহা শীঘ্রই স্বাভাবিক অবস্থায় পরিণত হয়। **এইজন্য যে সকল স্থান দিয়া বহুদিন হইতে পুঁজ নিঃসৃত হইতে থাকে—কিছুতেই পুঁজ বন্ধ হয় না, সেই সকল ক্ষেত্রে ইহা মন্ত্রশক্তির ন্যায় কার্য করিয়া থাকে।** এই ঔষধ প্রয়োগে অত্যল্পকাল মধ্যেই ঐ প্রকার ক্ষত শুষ্ক হইয়া যায়। **হরিদ্রাবর্ণ, গাঢ়, রক্তসংযুক্ত পুঁজই ইহার নির্দেশক লক্ষণ।** কোন প্রদাহের প্রারম্ভাবস্থায় ইহার ব্যবহার দৃষ্ট হয় না। নাসিকায় সর্দি, ফুসফুসের সর্দি, অন্ত্রস্থ সর্দি ইত্যাদি সকল প্রকার সর্দির তৃতীয়াবস্থায় ইহা ব্যবহৃত হয়। সর্বপ্রকার ক্ষতের তৃতীয়াবস্থায় ইহা কার্যকরী হয়। পুঁজের সহিত ইহার এত নিকট সম্বন্ধ রহিয়াছে যে, শরীরে এই পদার্থের অভাব না হইলে পুঁজোৎপত্তি হইতেই পারে না। ইহার পুঁজের লক্ষণ পুর্বেই বলিয়াছি; কিন্তু কোন ক্ষতস্থান হইতে পাতলা পুঁজ নিঃসৃত হইলে ইহার অভাব হয় নাই মনে করা সঙ্গত নহে। কেন না এই পদার্থের সহিত নেট্রাম মিউরের অভাববশতঃই পুঁজ তরল হয়। সুতরাং চিকিৎসাকালে ইহার সহিত অন্য যে ঔষধের ক্রিয়া দৃষ্ট হইবে, অনেক সময় সেই ঔষধই ইহার সহিত পর্যায়ক্রমে ব্যবহারের আবশ্যক হইয়া পড়ে।

পরিচায়ক লক্ষণ (characteristic symptoms)—

১। মানসিক অবস্থার পরিবর্তনশীলতা। মনঃস্থির করিয়া কোন কার্যই করিতে পারে না। স্মরণশক্তির হ্রাস।

২। ঠাণ্ডা লাগিয়া শিরঃপীড়া এবং উন্মুক্ত বায়ুতে তাহার উপশম।

৩। বালকদিগের মস্তকের ক্ষতে হরিদ্রাবর্ণের গাঢ় পুঁজ, কিংবা হরিদ্রাবর্ণের মামড়ী পড়ে।

৪। মস্তকে অতিশয় খুসকি জন্মে।

৫। যে কোন স্থানের এবং যে কোন প্রকার ক্ষতই হউক না কেন, তাহাতে হরিদ্রাবর্ণের গাঢ় পুঁজ, অথবা রক্তের ছিটযুক্ত পুঁজ থাকিলে ইহা নিষ্ফল হয় না। যে সমস্ত ক্ষত হইতে বহুদিন ধরিয়া পূর্বোক্ত প্রকার পুঁজ নিঃসৃত হয়, কিছুতেই ক্ষতস্থান শুষ্ক হইতে চাহে না, তাহাতে ইহা অব্যর্থ।

৬। সর্দি, কাশি, নিউমোনিয়া, ব্রঙ্কাইটিস, ক্ষয়কাশ, স্ফোটক, ক্ষত, কর্ণপীড়া, চক্ষুপীড়া, ফিশ্চুলা ইত্যাদি যাবতীয় স্রাবশীল পীড়ার তৃতীয়াবস্থায় ইহার ৫ম সংখ্যক লক্ষণে বর্ণিত স্রাব থাকিলে ইহা অব্যর্থ।

৭। ইহার স্রাবের সহিত সাইলিসিয়ার স্রাবের সাদৃশ্য আছে; তবে সাইলিসিয়ার স্রাবে অতিশয় দুর্গন্ধ থাকে, আর ইহার স্রাবে দুর্গন্ধ থাকে না।

৮। কোন স্থানের স্ফীতি, যেমন স্ফোটক ইত্যাদিতে—ইহার দ্বিবিধ ক্রিয়া দৃষ্ট হয়। ক্যাল্ক-সালফ কোন স্থানের পুঁজ নিঃসরণ বন্ধ করিতে যেমন অদ্বিতীয়, আবার পুঁজোৎপত্তির পূর্বে প্রদত্ত হইলে পুঁজোৎপত্তি নিবারণ করে। পুঁজোৎপত্তি নিবারণ করিতে হইলে প্রায়ই প্রথমাবস্থায় ফেরাম ফস, অথবা দ্বিতীয়াবস্থায় কেলি মিউরের সহিত পর্যায়ক্রমে দিবার প্রয়োজন হয়।

৯। কোন গভীর স্থানে পুঁজোৎপত্তি হওয়া।

১০। জানুসন্ধিতে সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা এবং স্পর্শাসহিষ্ণুতা। পুঁজোৎপত্তির পূর্বে ফেরাম ফস সহ পর্যায়ক্রমে।

১১। কোন জিনিষের অর্ধাংশ মাত্র দেখা।

১২। উদরাময় ও রক্তামাশয়ে পুঁজবৎ, পুঁজের সহিত রক্তসংযুক্ত ও পুঁজসংযুক্ত শ্লেষ্মা থাকিলে উৎকৃষ্ট। পাকাশয়ের ক্ষত, টাইফয়েড, টাইফাস ইত্যাদি পীড়ায় পূর্বোক্তরূপ মল থাকিলে।

১৩। ঋতুস্রাব অতিশয় বিলম্বে হয় এবং বহুদিন পর্যন্ত থাকে।

১৪। জিহ্বায় কর্দমবৎ ময়লা। জিহ্বার আস্বাদ সাবানের ন্যায় তীক্ষ্ণ।

১৫। আর্দ্রতায় বৃদ্ধি এবং শুষ্কতায় হ্রাস। উন্মুক্ত বায়ুতে রোগী আরাম বোধ করে।

বিশেষত্ব (peculiarity)—পীড়ার নাম যাহাই হউক না কেন এবং যে কোন স্থান হইতেই উহা নির্গত হউক না কেন, যদি হরিদ্রা-বর্ণের গাঢ় পুঁজবৎ, অথবা রক্তের ছিটযুক্ত পুঁজস্রাব নির্গত হয় এবং ঐ স্রাব যদি বহুদিন হইতে নিঃসৃত হইবার ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা হইলে আর কথা নাই, ক্যাল্ক-সালফ প্রয়োগ করিলে হাতে হাতে ফল-প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। ইহা সর্বপ্রকার পীড়ায় তৃতীয়াবস্থায় ব্যবহৃত হয়।

মানসিক লক্ষণ (mental symptoms)—মানসিক অবস্থার পরিবর্তনশীলতা, অর্থাৎ এক এক সময়ে এক এক প্রকার কার্য করে—মনঃস্থির করিয়া কিছুই করিতে পারে না। হঠাৎ স্মরণশক্তির হ্রাস বা জ্ঞানশূন্যতা, ভীতচিত্ত ও ক্রোধী। ক্রোধের পর দুর্বলতা অনুভব। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উৎকণ্ঠা, মুক্তি সম্বন্ধে উৎকণ্ঠা ও প্রাতে জাগরিত হইবার পর উৎকণ্ঠা। প্রাতে ও সন্ধ্যায় মনের গোলমাল। উৎকণ্ঠা ও মনের গোল-যোগ উন্মুক্ত বাতাসে উপশমিত হয়। রাত্রিতে নিদ্রিত হইবার চেষ্টা করিলে ভীতিদায়ক মূর্তি সকল দেখে। মৃত্যুভয়, সর্বদাই যেন সে ভীত থাকে। "পাগল হইবার ভয়, দুর্ভাগ্য হইবার ভয়, বিপদের ভয় এবং নানা প্রকার ভয় তাহার সর্বদাই থাকে। রাত্রিকালেই আবার ভয়ের আধিক্য দৃষ্ট হয়। নানাপ্রকার অদ্ভুত ও খামখেয়ালী ভাব দেখা যায়।

অস্থির, বিষণ্ণ, একগুঁয়ে, ভীরু, লজ্জাশীল, ভয়যুক্ত ও ঝগড়াটে। সহজেই দোষ গ্রহণ করে এবং নিজেকে অপমানিত বোধ করে। সে কথা কহিতে কহিতে ভুল করিয়া বসে এবং ভুল শব্দ ব্যবহার করে। সহজেই চমকিয়া উঠে। চতুর্দিকে যে কি ব্যাপার হইতেছে, তাহা সে লক্ষ্যও করে না এবং নিজে খুব ব্যস্ত থাকে। যে সমস্ত লোকের সহিত তাহার মতের মিল হয় না, তাহাদিগকে দেখিতে পারে না। সে মনে করে যে, তাহার গুণ উপযুক্তভাবে কেহ গ্রহণ করে না এবং এইজন্য সে দুঃখিত হয়।

শিরঃপীড়া (headache)—**ঠাণ্ডা লাগিবার জন্য মাথাধরা হইলে এবং উহা যদি ঠাণ্ডা বাতাসে উপশম প্রাপ্ত হয়,** তাহা হইলে ইহা উপযোগী। মস্তকের চতুর্দিকে বেদনা হয়, বিশেষতঃ ললাট প্রদেশে। শিরঃপীড়ার সহিত বমনোদ্বেগ। এই ঔষধে শিরঃঘূর্ণন অনেক সময়েই দৃষ্ট হয় এবং প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে তাহার বৃদ্ধি হয়। কিন্তু উন্মুক্ত বাতাসে ইহা উপশমিত হয়। ইহার সহিত পড়িয়া যাইবার প্রবণতা থাকে। মাথার তালুতে শীতলতা, কপালও শীতল থাকে। প্রাতে ও সন্ধ্যায় মাথার উত্তাপ। উত্তাপের ঝলকা বাহির হয়। কাশিলে, ঋতুকালে, ঋতুবন্ধ হইলে ও গরম ঘরে যন্ত্রণার বৃদ্ধি; খোলা বাতাসে উপশম। বৈকালে ৪টার সময় মাথায় টুপি পরান রহিয়াছে, এইরূপ অনুভব।

মস্তকে ক্ষত (ulcers of the head)—বালকদিগের মস্তকের ক্ষতে যদি হরিদ্রাবর্ণের গাঢ় পুঁজ নিঃসৃত হয়, কিংবা হরিদ্রা-বর্ণের মামড়ী পড়ে, তাহা হইলে ইহা সুন্দর ঔষধ। মামড়ী টিপিলেও ঐ প্রকার পুঁজ নিঃসৃত হয়, উহাতে রক্তও দৃষ্ট হয়। রিকেটসগ্রস্ত অথবা উপদংশ পীড়াগ্রস্ত বালকদিগের মস্তকে ক্ষত। মস্তকে অতিশয় খুসকি জন্মে।

সর্বপ্রকার ক্ষত (all kinds of ulcers)—যে কোন

স্থানের ক্ষত হউক না কেন, যদি তাহা হইতে **হরিদ্রাবর্ণের গাঢ় পুঁজ নিঃসৃত হয় এবং ঐ পুঁজের সহিত রক্তের ছিট থাকিলে** এই ঔষধ প্রায়ই ব্যর্থ হয় না। তবে স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, **সাইলিসিয়ার** পুঁজে দুর্গন্ধ থাকে, আর এই ঔষধের সর্বপ্রকার স্রাবই দুর্গন্ধবিহীন। সাইলিসিয়া ব্যবহারের পর যখন স্ফীতি ইত্যাদি হ্রাসপ্রাপ্ত হয়, অথচ পুঁজ নিঃসরণ বন্ধ হইয়া ক্ষত শুষ্ক হয় না, তখনই এই ঔষধ প্রয়োগ করিবার উপযুক্ত কাল। ক্ষতের প্রথমাবস্থায় এই ঔষধের বড় একটা দরকার হয় না—সর্বপ্রকার ক্ষত, প্রদাহ, দগ্ধ ও আঘাতাদি লাগিবার **তৃতীয়াবস্থায়** ব্যবহৃত হয়।

স্ফোটক (abscess, boils, inflammation etc.)—সর্দি, কাশি, ক্ষত, ইত্যাদি **সকল প্রকার স্রাবশীল পীড়ার তৃতীয়াবস্থায়** যদিও ক্যাল্ক-সালফের প্রয়োজন নির্দিষ্ট, তথাপি স্ফোটক প্রভৃতি বসাইবার জন্য ইহা প্রথমাবস্থাতে প্রয়োজন হইয়া থাকে। ইহা প্রথমাবস্থায় ফেরাম ফস এবং দ্বিতীয়াবস্থায় কেলি মিউর সহ পর্যায়ক্রমে সেবন করিতে দিলে স্ফোটক ইত্যাদি বসিয়া যায়। এই ঔষধের উচ্চ ক্রম পীড়ার পুনরাক্রমণ বন্ধ করে। যাহাদের পুনঃপুনঃ ব্রণ হয় তাহাদের এই ঔষধ সেবন করিতে দিলে ভবিষ্যতে আর ব্রণ হয় না। সাইলিসিয়াতেও এই লক্ষণ আছে ; তবে পীড়ার প্রকৃতি বুঝিয়াই ঔষধের ব্যবস্থা করা কর্তব্য। ক্যাল্ক-সালফ পুঁজ হওয়ার পূর্বে প্রদান করিতে পারিলে আর পুঁজ জন্মিতে পারে না। সুতরাং স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, **ক্যাল্ক-সালফ যেমন অতিরিক্ত পুঁজস্রাব শুষ্ক করিয়া দেয়, তেমন পুঁজোৎপত্তির পূর্বে প্রদত্ত হইলে ইহা পুঁজোৎপত্তিও নিবারণ করে।** পৃষ্ঠের কার্বাঙ্কলে ইহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কার্বাঙ্কলের পুঁজ কমাইতে (কেলি মিউর, সাইলিসিয়া) ইহা বিশেষ ক্ষমতাপন্ন। কোন গভীর স্থানে বা গর্ত মধ্যে পুঁজ হইলে ইহা অতি উৎকৃষ্ট।

রোগী-বিবরণ—পাবনা জেলার অন্তঃপাতী দিলপাশার ও লাহিড়ীমোহনপুরের মধ্যবর্তী কোন পল্লীর জনৈক বৃদ্ধ মুসলমানের স্ত্রীর মস্তকের পশ্চাৎদেশে একটি প্রকাণ্ড স্ফোটক হয়। স্ফোটকটির উৎপত্তিকাল প্রায় তিন মাস। স্ফোটকটি বহুকাল পূর্বেই পাকিয়া গিয়াছে, সামান্য সামান্য গাঢ় হরিদ্রাবর্ণের পুঁজ নিঃসরণ হইতেছে এবং উহাতে ঈষৎ বেদনা আছে। আমি স্ফোটকটিকে অবিলম্বে অস্ত্র করিয়া দিতে চাহিলে রোগিনী ও তাঁহার স্বামী অস্বীকার করিলেন। অস্ত্র না করিয়া চিকিৎসা করিবার জন্যই তাঁহারা আমাকে ডাকিয়া আনিয়াছেন। পূর্বে আরও ২।৩ জন চিকিৎসক অস্ত্র করিতে চাওয়ায় তাঁহাদিগকে বিদায় করিয়া দেওয়া হইয়াছে। অগত্যা আমি **ক্যাল্ক-সালফ** ১২x দৈনিক তিনবার করিয়া ব্যবস্থা করিলাম। কয়েক দিনের মধ্যেই স্ফোটকের স্ফীতি হ্রাসপ্রাপ্ত হইল এবং পুঁজস্রাব নামমাত্র থাকিল। কয়েকদিন পরে আক্রান্ত স্থান একটু শক্তভাবের লক্ষিত হইল এবং ঐ স্থান হইতে জলবৎ পাতলা পুঁজ নিঃসরণ হইতে থাকায় **সাইলিসিয়া** ১২x দেওয়ায় ২।৩ দিনের মধ্যেই আক্রান্ত স্থান স্বাভাবিক আকার ধারণ করিল।

হিপজয়েণ্টের পীড়া (hip-joint disease)—উপরে স্ফোটক অধ্যায়ে লিখিত লক্ষণে উপযোগী। জানুসন্ধিতে বেদনা; বেদনা সূচীবিদ্ধবৎ, কেহ স্পর্শ করিলেও বেদনা বোধ হয়। পদতলে জ্বালা ও চুলকানি। জানুসন্ধি মধ্যে পুঁজোৎপত্তির সম্ভাবনা হইলে ফেরাম ফস সহ পর্যায়ক্রমে ব্যবহার করিলে বিশেষ উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। পুঁজ হইবার পুর্বে প্রদত্ত হইলে পুঁজ হওয়া বন্ধ হয়। শক্তি—১২x।

চক্ষুপীড়াসমূহ (diseases of the eye)—চক্ষুপ্রদাহের তৃতীয়াবস্থায় যখন চক্ষু হইতে গাঢ় হরিদ্রাবর্ণের পিচুটি বা পুঁজ নিঃসৃত হয় (নেট্রাম ফস)। কর্নিয়ার স্ফোটক এবং উহা হইতে পুর্বোক্তরূপ পুঁজ নিঃসরণ, অথবা পুঁজ হইবার পূর্বে প্রদত্ত হইলে পুঁজ হয় না।

কনিয়ার গভীর ক্ষত (সাইলি)। চক্ষুতে আঘাত লাগিবার তৃতীয়াবস্থায় যখন চক্ষু হইতে পূর্বোক্ত প্রকার পুঁজ নির্গত হয়। **অর্ধদৃষ্টি,** অর্থাৎ যখন কোন বস্তুর অর্ধাংশ মাত্র দেখিতে পায়। চক্ষুপত্রের স্পন্দন ও প্রদাহ।

কর্ণপীড়াসমূহ (diseases of the ear)—কর্ণ হইতে গাঢ় হরিদ্রাবর্ণের, কখনও বা রক্তমিশ্রিত পুঁজ নিঃসৃত হইলে ইহা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। প্রায়ই **সাইলিসিয়া** ব্যবহারের পর এই ঔষধের প্রয়োজন হয়। সাইলিসিয়ার পুঁজও এই ঔষধের ন্যায়, তবে সাইলিসিয়ার পুঁজে দুর্গন্ধ আছে, এই ঔষধে দুর্গন্ধ নাই--ইহাই প্রভেদ। কর্ণের চতুর্দিকে কণ্ডুয়ন বা চুলকানি। কর্ণের পশ্চাদ্‌ভাগের গ্রন্থিসকল যখন স্ফীত, বেদনাযুক্ত ও পুঁজ হইবার আশঙ্কা থাকে। উক্ত প্রকার স্রাব সহ বধিরতা। কর্ণে গুনগুন, ঘণ্টা বাজা, সঙ্গীত ইত্যাদি ধ্বনি শ্রুত হয়। সাইলিসিয়ার পুঁজ প্রায়ই পাতলা, আর এই ঔষধের পুঁজ গাঢ়। সময়ে সময়ে এই ঔষধের পুঁজে দুর্গন্ধও থাকে।

টনসিল প্রদাহ (tonsillitis)—স্ফোটক অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

পাকাশয়ের ক্ষত (cancer of the stomach)—রোগ পুরাতন হইলে উপযোগী। মলের সহিত অধিক পরিমাণে শ্লেষ্মা থাকিলে ইহা ব্যবহৃত হয়। জিহ্বা কর্দমবৎ ময়লাবৃত।

উদরাময় (diarrhœa)—পুরাতন উদরাময়ে বিশেষ উপযোগী। উদরাময়ে যখন মলের সহিত রক্ত ও পুঁজ নিঃসৃত হয়। কখন কখন কাদাবর্ণের মলও দৃষ্ট হয়। টাইফয়েড জ্বরে এরূপ মল থাকিলে। গুহ্যদ্বার নির্গমন।

আমাশয় (dysentery)—কেলি মিউরের অবস্থা অতিক্রান্ত হইলে, অথবা উহাতে কোন প্রকার উপকার না হইলে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়। **পুঁজবৎ শ্লেষ্মা, অথবা রক্তমিশ্রিত পুঁজ নিঃসৃত হইলে ইহা মহৌষধ। পুরাতন রক্তামাশয়ে,** বিশেষতঃ অন্ত্রে ক্ষত হইলে

ইহা বিশেষ উপযোগী। তরুণ পীড়াতেও পূর্বোক্ত মলের লক্ষণ থাকিলে উপকারী। শক্তি ১২x, কখনও বা ৩০x।

কোষ্ঠবদ্ধতা (constipation)—কষ্টজনক মল। ক্ষয়কাশির শেষাবস্থায় কোষ্ঠবদ্ধতা। পুঁজজনিত জ্বর সহ কোষ্ঠবদ্ধ ও শ্বাসকষ্ট। টাইফয়েড জ্বর সহ কোষ্ঠবদ্ধ ও শ্বাসকষ্ট। মল রক্তময়, কঠিন, শুষ্ক ও গাঁট গাঁট (গ্রন্থিল)। নিষ্ফল মলপ্রবৃত্তি।

অজীর্ণ (dyspepsia)—অজীর্ণপীড়ায় ইহার বড় একটা প্রয়োজন হয় না। অম্ল ফল ভক্ষণ ও চা পানের প্রবল ইচ্ছা এবং অক্ষুধার পরিবর্তে ক্ষুধা তৃষ্ণার প্রাবল্য দৃষ্ট হয়। পাকস্থলীতে জ্বালাযুক্ত বেদনা। রোগী দুর্বলতা নাশ করিবার জন্য কোন বলকারক ঔষধ সেবন করিতে ইচ্ছা করে। শিরঃঘূর্ণন সহ বমনোদ্বেগ।

ভগন্দর (fistula in ano)—হরিদ্রাবর্ণের গাঢ় পুঁজস্রাব, পুঁজের সহিত রক্ত মিশ্রিত থাকিলে। মলদ্বারের নিকটে বেদনাশূন্য স্ফোটক। মলদ্বারের চতুর্দিকে ভিজা ভিজা বোধ হয়। মলদ্বার চুলকায়।

যকৃতের পীড়া (diseases of the liver)—যকৃতে বেদনা ও টাটানি। যকৃতে স্ফোটক হইলে পুঁজোৎপত্তির পূর্বে এই ঔষধ দিলে পুঁজ না হইয়াই ফোড়া বসিয়া যায়। পুঁজোৎপত্তি হইলে যখন মলদ্বার দিয়া গাঢ়, অথবা রক্তমিশ্রিত পুঁজ নির্গত হয়।

গ্রন্থিস্ফীতি (diseases of the glands)—পুঁজ হইবার পূর্বে উচ্চ ক্রম প্রদত্ত হইলে না পাকিয়াই আরোগ্য হয়। বহুদিন হইতেই গাঢ় পুঁজ, অথবা রক্ত মিশ্রিত পুঁজ নিঃসৃত হইতে থাকিলে ফলপ্রদ। প্রায়ই সাইলিসিয়া ব্যবহারের পর প্রয়োজন হয়।

অণ্ডকোষের পীড়া (diseases of the testicle)—পূর্বোক্ত গ্রন্থিস্ফীতি দ্রষ্টব্য।

প্রমেহ (gonorrhœa)—প্রমেহ পীড়ায় মূত্রনালী হইতে

গাঢ় হরিদ্রাবর্ণ পুঁজস্রাব অথবা রক্ত মিশ্রিত পুঁজস্রাব (সাইলি)।

উপদংশ (syphilis)—উপদংশ ক্ষতে পুর্বোল্লিখিত স্রাব থাকিলে উৎকৃষ্ট কার্যকরী। বাগীর পুঁজোৎপত্তি নিবারণ করিবার জন্য ইহার উচ্চক্রম (৬০x শক্তির নিম্নে নহে) সাইলিসিয়া সহ পর্যায়ক্রমে।

মুত্রাশয় প্রদাহ (cystitis)—প্রদাহের তৃতীয়াবস্থায় যখন প্রস্রাব সহ ইহার নির্দিষ্ট পুঁজ নিঃসৃত হইয়া থাকে।

বসন্ত (pox)—উভয় প্রকার বসন্তের (small-pox and chicken-pox) তৃতীয়াবস্থায় উৎকৃষ্ট। কেলি মিউরের পর প্রায়ই এই ঔষধের প্রয়োজন হয়; দানামধ্যে পুঁজোৎপত্তি হইলে ইহা ব্যবহৃত হয়। আবার জলবসন্ত পীড়ায় যখন গাঢ় হরিদ্রাবর্ণের পুঁজ অথবা রক্তমিশ্রিত পুঁজ নিঃসৃত হয়, তখন অতি উত্তম।

সর্দি (coryza)—সর্দির তৃতীয়াবস্থায় যখন নাসিকা হইতে ইহার নির্দিষ্ট স্রাব (সর্বপ্রকার ক্ষত অধ্যায় দ্রষ্টব্য) থাকে। ইনফ্লুয়েঞ্জার হাঁচি যখন উন্মুক্ত বায়ুতে আরাম বোধ করে। নাসিকারন্ধ্রের প্রান্তে ক্ষত। এক নাসা হইতে স্রাব নিঃসরণ; কখনও নাসিকা বন্ধ থাকে। স্নান করিলে বা খোলা বাতাসে সর্দির উপশম।

সর্বপ্রকার কাশি (all kinds of cough)—নিউমোনিয়া, ব্রঙ্কাইটিস, ঘুংড়ি, সাধারণ কাশি প্রভৃতি **সর্বপ্রকার কাশির তৃতীয়াবস্থায় যখন হরিদ্রাবর্ণের অথবা সবুজাভ হরিদ্রাবর্ণের গাঢ় ও পুঁজবৎ শ্লেষ্মা, কিংবা উহার সহিত রক্তের ছিট থাকিলে** ইহা বিশেষ উপযোগিতার সহিত ব্যবহৃত হয়। কাশির সহিত বক্ষে বেদনা থাকে। হুপিং কাশিতে এই ঔষধের বড় একটা প্রয়োজন হয় না। এই ঔষধ প্রয়োগ করিলে পুঁজাদি সত্বর শোধিত হইয়া পীড়া আরোগ্য হয়। ক্রুপ পীড়ায় স্বরবন্ধ। শক্তি—১২x।

ক্ষয়কাশি (phthisis)—সর্বপ্রকার কাশির লক্ষণ লিখিবার সময় যাহা বলিয়াছি এ ক্ষেত্রেও তাহা প্রযোজ্য। ক্ষয়কাশিগ্রস্ত রোগীর পূর্বোক্ত কাশির সহিত পায়ের তলা জ্বালা থাকিলে এই ঔষধ অধিকতর উপযোগী। ইহার কাশির আরও একটি বিশেষত্ব এই যে, পুঁজবৎ গয়ার পাত্রের তলদেশে পড়িবার পর চতুর্দিকে ছড়াইয়া যায় (সাইলি) এবং কোন পাত্রে জল রাখিয়া তাহাতে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিলে উহা জলে ডুবিয়া যায়। ইহার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ক্ষয়কাশির শেষাবস্থায় এই ঔষধ বিশেষ কার্যকরী। ক্ষয়কাশির শেষাবস্থায় কোষ্ঠবদ্ধ ও পুঁজবৎ অথবা পুঁজের সহিত রক্ত মিশ্রিত উদরাময়ে ইহার ব্যবহার বাঞ্ছনীয়।

কাশির সহিত বক্ষে বেদনা। যক্ষ্মারোগীর কাশিতে যখন পুঁজ বা রক্ত মিশ্রিত পুঁজ নির্গত হয়, তখন ইহার ব্যবহার অপরিহার্য।

ক্রুপ (croup)—ডাঃ কেন্ট বলেন যে, ইহা ক্রুপ পীড়ার একটি মূল্যবান ঔষধ। রোগী পীড়ার সময় কেবলই হাওয়া চাহে, আচ্ছাদন বস্ত্র ফেলিয়া দেয় এবং তজ্জন্য তাহার কাশিও কম হয়। সন্ধ্যায় ও রাত্রে কষ্টদায়ক শ্বাসপ্রশ্বাস। উঁচুতে উঠিলে, হাঁটিলে ও শুইলে বর্ধিত হয়। সাঁই সাঁই শব্দ। ঘড়ঘড়ানি শব্দ। কেলি মিউরের পর ব্যবহার্য। শক্তি—১২x।

স্তনগ্রন্থি প্রদাহ (mastitis)—গর্ভাবস্থায় অথবা প্রসব-বেদনার সময় ইহার প্রয়োজন দৃষ্ট হয় না। পূর্বেই বলিয়াছি যে, পুঁজের পরিমাণ হ্রাস করিতে ইহা অদ্বিতীয় মহৌষধ; সেইজন্য স্তন ফাটিয়া পুঁজ নিঃসৃত হইতে থাকিলে এবং অনেক দিন ধরিয়া যদি ঐ পুঁজ নির্গত হইতে থাকে, তাহা হইলে এই ঔষধ বড় একটা বিফলে যায় না। অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় স্ফোটক অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য। সাইলিসিয়া ব্যবহারের পর প্রায়ই এই ঔষধের অবস্থা আসে।

প্রদর (leucorrhœa)—গাঢ় হরিদ্রাবর্ণের বা রক্ত-মিশ্রিত পুঁজস্রাব (সাইলি) থাকিলে ইহা ব্যবহৃত হয়।

বিলম্বিত ঋতুস্রাব (delayed menstruation)—যদি ঋতু অতিশয় বিলম্বে হয় এবং বহুদিন যাবৎ থাকে, তাহা হইলে এই ঔষধ উপযোগী। এই প্রকার ঋতুস্রাবের সহিত প্রায়ই শিরঃপীড়া দৃষ্ট হয়। ঋতুর পর যোনির কণ্ডুয়ন।

দন্তমাড়ীর স্ফীতি (gum boil)—দন্তমাড়ী স্ফীত হইয়া যখন পুঁজ হয়, তখন ইহার উচ্চ ক্রমে আর পুঁজোৎপত্তি হয় না ; আবার পুঁজ নিঃসরণ হইতে থাকিলেও ইহার উচ্চ ক্রমে পুঁজ নিঃসরণ বন্ধ হয়। দন্তমূলের স্ফীতিতে দন্তেও শূলবৎ বেদনা হয়। দন্ত হইতে সামান্য ঘর্ষণে রক্ত নির্গত হয়। শক্তি—৩০x।

স্নায়ুশূল (neuralgia)—ম্যাগ-ফসের ন্যায় তীক্ষ্ণ বেদনাও নাই, আবার কেলি ফসের ন্যায় পক্ষাঘাতযুক্তও নহে—এতদুভয়ের মধ্যবর্ত্তী অতীব্র বেদনায় এই ঔষধ প্রয়োগ বিধেয়। বৃদ্ধদিগের স্নায়ুর ক্ষয় হইলে এই ঔষধে ভাল হয়।

বাত (rheumatism)—নানাপ্রকার বাতজ লক্ষণ এই ঔষধে দৃষ্ট হয় ; কিন্তু তাহার কোনটির ভিতর এরূপ বিশেষত্ব নাই যদ্দ্বারা ঔষধ নির্বাচিত হইতে পারে। অন্যান্য বিশেষ লক্ষণ থাকিলে বাতেও ঔষধটি ব্যবহৃত হইতে পারে। বাত ও গেঁটে বাত। ঊর্দ্ধাঙ্গ ও নিম্নাঙ্গগুলিতে দুর্বলতা। আকর্ষণ, সূচ ফোটা ও ছিঁড়িয়া ফেলার ন্যায় যন্ত্রণা। ঊর্দ্ধাঙ্গ ও নিম্নাঙ্গগুলির পক্ষাঘাত। শীতের সময় অঙ্গগুলির যন্ত্রণা। হস্ত পদাদির এবং হাত পায়ের পাতার শীতলতা। হাঁটুতে ও পায়ে বাতজনিত ফোলা। হাত ও পায়ের পাতা জ্বালা।

চর্ম্মপীড়াসমূহ (skin diseases)—সর্বপ্রকার ক্ষত অধ্যায়ে বর্ণিত লক্ষণের ন্যায় লক্ষণ থাকিলে।

জিহ্বা (tongue)—জিহ্বার উপর কর্দমবৎ ময়লা। জিহ্বা নরম, শিথিল ও বেদনাযুক্ত। জিহ্বার আস্বাদ সাবানের ন্যায় তীব্র। **জিহ্বাপ্রদাহের পর পুঁজোৎপত্তি হইলে** (সাইলি) ইহা বিশেষ উপযোগী। পুঁজ নিঃসরণ বন্ধ করিবার জন্য উচ্চ ক্রম প্রদান করিতে হয়। পাকিয়া বাহির হইবার পুর্বে উচ্চ ক্রম প্রদত্ত হইলে পুঁজ শোষিত হইয়া পীড়া আরোগ্য হইয়া যায়।

জ্বর (fever)--টাইফয়েড, টাইফাস ইত্যাদি জ্বরের সহিত যদি এই ঔষধের প্রকৃতিগত পুঁজের ন্যায়, অথবা রক্তমিশ্রিত পুঁজের ন্যায় উদরাময় থাকে। আবার উদরাময় ও রক্তামাশয়ে ইহার নির্দিষ্ট মলের সহিত যদি জ্বর থাকে। রাত্রে ঘুসঘুষে জ্বরের সহিত কোষ্ঠকাঠিন্য। পুর্বোক্ত লক্ষণ ভিন্ন অন্য কোন প্রকার জ্বরে ইহা ব্যবহৃত হয় না। তবে জ্বরের সহিত ইহার নির্দিষ্ট কাশি, অথবা স্ফোটকাদি হইতে বহুদিন ধরিয়া পুঁজ নিঃসৃত হইতে থাকিলে যদি উহার সহিত ঘুষঘুষে জ্বর থাকে, তাহা হইলে ইহা ব্যবহৃত হইতে পারে। জ্বরের সহিত ভীতিযুক্ত উৎকণ্ঠা দৃষ্ট হয়।

বৃদ্ধি (aggravation)—ঠাণ্ডা লাগিলে, জলে ভিজিলে এবং স্যাঁতসেঁতে স্থানে থাকিলে পীড়ালক্ষণের বৃদ্ধি হয়। হাঁটিলে বিশেষতঃ দ্রুত হাঁটিলে, শরীর উত্তপ্ত হইলে অনেক রোগলক্ষণের বৃদ্ধি হয়। শয্যার উত্তাপে ও গরম ঘরে বৃদ্ধি। দাঁড়াইলে বহু রোগ, বিশেষতঃ সন্ধিস্থানের পীড়াসমূহ বর্ধিত হয়।

হ্রাস (amelioration)—শুষ্ক ও উষ্ণ বায়ুতে পীড়ালক্ষণের হ্রাস। **উন্মুক্ত বায়ুতে** রোগী উপশম বোধ করে। অনেক সময় অনাবৃত থাকিতে চাহে।

শক্তি (potency)—ডাঃ শুসলার ৬x ব্যবহার করিতে বলেন। অন্যান্য বাইওকেমিক মহারথীরা এবং আমরা সর্বদা ৬x, ১২x, ৩০x ও

২০০x শক্তি ব্যবহার করিয়া ফলপ্রাপ্ত হইতেছি। ইহার উচ্চতর শক্তিগুলিই অধিক ফলপ্রদ।

তুলনাযোগ্য হোমিওপ্যাথিক ঔষধ—উপযুক্ত নির্বাচন সত্ত্বেও ঔষধের ক্রিয়া আশানুরূপ না হইলে সালফার, সোরিনাম ইত্যাদি ঔষধের ন্যায় ক্যাল্ক-সালফও ব্যবহৃত হয়। সাধারণতঃ ইহা প্রদাহের তৃতীয়াবস্থায় কেলি মিউরের পর ব্যবহৃত হয়। হিপার সালফের পর বা উহার কার্য শেষ হইলে প্রায়ই (প্রদাহাদির ক্ষেত্রে) ক্যাল্ক-সালফ ব্যবহৃত হয়। অধিকন্তু ইহার ক্রিয়া হিপার সালফ অপেক্ষা অধিকতর গভীর ক্রিয়াশীল এবং দীর্ঘস্থায়ী। পুঁজের ক্ষেত্রে ইহার সহিত ক্যালেণ্ডুলার তুলনা করা যায়।

ফেরাম ফসফরিকাম

Ferrum Phosphoricum

অ্যান্টি-সোরিক ও অ্যান্টি-টিউবারকুলার

ভিন্ন নাম—ফেরি ফসফাস।

সাধারণ নাম—ফসফেট অফ আয়রন।

সংক্ষিপ্ত নাম—ফেরাম ফস (ferrum phos.)।

প্রস্তুত পদ্ধতি—ফসফেট অফ সোডিয়াম ও ফসফেট অফ আয়রন এতদুভয়ের সংমিশ্রণে ইহা প্রস্তুত হয়। বস্তুতঃ বিশুদ্ধ ফসফেট অফ আয়রন হইতে দুগ্ধ শর্করা সহযোগে এই ঔষধ প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া—শরীরস্থ লোহিত কণাসমূহের মধ্যে লৌহ বর্তমান আছে এবং ফসফেট অফ আয়রনের ক্রিয়ায় রক্তের কণা লোহিতবর্ণ ধারণ করে। ইহা মানুষের শরীরে প্রতি সেরে প্রায় অর্ধ গ্রেন পরিমাণে বর্তমান আছে। অণ্ডলালাই (albumen) শরীরস্থ প্রধান উপাদান এবং সেই অণ্ডলালার মধ্যে যখন ফেরাম আছে, তখন প্রতি কোষেই ফেরামের বা লৌহের অংশ নিশ্চয়ই আছে। কোন কারণবশতঃ পেশীসমূহ মধ্যে আয়রনের ন্যূনতা হইলে পেশীসমূহ শিথিলতা প্রাপ্ত হয়। ধমনী ও শিরাসমূহের মধ্যে লৌহের অভাব হইলে শিরা ও ধমনীসমূহ শিথিল ও স্ফীত হয় এবং ঐ স্থানে রক্ত জমে। অত্যধিক রক্ত জমিলে ধমনী ও শিরার প্রাচীরগাত্র বিদীর্ণ হইয়া রক্তস্রাবও হয়। এই অবস্থায় সূক্ষ্ম মাত্রায় ফেরাম ফস প্রদত্ত হইলে শিথিল ধমনী ও পেশীসমূহের সঙ্কোচন শক্তি বৃদ্ধি করিয়া **স্থানীয় রক্তাধিক্য দুরীভূত করে।** বিভিন্ন স্থানের ধমনী, শিরা ও পেশীসমূহ মধ্যেই এই লাবণিক পদার্থের ন্যূনতা-বশতঃ নানা নামের পীড়া জন্মিয়া থাকে। যেমন, অন্ত্রস্থ পেশীসমূহ মধ্যে এই পদার্থের অভাব হইলে পেশীর শিথিলতা প্রযুক্ত রসাদি শোষিত

না হওয়ার জন্য উদরাময় জন্মে। আবার অন্ত্রের মধ্যে ঐ পদার্থের অভাব হইলে অন্ত্রের কার্যকরী শক্তি নষ্ট হওয়ায় কোষ্ঠবদ্ধতাও জন্মিয়া থাকে।

লৌহ মাত্রেরই অক্সিজেন (oxygen) আকর্ষণ করিবার প্রভূত ক্ষমতা আছে। পূর্বেই বলিয়াছি যে, শরীরস্থ লোহিত কণাসমূহের মধ্যে লৌহের অংশ আছে। সুতরাং রক্তস্থিত ফেরাম নিশ্বাস দ্বারা গৃহীত বায়ু হইতে অক্সিজেন গ্রহণ করিয়া উহা সমস্ত শরীরে পরিচালিত করে এবং এইরূপে মনুষ্যের জীবনীশক্তি সঞ্জীবিত থাকে। কোন কারণবশতঃ রক্তে ফেরামের ন্যূনতা ঘটিলে শরীর অসুস্থ এবং রক্তসঞ্চালনের দ্রুততা জন্মে। কেন না, অল্প পরিমাণ লৌহ দ্বারা সমস্ত শরীরেই অক্সিজেন সরবরাহ করিতে হইলে নিশ্চয়ই লৌহযুক্ত কণিকা দ্রুত সঞ্চালিত হইবে। ৫ জন লোকের কাজ ৩ জনে সম্পন্ন করিতে হইলে যেমন ৩ জনকে অধিক পরিশ্রম করিতে হয়, ইহাও তদ্রূপ। **রক্তের এই অস্বাভাবিক দ্রুত সঞ্চালনেই শরীরে তাপোৎপন্ন হয় এবং এই তাপই জ্বর নামে অভিহিত।** জ্বরের সময় যে **অস্থিরতা** সমুপস্থিত হয়, তাহার কারণও এই রক্তে লৌহাংশের অল্পতা ও তজ্জন্য শরীরে অক্সিজেনের অপ্রচুরতা।

স্থানীয় রক্তাধিক্যে এবং সাধারণ প্রদাহে সূক্ষ্মমাত্রায় ফেরাম বড় একটা বিফল হয় না। বেদনা, লালবর্ণ, উত্তাপ, নাড়ীর দ্রুত স্পন্দন, রক্তস্রাব প্রভৃতি ফেরামের পরিচায়ক লক্ষণ। সর্বপ্রকার প্রদাহের প্রথমাবস্থাতেই ইহা ব্যবহৃত হয়, কিন্তু প্রদাহিত স্থানে রস বা পুঁজ সঞ্চিত হইলে আর ফেরাম আবশ্যক হয় না। যে সমস্ত বেদনা সঞ্চালনে বৃদ্ধি এবং ঠাণ্ডায় উপশমপ্রাপ্ত হয়, তাহাতেই ইহার ব্যবহার বাঞ্ছনীয়। রক্তে লৌহের অভাব হইলে সর্দি লাগে, সুতরাং তরুণ সর্দিতে ইহা ব্যবহৃত হয়।

রক্তে উপযুক্ত পরিমাণ লৌহময় পদার্থ থাকে বলিয়াই রক্ত লোহিতবর্ণ

ধারণ করে। লৌহের অংশ হ্রাসপ্রাপ্ত হইলেই রক্তে শ্বেত কণিকার বৃদ্ধি দৃষ্ট হয় এবং অ্যানিমিয়া, ক্লোরোসিস আদি রক্তাল্পতা পীড়ার উদ্ভব হয়; সুতরাং ঐ সমস্ত পীড়াতেও ফেরাম ব্যবহৃত হয়। ফেরাম ব্যবহৃত হইলে যথা পরিমাণ অক্সিজেন আকর্ষিত হইয়া পীড়া আরোগ্য হয়।

পূর্বোল্লিখিত বিষয়গুলি অনুধাবন করিলে উপলব্ধি হইবে যে, যাবতীয় প্রাদাহিক পীড়ার প্রথমাবস্থায় ইহা অত্যুৎকৃষ্ট ফলপ্রদ ঔষধ। কিন্তু প্রথমাবস্থাতেই যদি উপযুক্ত পরিমাণ সূক্ষ্ম মাত্রায় ফেরাম প্রদত্ত না হয়, তাহা হইলে পটাসিয়াম ক্লোরাইড বা কেলি মিউরিয়েটিকাম নামক আর একটি লাবণিক পদার্থের অভাব সূচিত হয়। কেলি মিউরের সহিত লৌহের বিশেষ সম্বন্ধ দৃষ্ট হয়। রক্তস্থিত ফাইব্রিন বা তন্তুবৎ পদার্থ মধ্যে কেলি মিউরের বিশেষ প্রভাব থাকার জন্য কেলি মিউরই ঐ তন্তুময় পদার্থকে রক্তের মধ্যে দ্রবীভূত করিয়া রাখে। কোন প্রাদাহিক পীড়ায় উপযুক্ত সময়ে ফেরামের অভাব পূর্ণ না হইলে যখন কেলি মিউরের অবস্থা আসে, তখন রক্তস্থিত ফাইব্রিন দ্রবীভূতাবস্থায় না থাকিয়া অকার্যকরীরূপে নানা দ্বার দিয়া নির্গত হইয়া বিভিন্ন রোগ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। যেমন উহা নাসিকা হইতে নিঃসৃত হইলে সর্দি, ফুসফুস হইতে নির্গত হইলে কাশি সহ শ্লেষ্মা নিঃসরণ, ফুসফুস পথে নির্গমনকালীন ফুসফুসের কোষসমূহ উত্তেজিত ও প্রদাহিত হইলে নিউমোনিয়া নামে অভিহিত হয়, ইত্যাদি।

অ্যাকোনাইট যেরূপ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার মেরুদণ্ডস্বরূপ, ডাঃ শুসলারের দ্বাদশটি টিশু রেমেডির মধ্যে ফেরাম ফসও তদ্রূপ। বস্তুতঃ বাইওকেমিক চিকিৎসায় ইহার ব্যবহার এত বিস্তৃত যে, ভাবিলে আশ্চর্য হইতে হয়। কোন বাইওকেমিক চিকিৎসক এই ঔষধ ব্যতীত একটি দিনও চলিতে পারেন না। প্রদাহ, প্রদাহজনিত যাবতীয় পীড়ার প্রথমাবস্থায় এবং লালবর্ণের রক্তস্রাবে ইহা অব্যর্থ।

পরিচায়ক লক্ষণ (characteristic symptoms)—

১। সর্বপ্রকার পীড়ার প্রথমাবস্থায় যখন প্রদাহ বর্তমান থাকে, তখন ইহা আবশ্যকীয় ঔষধ। যেমন—(ক) জ্বরের প্রথমাবস্থায় যখন উচ্চ গাত্রোত্তাপ, দ্রুত নাড়ী, অস্থিরতা, জলপিপাসা, মুখ চক্ষু রক্তবর্ণ, সর্বাঙ্গে বেদনা, শিরঃপীড়া, ক্যারোটিড ধমনীর উল্লম্ফন প্রভৃতি থাকিলে এই ঔষধ বিশেষ সাফল্যের সহিত ব্যবহৃত হয়। (খ) পীড়াক্রান্ত স্থান উত্তপ্ত, লালবর্ণ ও দপদপানি বা টাটানি (সময়ে সময়ে জ্বালাও থাকে)—এই তিনটি লক্ষণ স্ফোটক, বেদনা ইত্যাদি যে কোন প্রাদাহিক পীড়ায় দৃষ্ট হইবে, ফেরাম ফস তাহাতে নিশ্চয়ই সুফল দেখাইবে। এই কয়েকটি লক্ষণ স্মরণ থাকিলে বিবিধ পীড়ার নাম শ্রবণ করিবার প্রয়োজন হইবে না। আর বেদনাক্রান্ত স্থান নাড়িলে বা স্পর্শ করিলে অত্যন্ত যন্ত্রণা অনুভূত হয়, ঠাণ্ডা প্রয়োগে আরাম বোধ করে।

২। হৃষ্টপুষ্ট, বলবান ও রক্তাধিক্য ব্যক্তির পীড়ায় যেরূপ উপযোগী, ক্ষীণকায়, দুর্বল ও রক্তহীন ব্যক্তিদিগের স্থানীয় রক্তাধিক্যতেও (congestion) তদ্রূপ উপযোগী।

৩। যে সমস্ত ব্যক্তির চর্ম অতিশয় পাতলা ও স্বচ্ছ এবং যাহাদের চর্ম দিয়া রক্তাভা দৃষ্ট হয়।

৪। মস্তিষ্কে রক্তের প্রধাবনবশতঃ দপদপানি শিরঃপীড়া। চক্ষু ও মুখমণ্ডলের আরক্ততা। অজীর্ণ ভুক্তদ্রব্য বমন, নাসিকা হইতে রক্তস্রাব, প্রলাপ বকা, উত্তেজিত হওয়া প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। মনে হয় যেন মাথায় হাতুড়ি মারিতেছে। চুলের গোড়াগুলিতে পর্যন্ত বেদনা। শীতল জলে মাথা ধুইলে আরাম—নড়াচড়া ও স্পর্শে বৃদ্ধি।

৫। সর্বপ্রকার চক্ষুপীড়ার প্রথমাবস্থায় যখন চক্ষু লালবর্ণ, উত্তপ্ত, বেদনাযুক্ত ও জ্বালাজনক হয়। মনে হয় যেন চক্ষুর মধ্যে বালু পড়িয়াছে। চক্ষুতে পুঁজ জন্মিবার পূর্বেই এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়।

৬। সর্বপ্রকার কর্ণপীড়ায় ১ম সংখ্যক লক্ষণের (খ)-এ বর্ণিত প্রাদাহিক লক্ষণ থাকিলে অতি উৎকৃষ্ট। ঠাণ্ডালাগাবশতঃ বেদনা। নড়াচড়ায় বেদনার বৃদ্ধি।

৭। দন্তশূলে ১ম সংখ্যক লক্ষণের (খ)-এ লিখিত লক্ষণ থাকিলে। উষ্ণ জলের কুল্লিতে বৃদ্ধি—শীতল জলে উপশম। স্পর্শ ও চাপনে বৃদ্ধি।

৮। প্রদাহবশতঃ জিহ্বা পরিষ্কার ও রক্তবর্ণ।

৯। মস্তকে রক্তাধিক্যবশতঃ অনিদ্রা।

১০। টনসিলাইটিসে যখন ১ম সংখ্যক লক্ষণের (ক ও খ)-এ বর্ণিত লক্ষণ থাকে তখন চমৎকার। টনসিলের বেদনা প্রথমে দক্ষিণে, পরে বামে যায়।

১১। নূতন ও পুরাতন উভয় প্রকার গলক্ষতেই—জ্বর থাকুক, অথবা নাই থাকুক—গলা বেদনা থাকিলেই ইহার প্রয়োগ বাঞ্ছনীয়। বক্তা ও গায়কদিগের গলক্ষত (sore throat) ও স্বরভঙ্গ (hoarseness)।

১২। যাহাদের ঠাণ্ডা সহ্য হয় না এবং সামান্যমাত্র ঠাণ্ডাতেই সর্দি হয় (ক্যাল্ক-ফস সহ পর্যায়ক্রমে)।

১৩। সর্বপ্রকার পাকস্থলীর পীড়ায় যখন ভুক্তদ্রব্য অজীর্ণাবস্থায় মল ও বমির সহিত নির্গত হয়, তখন ইহা মহৌষধ। পাকস্থলীর প্রদাহে সামান্য মাত্র খাদ্য গ্রহণেও পাকস্থলীতে বেদনা, ভার ও টান বোধ হয়। ফেরাম ফসের জিহ্বা পরিষ্কার। মাংস ও দুগ্ধে অনিচ্ছা—শীতল পানীয়ে প্রবল আগ্রহ।

১৪। যে কোন পীড়ার সহিত, অথবা একক অজীর্ণ ভুক্তদ্রব্য বমন হইলেও ইহা একমাত্র ঔষধ। কৃমির উত্তেজনাবশতঃ ঐরূপ বমন হইলেও উপযোগী।

১৫। গ্রীষ্মকালীন উদরাময়ে কুন্থনবিহীন জলবৎ মল। ঠাণ্ডা লাগিয়া উদরাময়ে ইহা উল্লেখযোগ্য ঔষধ। উপরে চাপ দিলে যখন বেদনা অনুভূত হয়।

১৬। দন্তোদ্গমকালীন উদরাময়ে জলবৎ তরল ভেদ সহ জ্বর, চক্ষু ও মুখ রক্তবর্ণ, মস্তক এপাশ ওপাশ করিয়া চলা, নিদ্রাকালীন চমকান প্রভৃতি লক্ষণ বর্তমান থাকিলে।

১৭। ওলাওঠায় পূর্ববর্ণিত উদরাময়ের লক্ষণ সহ অস্থিরতা ও জল পিপাসা থাকিলে। বিকালে চক্ষুতারকা সঙ্কুচিত, গোঙানি প্রভৃতি লক্ষণে কেলি ফস সহ পর্যায়ক্রমে।

১৮। আমাশয়েও মলত্যাগকালীন কুন্থন থাকে না। বাহ্যে শ্লেষ্মা ও রক্ত মিশ্রিত, অথবা কেবল উজ্জ্বল লাল রক্ত। উদরে চাপ দিলে বেদনা বোধ হয়। এই সঙ্গে জ্বর ও অন্যান্য প্রদাহ লক্ষণ থাকিলে।

১৯। সরলান্ত্রের, জরায়ুর ও প্রসবদ্বারের প্রদাহ এবং অন্ত্রস্থ পেশী-সমূহের শৈথিল্যবশতঃ কোষ্ঠবদ্ধ।

২০। মূত্রপথের পথরোধকারী পেশীসমূহের শৈথিল্যবশতঃ প্রস্রাব ধারণ করবার ক্ষমতাহীনতা। অবিরত মূত্রত্যাগ প্রবৃত্তি।

২১। মূত্রনালীর প্রদাহবশতঃ প্রস্রাব হইয়া যাওয়া, প্রস্রাব বন্ধ হইয়া গিয়া মূত্রবিকার (uræmia) হইলে নেট্রাম ফস সহ ব্যবহার্য।

২২। গনোরিয়ার প্রথমাবস্থায় স্রাব না হইয়া যখন মূত্রনালী প্রদাহিত, আরক্ত, লালবর্ণ প্রস্রাব ও বেদনা থাকে, তখন অতি উত্তম। কখনও বা রক্তপ্রস্রাবও হয়।

২৩। অর্শ, শ্বাসনলী ইত্যাদি যে কোন স্থান হইতেই হউক না কেন, উজ্জ্বল লালবর্ণ রক্তস্রাব নিঃসৃত হইলে এবং ঐ রক্ত নির্গত হইবার অনতিবিলম্বে জমাট বাঁধিয়া গেলে ইহা অতি উৎকৃষ্ট।

২৪। স্ত্রী-জননেন্দ্রিয়ের শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লীর শুষ্কতাবশতঃ সহবাসকালীন কষ্ট ও তজ্জন্য অনিচ্ছা প্রকাশ।

২৫। প্রসবের পর ভ্যাদালব্যথা (after pain), প্রসবান্তিক

ক্ষতাদি ও গাত্রবেদনার জন্য অদ্বিতীয়। প্রসবের পর ব্যবহারে যাবতীয় কষ্টকর ভবিষ্যৎ পীড়ার হাত হইতে নিষ্কৃতিলাভ করা যায়।

২৬। আঘাত ও আঘাতের ফলে সর্বপ্রকার পীড়ায় ফেরাম ফস অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

২৭। উত্তপ্ত তৈল, জল অথবা যে কোন কারণেই হউক না কেন, দগ্ধ হইলে ফেরাম ফসের আভ্যন্তরীণ ও বাহ্য ব্যবহার বিহিত।

২৮। বক্তা ও গায়কদিগের অতিরিক্ত স্বরযন্ত্র চালনাবশতঃ স্বরভঙ্গ। ঠাণ্ডা লাগিয়া, অথবা ঘর্মরোধজনিত স্বরভঙ্গ। গলাবেদনা ও গলার মধ্যে শুষ্কতা অনুভূত হয়।

২৯। সর্বপ্রকার সর্দির প্রথমাবস্থায় যখন জ্বর-জ্বরবোধ, মস্তক ভারবোধ, চক্ষু ছলছল করা প্রভৃতি প্রাথমিক লক্ষণ প্রকাশ পায়।

৩০। বক্ষঃসংক্রান্ত যাবতীয় রোগে শ্বাসনলীর উত্তেজনাবশতঃ গলা সুড়সুড় করিয়া শুষ্ক খুকখুকে কাশি। গয়ার উঠে না। সময় সময় কাশির চোটে বক্ষে বেদনা বোধ হয়। ঠাণ্ডা লাগিয়া কাশির উৎপত্তি। উন্মুক্ত বায়ুতে ও রাত্রিকালে কাশির বৃদ্ধি—গৃহমধ্যে থাকিলে উপশম। শ্লেষ্মার সহিত উজ্জ্বল লালবর্ণের রক্ত নিঃসৃত হইলে উত্তম।

৩১। ঠাণ্ডা লাগিয়া ঘাড়ের পেশীসমূহ আড়ষ্ট ও বেদনাযুক্ত। বিভিন্ন সন্ধি ও পেশীসমূহের বাতবেদনায় উপযোগী। বেদনায় ১ম সংখ্যক লক্ষণের (খ)-এর বর্ণিত লক্ষণের সদৃশ। নড়াচড়ায় ও অধিক সঞ্চালনে বেদনা বৃদ্ধি—সামান্য সঞ্চালনে ও উত্তাপে উপশম।

৩২। রক্তাল্পতা রোগে ক্যাল্ক-ফসের পর বিশেষ উপযোগী। অজীর্ণাবস্থায় খাদ্যাদি মলের সহিত নির্গত হয়। মুখমণ্ডল রক্তশূন্য। মস্তক উত্তপ্ত, হস্ত পদ শীতল, সামান্য কারণেই ঠাণ্ডা লাগে।

৩৩। দ্বিপ্রহর ১-২টায় জ্বর আসা ফেরামের বিশেষ লক্ষণ। অন্যান্য লক্ষণ ২য় সংখ্যক লক্ষণের (ক)-এর বর্ণিত লক্ষণের ন্যায়।

৩৪। সর্বপ্রকার পীড়াই সঞ্চালনে, চাপনে, স্পর্শে, আহারকালীন, শীতল বায়ুতে, রাত্রিকালে এবং প্রত্যুষে বৃদ্ধি।

৩৫। স্থিরভাবে থাকিলে ও ঠাণ্ডা প্রয়োগে যন্ত্রণার উপশম।

বিশেষত্ব—(peculiarity)—জ্বর, সর্দি, কাশি ইত্যাদি সর্বপ্রকার পীড়ার প্রাদাহিক অবস্থায় ইহাই একমাত্র মহৌষধ। যে কোন পীড়ার সহিতই জ্বর থাকুক না কেন, যদি ঐ জ্বরে উচ্চ গাত্রতাপ, দ্রুত নাড়ী, শিরঃপীড়া, রক্তবর্ণ মুখ, চক্ষু, অস্থিরতা, জলপিপাসা ইত্যাদি প্রাদাহিক লক্ষণ থাকে, তাহা হইলে ইহা অব্যর্থ। স্ফোটক, চক্ষুপীড়া, কর্ণপীড়া ইত্যাদি যে কোন রোগ হউক না কেন, আক্রান্ত স্থান উত্তপ্ত, লালবর্ণ ও দপদপানিযুক্ত হইলে এই ঔষধ কখনও নিস্ফল হয় না। খাদ্যদ্রব্য অজীর্ণাবস্থায় বমনের, অথবা মলের সহিত নির্গত হওয়া ইহার বিশেষত্ব। নানা স্থান হইতে উজ্জ্বল লালবর্ণের রক্ত নিঃসৃত হওয়া ইহাতে নির্দিষ্ট।

সতর্কতা—বিশেষ প্রয়োজন না হইলে রাত্রিতে ইহা ব্যবহার করা কর্তব্য নহে। যদি বিশেষ কারণে রাত্রিতে ইহা প্রয়োগ করিতে হয়, তাহা হইলে কখনও ১২x শক্তির নিম্নে ব্যবহার করিতে নাই; উহাতে রাত্রিকালে অনিদ্রা উপস্থিত হইয়া রোগীর কষ্ট হইতে পারে।

শারীরিক আকৃতি—হোমিওপ্যাথিক শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে যে, হৃষ্টপুষ্ট, রক্তবিশিষ্ট ও শক্তিশালী ব্যক্তিদিগের কোন রোগে এই ঔষধ ফলপ্রদ নহে—অ্যাকোনাইট ঐরূপ অবস্থায় উপযুক্ত ঔষধ। রক্তশূন্য, ফ্যাকাশে (pale, anæmic) এবং দুর্বল ধাতুর রোগীর শরীরে রক্তের ন্যূনতা সত্ত্বেও যদি নিউমোনিয়া, শিরঃপীড়া, বাত ইত্যাদি পীড়ায় স্থানীয় রক্তাধিক্য (local congestion) উৎপাদিত হয়, তাহা হইলে ফেরাম ফসই প্রকৃত ঔষধ। ইহাতে অ্যাকোনাইটের ন্যায় দারুণ অস্থিরতা, মৃত্যুভয় ইত্যাদি নাই। আবার জেলসিমিয়ামের ন্যায় অঘোর ও

নিস্তেজতা ভাবও নাই ; তাই ইহা অ্যাকোনাইট ও জেলসিমিয়ামের মধ্যবর্ত্তী অবস্থার লক্ষণে উপযোগী। কিন্তু শুসলারের বাইওকেমিক চিকিৎসায় অ্যাকোনাইট ও জেলসিমিয়াম নাই, তজ্জন্য সর্বপ্রকার প্রাদাহিক পীড়াতেই ফেরাম ফস ব্যবহৃত হয়। যে সব ক্ষেত্রে অ্যাকো-নাইট, বেলেডোনা ইত্যাদি ঔষধ হোমিওপ্যাথিক মতে ব্যবহৃত হয়, বাইওকেমিক চিকিৎসায় সেই সব স্থলে ফেরাম ফস অব্যর্থ। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ক্ষীণকায় ফ্যাকাশে ব্যক্তিদিগের স্থানীয় কঞ্জেসশানে ইহা যেরূপ ফলপ্রদ—হৃষ্টপুষ্ট, বলবান, রক্তাধিক্য ধাতুর প্রাদাহিক পীড়াতেও ইহা তদ্রূপ ফলপ্রদ। ডাঃ ন্যাশ বলেন যে, রক্তস্রাব বলবান ব্যক্তিরই হউক, আর ক্ষীণকায় রক্তহীন ব্যক্তিরই হউক, ফেরাম ফস উপযোগী। যে সমস্ত ব্যক্তির চর্ম অতিশয় পাতলা ও স্বচ্ছ তাহাদের চর্মমধ্য দিয়া রক্তাভ দৃষ্ট হইলে ইহা ফলপ্রদ।

মানসিক লক্ষণ (mental symptoms)—**মস্তিষ্কে ধামনিক রক্তের প্রধাবনবশতঃ প্রলাপ।** যে কারণেই হউক না কেন, মস্তিষ্কে রক্তাধিক্যের জন্য উন্মত্তের ন্যায় হওয়া। রোগী অতিশয় উত্তেজিত হয়, অতিরিক্ত কথা বলে, আর আনন্দিত হয় খুব বেশী। অতিশয় রাগান্বিত হইলে যদি মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য হয়।

গুরুতর বিষয়ে অবহেলা করে ; আবার তুচ্ছ বিষয়ে এমন ব্যবহার করে, যেন উহা কতই প্রয়োজনীয়। কোন কার্যই স্থিরভাবে করিতে পারে না। সামান্য কার্য করিতেও বিরক্ত হয়। সময় সময় চুপচাপ করিয়া পড়িয়া থাকে, কথাবার্তা পর্যন্ত বলে না, কিন্তু মন বিশ্রাম পায় না ; কখনও সুচিন্তা করে, আবার কখনও কুচিন্তার উদয় হয়।

স্মরণশক্তি এত হ্রাসপ্রাপ্ত হয় যে, পরিচিত লোকের নাম, গ্রামের নাম, অতি অল্পদিনের জানা ঘটনাও বিস্মৃত হয়। মন অতিশয় দুর্বল হয়। এই সমস্ত কারণে রোগী নিজেই আশা ভরসা শূন্য হইয়া

পড়ে। প্রায়ই তাহার নিদ্রা হয় না, হইলে কিন্তু সুস্থ বোধ করে।

শিরঃপীড়া (headache)—**মস্তকে রক্তাধিক্যবশতঃ দপদপানি শিরঃপীড়া।** চক্ষু ও মুখমণ্ডলের আরক্ততা। ধামনিক রক্ত মস্তিষ্কে গমন জন্য রোগী প্রলাপ বকে—সময় সময় মাথার জন্য পাগলের ন্যায় হওয়া। প্রদাহবশতঃ অজীর্ণ ভুক্তদ্রব্য বমন হয়। মাথার বেদনা উভয় পার্শ্বের রগে, কপালে, চক্ষু ও মস্তকের উপর হয়। মনে হয় যেন, বেদনাক্রান্ত স্থানে কেহ হাতুড়ি মারিতেছে। সম্মুখ মস্তকে অতিরিক্ত রক্তসঞ্চয়বশতঃ নাসিকা দিয়া রক্ত পড়ে। আবার এই প্রকার রক্তস্রাবে মস্তকের যন্ত্রণার হ্রাস হয়।

মস্তকের উপর অতিশয় স্পর্শাসহিষ্ণুতা (sensitiveness), সামান্য কারণে এবং শীতল বাতাসে উহা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। মস্তক সামান্য স্পর্শ করিলেই বেদনা বোধ হয়। মস্তকের চুলের গোড়া পর্যন্ত বেদনাক্রান্ত হয়, চুল টানিলেই চুলের গোড়ায় টাটানি যন্ত্রণা অনুভূত হয়। সূর্যোত্তাপে অথবা রৌদ্রে ভ্রমণজনিত শিরঃপীড়া (ক্যাল্ক-ফস)।

বালকদিগের প্রাদাহিক শিরঃপীড়ায় ইহা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। শিরঃপীড়া সহ মস্তকের দপদপানি ও চক্ষু ছলছল করা। মাথার যন্ত্রণার জন্য কিছুতেই নড়াচড়া করিতে চাহে না, যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয়।

ফেরামের মস্তিষ্কজাত যাবতীয় লক্ষণই রক্তাধিক্যজনিত এবং শীতল জল প্রদানে উপশম বোধ হয়। মস্তক নত করিলে, নড়াচড়া করিলে ও গোলমালে যন্ত্রণার বৃদ্ধি। মাথাধরার সময়ে অনেকে আবার অন্ধ হইয়া যায়। মস্তক অবনত করিলে চক্ষুতে দেখিতে পায় না, মনে হয় চক্ষুতে রক্ত আসিয়া জমা হইবে।

অর্ধশিরঃশূল (hemicrania)—যদিও এই পীড়ার প্রধান ঔষধ কেলি ফস, কিন্তু প্রদাহজনিত হইলে ফেরাম ফসই প্রধান ঔষধ।

মস্তকে শীতল জল প্রদানে আরাম বোধ করিলেই ইহা ব্যবহার্য। শিরঃশূল সাধারণতঃ দক্ষিণ কপালের উপরিভাগ হইতে দক্ষিণ চক্ষুর উপর পর্যন্ত।

মস্তিষ্কাবরক-ঝিল্লী প্রদাহ (meningitis) পরিচায়ক লক্ষণে ১নং লক্ষণের (ক)-এ বর্ণিত লক্ষণ থাকিলে।

সন্ন্যাস (apoplexy)—সকল প্রকার রক্তাধিক্যের ও রক্তস্রাবের ইহাই প্রধান ঔষধ। ধমনী বিদীর্ণ হইয়া রক্তস্রাব হইলেও ইহা ফলপ্রদ। কেন না রক্তাধিক্য অথবা রক্তস্রাব যাহাই হউক না কেন, এই ঔষধ প্রয়োগফলে রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়ার সমতা রক্ষা করিয়া এই সমস্ত লক্ষণ বিদূরিত করে। মুখমণ্ডলের আরক্ততা অথবা পাণ্ডুরতা, গণ্ডস্থলের ধমনীদ্বয়ের (carotid artery) উল্লম্ফন ও স্ফীতি এবং মস্তকের শিরা সকল স্ফীত হয়। অন্য কোন ঔষধ নির্দেশিত হইলেও প্রায়ই এই ঔষধ সহ পর্যায়ক্রমে ব্যবহার করার প্রয়োজন হয়।

প্রলাপ (delirium)—পূর্ববর্ণিত মানসিক লক্ষণ শীর্ষক অধ্যায়ের প্রথম প্যারায় যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা এক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

প্রাদাহিক পীড়া (inflammatory diseases)—সর্বপ্রকার প্রাদাহিক পীড়ার রস নিঃসরণ হইবার পূর্বেই বিশেষ উপযোগী। তবে কোন কোন স্থলে প্রথম হইতে শেষ পর্যন্তও এই ঔষধ ব্যবহার করিবার ক্ষেত্র উপস্থিত হয়। ঠাণ্ডা লাগিয়া হউক, অথবা অন্য কোন কারণেই হউক, হঠাৎ প্রদাহ উৎপন্ন হইয়া সত্বর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এবং উহা যদি লালবর্ণ, দপদপানি ও বেদনাযুক্ত হয়, তাহা হইলে ফেরাম ফসই প্রকৃত ঔষধ। সর্বপ্রকার প্রাদাহিক পীড়ায় ফেরাম ফসের কয়েকটি বিশেষত্ব দৃষ্ট হয়। যথা—১। **প্রদাহিত স্থান রক্তবর্ণ**; ২। **টাটানি বা দপদপানি**; ৩। **উত্তপ্ত**। আর আক্রান্ত স্থানে সময় সময় জ্বলনও থাকে। আরও দেখা যায় যে প্রদাহিত স্থান প্রথমে যেরূপ উজ্জ্বল লাল হয়, পরে কিন্তু ক্রমশঃ উহা অনুজ্জ্বল ভাব ধারণ করে। প্রদাহিত জ্বরে

অনেক সময় রোগীর অত্যন্ত গাত্রদাহ উপস্থিত হয়—জ্বরে গা যেন পুড়িয়া যায় মনে হয়। এই দাহ রোগী অন্তরেও যেরূপ অনুভব করে, বাহিরেও তদ্রূপ। গাত্র স্পর্শ করিলেই মনে হয় যেন গাত্র প্রখর তাপে পুড়িয়া যাইতেছে। ফেরাম ফসে মাথাব্যথা নির্দিষ্ট—সমস্ত রোগের সহিতই প্রায় থাকে। রোগী বেদনাক্রান্ত স্থান নাড়াচড়া করিতে চাহে না, কেন না সঞ্চালনে তাহার সকল কষ্টের বৃদ্ধি হয়। বেদনাক্রান্ত স্থানে সামান্য একটু স্পর্শও করিতে পারে না। সামান্য শব্দেই সে চমকিয়া উঠে। সমস্ত পীড়া ঠাণ্ডা প্রয়োগে উপশমপ্রাপ্ত হয়, তাই বলিয়া শীতল বাতাস সে সহ্য করিতে পারে না।

শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লী (mucous membrane) হইতে যত প্রকার স্রাব নিঃসরণ হয়, তাহাতে প্রায়ই উজ্জ্বল লাল-রক্তের ছিট থাকে। যক্ষ্মা-রোগীর গয়ারে হউক, নিউমোনিয়া রোগীর গয়ারে হউক, রক্তামাশয়ের মলের মধ্যে হউক, যে স্থানেই হউক না কেন, লালবর্ণ রক্তের নিঃসরণ অবগত হইলে ফেরাম ফসকে স্মরণ করা কর্তব্য।

এই অধ্যায়ে ফেরাম ফসের যে সমস্ত লক্ষণ বর্ণিত হইল, যে কোন পীড়াতেই উহার সমাবেশ লক্ষিত হইবে, তাহাতেই এই ঔষধ প্রয়োগ করিলে হাতে হাতে ফল পাওয়া যাইবে। সুতরাং বহু প্রকার পীড়ার নাম বর্ণনা করিয়া প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করা হইল না।

চক্ষুপীড়াসমূহ (diseases of the eye)—বাইওকেমিক মতে সমস্ত প্রকার চক্ষুপীড়ায় একই চিকিৎসা ; সুতরাং বিভিন্ন পীড়ার নামকরণ অনাবশ্যক। চক্ষুপ্রদাহের প্রথমাবস্থায় যখন চক্ষু আরক্ত ও বেদনাক্রান্ত হয়। চক্ষুতে পুঁজ জন্মিবার পূর্বেই এই ঔষধ ব্যবহার করা কর্তব্য। চক্ষু জ্বালা করে। চক্ষুপত্রের প্রদাহে মনে হয় যেন চক্ষু মধ্যে বালু পড়িয়াছে। চক্ষু ঘুরাইলে, কোন বস্তুর প্রতি একদৃষ্টে তাকাইলে, স্পর্শ করিলে এবং আলোকে বেদনা বৃদ্ধি হয়। ঠাণ্ডা জলে যন্ত্রণার হ্রাস

হয়। বসন্ত বা হাম প্রভৃতি পীড়ার সহিত চক্ষুপ্রদাহ থাকিলে। আঞ্জনি ও কর্নিয়ার স্ফোটকের প্রারম্ভাবস্থায়। দ্রুত আরোগ্যের জন্য সময় সময় এই ঔষধের বাহ্য লোশান ব্যবহার করিতে হয়। শক্তি—১২x, পুরাতন অবস্থায়—২৪x।

কর্ণপীড়াসমূহ (diseases of the ear)—সর্বপ্রকার কর্ণপীড়া প্রথমাবস্থায় যখন কর্ণ মধ্যে রক্তাধিক্যবশতঃ দপদপানি, উত্তপ্ততা, আরক্তিমতা ও প্রায়ই সেই সঙ্গে জ্বরও থাকে। কর্ণ মধ্যে জ্বালা ও ছুঁচ ফোটানো বেদনা। ঠাণ্ডালাগাবশতঃ কর্ণ মধ্যে বেদনা হইলে বিশেষ উপযোগী। কর্ণ মধ্যে নাড়ীর স্পন্দনের ন্যায় স্পন্দন অনুভূত হয়। কর্ণ মধ্যে নানাপ্রকার শব্দ—কখনও ঘণ্টাধ্বনি, কখনও বা গুণ-গুণ শব্দ। রক্তাধিক্যবশতঃ সময়ে সময়ে রক্তস্রাব, কখনও বা পুঁজস্রাব নিঃসৃত হয়। কিন্তু কর্ণস্রাব হইলেও যন্ত্রণার হ্রাস হয় না। কর্ণের বধিরতা। কর্ণপ্রদাহে নড়াচড়ায় ও গোলমালে যন্ত্রণার বৃদ্ধি। গোল-মালের শব্দ যেন কর্ণমধ্যে আঘাত করে।

দন্ত নির্গমনকালীন পীড়া (dentition and its effects)—ক্যাল্ক-ফসই প্রধান ঔষধ; কিন্তু এই সঙ্গে মস্তক ও দন্ত-মাঢ়ী উত্তপ্ত এবং জ্বর হইলে ফেরাম ফস ব্যবহার্য। মধ্যে মধ্যে ২।১ মাত্রা করিয়া ক্যাল্ক-ফস প্রদান করিতে হয়।

দন্তবেদনা (toothache)—দন্তমাঢ়ীর প্রদাহবশতঃ দন্ত-বেদনা, দন্তমাঢ়ীর স্ফোটকের প্রথমাবস্থায় মাঢ়ী লালবর্ণ ও উত্তপ্ত। আহারের পর দন্তশূলের বৃদ্ধি। শীতল জল প্রয়োগে আরামবোধ। উষ্ণ জলের কুল্লি করিলে দন্তবেদনার বৃদ্ধি। দন্তে চাপ প্রদান করিলে, বা স্পর্শ করিলেও বেদনার বৃদ্ধি। দন্ত অত্যন্ত টাটায়।

দন্তমাঢ়ীর রক্তস্রাব (hæmorrhage of the teeth)—শুধুই দন্তমাঢ়ীর নহে, যে কোন স্থানের রক্তস্রাবই হউক না

কেন, যদি রক্ত উজ্জ্বল লাল হয় এবং উহা নিঃসৃত হইবামাত্রই চাপ বাঁধিয়া যায়, তাহা হইলে এই ঔষধ ফলপ্রদ। যদি এই সঙ্গে বেদনা বা টাটানি থাকে, তাহা হইলে তো কথাই নাই—ফেরাম ফসই একমাত্র ঔষধ। দন্ত তুলিবার পর রক্তস্রাবেও এই ঔষধের আভ্যন্তরীণ ও বাহ্য প্রয়োগ বিহিত।

পাকস্থলীর পীড়াসমূহ (diseases of the stomach) —পাকাশয়ের ক্ষত (ulcers), পাকাশয়ের ক্যান্সার, অজীর্ণতা (dyspepsia) প্রভৃতি পাকস্থলী সংক্রান্ত যাবতীয় পীড়ার চিকিৎসা একই প্রকার; সুতরাং একসঙ্গে লিখিত হইল। পাকস্থলীর প্রদাহে সামান্য কোন খাদ্যদ্রব্য গ্রহণেও বেদনা। পাকস্থলীর উপর ভার ও টান বোধ হয়। মনে হয় যেন উদরের উপর এক খণ্ড পাথর চাপান রহিয়াছে। সামান্য মাত্র স্পর্শনও সহ্য হয় না। উদর স্ফীত বোধ হয়, কোমরের কাপড় ঢিলা করিয়া দিতে হয়। পাকস্থলীতে জ্বালাবোধ।

যাহা আহার, বা পান করা যায় তাহাই বমন হইয়া যায়, জল পর্যন্ত পেটে থাকে না। **অজীর্ণ ভুক্তদ্রব্য বমন** এই ঔষধের বিশেষ নির্দেশক লক্ষণ। যে পীড়ায় এই লক্ষণ থাকিবে তাহাতেই ইহা প্রয়োগ করিতে হইবে। মলের সহিত ভুক্তদ্রব্য অজীর্ণাবস্থায় বাহির হইলেও ইহা সমান উপযোগী। পাকস্থলীর উত্তেজনাবশতঃ সময়ে সময়ে **রক্তবমন** হইয়া যায়। ভুক্তখাদ্যের গন্ধযুক্ত উদ্গারও এই ঔষধে লক্ষিত হয়। বমন সহ শিরঃপীড়া। অতিশয় গা-বমি-বমি।

শীতল জল পান করিলে এবং উদরে উষ্ণ স্বেদ প্রদান করিলে রোগী আরাম বোধ করে। ঠাণ্ডা লাগিয়া যদি পাকস্থলীতে বেদনা হয় এবং তরল মলত্যাগ হয়, তাহা হইলে ইহা উপযোগী।

পাকস্থলী সংক্রান্ত কোন রোগে উপযুক্ত লক্ষণের সহিত উচ্চ গাত্রোত্তাপ, চক্ষু ও মুখমণ্ডলের আরক্ততা, অসহনীয় পিপাসা প্রভৃতি

লক্ষণ থাকিলে তা কথাই নাই—ফেরাম ফসই মহৌষধ। ফেরামের জিহ্বা পরিষ্কার। ইহার দ্বারা প্রদাহিত অবস্থা বুঝায়।

মাংস ও দুগ্ধ খাইতে রোগী অনিচ্ছা প্রকাশ করে। শীতল পানীয়ের উপর প্রবল আগ্রহ। টক খাইবার ইচ্ছা, কিন্তু তাহাতে পীড়ার বৃদ্ধি। শীতল খাদ্যেও রোগ বৃদ্ধি হয়।

বমন (vomiting)—মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য, স্ত্রীলোকদিগের ঋতুকালীন কৃমির উত্তেজনা, অথবা যে কোন কারণেই হউক না কেন, **অজীর্ণ ভুক্তদ্রব্য বমন** হইলে ইহা অতিশয় ফলপ্রদ। কখন কখন বমনে অম্লগন্ধ থাকে। রক্তবমন হইলে সঙ্গে সঙ্গে চাপ বাঁধিয়া যায়। রক্ত নির্গত হওয়ামাত্রই চাপ বাঁধা ইহার বিশেষ লক্ষণ। রক্ত উজ্জ্বল লাল।

উদরাময় (diarrhœa)—ঠাণ্ডা লাগিয়া উদরাময় হইলে এই ঔষধে বিশেষ উপকার হয়। উদরে চাপ দিলে বেদনা অনুভূত হইলে। গ্রীষ্মকালীন উদরাময়ে কুন্থনবিহীন জলবৎ তরল মল এবং সময় সময় উহার সহিত বমনের ভাবও লক্ষিত হয়। নিউমোনিয়া সহ জলবৎ হরিদ্রাবর্ণের মলত্যাগ হইলে। দন্তোদ্গমকালীন উদরাময়ে জলবৎ ভেদসহ জ্বর, পিপাসা, নিদ্রাকালীন চমকান, চোখমুখ বসিয়া যাওয়া, মস্তক চালা প্রভৃতি থাকিলে। সময় সময় তাহা উজ্জ্বল রক্তভেদও হয়।

অন্ত্রপ্রদাহের প্রথমাবস্থায়। এণ্টেরিক ফিভার (টাইফয়েড ফিভার), অন্ত্রবেষ্ট প্রদাহ (পেরিটোনাইটিস), আমাশয়, ওলাউঠা প্রভৃতি পীড়ার প্রথমাবস্থায় যখন শীত শীত বোধ করে।

ওলাউঠা (cholera)—ওলাউঠার চিকিৎসা সমস্তই উদরাময়ের ন্যায়। অতিশয় তৃষ্ণা ও অস্থিরতা বিকারাবস্থাতেও ইহার আবশ্যক হয়। প্রধান ঔষধ কেলি ফস সহ পর্য্যায়ক্রমে। এই সঙ্গে প্রলাপ, চক্ষুতারকা সঙ্কুচিত ও গোঁঙানি থাকিলেও উপযোগী; ঘর্ম্ম বন্ধ হইয়া পীড়া।

আমাশয় (dysentery)—আমাশয়ের প্রথমাবস্থায় যখন উদরের চাপ প্রদান করিলে বেদনা বোধ হয় এবং সেই সঙ্গে জ্বর ও প্রদাহ লক্ষণ থাকে। বাহ্যে জলবৎ, তৎসহ শ্লেষ্মা ও রক্তমিশ্রিত, কিন্তু **কুন্থনবিহীন**। বিশুদ্ধ উজ্জ্বল লাল রক্তভেদ বা উহার সহিত শ্লেষ্মা মিশ্রিত। প্রায়ই ইহার সহিত কেলি মিউরের প্রয়োজন হয়। আমাশয়ের বেগ ও কুন্থন হ্রাস প্রাপ্ত হইবার পর যদি কেবল উজ্জ্বল লাল রক্ত অথবা বাহ্যের সহিত ঐরূপ রক্ত নিঃসৃত হয়, তাহা হইলে ইহার দ্বারা বেশ উপকার হয়।

রোগী-বিবরণ—ইং ১৯৩৫ সালের প্রথমে পাবনা জেলার সাড়া সিরাজগঞ্জ রেলওয়ের সলপ্ ষ্টেশনের নিকট হইতে জনৈক মুসলমান যুবক আমার নিকট নানাপ্রকার জটিল প্রাচীন পীড়ার চিকিৎসা করাইতেছিল। হঠাৎ শেষ রাত্রি হইতে ভীষণ রক্তামাশয়ে শয্যাশায়ী হইয়া পড়ে এবং জনৈক আত্মীয়কে ঔষধের জন্য পাঠায়। প্রবল জ্বর সহ পুনঃপুনঃ প্রবল কুন্থন সহকারে আম ও উজ্জ্বল রক্ত নির্গত হইতেছিল। পেটে অতিশয় বেদনা হইতেছিল। বাহ্যের পর অনেকক্ষণ পর্যন্ত পেটের বেদনা থাকিত। ৩ ঘণ্টা অন্তর ফেরাম ফস ৬x দেওয়ায় দুইদিনের মধ্যেই নির্দোষ আরোগ্যলাভ করে। রাত্রিকালে ফেরাম ফস না দিয়া ২।১ মাত্রা কেলি মিউর দিতে হইয়াছিল। আর ঔষধের প্রয়োজন হয় নাই।

কোষ্ঠবদ্ধতা (constipation)—সরলান্ত্রের উত্তাপাধিক্য ও অন্ত্রস্থ পেশীসমূহের শৈথিল্যবশতঃ কোষ্ঠবদ্ধ। অন্ত্রস্থ শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লী-সমূহের শুষ্কতা এবং মলেও এই শুষ্কতা দৃষ্ট হয়। যে সমস্ত রক্তশূন্য ফ্যাকাশে রোগীর সহজেই, অর্থাৎ সামান্য উত্তেজনাতেই মুখমণ্ডলে রক্তাধিক্য হয়। জরায়ু ও যোনির প্রদাহবশতঃ কোষ্ঠবদ্ধ।

অর্শ (hæmorrhoids or piles)—যখন অর্শ হইতে উজ্জ্বল

লালবর্ণ রক্তস্রাব হয় এবং ঐ রক্ত নির্গত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই জমাট বাঁধিয়া যায়। অর্শ রক্তাধিক্যবশতঃ দপ্‌দপ্‌ করে, উত্তপ্ত লালবর্ণ ও বেদনাযুক্ত হয়। নড়াচড়ায় বেদনার বৃদ্ধি। গুহ্যদ্বারের নির্গমন। অর্শের প্রধান ঔষধ ক্যাল্ক-ফ্লুওর সহ পর্যায়ক্রমে। এই উভয় ঔষধ পর্যায়ক্রমে ব্যবহার করিয়া আমরা কখনও বিফল হই নাই।

যকৃতের পীড়াসমূহ (diseases of the liver)—যকৃতের তরুণ প্রদাহে যখন বেদনা ও টাটানি থাকে, তখন ইহা অতি উৎকৃষ্ট। প্রথমাবস্থায় প্রবল জ্বর ইত্যাদি থাকিলে। যকৃতে চাপ প্রদান ও নড়াচড়া করিলে বেদনা। যকৃতে ভারবোধ।

টনসিল প্রদাহ (tonsillitis)—টনসিল প্রদাহের প্রথমাবস্থায় যখন জ্বর, মুখমণ্ডলের আরক্ততা, নাড়ী পূর্ণ ও দ্রুত, টনসিল রক্তবর্ণ, গিলিতে কষ্ট প্রভৃতি লক্ষণ থাকে। ইহাই এই পীড়ার প্রধান ঔষধ এবং ঘন ঘন প্রদান করা কর্তব্য। উষ্ণ জলের সহিত ঔষধ মিশ্রিত করিয়া কুল্লি করিলে অধিকতর দ্রুত উপশম প্রাপ্ত হওয়া যায়। টনসিল শুষ্ক ও স্ফীত বোধ হয়। টনসিলের বেদনা প্রথমে দক্ষিণ দিকে ও পরে বাম দিকে অনুভূত হয়। প্রদাহ নিবৃত্তি হইলে স্ফীতির জন্য কেলি মিউর ও পুঁজোৎপত্তি হইলে ক্যাল্ক-সালফ পর্যায়ক্রমে ব্যবহার করা কর্তব্য। পুরাতন টনসিল প্রদাহে ক্যাল্ক-ফসই প্রধান ঔষধ।

গলক্ষত (sore throat)—নূতন ও পুরাতন উভয় প্রকার গলক্ষতেই ফেরাম ফস উপযোগী। জ্বর, রক্তাধিক্য ও বেদনার জন্য যেমন এই ঔষধ ব্যবহার করিতে হয়, জ্বর না থাকিলেও কেবল গলার বেদনার জন্যও এই ঔষধের প্রয়োগ হয়। বক্তা ও গায়কদিগের গলা-বেদনা, গলক্ষত ও স্বরভঙ্গ। কিছু গিলিতে গেলে মনে হয় যেন গলার ভিতর কিছু রহিয়াছে ; গলার দক্ষিণ দিকেই ঐভাবের বৃদ্ধি।

সর্দি (coryza)—সর্বপ্রকার সর্দির প্রথমাবস্থায় যখন মস্তক ও

শরীর ভারবোধ, জ্বর-বোধ, কার্যে অনিচ্ছা, চোখ মুখ ছল ছল করা ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়। যদি হাঁচি ও জলবৎ তরল স্রাব নিঃসৃত হয়, তাহা হইলে এই সঙ্গে নেট্রাম মিউর ব্যবহার্য। রোগী গরমে থাকিতে চাহে।

যাহাদের সামান্য কারণেই সর্দি হয় এবং সামান্যমাত্র ঠাণ্ডাও যাহাদের অসহ্য হয়, তাহাদের এই ঔষধের সহিত কিছুদিন ধরিয়া ক্যাল্ক-ফস পর্যায়ক্রমে ব্যবহার করিলে সর্দিলাগা দোষ দূরীভূত হয়।

নাসিকা হইতে রক্তস্রাব (bleeding of the nose) —যে কোন কারণেই হোক না কেন নাসিকা হইতে উজ্জ্বল লালবর্ণ রক্তস্রাব। মস্তক উত্তপ্ত ও ভারবোধ এবং মস্তক উত্তোলন করিতে অসমর্থ। আঘাত লাগিয়া রক্তস্রাব। দুর্বল রক্তশূন্য ব্যক্তিদিগের এবং সন্ন্যাস হইবার প্রবণতাগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের মধ্যে মধ্যে রক্তস্রাব (ক্যাল্ক-ফস, কেলি ফস, নেট্রাম সালফ)।

শয্যামূত্র, অসাড়ে মূত্রত্যাগ ইত্যাদি (wetting of the bed, enuresis etc.)—মূত্রমার্গের মুখরোধক পেশীর (ব্লাডারে মুখবন্ধনকারী স্ফিংকটার পেশী) শিথিলতাবশতঃ প্রস্রাব ধারণ করিবার ক্ষমতা হ্রাস। সর্বদাই প্রস্রাব করিবার প্রবৃত্তি। প্রস্রাবের ইচ্ছা হইলে প্রস্রাব নিঃসৃত হইয়া যায়—বেগ ধারণ করা যায় না; রোগ অধিক পুরাতন না হইলে। মূত্রস্থলীর পেশীসমূহ এতদূর শিথিলতা-প্রাপ্ত হয় যে, অনেক সময় ইচ্ছা না থাকিলেও প্রস্রাব হইয়া যায়। কৃমির জন্য শয্যামূত্র হইলে (নেট্রাম ফস সহ)। পেশীর অত্যধিক শৈথিল্য-বশতঃ শিশুদের ন্যায় স্ত্রীলোকেরা শয্যায় প্রস্রাব করে। এই জন্য কাশিতে ও হাঁচিতেও অনেক স্ত্রীলোক প্রস্রাব করিয়া ফেলে। শয্যামূত্রে কেলি ফস সহ পর্যায়ক্রমে।

কেলি ফস—মূত্রমার্গের মুখরোধক পেশীর **পক্ষাঘাতবশতঃ**

অসাড়ে প্রস্রাব হইলে এই ঔষধ উপযোগী। **স্নায়বিক দৌর্বল্যবশতঃও** প্রস্রাবের বেগ ধারণের অসামর্থ্য জন্মে।

নেট্রাম ফস—নেট্রাম ফসেও সর্বদা প্রস্রাব ত্যাগেচ্ছা ও প্রস্রাবের বেগ ধারণ করিবার ক্ষমতাহীনতা লক্ষণ আছে। ফেরাম ফস ও কেলি ফসের ন্যায় মূত্রপথের মুখ আবদ্ধকারী পেশীসমূহের শিথিলতা ও পক্ষাঘাত, এই উভয় লক্ষণই দৃষ্ট হয়। তবে নেট্রাম ফসে এই সঙ্গে প্রায়ই অম্ল ও কৃমি লক্ষণ দৃষ্ট হয়। পেশীসমূহের শিথিলতা বুঝিতে পারিলে এই ঔষধের সহিত ফেরাম ফস এবং পক্ষাঘাত ও স্নায়বিক দৌর্বল্য থাকিলে কেলি ফস পর্যায়ক্রমে ব্যবহার করিলে দ্রুত ফল দর্শে। অনেক সময় **প্রস্রাব জাফরানের ন্যায় হরিদ্রাবর্ণ** দৃষ্ট হয়।

মূত্রাবরোধ (retention of the urine)—মূত্রস্থলী বা মূত্রনালীর প্রদাহবশতঃ মূত্রবন্ধ। বালকদিগের জ্বরের সহিত প্রস্রাব বন্ধ হওয়া। প্রস্রাব বন্ধ হইয়া বিকার (uræmia) হইলে নেট্রাম ফস সহ ব্যবহারে বেশ ফল পাওয়া যায়।

প্রমেহ (gonorrhœa)—গনোরিয়ার প্রথমাবস্থায় স্রাব না হইয়া যখন মূত্রনালী অতিশয় প্রদাহিত, আরক্ত ও তৎসহ অল্প পরিমাণে লালবর্ণ প্রস্রাব দৃষ্ট হয়। প্রস্রাবকালীন বেদনা ও জ্বালা। কখন বা মূত্রনালী হইতে রক্ত নিঃসৃত হয়। জ্বালা অধিক হইলে ইহার সহিত নেট্রাম মিউর পর্যায়ক্রমে ব্যবহার্য। উপর্যুক্ত লক্ষণ সহ অনেক সময় জ্বরও থাকে। এই ঔষধের সহিত কেলি মিউর পর্যায়ক্রমে ব্যবহার করিলে অনেক সময় প্রথমাবস্থাতেই পীড়া আরোগ্য হয়।

অণ্ডকোষ প্রদাহ (orchitis)—অণ্ডকোষ প্রদাহের প্রথমাবস্থায় যখন অণ্ডকোষ স্ফীত, লালবর্ণ, বেদনাযুক্ত ও উত্তপ্ত হয় তখন উপযোগী। এই সঙ্গে জ্বর থাকিতেও পারে। সাধারণতঃ দক্ষিণদিকের অণ্ডকোষই প্রথমে আক্রান্ত হয়। নড়াচড়ায় যন্ত্রণা বৃদ্ধি।

উপদংশ (syphilis)—কেলি মিউরই এই পীড়ার প্রধান ঔষধ; কিন্তু যখন ক্ষতের চতুর্দিকে লালবর্ণ, বেদনা বা টাটানি ও প্রদাহ লক্ষণ থাকে, তখন ইহা ব্যবহৃত হয়।

কষ্টরজঃ (dysmenorrhœa)—এই পীড়ায় যখন, স্থানীয় রক্তাধিক্য, স্রাব উজ্জ্বল লালবর্ণ, মুখ চোখ লালবর্ণ, জ্বর, নাড়ী দ্রুত, প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। কখন বা অজীর্ণ ভুক্তদ্রব্য বমন হয়। কষ্টরজঃ পীড়া সহ অবিরত মূত্রত্যাগেচ্ছা। জরায়ুর রক্তাধিক্যবশতঃ আক্ষেপিক বেদনা হইলে ফেরাম ফসই প্রকৃত ঔষধ; নতুবা অত্যধিক আক্ষেপিক বেদনার জন্য ম্যাগ-ফস উষ্ণ জল সহ প্রদান বিহিত।

রক্তপ্রদর (menorrhagia, metrorrhagia)—মুখমণ্ডলের আরক্ততা সহকারে জরায়ু হইতে উজ্জ্বল লোহিতবর্ণ রক্তস্রাব। রক্ত সহজেই জমাট বাঁধিয়া যায়। এই ঔষধে রক্তস্রাব নিবারিত না হইলে ক্যাল্ক-ফ্লুওর ব্যবহার করিতে হয়, বিশেষতঃ যদি জরায়ুর শিথিলতাবশতঃ রক্তস্রাব হয়। প্রতি ঋতুকালে এইরূপ অবস্থা সংঘটিত হইলে ঋতুর পুর্বে এই ঔষধ ব্যবহার করিলে পীড়ার গতিরোধ হইয়া পীড়া আরোগ্য করে।

ঋতুস্রাব (menstruation)—কাল পুর্ণ হইবার পুর্বে (প্রায় ৩ সপ্তাহ অন্তর) অত্যন্ত অধিক পরিমাণে উজ্জ্বল লোহিতবর্ণের ঋতুস্রাব। স্রাবের পরিমাণ বেশী হইলে মস্তকের উপর বেদনা অনুভূত হয়।

ডিম্বকোষ প্রদাহ (inflammation of the ovary)—পীড়ার প্রথমাবস্থায় ব্যবহার্য। ডিম্বকোষে বেদনা, মনে হয় যেন জননেন্দ্রিয় হইতে কিছু বাহির হইয়া যাইতেছে।

অন্যান্য স্ত্রীব্যাধি (other female diseases)—স্ত্রী-জননেন্দ্রিয়ের অভ্যন্তরস্থ শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লীসমূহের অত্যধিক শুষ্কতাবশতঃ সহবাস করিতে কষ্ট বোধ করে এবং অনিচ্ছা প্রকাশ করে; সহবাস

করিতে আরম্ভ করিলেই আক্ষেপ উপস্থিত হয়। এইজন্য স্ত্রীজননেন্দ্রিয় পরীক্ষা করিতে দিতেও চাহে না; কেন না উহাতে সে কষ্ট বোধ করে। সময়ে সময়ে জরায়ুতে প্রসববেদনার ন্যায় বেদনা।

প্রাতর্বমন (morning sickness)—গর্ভাবস্থায় প্রাতঃকালীন বমনে যখন অম্লগন্ধ হয়, তখন নেট্রাম ফস সহ পর্যায়ক্রমে। আহার করিবামাত্রই বমন হইয়া যায়।

প্রসবান্তিক পীড়া (diseases after delivery)—প্রসবের পর ভাদালব্যথা (after pains), প্রসবজনিত ক্ষতাদির বেদনা প্রভৃতি থাকিলে এই ঔষধ অতিশয় ফলপ্রদ। উজ্জ্বল লালবর্ণের রক্তস্রাব থাকিলে ইহা প্রদান করা একান্ত কর্তব্য। প্রসবেরপর যাবতীয় উপসর্গ দূরীকরণার্থে ফেরাম ফস অদ্বিতীয়। ইহার ব্যবহার বর্তমানে এতই সাধারণ যে, প্রসবের পরই ২।৩।৪ দিন পর্যন্ত দৈনিক ২।১ মাত্রা করিয়া এই ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয়; তাহাতে সর্ব ক্ষেত্রেই সুফল ফলে। প্রসবের পর এই ঔষধ ব্যবহার করিবার ফলে সূতিকা জ্বরের হস্ত হইতে উদ্ধারপ্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহার দ্বারা গাত্রবেদনা অতি সত্বর নিবারিত হয় এবং পেশীসমূহের বলাধান করিয়া শারীরিক উন্নতিবিধান করে। ভবিষ্যতে অনেক প্রকার অনিষ্টের হস্ত হইতে নিষ্কৃতিলাভ করা যায়।

দুগ্ধ-জ্বর (milk fever)—পুর্বেই বলা হইয়াছে যে, যদি প্রসবের পরই ফেরাম ফস দেওয়া হইয়া থাকে, তাহা হইলে দুগ্ধ-জ্বর হইতে পারে না। কিন্তু যদি উহা দেওয়া না হইয়া থাকে এবং জ্বরের সহিত স্তন বেদনাযুক্ত ও রক্তবর্ণ, নাড়ী দ্রুত ও পূর্ণত উত্তাপাধিক্য প্রভৃতি প্রাদাহিক লক্ষণ থাকে, তাহা হইলে ফেরাম ফসই ঔষধ। এই ঔষধের সহিত ২।১ মাত্রা করিয়া কেলি মিউর প্রদান করিলে স্তনগ্রন্থি কঠিন হইতে পারে না এবং পুঁজোৎপত্তি হইবারও সম্ভাবনা থাকে না।

স্ফোটক (abscess)—স্ফোটক, ব্রণ (carbuncle),

আঙ্গুলহাড়া (felon) প্রভৃতির প্রথমাবস্থায় যখন প্রদাহিত স্থান রক্তবর্ণ, উত্তপ্ত ও বেদনাযুক্ত হয়। এই সঙ্গে জ্বরও থাকিতে পারে। প্রদাহিত স্থান স্ফীত হইলে ইহার সহিত কেলি মিউর ব্যবহার করা কর্তব্য। কেন না উহাতে স্ফীতি হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া পুঁজোৎপত্তির সম্ভাবনা নষ্ট করে। ইহার বাহ্যিক প্রয়োগও আবশ্যক হয়। প্রাদাহিক পীড়া অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

স্তনগ্রন্থি প্রদাহ বা ঠুনকা (mastitis) স্ফোটকের ন্যায়ই ইহার চিকিৎসা করিতে হয়। "স্ফোটক" অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

কটিবাত (lumbago)—ঠাণ্ডা লাগা অথবা অতিশয় পরিশ্রম পীড়ার কারণ হইলে। নড়াচড়া করিলে বেদনার বৃদ্ধি ও উত্তাপে উপশম হয়।

বাতপীড়া (rheumatism)—ঠাণ্ডা লাগার জন্য যদি ঘাড়ের পেশীসমূহ আড়ষ্ট ও বেদনাযুক্ত হয় এবং ঘাড় এদিক ওদিক ফিরাইতে পারা না যায়, তাহা হইলে ইহা বিশেষ উপযোগী। শয়নের দোষবশতঃ ঘাড়ের আড়ষ্টতা ও বেদনা এই ঔষধের লক্ষণ। সর্বপ্রকার তরুণ বাতেই ইহা ব্যবহৃত হয়। সেই সঙ্গে জ্বর থাকিলে ইহা আরও উপযোগী। স্কন্ধ-সন্ধির, দক্ষিণ হস্তের, হিপজয়েণ্ট, হাঁটু, পায়ের গোড়ালি-সন্ধি প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানের সন্ধিসমূহের এবং বিভিন্ন পেশীসমূহের বাতবেদনায় ইহা বিশেষ উপযোগী। অনেক সময় বেদনাস্থল লালবর্ণ, স্ফীত ও উত্তপ্ত হয়। বেদনা টাটানি স্বভাবের। বেদনা এক সন্ধি হইতে অন্য সন্ধিতে যায় (ক্যাল্ক-ফস, কেলি সালফ)।

বাতের বেদনা সামান্য সঞ্চালনেই বৃদ্ধি—উত্তাপে উপশম।

ক্যালকেরিয়া ফস—ফেরাম ফসে যেরূপ ঠাণ্ডায় রোগবৃদ্ধি হয় ও উত্তাপে উপশমিত হয়, এই ঔষধেও তাহা হয়। ফেরামের ন্যায় এই ঔষধেও বেদনা স্থান পরিবর্তন করে। ঠাণ্ডা লাগিয়া ঘাড়ের পেশীসমূহ

কঠিন ও বেদনাক্রান্ত হওয়া ফেরামের ন্যায় এই ঔষধেও আছে। কিন্তু ক্যাল্ক-ফসে আক্রান্ত স্থান প্রথমে সঞ্চালনে বৃদ্ধি হইলেও, ক্রমাগত নড়াচড়া করিলে আরামবোধ; আর ফেরামে আক্রান্ত স্থান নড়াচড়া করিতেই পারে না—বেদনায় অস্থির হইয়া পড়ে। ক্যাল্ক-ফসে রাত্রিতে যন্ত্রণায় বৃদ্ধি নির্দিষ্ট থাকিলেও, ফেরাম ফসেও উহা আছে। ফেরাম সর্বপ্রকার বাতেরই প্রথমাবস্থায় উপযোগী। যখন আক্রান্ত স্থান অত্যন্ত বেদনাক্রান্ত হয় এবং নড়াচড়ায় অতিশয় কষ্ট হয়। ক্যাল্ক-ফসে আক্রান্ত স্থান যেরূপ শীতল ও অবশ হওয়া লক্ষণ আছে, ফেরামে সেরূপ নাই।

কেলি সালফ—এই ঔষধেও বাতের বেদনা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে চলিয়া বেড়ায়। ক্যাল্ক-ফস ও ফেরাম ফসে বাতবেদনা যেরূপ উষ্ণতায় উপশম হয়, কেলি সালফে তাহার বিপরীত; অর্থাৎ শীতলতায় উপশমপ্রাপ্ত হয়। এই ঔষধের যাবতীয় রোগলক্ষণই উষ্ণতায় ও বদ্ধ গৃহে বৃদ্ধি—শীতলতায় ও মুক্ত বায়ুতে উপশম।

হিপজয়েণ্টের পীড়া (hip-joint diseases)—প্রাদাহিক অবস্থায় যখন জ্বর, হিপজয়েণ্ট (পাছা-সন্ধি) টাটানি ও বেদনা, হাঁটু হইতে বেদনা স্থানান্তরিত হয় এবং ক্রমশঃ ঐ বেদনা বক্ষ ও স্কন্ধ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। এই সময় ফেরাম ফসের আভ্যন্তরীণ প্রয়োগ দ্বারা বেদনা ক্রমশঃ ঊর্ধ্ব হইতে নিম্ন দিকে অবতরণ করিতে থাকে এবং অবশেষে আরোগ্য হয়। এই ঔষধ প্রথমাবস্থা হইতে শেষাবস্থা পর্যন্ত প্রয়োজন হয়। তবে দেখা গিয়াছে যে, প্রথমাবস্থায় ফেরামের সহিত পর্যায়ক্রমে সাইলিসিয়া প্রয়োগ করিতে পারিলে পুঁজাদি না হইয়া দ্রুত আরোগ্য হয়। ফেরাম ফস ও সাইলিসিয়া উভয় ঔষধেরই ১২x আভ্যন্তরীণ ও বাহ্য প্রয়োগ আবশ্যক।

আঘাত ও আঘাতজনিত পীড়া (result of injury, fall, traumatism, bruises, sprains, etc.)—কোন স্থান

হইতে পড়িয়া গেলে, কোন স্থানে আঘাত লাগিলে, কোন স্থান মচকাইয়া গেলে, আঘাত লাগিয়া কোন স্থান ক্ষতবিক্ষত হইলে (bruises), এই ঔষধ সেবনে ও লোশান বাহ্য প্রয়োগে অথবা শুষ্কাবস্থায় ক্ষতে প্রয়োগ করিলে অতি শীঘ্র সকল যন্ত্রণার শান্তি হয়। সকল ক্ষেত্রেই ফেরাম ফসের ৬x শক্তি পুনঃপুনঃ সেবনে ও ৩x চূর্ণ অর্ধ ড্রাম এক পাউণ্ড জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া তাহার লোশান বাহ্য প্রয়োগ করিতে হয়, অথবা কর্তিত স্থানে ৬x চূর্ণ ছড়াইয়া দিয়া ন্যাকড়া দ্বারা বাঁধিয়া রাখিতে হয়।

যন্ত্রণাজনক প্রসবের সময় শিশুর মস্তক নির্গমনকালে মূত্রাশয়ে আঘাত লাগিয়া প্রদাহবশতঃ যদি প্রস্রাব বন্ধ হয়, প্রসবের জন্য চোট লাগাবশতঃ প্রসবের পর যে সমস্ত বেদনা হয়, গর্ভাবস্থায় গর্ভস্থ ভ্রূণের নড়াচড়াবশতঃ যদি প্রসূতি বেদনা অনুভব করে, তাহা হইলে ফেরাম ফসই প্রকৃত ঔষধ। মস্তক হইতে পদদ্বয়ের মধ্যে যে কোন স্থানে, যে কোন রকমে, যে কোন প্রকারের আঘাত লাগিয়া যে পীড়াই হউক না কেন, ফেরাম ফস প্রদান ভিন্ন গত্যন্তর নাই।

আঘাতাদি সম্বন্ধে অনেকবার বলিয়াছি, আবার বলিতেছি। যদি কোন ব্যক্তির মস্তকে আঘাত লাগিয়া মস্তিষ্কের স্তম্ভন (concussion of the brain) হয়, অর্থাৎ মস্তক উত্তপ্ত হইয়া হস্ত পদ শীতল, অসাড়ে মল মূত্র ত্যাগ প্রভৃতি বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে ফেরাম ফসই ঔষধ। ঐ সঙ্গে জ্বর ইত্যাদি থাকিলে ইহা আরও উপযোগী। এইরূপ অবস্থায় ফেরাম ফস প্রদত্ত না হইলে আহত ব্যক্তির মেজাজ সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত করিয়া দেয়। মানসিক প্রফুল্লতাও বিনষ্ট হয়। আঘাত লাগিয়া যদি শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হয়, অথবা কাশির সহিত রক্ত উঠে, তাহা হইলেও ইহা প্রধান ঔষধ।

অতিশয় পরিশ্রম করিলে, অথবা কোন যন্ত্রের অত্যধিক ব্যবহার

বশতঃ পীড়া হইলেও এই ঔষধে তাহা নিরাকৃত হয়। স্বরযন্ত্রের অতিশয় চালনাবশতঃ স্বরভঙ্গ, পেশীসমূহের অতিরিক্ত ব্যবহারবশতঃ পেশীসমূহে বেদনা ও টাটানি হইলে, অতিরিক্ত পরিশ্রমজনিত গর্ভপাতের পর, অতিরিক্ত পরিশ্রমবশতঃ রক্তস্রাব হইলে, ঘোড়া বা সাইকেলে অত্যধিক ভ্রমণ করিবার পর হৃৎপিণ্ডের পীড়া ও তজ্জন্য নানাপ্রকার কষ্ট, অত্যধিক পরিশ্রমবশতঃ পুনঃপুনঃ হাঁচি প্রভৃতি বিবিধ পীড়ায় ফেরাম ফস আবশ্যক।

দগ্ধ হওয়া (burns and scalds)—উত্তপ্ত তৈল, উত্তপ্ত জল, অত্যুষ্ণ অন্ন ইত্যাদি যে কোন প্রকারেই হউক দগ্ধ হইলে পুনঃপুনঃ ফেরাম ফসের ৬x চূর্ণ সেবন করান কর্তব্য। ফেরাম ফসের ৬x চূর্ণ সেবন এবং ৩x চূর্ণ অর্ধ ড্রাম ১ আউন্স জল, অথবা ভেসেলিন সহ বাহ্য প্রয়োগ করা আবশ্যক; ক্ষতের প্রদাহ হ্রাসপ্রাপ্ত হইলে কেলি মিউর সহ পর্যায়ক্রমে এই ঔষধ ব্যবহার করিতে হয়। দ্বিতীয়াবস্থায়, বিশেষতঃ দগ্ধ স্থানে ফোসকা হইলে কেলি মিউরই প্রধান ঔষধ। প্রথমাবধি ফেরাম ফসের সহিত ২।১ মাত্রা করিয়া কেলি মিউর এবং দ্বিতীয়াবস্থায় ২।১ মাত্রা ফেরাম ফস ও বেশী মাত্রায় কেলি মিউর ব্যবহৃত হইলে প্রায়ই ফোস্কা পড়ে না। অগ্নিদগ্ধে লোশান প্রদান করা অপেক্ষা চূর্ণ ঔষধ ছড়াইয়া অথবা ভেসেলিন সহ ঔষধ প্রয়োগ করাই সঙ্গত। ক্ষত স্থানে যাহাতে বায়ু প্রবেশ না করে, তাহার ব্যবস্থা করা কর্তব্য।

হার্নিয়া (hernia)—যদিও হার্নিয়া বা অন্ত্রবৃদ্ধির প্রধান ঔষধ ক্যাল্ক-ফ্লুওর, কিন্তু প্রথমাবস্থায় যদি পীড়াক্রান্ত স্থান প্রদাহিত, বেদনাযুক্ত ও উত্তপ্ত হয়, তাহা হইলে এই ঔষধ ক্যাল্ক-ফ্লুওরের সহিত পর্যায়ক্রমে ব্যবহৃত হয়।

স্বরভঙ্গ (hoarseness)—বক্তা, গায়ক ও পুরোহিতদিগের

অত্যধিক স্বরযন্ত্রের চালনাবশতঃ স্বরভঙ্গ। প্রদাহবশতঃ, ঠাণ্ডা লাগিয়া ও ঘর্মরোধজনিত স্বরভঙ্গ এবং যখন এই সঙ্গে গলায় বেদনা ও গলমধ্যে শুষ্কতা বোধ হয়, তখন উপযোগী। প্রথমাবস্থায় অনেক সময় জ্বরও থাকে।

কেলি সালফ—ঘর্মরোধ জন্য, অথবা জ্বর ইত্যাদি প্রাদাহিক লক্ষণ থাকিলে ফেরাম ফসের সহিত পর্যায়ক্রমে ব্যবহার করিলে ঘর্ম হইয়া সত্বর পীড়ার উপশম হয়। স্বরভঙ্গ পীড়ার তৃতীয়াবস্থায় ব্যবহার্য।

এরিসিপেলাস (erysipelas)—প্রথমাবস্থায় সর্বপ্রধান ঔষধ। বেদনা নিবারণের একমাত্র অস্ত্র। ইহার সমস্ত লক্ষণ "প্রাদাহিক পীড়া" অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। সেবনের সঙ্গে সঙ্গে বাহ্যপ্রয়োগ বিহিত। ২x বা ৩x চূর্ণ জল, গ্লিসারিন বা ভেসেলিনের সহিত বাহ্যপ্রয়োগ করিতে হয়। শক্তি—৬x।

বেদনা (pain)—সর্বপ্রকার বেদনা শীতলতায় উপশমপ্রাপ্ত হইলে ইহা অতি উত্তম। অন্যান্য লক্ষণ "প্রাদাহিক পীড়া" অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য। পুনঃপুনঃ নিম্ন শক্তির প্রয়োগ বিহিত।

ডিফথিরিয়া (diphtheria)—এই রোগে কেলি মিউরই সর্বপ্রধান ঔষধ ; কিন্তু প্রথমাবস্থায় প্রদাহ-লক্ষণ বর্তমানে কেলি মিউরের সহিত পর্যায়ক্রমে প্রদান করা কর্তব্য। "প্রাদাহিক পীড়া" অধ্যায় দ্রষ্টব্য। ৩x শক্তি অর্ধ সের জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া কুল্লি করিতে দেওয়া উচিত। উভয় ঔষধ পর্যায়ক্রমে ব্যবহার করিয়া আমরা অনেকগুলি রোগী আরোগ্য করিয়াছি।

শ্বাসনলী প্রদাহ (bronchitis)—সর্বপ্রকার শ্বাসনলী-প্রদাহের প্রথমাবস্থায় ইহাই প্রধান ঔষধ। জ্বর, শরীর ও মস্তকে উত্তাপাধিক্য, নিশ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট, বক্ষে বেদনা, যন্ত্রণাজনক খুকখুকে কাশি প্রভৃতি ইহার লক্ষণ। তরুণ ও প্রাচীন উভয় প্রকার শ্বাসনলী-

প্রদাহেই ইহা ব্যবহৃত হয়। জ্বর, বক্ষঃবেদনা ইত্যাদির সহিত যদি শ্লেষ্মা নির্গত হয়, তাহা হইলে শ্লেষ্মার বর্ণানুসারে অন্য কোন আবশ্যকীয় ঔষধের সহিত এই ঔষধ পর্যায়ক্রমে দিতে হয়। বয়স্কদিগের রোগে ১২x শক্তি, বালকদিগের ৬x শক্তি।

ফুসফুস প্রদাহ (pneumonia)—ইহার সমস্ত লক্ষণ পূর্ববর্ণিত "শ্বাসনলী প্রদাহ" অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য। কষ্টকর কাশির সহিত রক্তমিশ্রিত শ্লেষ্মা, অস্থিরতা অথবা তন্দ্রালুতা। যে পর্যন্ত ঘর্মস্রাব না হয়, সেই পর্যন্ত ইহা ব্যবহৃত হয়। পূর্বে বহুবার উক্ত হইয়াছে যে, ইহা প্রথমাবস্থারই ঔষধ, তজ্জন্য প্রাদাহিক অবস্থা উত্তীর্ণ হইয়া যখন ফুসফুসে শ্লেষ্মা সঞ্চিত হয়, তখন এই ঔষধ প্রয়োগ করা কর্তব্য নহে। কাশির সহিত রক্ত থাকিলে ইহা সর্বাপেক্ষা অধিক ফলপ্রদ ঔষধ। বক্ষ পরীক্ষাকালীন বক্ষে যখন চিড়চিড়ে (crepitant rales) শব্দ শ্রুত হয়, তখন ইহাই প্রকৃত ঔষধ। শিশু ও বৃদ্ধদিগের নিউমোনিয়ায় ইহা অধিক উপযোগী। শক্তি—৬x, ১২x।

এম্ফাইসিমা (emphysema of the lungs)—এই রোগে যদিও ক্যালকেরিয়া ফ্লুওরিকাই প্রধান ঔষধ, কিন্তু শরীরস্থ পেশীসমূহ শিথিল ও intercostal region বা পঞ্জরাস্থির মধ্যবর্তী স্থানসমূহের পেশী সকল শিথিল হইলে ফেরাম ফসের আবশ্যক হয়। এই রোগে উভয় ঔষধই পর্যায়ক্রমে প্রদান করিলে পেশীসমূহের বলাধান হইয়া রোগারোগ্য করিয়া থাকে।

যক্ষ্মাকাশ বা ক্ষয়কাশ (phthisis or consumption) —জ্বর, মুখমণ্ডলের আরক্তিমতা, দ্রুত ও কষ্টকর শ্বাসপ্রশ্বাস এই ঔষধে নির্দিষ্ট। গলা সুড়সুড় করিয়া শুষ্ক কষ্টকর কাশির জন্য রোগী বড়ই অস্বস্তি বোধ করে। কষ্টকর কাশির জন্য বক্ষে ক্ষতবৎ বেদনা। রক্ত-মিশ্রিত শ্লেষ্মা অথবা ফুসফুস হইতে উজ্জ্বল লালবর্ণের রক্তস্রাব।

রাত্রিতে এবং উন্মুক্ত বায়ুতে কাশির বৃদ্ধি। যক্ষ্মারোগীর হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগিয়া দুর্বলতা অনুভূত হইলে। শক্তি ১২x।

হাঁপানী (asthma)—শীতকালে অথবা হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগিয়া, কিংবা কোনপ্রকার ধূম, পাটের গুঁড়া বা ধূলি ইত্যাদির জন্য বায়ুনলী উত্তেজিত হইয়া পীড়া হইলে প্রায়ই এই ঔষধের দ্বারা প্রথমাবস্থাতেই আরোগ্য হয়। তবে অধিকাংশ সময় পর্যায়ক্রমে ম্যাগ-ফস দিবার আবশ্যক হয়।

কাশি (cough)—শ্বাসনলীর উত্তেজনাবশতঃ শুষ্ক খুকখুকে কাশি, মনে হয় যেন গলার ভিতর চুলকাইতেছে। কাশি মোটেই উঠে না। সময় সময় কাশি এত কষ্টকর হয় যে, বক্ষে ক্ষতবৎ বেদনা হয়। কখন কখন অল্প পরিমাণ কাশির সহিত রক্তের ছিট থাকে। বক্ষে ঠাণ্ডা লাগিয়া শুষ্ক বিরক্তিকর ঘঙঘঙ করিয়া কাশি। ল্যারিংস স্পর্শ করিলে, উন্মুক্ত বায়ুতে, রাত্রিতে, সম্মুখদিকে অবনত হইলে, দীর্ঘনিঃশ্বাস গ্রহণ করিলে কাশি বৃদ্ধি হয়। গৃহমধ্যে থাকিলে কাশির উপশম। কাশিতে কাশিতে প্রস্রাব হওয়া। শক্তি ১২x।

রক্তাল্পতা (anæmia)—রক্তহীনতায় ক্যালকেরিয়া ফস ব্যবহার করিবার পর এই ঔষধ ব্যবহারের প্রয়োজন হয় এবং ব্যবহার করিলেও অধিক ফলপ্রাপ্ত হওয়া যায়। ক্যাল্ক-ফস ব্যবহারে যখন নূতন কণিকা বৃদ্ধি পায়, কিন্তু লাল কণিকার অভাব দূরীভূত হয় না, তখনই এই ঔষধ প্রযোজ্য। শরীরস্থ লোহিত কণাসমূহের মধ্যে ফেরামের বা লৌহের অংশ আছে এবং লৌহ মাত্রেরই অক্সিজেন আকর্ষণ করিবার ক্ষমতা আছে—এ কথা পূর্বেই বিবৃত হইয়াছে। রক্তে শ্বেত কণিকার অভাববশতঃ রক্তাল্পতা পীড়া জন্মিলে ফেরাম ফস আবশ্যক হয় বটে, কিন্তু লৌহের অভাবই রক্তাল্পতা পীড়ার একমাত্র কারণ—একথা ডাঃ শুসলার, ডাঃ হিউজ প্রভৃতি চিকিৎসক ধুরন্ধরেরা স্বীকার করেন না। তাঁহারা

বিশেষ পরীক্ষার দ্বারা অবগত হইয়াছেন যে, ক্যাল্ক-ফসের অভাবই রক্তাল্পতা পীড়ার প্রকৃত কারণ এবং অ্যানিমিয়া বা ক্লোরোসিস পীড়ায় রক্তে যে ফেরামের অংশ দৃষ্ট হয়, তাহা প্রকৃতপক্ষে ফেরামের অভাব-জনিত। সাধারণে কিন্তু ফেরামকেই একমাত্র রক্তহীনতার কারণ বলিয়া নির্দেশ করেন এবং নানাপ্রকার লৌহঘটিত ঔষধাদি ব্যবহার করিয়া বৃথা স্বাস্থ্য নষ্ট করেন। কেন না সাধারণ পেটেণ্ট ঔষধে স্থুল মাত্রায় ফেরাম থাকে বলিয়া জীর্ণ না হইয়া মলের সহিত নির্গত হইয়া যায়।

রোগী অত্যন্ত আলস্যপ্রবণ, সহজেই উত্তেজিত হইয়া উঠে, আর সামান্য কারণেই তাহার ঠাণ্ডা লাগে। মুখ ফ্যাকাশে—কিন্তু সহজেই রক্তবর্ণ অথবা মুখ রক্তবর্ণ—কিন্তু সহজেই ফ্যাকাশে হয়। ঋতু বন্ধ হইয়া যদি নাসিকা ও মুখ দিয়া রক্তস্রাব হয়, তাহা হইলে ফেরাম উপকারী। মস্তক গরম, শিরঃপীড়া এবং হস্ত ও পদদ্বয় শীতল। পদদ্বয়ে শোথও জন্মে। অজীর্ণ ভুক্তদ্রব্য বমন, অথবা মলের সহিত ভুক্তদ্রব্য অজীর্ণাবস্থায় নির্গত হইলে ইহাই একমাত্র ঔষধ। শক্তি—৩x।

অ্যাপেণ্ডিসাইটিস (appendicitis)—প্রথমাবস্থায় ফেরাম ফস সেবন ও উহার লোশান উদরে দেওয়া কর্তব্য। কিছু বিলম্ব হইলে ফেরাম ফসের সহিত কেলি মিউর পর্যায়ক্রমে ব্যবহার করিবার আবশ্যক হয়। অন্যান্য লক্ষণ "প্রাদাহিক পীড়া" অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

রক্তোৎকাশ (hæmoptysis)—ফেরাম ফসই ইহার সর্ব-প্রধান ঔষধ। রক্তের বর্ণাদি দর্শন করিয়া চিকিৎসা করিতে হয়। "নাসিকা হইতে রক্তস্রাব" অধ্যায় দ্রষ্টব্য। গ্রন্থকার শত শত ক্ষেত্রে এই ঔষধটি ব্যবহার করিয়া আশাতিরিক্ত সুফল লাভ করিয়াছেন।

হৃৎস্পন্দন (palpitation of the heart)—হৃৎপিণ্ডের প্রদাহ জন্য হৃৎস্পন্দন হইলে। হৃৎপিণ্ডে রক্তাধিক্য। হৃৎপিণ্ডের বহিরা-বরণ ও আভ্যন্তরীণ ঝিল্লীর প্রদাহবশতঃ রক্তাধিক্য। হৃৎপিণ্ডে টাটানি

বা দপদপানি বেদনা। হৃৎপিণ্ড এবং উহার ধমনী সকলের বিস্তৃতিতে প্রধান ঔষধ ক্যাল্ক-ফ্লুওর সহ পর্য্যায়ক্রমে। হৃৎস্পন্দন রোগে কেলি ফসের সহিত পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

ভেরিকোজ শিরা (varicose veins)—অধিক সময় দণ্ডায়মান থাকিলে, অথবা অন্য কোন কারণে শিরায় রক্তসঞ্চয় হইলে, শিরার টিশু সকলের শৈথিল্য প্রযুক্ত শিরা সকল স্ফীত হইয়া রক্ত জমিয়া যায়। কখন কখন উহাতে ক্ষতও হয়। যদিও এই পীড়ায় ক্যাল্ক-ফ্লুওরই প্রধান ঔষধ, কিন্তু ফেরাম ফসে মাংসপেশীর দৃঢ়তা সাধিত হয় বলিয়া উভয় ঔষধই পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার করা কর্ত্তব্য; বিশেষতঃ প্রদাহ বর্ত্তমানে।

প্লেগ (plague)—প্রথমাবস্থায় অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ঔষধ। "প্রাদাহিক পীড়া" ও "জ্বর" অধ্যায়ে বর্ণিত লক্ষণসমূহ পর্য্যালোচনা করিয়া ঔষধ প্রয়োগ বিহিত।

বসন্ত (pox)—সর্ব্বপ্রকার বসন্তের প্রথমাবস্থায় অতি প্রয়োজনীয় ঔষধ। প্রথমাবস্থা হইতে ২।১ মাত্রা করিয়া কেলি মিউর প্রদান করা কর্ত্তব্য। চক্ষু হইতে জল পড়িলে নেট্রাম মিউর সহ পর্য্যায়ক্রমে। অন্যান্য সমস্ত লক্ষণ "জ্বর" অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

হাম (measles)—বসন্তের ন্যায় চিকিৎসা। হামের প্রথমাবস্থায় সর্ব্বপ্রধান ঔষধ। তবে অধিকাংশ সময় কখনও কেলি মিউর কখনও নেট্রাম মিউরের সহিত পর্য্যায়ক্রমে এই ঔষধ দিতে হয়। অন্যান্য লক্ষণ "জ্বর" অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

প্লীহা (diseases of the spleen)—প্লীহার প্রথমাবস্থায় যখন জ্বর ও প্লীহাস্থানে টাটানি বেদনা থাকে; পুরাতন অবস্থায় রক্তাল্পতা, ক্ষুধাহীনতা, অজীর্ণাদি লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে।

সর্ব্বপ্রকার ক্ষত (all kinds of ulcers)—সর্ব্বপ্রকার ক্ষতের প্রথমাবস্থায় যখন প্রদাহ লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে। ক্ষতের পার্শ্ব

লালবর্ণ, বেদনাযুক্ত ও জ্বর থাকিলে। ক্ষত হইতে রক্ত নির্গত হওয়া ভিন্ন অন্য কোন স্রাব নিঃসৃত হওয়া লক্ষণ নাই। ক্ষতস্থান উত্তপ্ত।

অনিদ্রা (insomnia)—মস্তকে রক্তাধিক্যবশতঃ অনিদ্রারোগ উৎপন্ন হইলে এই ঔষধের উচ্চ ক্রমে আরোগ্য হয়। মস্তকে রক্তাধিক্য হইলে মাথা গরম, মাথা ভার জন্য তুলিতে না পারা, মাথার ভিতর দপদপ করা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। যদি শোক, দুঃখ বা কোন উত্তেজনা-বশতঃ মস্তকে রক্তাধিক্য হইয়া অনিদ্রা হয়, তাহা হইলে কেলি ফসের সহিত পর্যায়ক্রমে এই ঔষধ ব্যবহার করা কর্তব্য।

বৈকালে তন্দ্রালুতা এবং রাত্রিকালে অস্থিরতা। রাত্রিতে তন্দ্রা হইলে তাহাও অত্যন্ত স্বপ্নপূর্ণ হয়। প্রাতঃকালে শরীর ও মন অবসন্ন বোধ হয়।

জিহ্বা (tongue)—প্রদাহজনিত রক্তবর্ণ ও পরিষ্কার জিহ্বা। ঐ প্রকার রক্তবর্ণ জিহ্বা স্ফীত ও বেদনাযুক্ত হইলে। শিরঃপীড়া থাকিলে জিহ্বা সর্বক্ষেত্রে আরক্ত দৃষ্ট হয় না, কোন কোন ক্ষেত্রে ময়লাযুক্ত দৃষ্ট হয়।

জ্বর (fever)—সর্বপ্রকার জ্বরের চিকিৎসা একই প্রকার, সুতরাং একসঙ্গে লিখিত হইল। বাতজ্বর, টাইফয়েড জ্বর, টাইফাস জ্বর, স্ফোটক জ্বর, ম্যালেরিয়া জ্বর, স্কার্লেট জ্বর ইত্যাদি সর্বপ্রকার জ্বরের প্রথমাবস্থায়। যতক্ষণ জ্বর ও বেদনা থাকে ততক্ষণ ইহার ব্যবহার আবশ্যক হয়। ইহার ব্যবহারে টিশু-ধ্বংস নিবারণ করে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, শরীরে লৌহের অল্পতাবশতঃ অক্সিজেনের অপ্রাচুর্যই মানব শরীরে তাপাধিক্য ও অস্থিরতার প্রকৃত কারণ। সুতরাং শরীরে তাপাধিক্য হইলেই যদি ফেরাম ফস প্রদান করা যায়, তাহা হইলে রক্তে অক্সিজেন প্রবেশ করিয়া রক্ত চলাচল ক্রিয়ার হ্রাস হইয়া সত্বর শরীরের তাপ বা জ্বর হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। জ্বরকালীন মস্তকে রক্তাধিক্য, মুখ চোখ রক্তবর্ণ, সর্বাঙ্গে টাটানি ব্যথা, অস্থিরতা, পিপাসা প্রভৃতি এই ঔষধে নির্দিষ্ট। জ্বরকালীন ভুক্তদ্রব্য বমন হয়।

জ্বর দিবারাত্রের যে কোন সময়ে আসিতে পারে, তবে দ্বিপ্রহরে ১টা হইতে ২টায় আসা ফেরাম ফসে নির্দিষ্ট। জ্বরে শীত ও কম্প থাকে। জ্বর অতিশয় বেগে আসে, আর গাত্রতাপ অতি প্রখর থাকে। নাড়ী অতিশয় দ্রুত ও নিঃশ্বাস প্রশ্বাস আয়াসযুক্ত হয়। রাত্রিকালীন ঘর্ম। জ্বরের উত্তাপ কমাইতে ইহার তুল্য ঔষধ আর নাই। শক্তি—৬x, ১২x।

বৃদ্ধি (aggravation)—যাবতীয় পীড়াই শীতল বায়ুতে, উষ্ণ পানীয় পানে, চাপনে, স্পর্শে, সঞ্চালনে, রাত্রিতে, মাংস ও রুটি আহারে, দুগ্ধ পানে এবং আহারকালীন বৃদ্ধি হয়। পীড়ার বৃদ্ধিকাল—ভোর ৪টা হইতে ৬টার মধ্যে; উন্মুক্ত বায়ুতে কাশির বৃদ্ধি। ঠাণ্ডা লাগিয়া অনেক প্রকার পীড়া হয়।

হ্রাস (amelioration)—শীতল বায়ু প্রবাহ সহ্য না হইলেও ঠাণ্ডা প্রয়োগে এবং স্থির হইয়া থাকিলে পীড়ার হ্রাস। ঠাণ্ডা জলে দন্তশূলের হ্রাস।

শক্তি (potency)—ডাঃ শুসলার ১২x শক্তির নিম্নে ব্যবহার করিতে নিষেধ করেন। আমরা ৬x শক্তিও যথেষ্ট ব্যবহার করি এবং তদ্দ্বারা উৎকৃষ্ট ফললাভও করি। রাত্রিতে বিশেষ প্রয়োজন না হইলে ১২x শক্তির নিম্নে ব্যবহার করা কর্তব্য নহে। ৬x হইতে ২০০x ক্রম পর্যন্ত সর্বদা ব্যবহৃত হয়। রক্তহীনতা পীড়ায় ৩x বেশ সুফল প্রদান করে।

তুলনাযোগ্য হোমিওপ্যাথিক ঔষধ—প্রদাহের প্রথমাবস্থায় স্রাব-নিঃসরণের পূর্বে ইহার ব্যবহার হয় বলিয়া একোনাইটের সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে। প্রদাহে বেলেডোনার লক্ষণের সহিতও সাদৃশ্য আছে। ইহা একো ও জেলসের মধ্যবর্তী অবস্থায় ব্যবহৃত হয়। কারণ একোর ন্যায় দারুণ অস্থিরতা এবং জেলসের ন্যায় অতিশয় অবসাদ ও তন্দ্রালুতা এই ঔষধে নাই। শ্বাসযন্ত্রসমূহের

পীড়ায় ফসফরাসের সহিত ইহার বিশেষ সাদৃশ্য দেখা যায়। প্রাদাহিক পীড়ায় আর্নিকা ও হিপার সালফের সহিত তুলনীয়। শিরঃপীড়ায় এই ঔষধের পর বা সহিত প্রায়ই নেট-ফস, বহুমূত্রে নেট-সালফ, অর্শে ক্যাল্ক-ফ্লুওর, রক্তহীনতায় ক্যাল্ক-ফস এবং ডিপথিরিয়া ও প্রদাহ ইত্যাদি নানাপ্রকার পীড়ায় কেলি মিউর ব্যবহৃত হয়। বাইওকেমিক চিকিৎসায় ফেরাম ফসের সহিত কেলি মিউর এত বেশী ব্যবহৃত হয় যে, উভয়কে "মাণিকজোড়" বলা যাইতে পারে।

কেলি মিউরিয়েটিকাম

Kali Muriaticum

ভিন্ন নাম—কেলি ক্লোরেটাম, কেলি ক্লোরাইডাম।

সাধারণ নাম—ক্লোরাইড অফ পটাশ।

সংক্ষিপ্ত নাম—কেলি মিউর (kali mur.)।

প্রস্তুত পদ্ধতি—পটাশিয়াম ক্লোরাইড হইতে দুগ্ধশর্করা সহযোগে চূর্ণ প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া—অণ্ডলালিক পদার্থের সহিত মিশ্রিত হইয়া ইহা শরীরস্থ ফাইব্রিন নামক পদার্থ সৃষ্টি করিয়া থাকে। রক্তে এই ফাইব্রিন যথেষ্ট পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। রক্তে এই লাবণিক পদার্থের অভাব হইলে ফাইব্রিন বা সৌত্রিক পদার্থ রক্তস্রোত হইতে বাহির হইতে চেষ্টা করে—কখনও বা স্থানবিশেষে অবরুদ্ধ হয়। সর্বপ্রকার প্রাদাহিক পীড়ায় ক্ষতের স্রাবেই ইহার অস্তিত্ব পরিদৃষ্ট হয়। রক্তের ভিতর যেরূপ এই পদার্থ নিহিত আছে—স্নায়ু, কোষ, পেশী ইত্যাদির মধ্যস্থ তরল পদার্থসমূহেও ইহা বিদ্যমান আছে। শরীর হইতে যখন রস বা রক্ত নির্গত হয়, তখন উহা তরল অবস্থায় থাকে এবং ফাইব্রিন বা সৌত্রিক পদার্থ তাহাতে দ্রবীভূতাবস্থায় থাকে। কিন্তু জমাট বাঁধিয়া গেলে উহা হইতে ছানা ও অণ্ডলালাবৎ পদার্থ বিশ্লেষণ করিয়া লইলে সৌত্রিক পদার্থ স্পষ্ট দৃষ্ট হয়। ক্লোরাইড অফ পটাস অক্সিজেনের সাহায্যে শরীরস্থ অণ্ডলালা নামক পদার্থ হইতে ফাইব্রিন প্রস্তুত করিয়া থাকে। ফেরামের দ্বারা যেমন রক্তে অক্সিজেনের চলাচল ক্রিয়া সাধিত হয় এবং ইহার অভাব হইলে শরীরে অক্সিজেনের অভাব হয়, তদ্রূপ উক্ত ফাইব্রিন নির্গত হইয়া গেলেও অক্সিজেনের অভাব হইয়া থাকে। ফেরাম ফস ও কেলি মিউরের ভিতর এই প্রকার সাদৃশ্য বর্তমান থাকার জন্য সর্বপ্রকার পীড়ার

প্রাদাহিক অবস্থায় অনেক সময় উভয় ঔষধ পর্যায়ক্রমে দিবার প্রয়োজন হয়। ফেরাম ফস যেরূপ প্রাদাহিক পীড়ার প্রথমাবস্থায় উপযোগী, কেলি মিউরও তদ্রূপ প্রাদাহিক পীড়ার দ্বিতীয় অবস্থায় উপযোগী।

পাংশু বা শ্বেতবর্ণ ময়লাযুক্ত জিহ্বা কেলি মিউরের অভাব-জ্ঞাপক উৎকৃষ্ট লক্ষণ। যে কোন স্থান হইতেই স্রাব নিঃসৃত হউক না কেন, যদি ঐ স্রাব গাঢ় শ্বেতবর্ণ, আঠাযুক্ত ও সৌত্রিক পদার্থযুক্ত হয়, তাহা হইলে বিশেষ ফলপ্রদ। চর্ম হইতে ময়দার গুঁড়ার ন্যায় পদার্থ উঠিলে এই ঔষধের বিষয় স্মরণ করা কর্তব্য। ডিফথিরিয়া, আমাশয়, উদরাময়, সর্দি, কাশি, নিউমোনিয়া ইত্যাদি যে কোন পীড়ায় উক্ত প্রকার জিহ্বা ও স্রাব নিঃসরণ হইলে উপকারী। সর্বপ্রকার গ্রন্থির কোমল স্ফীতি ও প্রদাহিত স্থানের রসসঞ্চয়বশতঃ স্ফীতি জন্মিলে।

কোন স্থানে উত্তাপ লাগিলে ফোস্‌কা পড়ে, কেন না উত্তাপবশতঃ সৌত্রিক পদার্থ বিনষ্ট হয়। কেলি মিউর প্রয়োগ করিলে নূতন সৌত্রিক পদার্থ সৃষ্টি করিয়া ফোস্‌কা পড়া আরোগ্য হয়।

যকৃতের উপর এই ঔষধের তীব্র ক্রিয়া দৃষ্ট হয়।

পরিচায়ক লক্ষণ (characteristic symptoms)

১। সর্বপ্রকার প্রাদাহিক পীড়ার দ্বিতীয়াবস্থায় যখন প্রদাহিত স্থান স্ফীত এবং নিঃসৃত স্রাবের বর্ণ গাঢ় শ্বেত বা আঠাল ও সৌত্রিক পদার্থযুক্ত হয়, তখন ইহা অত্যুৎকৃষ্ট।

২। যে সমস্ত পীড়ায় জিহ্বা শ্বেত বা পাংশুবর্ণ ময়লা দ্বারা আবৃত থাকিবে।

৩। মস্তিষ্কাবরক-ঝিল্লীপ্রদাহ (meningitis) ও মস্তিষ্কে জল-সঞ্চয় (hydrocephalus) রোগে প্রদাহের দ্বিতীয়াবস্থায় রসসঞ্চয় হইবার পূর্বে প্রদত্ত হইলে যেরূপ জল জমে না, আবার জল

জমিয়া গেলেও তদ্রূপ এই ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা জল শোষিত হইয়া যায়।

৪। সর্বপ্রকার চক্ষুপীড়ায় ১ম লক্ষণে বর্ণিত স্রাব থাকিলে। কর্নিয়ায় ফোস্‌কা পড়ে।

৫। কোমল ছানি ও আঘাত লাগাবশতঃ ছানিতে ইহা উৎকৃষ্ট।

৬। কর্ণের বেদনা সহ কর্ণমূল স্ফীত এবং তৎসহ ১ম ও ২য় লক্ষণে বর্ণিত লক্ষণ থাকিলে।

৭। মধ্যকর্ণ বা ইউষ্টেসিয়ান টিউবের সর্দি ও স্ফীতিবশতঃ বধিরতায় এই ঔষধ নির্দিষ্ট। এই সঙ্গে ১ম ও ২য় লক্ষণে বর্ণিত লক্ষণ থাকিলে।

৮। ইহা ডিফথিরিয়া রোগের প্রধান ঔষধ। টনসিল প্রদাহেও উত্তম। কেলি মিউর নির্দিষ্ট জিহ্বার বর্ণ (২য় লক্ষণ) থাকিলে ফেরাম ফসের সহিত পর্যায়ক্রমে।

৯। অজীর্ণ পীড়ায় জিহ্বার লক্ষণের সহিত সাদৃশ্য থাকিলে। তৈলাক্ত দ্রব্য ও গুরুপাক খাদ্য সহ্য হয় না।

১০। সর্বপ্রকার যকৃৎপীড়ায় জিহ্বার বর্ণের সহিত সাদৃশ্য (২য় লক্ষণ দ্রষ্টব্য) থাকিলে। কোষ্ঠবদ্ধ এবং শাদা বা ফ্যাকাশে মল দৃষ্ট হইলে। প্রস্রাবের সহিত শ্বেতবর্ণের তলানি পড়ে। যকৃৎ প্রদাহের দ্বিতীয়াবস্থায়। দক্ষিণ স্কন্ধে বেদনা।

১১। তৈলাক্ত বা গুরুপাক দ্রব্য ভক্ষণজনিত উদরাময়। পিত্ত-স্রাবের অল্পতাবশতঃ শাদা, ফ্যাকাশে, কর্দমবৎ ও হরিদ্রাভ তরল মলত্যাগ।

১২। রক্তামাশয় রোগের প্রধান ঔষধ। উদরে কর্তনবৎ তীব্র বেদনা। অত্যন্ত কুন্থন সহ পুনঃপুনঃ মলত্যাগ। কেবল রক্ত অথবা শ্বেতবর্ণের শ্লেষ্মা ভেদ।

১৩। যে কোন পীড়াই হউক না কেন, যদি বমনে চাপ চাপ কাল রক্ত অথবা গাঢ় শ্বেতবর্ণের শ্লেষ্মা নির্গত হয়। জিহ্বা শ্বেত, অথবা পাংশুটে।

১৪। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্বেতবর্ণের সূত্রবৎ কৃমি ও তজ্জনিত গুহ্যদ্বার চুলকানি (নেট্রাম ফস সহ পর্যায়ক্রমে)।

১৫। ইহাই প্রমেহপীড়ার প্রধান ঔষধ (নেট্রাম ফস)। ১ম লক্ষণে বর্ণিত লক্ষণ থাকিলে যাবতীয় মূত্রপীড়ায় ব্যবহার্য। প্রমেহপীড়ায় হঠাৎ স্রাব রুদ্ধ হইয়া অণ্ডকোষ প্রদাহিত হইলে।

১৬। সফট শ্যাঙ্কার পীড়ার প্রধান ঔষধ। ১ম লক্ষণে বর্ণিত লক্ষণ থাকিলে। বাগী কোমল ও স্ফীত হইলে।

১৭। সর্বস্থানের গ্রন্থিপীড়ায় যে পর্যন্ত গ্রন্থিসমূহ প্রস্তরবৎ কঠিন না হয়।

১৮। হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগা বা জলে ভিজিবার জন্য ঋতুবন্ধ। ঠাণ্ডা লাগিয়া কষ্টরজঃ পীড়া। ঋতুর রক্ত কালচে লাল অথবা কাল চাপ চাপ রক্ত। অধিক বিলম্বে অথবা শীঘ্র শীঘ্র ঋতুস্রাব।

১৯। শ্বেতপ্রদরের ১ম লক্ষণে বর্ণিত লক্ষণ থাকিলে।

২০। সূতিকা জ্বর ও দুগ্ধজ্বরের প্রধান ঔষধ। প্রথম হইতেই ২।১ মাত্রা করিয়া ব্যবহার করিলে কোনও কুফল হয় না।

২১। স্ফোটক, ব্রণ, কার্বাঙ্কল, এরিসিপেলাস, আঙ্গুলহাড়া ইত্যাদি পীড়ায় প্রদাহের দ্বিতীয়াবস্থায় যখন প্রদাহিত স্থানে রস জমিয়া স্ফীত হয়।

২২। ইহাই ঘুংড়ি (croup) ও হুপিং কাশির প্রধান ঔষধ (আক্ষেপিক হইলে ম্যাগ-ফসই প্রধান ঔষধ)। এই ঔষধ প্রয়োগ করিলে গলমধ্যে সূত্রবৎ শ্লেষ্মা সঞ্চিত হইতে পারে না।

২৩। পাকস্থলী অথবা যকৃৎ বিকৃতিবশতঃ হাঁপানি। জিহ্বা শ্বেতবর্ণ এবং শ্বেতবর্ণের আঠাল চটচটে শ্লেষ্মা অতি কষ্টে কাশিয়া ফেলিতে হয়।

২৪। বায়ুনলী ও শ্বাসনলী সংক্রান্ত যাবতীয় কাশির দ্বিতীয়াবস্থায়

১ম লক্ষণে বর্ণিত শ্লেষ্মা নিঃসরণ ও ২য় লক্ষণে বর্ণিত জিহ্বার বর্ণ থাকিলে। অতিশয় কষ্টকর ও খুকখুকে কাশি (ফেরাম ফস সহ পর্যায়ক্রমে)।

২৫। হৃৎপিণ্ডের আবরক-ঝিল্লীপ্রদাহের দ্বিতীয়াবস্থায় অতি উৎকৃষ্ট।

২৬। বাতজ্বর সহ আক্রান্ত স্থানে রসাদি সঞ্চিত হইয়া স্ফীত ও বেদনাযুক্ত হইলে। তরুণ পীড়ায় অধিক বেদনা হইলে। ফেরাম ফস সহ পর্যায়ক্রমে। বাতাক্রান্ত স্থান সঞ্চালনে, রাত্রিকালে এবং শয্যার উত্তাপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। ঘাড় হইতে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত বিদ্যুদ্বৎ বেদনা।

২৭। একজিমা বা বিখাউজে ১ম লক্ষণে বর্ণিত লক্ষণ থাকিলে উৎকৃষ্ট। ক্ষতস্থান হইতে ময়দার গুঁড়ার ন্যায় শুষ্ক শ্বেতবর্ণের চূর্ণ বাহির হয়। ফোস্‌কার ন্যায় একজিমা।

২৮। বয়ঃব্রণে (acne) শাদা ভাতের ন্যায় পদার্থ বাহির হইলে।

২৯। খারাপ বীজে টিকা দেওয়ার কুফলতাবশতঃ যে কোন প্রকার চর্মপীড়া। ফোস্‌কাযুক্ত বিসর্প।

৩০। প্লেগের প্রধান ঔষধ, বিশেষতঃ স্ফীতি বর্তমানে।

৩১। সকল প্রকার বসন্ত পীড়ার প্রধান ঔষধ। প্রথমাবস্থায় এই ঔষধ ব্যবহৃত হইলে কোন প্রকার কুফল না হইয়াই পীড়া আরোগ্য হয়।

৩২। হামের দ্বিতীয়াবস্থায় প্রধান ঔষধ। হামের পরবর্তী কুফল-জনিত শাদা বা ফ্যাকাশে রংয়ের উদরাময়, বধিরতা, কাশি অথবা কোন গ্রন্থি স্ফীত হইলে।

৩৩। যকৃৎ, মূত্রযন্ত্র ও হৃৎপিণ্ডের বিকৃতিবশতঃ শোথ। শোথাক্রান্ত স্থান উজ্জ্বল শ্বেতবর্ণ। শোথের জল, জিহ্বার ও প্রস্রাবের বর্ণ শ্বেত।

৩৪। কোন স্থানে আঘাত লাগা, মচকাইয়া যাওয়া অথবা কাটিয়া যাইবার দ্বিতীয়াবস্থায় যখন আক্রান্ত স্থানে রস ও রক্তাদি জমিয়া স্ফীত হয়।

৩৫। কোন স্থান দগ্ধ হইবার দ্বিতীয়াবস্থায় যখন ফোস্‌কা পড়ে, তখন উৎকৃষ্ট।

৩৬। ইহা মৃগীরোগের প্রায় অমোঘ ঔষধ। চর্মরোগাদি বসিয়া যাইবার ফলে পীড়ার উদ্ভব। পুনরাক্রমণের গতিরোধ করিবার জন্য আক্রমণান্তে সেব্য। লোকিয়া স্রাব বন্ধ হইয়া সূতিকাবস্থায় ধনুষ্টঙ্কার।

৩৭। টাইফয়েড জ্বরের প্রধান ঔষধ (প্রথমাবস্থায় ফেরাম ফস সহ পর্যায়ক্রমে)। জিহ্বা শ্বেত বা কটাবর্ণের লেপাবৃত। পাতলা, হরিদ্রাভ, ফ্যাকাশে বা শাদাটে মলস্রাব।

৩৮। সর্বপ্রকার জ্বরের দ্বিতীয়াবস্থায় জিহ্বার লক্ষণ থাকিলে। প্রায়ই পুরাতন রোগীদের যকৃতাদির বিকৃতি থাকিলে ব্যবহৃত হয়। তরুণ জ্বরে বড় একটা প্রয়োজন হয় না। ইহাই আরক্ত জ্বরের প্রধান ঔষধ।

তৈলাক্ত ও গুরুপাক দ্রব্য ভক্ষণে যাবতীয় পেটের পীড়ার উৎপত্তি বা বৃদ্ধি। সর্বপ্রকার বেদনারই সঞ্চালনে বৃদ্ধি। বাতব্যাধি শয্যার উত্তাপেও বৃদ্ধি হয়।

বিশেষত্ব (peculiarity)—সর্বপ্রকার প্রাদাহিক পীড়ার দ্বিতীয়াবস্থায় যখন প্রদাহিত স্থান স্ফীত হয় এবং যে সকল শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী হইতে শ্বেতবর্ণ, সৌত্রিক আঠাল প্রকৃতির স্রাব নিঃসৃত হয়, তাহাতে ইহা অব্যর্থ। জিহ্বা শ্বেত বা পাংশুবর্ণ লেপ দ্বারা আবৃত হওয়া ইহাতে সুনির্দিষ্ট এবং যে পীড়ায় এই প্রকার জিহ্বা লক্ষণ থাকিবে, তাহাতে এই ঔষধ প্রয়োগ করিলে কখনও নিষ্ফল হইবে না। চর্মে ফোস্‌কা পড়া ইহার আর একটি বিশেষত্ব। সর্বপ্রকার পীড়াতেই সঞ্চালনে বৃদ্ধি ইহার সিদ্ধিপ্রদ লক্ষণ। এই সংক্ষিপ্ত বিশেষত্বটুকু যত্নপূর্বক স্মরণ করিয়া রাখিলে যাবতীয় পীড়াই সহজে চিকিৎসা করা যাইবে।

মানসিক লক্ষণ (mental symptoms)—এই ঔষধের মানসিক লক্ষণ উল্লেখযোগ্য নহে। তবে রোগীর অনাহারে থাকিবার ভয় থাকে।

শিরঃপীড়া (headache)—যকৃতের ক্রিয়াবৈষম্যজনিত শিরঃপীড়া এবং তৎসহ ক্ষুধামান্দ্য ও কোষ্ঠবদ্ধ থাকে। জিহ্বা শ্বেত বা পাংশুটে ময়লা দ্বারা আবৃত। শ্বেতবর্ণ শ্লেষ্মা বমন।

মস্তিষ্কাবরক-ঝিল্লী প্রদাহ (meningitis)—প্রদাহের দ্বিতীয়াবস্থায় রসক্ষরণ হইবার পূর্বে প্রদত্ত হইলে আর স্রাব নির্গত হয় না। চক্ষুতারকা বিস্তৃত হইলে স্রাব নিঃসরণ হইতেছে বুঝা যায়—এই অবস্থায় কেলি মিউর ব্যবহারে ভাল ফল পাওয়া যায়। প্রথম হইতেই উচ্চ গাত্রোত্তাপ ইত্যাদি থাকিলে ফেরাম ফসের সহিত পর্যায়ক্রমে ব্যবহার করিলে যদি রসক্ষরণের পূর্বে হয়, তাহা হইলে রস জন্মে না এবং রসক্ষরণ আরম্ভ হইলেও ইহার ব্যবহারে সমস্ত রস শোষিত হইয়া যায়। জিহ্বা শ্বেত বা পাংশুটে লেপাবৃত।

মস্তিষ্কে জলসঞ্চয় (hydrocephalus)—যাবতীয় লক্ষণ পূর্ববর্ণিত "মস্তিষ্কাবরক-ঝিল্লী প্রদাহের" ন্যায়।

চক্ষুরোগসমূহ (diseases of the eye)—বাইওকেমিক মতে সর্বপ্রকার চক্ষু-চিকিৎসা একই প্রকার বলিয়া একসঙ্গে লিখিত হইল। যে কোন প্রকার চক্ষুরোগই হউক না কেন, যদি চক্ষু হইতে **গাঢ় শ্বেতবর্ণ** বা ঈষৎ হরিদ্রাবর্ণ পুঁজস্রাব নিঃসৃত হয়, তাহা হইলে ইহা 'অব্যর্থ। হরিদ্রাভ সবুজ পুঁজ নির্গত হইলে কেলি সালফ সহ পর্যায়ক্রমে। হরিদ্রাবর্ণের পুঁজ কেলি সালফ ছাড়াও এই ঔষধের লক্ষণ। চক্ষুপত্রে সূত্রবৎ লম্বা পুঁজ জমিয়া থাকে। চক্ষে প্রথমে ফোস্কার ন্যায় ক্ষত হয় এবং পরে বিস্তৃত (অগভীর) ক্ষতে পরিণত হয়। কর্নিয়ায় ফোস্কা। মনে হয় যেন চক্ষুতে বালু পড়িয়াছে (ফেরাম ফস সহ

পর্যায়ক্রমে); আইরিস ও রেটিনায় প্রদাহের দ্বিতীয়াবস্থায় যখন পূর্বোক্তরূপ স্রাব নিঃসৃত হয়। চক্ষুর নানাপ্রকার পীড়ায় চক্ষু লাল হওয়া লক্ষণ ইহাতে দৃষ্ট হয় না। গ্র্যানুলার আইলিড (granular eyelid) পীড়ায় এই ঔষধ উৎকৃষ্ট। পীড়া অধিক পুরাতন হইলে ক্যাল্ক-সালফ ভাল। শক্তি—১২x, পুরাতন হইলে—২৪x।

ছানি (cataract)—**কোমল ছানি ও আঘাত লাগাবশতঃ ছানিতে ইহা বিশেষ উপকারী।** ক্যাল্ক-ফ্লুওর ব্যবহারের পর অধিক কার্যকরী।

কর্ণরোগসমূহ (diseases of the ear)—কর্ণবেদনা সহ গ্রন্থির স্ফীতি এবং তৎসহ জিহ্বায় **শ্বেতবর্ণ বা পাংশুটে লেপ।** মধ্যকর্ণের মধ্যে বা ইউষ্টেসিয়ান টিউবে সর্দি ও স্ফীতি। খাদ্যদ্রব্য গলাধঃকরণ করিতে গেলে, নাক ঝাড়িতে গেলে, জোরে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস ফেলিলে কর্ণমধ্যে করকর শব্দ হয়। কর্ণমূলের স্ফীতি। কর্ণে নানা-প্রকার শব্দ সহ **শাদা, ময়লাটে শাদা ও হরিদ্রাবর্ণের স্রাব নিঃসরণ।** ইউষ্টেসিয়ান টিউবের উপর এই ঔষধের কার্যকরী শক্তি অত্যধিক। শক্তি—৩x।

বধিরতা (deafness)—মধ্যকর্ণের পুরাতন সর্দিবশতঃ বধিরতায় এই ঔষধ বড় একটা বিফল যায় না। ইউষ্টেসিয়ান টিউবে বা মধ্যকর্ণের ভিতরটা স্ফীত হওয়ার জন্য বধিরতা। কানের বাহিরের স্ফীতিবশতঃ বধিরতা। গলরোগের জন্য বধিরতা। **গাঢ় শ্বেতবর্ণের কর্ণস্রাব** ইহার নির্বাচক লক্ষণ। জিহ্বা শ্বেত বা পাংশুটেবর্ণের ময়লা দ্বারা আবৃত। কর্ণস্রাবের প্রথম হইতে এই ঔষধ ব্যবহৃত হইলে বধিরতা উৎপন্ন হইতে পারে না। শক্তি—৩x।

সর্দি (coryza)—সর্দির দ্বিতীয়াবস্থায় যখন নাসিকা হইতে **গাঢ় অস্বচ্ছ শ্বেতবর্ণের শ্লেষ্মাস্রাব নিঃসৃত হয়। জিহ্বা শ্বেত,**

বা পাংশুটে ময়লা দ্বারা আবৃত। মস্তক ভার, নাসিকা বন্ধ, শুষ্ক সর্দিবশতঃ নাসিকা হইতে কোন প্রকার স্রাবই নিঃসৃত হয় না। শুষ্ক কঠিন শ্লেষ্মার জন্য জোরে জোরে নাক ঝাড়িয়া ফেলিতে হয়; কেন না উহা তালুতে বদ্ধ হইয়া থাকে।

মুখক্ষত (aphthæ)—শিশুদের জিহ্বায়, ঠোঁটে ও মুখের মধ্যে **শ্বেতবর্ণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষতে** ইহা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। লালাস্রাব থাকিলে নেট্রাম মিউর সহ পর্যায়ক্রমে। অ্যাফথাস (aphthous), মেমব্রেনাস (membranous), প্যারাসাইটিক (parasitic) ও আলসারেটিভ (ulcerative) নামক মুখরোগে কেলি মিউরই প্রধান ঔষধ। ঐসবে মুখমধ্যে শ্বেতবর্ণের ক্ষত হয়। দন্তমাঢ়ী স্ফীত হয়।

দন্তস্ফোটক (gum-boil)—দন্তমাঢ়ী স্ফীত হইলেই এই ঔষধ প্রয়োগ বিহিত; কেন না এই ঔষধের দ্বারা স্ফীতি অতি শীঘ্র হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। মাঢ়ী স্ফীতিবশতঃ দন্তবেদনা। দন্তমাঢ়ীর স্ফীতিতে পুঁজোৎপত্তির পুর্বে প্রদত্ত হইলে (ফেরাম ফস) আর পুঁজ হয় না; কিন্তু বিলম্ব হইলে অর্থাৎ পুঁজোৎপত্তি হইলে সাইলিসিয়া সহ পর্যায়ক্রমে ব্যবহার করিতে হয়। জিহ্বা শ্বেত বা পাংশুটে বর্ণের ময়লা দ্বারা আবৃত হয়।

টনসিল প্রদাহ (tonsillitis)—তরুণ ও পুরাতন উভয় প্রকার টনসিল প্রদাহে ইহা ব্যবহৃত হয়। যখন টনসিল **স্ফীত** হয়, তখন ইহা অতি উৎকৃষ্ট। জিহ্বার ন্যায় টনসিলের উপরেও **শ্বেত বা পাংশুটে বর্ণের** লেপ দৃষ্ট হয়। গিলিতে অতিশয় কষ্ট, তরল দ্রব্য গিলিতেও অত্যন্ত ক্লেশ অনুভূত হয়। টনসিল স্ফীত হইলে শ্বাসপ্রশ্বাসেও কষ্ট হয়। ইহার দ্বারা পুঁজোৎপত্তি নিবারিত হয়। প্রদাহ বর্তমানে প্রথমাবধি ফেরাম ফস সহ পর্যায়ক্রমে ব্যবহার করিলে সত্বর যাবতীয় যন্ত্রণার শান্তি হয়।

রোগী-বিবরণ—(১) গত ৭।১১।৫২ তারিখে কলিকাতা খিদিরপুর নিবাসী জনৈক এস-বি ইনসপেক্টারের ৭।৮ বৎসর বয়স্ক পুত্রের চিকিৎসা আরম্ভ করি। প্রায় এক সপ্তাহ ভুগিবার পর রোগীকে আমার চিকিৎসাধীনে রাখা হয়। জ্বরের উত্তাপ ১০৩ ডিগ্রী (বগলে), সামান্যই নামে, জিহ্বা পুরু সাদা ক্লেদাবৃত, পিপাসা নাই, কোষ্ঠবদ্ধ, অস্থিরতা নাই, উভয় পার্শ্বের গলা অনেকখানি স্ফীত হইয়াছে, টনসিল দুইটি এত স্ফীত হইয়া পড়িয়াছে যে, উভয় টনসিল যেন পরস্পর স্পর্শ করিয়া গলার ভিতর সম্পূর্ণ বন্ধ হইয়া যাইবার উপক্রম করিয়াছে এবং উহার ফলে নিঃশ্বাসে বেশ কষ্ট হইতেছে। উভয় বক্ষে শ্লেষ্মার শব্দ—ব্রঙ্কাইটিস, চক্ষু ঈষৎ লালবর্ণ, কিন্তু শিঃরপীড়া নাই। টনসিলপ্রদাহের যে অবস্থা দেখিলাম, তাহাতে উহা অবিলম্বে হ্রাস করা প্রয়োজন বলিয়া মনে হইল। কারণ এখন হইতেই উহার ফলে শ্বাসকষ্ট দেখা যাইতেছে। হোমিওপ্যাথিক মতে এমন কোন ঔষধ মনে হইল না, যাহা প্রয়োগ করিলে অবিলম্বে উপসর্গগুলি হ্রাস প্রাপ্ত হয়। আমি **ফেরাম ফস** ৬x ও **কেলি মিউর** ৬x পর্যায়ক্রমে তিন মাত্রা হিসাবে ৬ মাত্রা প্রয়োগ করিলাম।

৮।১১ তারিখে সংবাদ পাইলাম যে, টনসিল প্রায় অর্ধেক কমিয়া গিয়াছে, কিন্তু অন্যান্য উপসর্গ পূর্ববৎ। ঐ ঔষধই পর্যায়ক্রমে দৈনিক দুই মাত্রা হিসাবে চার মাত্রা দুই দিনের জন্য ব্যবস্থা করিলাম।

১০।১১ তারিখে সংবাদ পাইলাম যে, টনসিল ও গলার ফোলা প্রায় নাই। জিহ্বার সাদা লেপ অনেক পাতলা হইয়াছে। বাহ্যে হইয়াছে এবং জ্বরও কিছু কমিয়াছে। আর তিন দিন ঔষধ প্রয়োগে রোগীর যাবতীয় উপসর্গ দূরীভূত হইয়া যায়। এত দ্রুত আরোগ্য আমি কিন্তু আশা করি নাই।

(২) ৩১।৮।৫৩ তারিখের সন্ধ্যায় দক্ষিণ-কলিকাতাস্থ টালিগঞ্জ অঞ্চলের শ্রীনৃত্যগোপাল ঘোষের স্ত্রীর চিকিৎসার জন্য আহুত হইলাম।

রোগিনী অদ্য দ্বিপ্রহর হইতে কষ্টকর গলাবেদনা সহ ১০৩ ডিগ্রী জ্বরে আক্রান্ত হইয়াছেন। জনৈক অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসককে দেখান হয়। তিনি দক্ষিণ টনসিল 'সেপটিক' হইয়াছে এবং পাকিয়া উহার ভিতর পুঁজ জন্মিয়াছে বলেন। রোগিনীর বাড়ীতে বরাবরই অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা চলিলেও কয়েক মাস হইতে আমি ঐ পরিবারে চিকিৎসা করিতেছি। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় দ্রুত আরোগ্য হইবে বলিয়া বিশ্বাস জন্মিয়াছে। রোগিনী অত্যন্ত ভীতা হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন যে, এত বড় ব্যাধি হোমিওপ্যাথিক ঔষধে আরোগ্য হইবে কি না? আমি তাঁহাকে অভয় দিয়া লক্ষণ সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলাম। কিন্তু উল্লেখযোগ্য লক্ষণ বিশেষ পাওয়া গেল না। টনসিল প্রকৃতপক্ষে পাকে নাই দেখিলাম। টনসিল স্ফীত ও উহার চতুষ্পার্শ্বে সাদা লেপ পড়িয়াছে। মুখে দুর্গন্ধ আছে। রোগিনী যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারিতেছেন। চুপচাপ পড়িয়া থাকা স্বভাব। পিপাসা নাই। কয়েক বৎসর পূর্ব হইতেই উভয় টনসিলের বিবৃদ্ধি রহিয়াছে। আমি **মার্ক-প্রটো-আ** ২০০ একমাত্রা প্রয়োগ করিলাম।

১।৯।৫৩—বেদনা খুব কম হইয়াছে। জ্বর অদ্য ৯৮'৪ ডিগ্রী। জিহ্বা সাদা লেপাবৃত। আমি কোন ঔষধ দিলাম না।

২।৯—গতকল্য বৈকাল হইতে জ্বর কিছু বৃদ্ধি হইয়াছে এবং বাম পার্শ্বের টনসিলও আক্রান্ত হইয়াছে। তবে পূর্বের ন্যায় অত্যধিক কষ্টকর নহে। আমি নিশ্চিন্ত এবং উৎকৃষ্ট ফলের আশায় **ফেরাম ফস** ৬x ও **কেলি মিউর** ৬x প্রত্যেক ঔষধ ৩ মাত্রা করিয়া ৬ মাত্রা পর্যায়ক্রমে ব্যবহার করিতে বলিয়া দিলাম। পরের দিন সর্ববিষয়ে উপশম দেখা যায়। ঐ ঔষধ চারি মাত্রা করিয়া আরও দুইদিন প্রয়োগেই রোগিনী সম্পূর্ণভাবে সুস্থ হন। পরে আর ঔষধ দিতে হয় নাই।

ডিফথিরিয়া (diphtheria)—ইহা ডিফথিরিয়া পীড়ার প্রধান

ও একমাত্র ঔষধ। **জর বিদ্যমানে প্রথমাবধি ফেরাম ফসের সহিত এই ঔষধ পর্যায়ক্রমে ব্যবহার করিলে প্রায় প্রত্যেক রোগীই আরোগ্যলাভ করে।** ইহার ব্যবহারে সৌত্রিক (fibrinous) কৃত্রিম শ্লেষ্মাখণ্ড (false membrane) দূরীভূত হইয়া যায়। **গলার বিভিন্ন স্থানে শ্বেতবর্ণের ক্ষত এবং জিহ্বা, টনসিল ইত্যাদির উপর শ্বেত বা পাংশুটে বর্ণের লেপ পড়ে।** "টনসিলের প্রদাহ" অধ্যায়ও দ্রষ্টব্য। সেবনের সঙ্গে সঙ্গে এই ঔষধের ৩x চূর্ণ অর্ধ সের উষ্ণ জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া কুল্লি করা কর্তব্য। শক্তি—৬x।

যাবতীয় গলনলীর রোগে জিহ্বায় ও আক্রান্ত স্থানে **শ্বেতবর্ণের লেপ** ইহার প্রয়োগ লক্ষণ। ইহা প্রদাহের দ্বিতীয়াবস্থার ঔষধ। বাহ্যপ্রয়োগ না করিয়া ৬x শক্তির দ্বারা উপর্যুক্ত লক্ষণ দৃষ্টে গ্রন্থকার বহু স্থলে ফেরাম ফস ও কেলি মিউর পর্যায়ক্রমে ব্যবহার করিয়া মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই অত্যাশ্চর্য ফললাভ করিয়াছেন।

রোগী-বিবরণ—(১) সম্ভবতঃ ইং ১৯৩৩ সালের ঘটনা। পাবনা জেলার খাড়ুয়া গ্রামের শ্রীব্রজদাসের স্ত্রীর ডিফথিরিয়া হয় এবং স্থানীয় অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসকেরা সেই দিনই সন্ধ্যার সময় রোগিনীর অবস্থা সঙ্কটাপন্ন বলিয়া রোগিনীকে পরিত্যাগ করেন। তাঁহারা বলেন যে, হয় শহর হইতে একজন বড় ডাক্তার আনা হউক, অথবা বিজয়বাবুর নিকট যাওয়া হউক; কারণ তিনি অনেক দুরারোগ্য কঠিন রোগীর চিকিৎসা করিয়া থাকেন শুনি। কিন্তু রাত্রে আমি কোথাও রোগী দেখিতে বাহির হই না বলিয়া, তাঁহারা নিকটবর্তী গ্রামের কয়েকজন ভদ্রলোকের নিকট হইতে অনুরোধ পত্র আনিয়া আমাকে দেখিতে যাইবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করেন। রোগিনীর অবস্থা অতিশয় শোচনীয় শুনিয়া আমি যাইতে স্বীকৃত হই। রাত্রি তখন ১১টা। আমি গিয়া নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি সংগ্রহ করিলাম।

রোগিনী প্রৌঢ়া, ৬।৭ সন্তানের জননী, কিন্তু দেখিলে অল্পবয়স্কা বলিয়া মনে হয়। সমগ্র মুখমণ্ডল অস্বাভাবিকভাবে স্ফীত হইয়াছে—ওষ্ঠ ফুলিয়া যাওয়ায় জিহ্বা দেখা কষ্টকর। অবিরত লালা নির্গত হইতেছে, মুখে দুর্গন্ধ, জলপিপাসা—কিন্তু পান করিবার উপায় নাই, কথা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ, শ্বাসকষ্টের জন্য অতিশয় অস্থির, কেবল পা ধরিবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিতেছে, উচ্চ গাত্রোত্তাপ, জিহ্বা এবং টনসিল ইত্যাদি শ্বেতবর্ণের ক্ষতে আবৃত এবং মধ্যে মধ্যে চক্ষু হইতে জল গড়াইয়া পড়িতেছে, শয়নে অক্ষম।

আমি **কেলি মিউর** ৬x ও **ফেরাম ফস** ৬x প্রতি ১ ঘণ্টা অন্তর পর্যায়ক্রমে ঈষদুষ্ণ জলের সহিত সেবন করিতে বলিয়া চলিয়া আসিলাম। রোগিনী নিদ্রিত হইলে ঔষধ সেবন বন্ধ থাকিবে।

পরদিবস প্রাতঃকালে রোগিনীর অবস্থা অতিশয় শোচনীয় হইয়া পড়িলে অপরাপর চিকিৎসকেরা রোগিনীর জীবনের আশা নাই বলিলেন এবং প্রতিবেশীরা আসিয়া গৃহ ভরিয়া ফেলিল। প্রত্যেকেই একটা সঙ্কট মুহূর্তের আশঙ্কা করিতেছিলেন। চিকিৎসকেরা বায়ুনলীতে (trachea or windpipe) অস্ত্রোপচারের বিষয় আলোচনা করিতেছিলেন। ইতিমধ্যে আমাকে কল (call) দেওয়ায় আমি বেলা প্রায় ৯টার সময় গিয়া উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম রোগিনীকে বারান্দায় নামান হইয়াছে এবং রোগিনীর মৃত্যুর আর বেশী দেরী নাই বলিয়া সকলে মনে করিতেছেন। আমিও রোগিনীকে পরীক্ষা করিয়া হতাশ হইলাম। নাড়ী অতিশয় দুর্বল; কিন্তু আশা হইল যখন শুনিলাম যে, আমার প্রদত্ত ঔষধ ২।১ মাত্রা সেবন করিতেই রোগিনী নিদ্রিত হইয়া পড়ায় বাড়ীর সকলেই নিদ্রিত হইয়া পড়েন। রোগিনী জাগরিতা হইলেও তাঁহারা জাগেন নাই এবং তাহার পর হইতেই তাঁহারা এই প্রকার অবস্থা দেখিতেছেন। এখন আর ঔষধ সেবনের উপায় নাই, কারণ জিহ্বা ও মুখ এত ফুলিয়া

গিয়াছে যে, ঔষধ মুখে দেওয়া অসম্ভব। রোগিনীর স্বামী রোগিনীকে অনাবশ্যক কষ্ট দিয়া ঔষধ সেবন করাইতে আপত্তি করিলেন। এই অবস্থায় আমি "যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ" এই মহাবাক্য সকলকে শুনাইয়া, পর্যায়ক্রমে **কেলি মিউর** ৬x ও **ফেরাম ফস** ৬x প্রথমে এক ঘণ্টার মধ্যে ২ বার এবং পরে প্রতি ১ ঘণ্টা অন্তর চামচের হাতলের উপর রাখিয়া জিহ্বার উপর রাখিতে ও ৬।৭ ঘণ্টা পরে সংবাদ দিতে বলিলাম। আশ্চর্য পরিবর্তন। দুই মাত্রা ঔষধ সেবনের পরই রোগিনী নিজেই ঔষধ খাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বেলা ৩টার সময় পান খাওয়া যায় কিনা জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। আরও ২।১ মাত্রা **কেলি মিউর** দিয়া পাঠাইলাম এবং রোগিনী সম্পূর্ণ সুস্থ হইলেন।

পরের দিন। আমাকে লইবার জন্য লোক আসিল। রোগিনী ভাল হইয়া যাওয়ায় আমি যাইতে অস্বীকার করিলাম। কিন্তু লোকটি নিতান্ত নাছোড়বান্দা—যাইতেই হইল। বাড়ীতে গেলে রোগিনীর স্বামী বলিলেন যে, তাঁহার স্ত্রীর জীবনরক্ষা হওয়ায় তিনি কিছু অর্থ আমাকে দিতে চাহেন। কারণ স্ত্রীর মৃত্যু হইলে পাঁচটি ছেলে মেয়ে সহ সংসারধর্ম পালন করা তাঁহার পক্ষে নিতান্ত নৈরাশ্যজনক হইয়া পড়িত। সুতরাং আমার দাবী বেশী হইলেও তিনি কিছু জমি বিক্রয় করিয়া ঐ দাবী পূরণ করিবেন। আমি নির্দিষ্ট পারিশ্রমিক ভিন্ন অন্য কিছু লইতে অস্বীকার করিলাম। চিকিৎসা জীবনের ধর্মই হইল রোগীর সেবা। রোগীর আরোগ্য লাভের সংবাদে তিনি নির্মল আনন্দ লাভ করেন এবং উহাই তাঁহার পুরস্কার। শ্রীভগবানই প্রকৃত আরোগ্যের অধিকারী। কৃপা করিয়া তিনি আমাকে উপলক্ষ্য করিয়া যে অদ্ভুত আরোগ্য ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন, তাহার জন্য আমার প্রতি তাঁহার অসীম কৃপাই সূচিত হইয়াছে। ইহার অধিক আমি অন্য কিছু প্রত্যাশা করি না। অতঃপর গৃহাভিমুখে রওনা হইলাম।

(২) এটিও সম-সাময়িক ঘটনা। পাবনা জেলার দিলপাশা-র বৃদ্ধ জানকী হালদার মারাত্মক ডিফথিরিয়ায় আক্রান্ত হন। প্রথমেই উচ্চ গাত্রোত্তাপের সহিত জিহ্বা, গলা ইত্যাদি শাদা শাদা পর্দায় আবৃত হইয়া পড়ে। ইহার সহিত শ্বাসকষ্ট, গলাবেদনা, পিপাসা, লালাপড়া, বাক্‌রোধ, তন্দ্রা, প্রলাপ, কোষ্ঠবদ্ধ প্রভৃতি লক্ষণ ছিল। রাত্রিকালে অবস্থা এত শোচনীয় হইয়া পড়ে যে, নিজে মৃত্যু আসন্ন জানিয়া আত্মীয়-স্বজনকে যথাকর্তব্য বলিয়াছেন। সকালে আমি পরীক্ষা করিয়া অবস্থা অতিশয় শোচনীয় দেখিলাম।

যাহা হউক, **ফেরাম ফস** ৬x এবং **কেলি মিউর** ৬x পর্যায়ক্রমে ব্যবহার করিয়া রোগী দুই দিনের মধ্যেই সুস্থ হইলেন। ফেরাম ফস এক মাত্রা এবং কেলি মিউর দুই মাত্রা এইভাবে এই রোগীকে প্রদত্ত হইয়াছিল। অবসন্ন অবস্থার জন্য ২।১ মাত্রা **কেলি ফস** ৬x প্রদত্ত হইয়াছিল।

কথায় বলে "রাখে কৃষ্ণ মারে কে, মারে কৃষ্ণ রাখে কে," অথবা কপালের লিখন কেহই খণ্ডাইতে পারে না। অবশ্য কর্ম দ্বারা ঐ লিখন পরিবর্তন করা যায় কি না ইহা আলোচনাযোগ্য। ফলতঃ, এস্থলে তাহার কোন আবশ্যক নাই। রোগীকে অন্নপথ্য দেওয়া হইল এবং রোগী হাঁটিয়া বেড়াইতে সমর্থ হইলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য, রোগ ভোগের সময় হইতে রোগীর তরমুজ ও দধি খাওয়ার ইচ্ছা কিছুতেই গেল না; অধিকন্তু প্রাকৃতিক নিয়মে ঐ ইচ্ছাটি ক্রমবর্ধমান হইয়া রোগীকে আকাঙ্খা নিবৃত্তির জন্য উন্মত্ত করিয়া তুলিল,—যদিও আমি তাঁহাকে বিশেষভাবে সতর্ক করিয়া দিয়া বলিয়াছিলাম যে, ঐ ইচ্ছাই তাঁহার মৃত্যুর নিমিত্ত-কারণ হওয়া সম্ভব; কারণ ডিফথিরিয়া আরোগ্যের অব্যবহিত পরে অম্ল ও ঠাণ্ডা খাদ্যে প্রায়ই মিউকাস-ঝিল্লীগুলি পুনরায় আক্রান্ত হইয়া থাকে। বাসনাই কর্মফলের জনক, প্রত্যেক নূতন বাসনাই বীজাকারে মন-সমুদ্রের

তলদেশে থাকিয়া প্রাকৃতিক নিয়মে প্রথমে বুদ্বুদ, পরে প্রবল আবর্তের সৃষ্টি করিয়া মনকে চঞ্চল করিয়া তোলে। চঞ্চলতাই অশান্তিভোগ এবং উহাই কর্মফলের স্রষ্টা। যিনি যৌগিক উপায়ে অথবা প্রবল আত্ম-সংযমের দ্বারা এই অশান্ত চিত্তকে বশীভূত করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তিনি সকল বাসনার মূলেই কুঠারাঘাত করিয়াছেন। যাহা হউক, পার্শ্ববর্তী বাড়ীতে শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণে প্রাণ ভরিয়া দধি ও তরমুজ খাইয়া ৬।৭ ঘণ্টা পরেই রোগীটি পুনরায় অসুস্থ হইয়া পড়িলেন এবং রাত্রির মধ্যেই পুর্বাপেক্ষাও প্রবলভাবে ডিফথিরিয়া পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া অজ্ঞান হইয়া গেলেন। পরদিন সকালে রোগী দেখিবার জন্য আহূত হইয়া রোগীর আত্মীয়-স্বজনদিগকে শেষ মূহূর্তের জন্য প্রস্তুত হইতে বলিয়া চলিয়া আসিলাম। এ অবস্থায় ভগবানের নামই জীবনের শেষ ঔষধ। কয়েক ঘণ্টা পরেই রোগীর মৃত্যু হইল।

(৩) গত ১৯৪৭ সালের ২৩শে ডিসেম্বর খুলনা হইতে অতি প্রত্যুষে ষ্টীমারযোগে 'চালনা' পৌঁছিলাম এবং সেখান হইতে নৌকা-যোগে চুনকুড়ি নামক গ্রামে একটি রোগী দেখিতে গেলাম। খুলনা সহর হইতে আমার গন্তব্যস্থানের দূরত্ব প্রায় ১৫ মাইল। রোগীর নাম—শ্রীসুধাংশুকুমার রায়, বয়স ২২।২৪ বৎসর, ৪ দিন যাবৎ গলায় কি হইয়াছে, তজ্জন্য অসহ্য যন্ত্রণা, মুখ একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে—হাঁ করা যায় না, গলা ফুলিয়া গিয়াছে, তৎসঙ্গে উচ্চ গাত্রোত্তাপ, জ্বর কোন সময়েই ছাড়ে না, রোগী অস্বাভাবিক দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে, পার্শ্ব-পরিবর্তন করিবার ক্ষমতা নাই, যন্ত্রণার জন্য রাত্রিতে নিদ্রা হয় না। দুইজন চিকিৎসক হোমিওপ্যাথিক মতে চিকিৎসা করিতেছেন। দিনরাত্রি নিয়মিতভাবে এবং অনেকবার করিয়া একোনাইট, বেলেডোনা, হিপার সালফ, মার্ক-সালফ ইত্যাদি ঔষধ প্রয়োগ করা হইয়াছে; কিন্তু রোগীর অবস্থা নিত্যই দ্রুত অবনতির পথে যাইতেছে। রোগী পিতৃহীন এবং

বংশের একমাত্র ছেলে হওয়ায় সকলেই অতিশয় ব্যস্ত হইয়া আমাকে আহ্বান করেন।

অতি কষ্টে গলা পরীক্ষা করিয়া ব্যাধির উগ্রতা উপলব্ধি করিলাম। তালির আকারে বিস্তৃত শাদা ক্ষত গলার দক্ষিণ পার্শ্ব আক্রমণ করিয়া দ্রুত খাইয়া ফেলিতেছে, গলার বাম পার্শ্বও আক্রমণ করিয়াছে। পার্শ্বে ইতস্ততঃ আরও ২।৪ খানা শাদা ক্ষত দেখিলাম। সকলেই যেমন ভীত হইয়া পড়িয়াছেন, তাহাতে ডিফথিরিয়া না বলিয়া একপ্রকার খাদক ক্ষত বলিয়া রোগ নির্ণয় করা হইল। পূর্ববর্তী চিকিৎসকেরা কেহ রোগীকে হাঁ করাইয়া রোগ পরীক্ষা করিতে পারেন নাই। আমি কৌশলে ঐ কার্য সম্পাদন করি।

ঔষধ—**কেলি মিউর** ৬x, ৮ মাত্রা এবং **ফেরাম ফস** ৬x, ৪ মাত্রা তিন দিনের জন্য ব্যবস্থা করিলাম। প্রথম দিন ৬ মাত্রা, তাহার পরদিন ৪ মাত্রা এবং তৃতীয় দিন ২ মাত্রা। রোগীর আত্মীয়স্বজন নিত্যই একবার করিয়া সংবাদ আদান প্রদানের ব্যবস্থা করিতে চাহিলেন, কিন্তু আমি উহার প্রয়োজন নাই বলি।

৪র্থ দিনে সংবাদ পাইলাম যে, রোগীর আশ্চর্য উপকার লক্ষিত হইয়াছে। তিন দিনের মধ্যেই রোগী সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছে, চলাফেরা করিতে পারে, ক্ষতস্থানে লাল দাগ ভিন্ন আর কোন উপসর্গই বর্তমান নাই। রোগীর অন্নপথ্য দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইল। ঔষধ **ফেরাম ফস** ১২x ও **ক্যাল্ক-ফস** ৬x কয়েক মাত্রা দেওয়া হইল। রোগী সম্পূর্ণ সুস্থ হওয়ায় এই ব্যাধির জন্য আর কোন ঔষধের প্রয়োজন হয় নাই।

মন্তব্য—এই প্রকার একটি সাংঘাতিক প্রাণনাশক ব্যাধির চিকিৎসা এত কল্পনাতীত অল্প সময়ে অন্য চিকিৎসায় সম্ভব কি? অন্য মতের চিকিৎসায় কত অর্থ ব্যয় হইত, তাহাও বিবেচনা করা আবশ্যক।

স্বরভঙ্গ (hoarseness)—ঠাণ্ডা লাগার জন্য স্বরভঙ্গ। পীড়ার

দ্বিতীয়াবস্থায় যখন কাশিলে শ্বেতবর্ণ শ্লেষ্মা নিঃসৃত হয়। জিহ্বায় শ্বেতবর্ণের ময়লা। কোষ্ঠবদ্ধ। উক্ত লক্ষণগুলি থাকিলে পীড়া পুরাতন হইলেও ব্যবহৃত হয়।

কেলি সালফ—কেলি মিউরের লক্ষণ বর্তমান থাকা সত্ত্বেও যখন উহার দ্বারা কোনও উপকার না হয়, তখন এই ঔষধে উপকার হওয়া সম্ভব।

অজীর্ণ (dyspepsia)—অজীর্ণতা সহ **জিহ্বা শ্বেত বা পাংশুটে বর্ণের** লেপাবৃত। **তৈলাক্ত দ্রব্য ভক্ষণ সহ্য হয় না**—খাইলে তৈলাক্ত দ্রব্যের উদ্গার উঠে এবং গা-বমি-বমি করে। পিষ্টকাদি গুরুপাক খাদ্য ভক্ষণ সহ্য হয় না। ঐ সমস্ত দ্রব্য আহার করিলে পাকস্থলীতে বেদনা ও জ্বালা উপস্থিত হয়। সময় সময় বমন হয় এবং বমনে তৈলাক্ত দ্রব্য, অস্বচ্ছ ও শ্বেতবর্ণের শ্লেষ্মাময় পদার্থ দৃষ্ট হয়। পেট ফোলে ও পেটে বায়ু জন্মে। উষ্ণ জল বা দুগ্ধ পান করার জন্য আমাশয় প্রদাহ (ফেরাম ফস)। ভাল ক্ষুধা হয় না এবং অত্যন্ত কোষ্ঠবদ্ধতা দৃষ্ট হয়। মুখ দিয়া জল ওঠে। মুখের আস্বাদ তিক্ত।

যকৃতের পীড়া (diseases of the liver)—যকৃৎপ্রদাহের দ্বিতীয়াবস্থায় যখন যকৃৎ মধ্যে রসসঞ্চয় হইয়া যকৃতের বিবৃদ্ধি হইয়াছে। দক্ষিণ স্কন্ধে বেদনা ও ভারবোধ। জিহ্বার আস্বাদ তিক্ত। **জিহ্বা শাদা অথবা পাংশুবর্ণ ময়লা** দ্বারা আবৃত। কোষ্ঠবদ্ধ, অথবা ফ্যাকাশে বা শাদা মল। ম্যালেরিয়া জ্বরের পর যকৃতের বিবৃদ্ধি। প্রস্রাব সহ শ্বেতবর্ণ তলানি দৃষ্ট হয়। বমনে কখন কখন কাল চাপ চাপ রক্ত নির্গত হয়। যকৃতের ক্রিয়াবৈলক্ষণ্যবশতঃ উদরী পীড়ার প্রধান ঔষধ। সর্বপ্রকার যকৃৎ পীড়ায় পূর্ববর্ণিত "অজীর্ণ" অধ্যায় দ্রষ্টব্য। যকৃতের পীড়ায় নিম্নে লিখিত "উদরাময়" শীর্ষক বিষয়ও দ্রষ্টব্য। শক্তি—১২x।

উদরাময়—(diarrhoea)—পিত্তস্রাবের অপ্রচুরতা নিবন্ধন

শাদা, ফ্যাকাশে, কর্দমবৎ ও হরিদ্রাভ তরল মলত্যাগ। **শাদাটে** ছ্যাকড়া ছ্যাকড়া মলও নিঃসৃত হয়। উদর স্ফীত ও বেদনাযুক্ত, বিশেষতঃ দক্ষিণ উদর। দক্ষিণ স্কন্ধে বেদনাবোধ হয়। **জিহ্বা শ্বেত অথবা পাংশুবর্ণ** ময়লা দ্বারা আবৃত। **তৈলাক্ত বা গুরুপাক দ্রব্য ভক্ষণের পর অতিসার।** টাইফয়েড জ্বরের সহিত পূর্ববর্ণিত পাতলা মলস্রাব।

রোগী-বিবরণ—গ্রন্থকার সাধারণতঃ দৈনিক যে দুগ্ধ পান করেন, তাহা অপেক্ষা প্রায় এক সের করিয়া অতিরিক্ত দুগ্ধ পান করিতে থাকেন। ফলে কয়েক দিনের মধ্যেই পেটের গণ্ডগোল দেখা গেল এবং উদরে বায়ু জমিতে লাগিল। একদিন প্রাতঃকালে দেখেন যে, তিনি শাদাবর্ণের মলত্যাগ করিয়াছেন। দুগ্ধের পরিমাণ হ্রাস করিয়া এক মাত্রা **কেলি মিউর** ৬x সেবন করিবার পর মলের রং পরিবর্তিত হইয়া গেল। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, দ্বিতীয় মাত্রা ঔষধ আর ব্যবহার করিতে নাই।

হিক্কা (hiccough)—হিক্কার সহিত যকৃতের বিশৃঙ্খলা ও জিহ্বা শ্বেতবর্ণের ময়লাবৃত এবং কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে।

আমাশয় (dysentery)—ইহাই এই পীড়ার প্রধান ঔষধ। উদরে কর্তনবৎ তীব্র বেদনা। পুনঃ পুনঃ মলত্যাগেচ্ছা সহ অল্পমাত্রায় মলত্যাগ। মলত্যাগকালীন অত্যন্ত কুন্থন দিতে হয় বলিয়া মলদ্বারে অত্যন্ত বেদনা। এই বেদনার আধিক্যে সময় সময় কাঁদিয়া ফেলে। শ্বেতবর্ণ শ্লেষ্মা ভেদ অথবা কেবল রক্ত—কিংবা শ্লেষ্মা মিশ্রিত ভেদ। মল শৈওলা শেওলা অথবা পুঁজময় পিচ্ছিল মল। জিহ্বার বর্ণ শ্বেত অথবা পাংশুবর্ণ। প্রথমাবস্থায় এই ঔষধ ফেরাম ফসের সহিত পর্যায়-ক্রমে ব্যবহার করিলে প্রায়ই অতি সত্বর পীড়া আরোগ্য হয়। কিন্তু যদি বেদনা আক্ষেপিক হয় এবং পুনঃপুনঃ অল্প পরিমাণে শ্লেষ্মা দাস্ত হয়, তাহা হইলে ম্যাগ-ফস পর্যায়ক্রমে ব্যবহার্য।

কোষ্ঠবদ্ধ (constipation)—যকৃতের ক্রিয়াবিকৃতিবশতঃ কোষ্ঠবদ্ধ। জিহ্বা শ্বেত বা পাংশুবর্ণ ময়লা দ্বারা আবৃত। মল ফ্যাকাশে, শাদাটে কর্দমবর্ণ। ভাল ক্ষুধা হয় না। গুরুপাক ও তৈলাক্ত দ্রব্য ভক্ষণজনিত কোষ্ঠবদ্ধ।

বমন (vomiting)—**কাল চাপ চাপ রক্ত বমন** যে কোন পীড়ায় দৃষ্ট হয়, তাহাতেই ইহা উপযোগী। গাঢ় শ্বেতবর্ণের শ্লেষ্মাবমন। জিহ্বায় শ্বেত বা পাংশুটে ময়লা। যকৃৎ বিকৃত থাকিলে।

অর্শ (piles)—অর্শ হইতে কাল চাপ চাপ রক্ত নিঃসৃত হইলে ইহা বিশেষ উপযোগী। ক্যাল্ক-ফ্লুওর সহ পর্যায়ক্রমে।

কৃমি (worm)—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্বেতবর্ণের সূত্রবৎ কৃমি অথবা ঐ প্রকার কৃমির জন্য গুহ্যদ্বার চুলকাইলে নেট্রাম ফস সহ পর্যায়ক্রমে ব্যবহৃত হয়।

প্রমেহ (gonorrhœa)—ইহাই এই পীড়ার প্রধান ঔষধ (নেট্রাম ফস)। **স্ফীতির বিদ্যমানতা এবং গাঢ় শ্বেতবর্ণ পিচ্ছিল শ্লেষ্মাস্রাব** ইহাতে নির্দিষ্ট। মূত্রযন্ত্র প্রদাহের দ্বিতীয়াবস্থায়। শক্তি—৩x। স্ফীতি বর্তমানে ৩x শক্তি ১৫ গ্রেন ১ আউন্স জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া জলপটি দিতে হয়। পুরাতন গ্লীট অবস্থায় (chronic stage of gleet)। স্ফীতি বর্তমান না থাকিলে নেট্রাম ফসই প্রধান ঔষধ।

অণ্ডকোষের পীড়াসমূহ (diseases of the scrotum) —প্রমেহ পীড়ায় হঠাৎ স্রাব বন্ধ হইয়া অণ্ডকোষ প্রদাহিত ও স্ফীত হইলে অতি উত্তম। তরুণ অণ্ডকোষপ্রদাহের দ্বিতীয়াবস্থায় এবং পুরাতন অণ্ডকোষপ্রদাহে।

মূত্র সম্বন্ধীয় পীড়াসমূহ (diseases of the urinary system)—যাবতীয় মূত্রযন্ত্রের পীড়ার প্রদাহে দ্বিতীয়াবস্থায় যখন

স্ফীতির বর্তমানতা সহ শ্বেতবর্ণ গাঢ় শ্লেষ্মাস্রাব নিঃসৃত হয়। পুরাতন মূত্রাশয়প্রদাহে (chronic cystitis)। প্রস্রাবে ইউরিক অ্যাসিডের তলানি পড়ে এবং প্রস্রাব মলিন বর্ণের দৃষ্ট হয়।

উপদংশ (syphilis)—ইহাই শ্যাঙ্কারের (chancre) সর্ব-প্রধান ঔষধ। যখন আক্রান্ত স্থান স্ফীত ও উহা হইতে শ্বেতবর্ণের পুঁজস্রাব নির্গত হয়। পুরাতন উপদংশ সহ শ্বেতবর্ণের রসস্রাব। জিহ্বা শ্বেতবর্ণের ময়লা দ্বারা আবৃত। উপদংশ পীড়ার দ্বিতীয়াবস্থায় যখন চর্মে চাকা চাকা দাগ হয়। ৩x শক্তি ক্ষতের উপর ছড়াইয়া দিলে এবং দৈনিক ৪।৫ মাত্রা করিয়া সেবন করিতে দিলে, প্রায় ৩।৪ দিনের মধ্যেই উপদংশ আরোগ্য হয়। প্রথমে ৩x চূর্ণ ব্যবহার করিয়া উপকার হইয়া যদি ঐ উপকার স্থগিত হইয়া যায়, তাহা হইলে ৬x ও ১২x শক্তি প্রয়োগ করিতে হয়।

বাগী (bubo)—বাগী কোমল ও স্ফীত হইলে ইহা অতি উৎকৃষ্ট।

গ্রন্থিপীড়াসমূহ (diseases of the glands)—সর্বপ্রকার গ্রন্থিপীড়ায় ইহাই প্রধান ঔষধ। গ্রন্থি প্রস্তরবৎ কঠিন না হওয়া পর্যন্ত ইহাই প্রধান ঔষধ। প্রস্তরবৎ কঠিন হইলেও ইহা ক্যাল্ক-ফ্লুওর সহ পর্যায়ক্রমে ব্যবহার্য। স্ফীতি বর্তমানে ফেরাম ফস সহ পর্যায়ক্রমে। বাহ্যপ্রয়োগও আবশ্যক হয়।

স্বল্পরজঃ (amenorrhœa)—হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগিয়া, কিংবা অধিক সময় জলে অবস্থানবশতঃ ঋতুবন্ধ হইলে উপযোগী। সর্দি লাগার জন্যও ঋতুবন্ধ হইতে পারে। শ্বেত লেপাবৃত জিহ্বা। যকৃৎ ও গ্রন্থির ক্রিয়াবিকৃতিবশতঃ পীড়া।

কষ্টরজঃ (dysmenorrhœa)—যদি ঠাণ্ডা লাগিয়া কষ্টরজঃ পীড়া হয় এবং সেই সঙ্গে স্রাব কালচে অথবা কালচে লাল, কিংবা চাপ চাপ কাল হইলে উপযোগী। জিহ্বার বর্ণ শ্বেত।

ঋতুস্রাব (menstruation)—এই ঔষধে অধিক বিলম্বে ঋতুস্রাব হওয়া লক্ষণও (কেলি ফস) যেরূপ আছে, আবার শীঘ্র শীঘ্র ঋতুস্রাব হওয়া লক্ষণও (ক্যাল্ক-ফস) তদ্রূপ আছে। ঋতুর রক্ত চাপ চাপ বা চটচটে কাল ; আলকাতরার ন্যায় কাল (কেলি ফস) ঋতুস্রাব।

শ্বেতপ্রদর (leucorrhœa)—**দুগ্ধের ন্যায় শ্বেতবর্ণ, গাঢ় ও অপ্রাদাহিক শ্লেষ্মাস্রাবী শ্বেতপ্রদর**। জরায়ুমুখের ক্ষত হইতেও ঐ প্রকার স্রাব নিঃসৃত হইলে।

জরায়ুর প্রদাহ (metritis, endometritis)—জরায়ুতে রক্তাধিক্য হইলে প্রাচীন কিংবা তরুণ পীড়ার দ্বিতীয়াবস্থায়। জরায়ুর বিবৃদ্ধি হ্রাস করিবার জন্য প্রদাহের দ্বিতীয়াবস্থায়। জরায়ু স্ফীত, বিবৃদ্ধিযুক্ত ও তলপেটে ভারবোধ হইলে। জিহ্বার শ্বেতবর্ণের ময়লা থাকিলে ত' কথাই নাই।

ওভারিপ্রদাহের দ্বিতীয়াবস্থায়। প্রথমাবস্থায় প্রয়োগ করিলে পুঁজ হওয়া নিবারিত (ক্যাল্ক-সালফ) হয়।

দুগ্ধ-জ্বর (milk fever)—ইহাই প্রধান ঔষধ। স্তন স্ফীত, বেদনাযুক্ত ও জিহ্বায় শ্বেতবর্ণের ময়লা থাকিলে। প্রথমাবস্থায় ফেরাম ফসের সহিত পর্যায়ক্রমে। প্রথম হইতেই এই ঔষধ ব্যবহৃত হইলে স্তনগ্রন্থি কঠিন হয় না, আর উহাতে পুঁজ জন্মিতেও পারে না। প্রসবের পর হইতে ২।১ মাত্রা করিয়া ফেরাম ফস ও কেলি মিউর প্রদান করিলে আর এই জ্বর হইতে পারে না। এই ঔষধের দ্বারাই স্তনে দুগ্ধ জমা বন্ধ হয়।

সুতিকা-জ্বর (puerperal fever)—ইহাই সুতিকা-জ্বরের প্রধান ঔষধ (ফেরাম ফস সহ পর্যায়ক্রমে)। সুতিকা-জ্বরের বিষে মস্তিষ্কবিকৃতির জ্বরে কেলি ফস সহ পর্যায়ক্রমে ব্যবহার করিতে হয়।

স্ফোটক (abscess)—স্ফোটক, ব্রণ, আঙ্গুলহাড়া, কার্বাঙ্কল,

এরিসিপেলাস, হিপজয়েণ্ট ইত্যাদি পীড়ায় প্রদাহের দ্বিতীয়াবস্থায় যখন প্রদাহিত স্থানে রস জমিয়া স্ফীত হয়। এই ঔষধ ব্যবহার করিলে সঞ্চিত রস শোষিত হইয়া স্ফীতি হ্রাসপ্রাপ্ত হয় এবং পুঁজ নিবারিত হয়। প্রদাহিত স্থান অত্যন্ত বেদনাযুক্ত এবং লালাভা (reddish) বর্তমান থাকিলে এই ঔষধের সহিত পর্যায়ক্রমে ফেরাম ফস ব্যবহার করা কর্তব্য। স্ত্রীলোকদিগের স্তনগ্রন্থি প্রদাহে ইহা অতিশয় ফলপ্রদ মহৌষধ। বাহ্যাভ্যন্তরীণ প্রয়োগের জন্য ৩x শক্তি।

ঘুংড়ি কাশি (croup)—ইহাই এই পীড়ার প্রধান ঔষধ। কিন্তু আক্ষেপিক জাতীয় হইলে ম্যাগ-ফসই প্রধান ঔষধ। ইহার প্রয়োগ দ্বারা গলমধ্যে সূত্রবৎ শ্লেষ্মা সঞ্চিত হইতে পারে না। জ্বর, শ্বাসকষ্টাদি বর্তমানে ফেরাম ফসের সহিত পর্যায়ক্রমে।

শক্তি—৩x পুনঃপুনঃ। ৩x শক্তি ব্যবহার করিয়া ফল না পাইলে ১২x শক্তি ব্যবহার্য।

হাঁপানি (asthma)—পাকস্থলীর বিশৃঙ্খলাবশতঃ, অথবা যকৃতের ক্রিয়াবিকৃতিবশতঃ শ্বাসকাশ। কোষ্ঠবদ্ধ। জিহ্বা শ্বেত লেপাবৃত। গাঢ় শ্বেতবর্ণ দুশ্ছেদ্য শ্লেষ্মা অতি কষ্টে তুলিতে হয়। কাশিবার কালে চক্ষু যেন বাহির হইয়া পড়িবে বোধ হয়। শ্বাসকষ্ট জন্য কেলি ফস সহ পর্যায়ক্রমে।

হুপিং কাশি (whooping cough)—ইহা এই পীড়ার প্রধান ঔষধ। জিহ্বা শ্বেতবর্ণের ময়লা দ্বারা আচ্ছাদিত। বক্ষে ঘড়ঘড় ও সাঁইসুঁই শব্দ হয়। আক্ষেপিক কাশির জন্য ম্যাগ-ফস সহ পর্যায়ক্রমে ব্যবহার্য। ঔষধ উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিলে অধিক ফলপ্রাপ্ত হওয়া যায়।

সর্বপ্রকার কাশি (all kinds of cough)—নিউমোনিয়া, ব্রঙ্কাইটিস, প্লুরিসি, যক্ষ্মা, সাধারণ কাশি, শ্বাসনলী এবং বায়ুনলী সংক্রান্ত

যাবতীয় পীড়ারই দ্বিতীয়াবস্থায় নিম্নলিখিত লক্ষণ থাকিলে ইহা উপযোগী।

প্রদাহের দ্বিতীয়াবস্থায় যখন গাঢ়, দুশ্ছেদ্য, শ্বেতবর্ণ—বা দুগ্ধের ন্যায় নিষ্ঠীবন। জিহ্বা শ্বেত বা পাংশুবর্ণ ময়লা দ্বারা আবৃত। বক্ষে ঘড়ঘড় ও সাঁইসুঁই শব্দ সহ অতি কষ্টে শ্লেষ্মা উঠে। বায়ুনলী সকলের মধ্যে আঠা আঠা শ্লেষ্মা সঞ্চিত থাকে বলিয়া উহার মধ্য দিয়া বায়ু প্রবেশ করিবার সময় ঐ প্রকার শব্দ হয়।

কাশি কষ্টকর খুকখুকে হইলে ফেরাম ফস সহ পর্যায়ক্রমে। বালকেরা কাশিবার সময় কষ্টের লাঘবের জন্য গলা ধরিতে বাধ্য হয়। কষ্টকর কাশির সময় মনে হয়, যেন চক্ষু বাহির হইয়া যাইবে। কাশির সহিত স্বরভঙ্গ। ঠাণ্ডা লাগিয়া স্বরভঙ্গ হইলে কেলি সালফ সহ পর্যায়ক্রমে। প্লুরিসি পীড়ায় প্লুরা হইতে মধুর ন্যায় রস নিঃসৃত হইলে। শক্তি—১২x।

হৃৎপিণ্ডের পীড়া (diseases of the heart)—হৃৎপিণ্ডের আবরক-ঝিল্লী প্রদাহের দ্বিতীয়াবস্থায় প্রায়ই এই ঔষধে আরোগ্য হয় (ফেরাম ফস সহ)। **হৃৎপিণ্ডে অধিক পরিমাণে রক্ত সঞ্চিত হইয়া হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন,** বিবর্ধন, অথবা ক্রিয়া বন্ধ হইবার উপক্রম হইলে। হৃৎপিণ্ডে অধিক রক্ত জমিবার জন্য রক্ত চাপ বাঁধিয়া যায়, অথবা উহার সম্ভাবনা হইলে।

বাত (rheumatism)—**বাতজ্বর সহ আক্রান্ত স্থানে রসাদি সঞ্চিত হইয়া স্ফীত** ও বেদনাযুক্ত হইলে। **জিহ্বা শ্বেত লেপাবৃত।** রিউমেটিক ও গাউট নামক বাতের পীড়া যখন সঞ্চালনে বৃদ্ধি হয়। পুরাতন বাত ও সন্ধিবাতে নড়াচড়ায় বৃদ্ধি। পদের বেদনাশূন্য পুরাতন স্ফীতি, কিন্তু উহাতে চুলকানি থাকে। লিখিতে লিখিতে হাত শক্ত (stiff) হইয়া গেলে। তরুণ বাতে আক্রান্ত স্থান বেদনাযুক্ত হইলে ফেরাম ফস সহ পর্যায়ক্রমে। **স্ফীত স্থান কঠিন হইলে**

ক্যাল্ক-ফ্লুওর পর্যায়ক্রমে। **বাতবেদনা রাত্রিকালে এবং শয্যার উত্তাপে বৃদ্ধি হয়। গুহ্যদ্বার বা ঘাড় হইতে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত বিদ্যুদ্বৎ বেদনা**—অর্থাৎ শরীরের মধ্যে মনে হয়, যেন তড়িতের মতন কি একটা চলিয়া গেল (lightning like sensation)। কোমর ও হস্তপদাদির পশ্চাৎ পেশীসমূহ নড়াচড়া করিবার সময় কনকন করে।

একজিমা (eczema) একজিমা বা বিখাউজ হইতে যখন **ময়দার ন্যায় শুষ্ক শাদা খুশকির ন্যায় গুঁড়া গুঁড়া পদার্থ উঠে, অথবা আঠাবৎ শ্বেত বর্ণের স্রাব নিঃসরণ হয়। ফোস্‌কার** ন্যায় একজিমা হইলে। চুলকানি অত্যন্ত কষ্টকর হইলে ক্যাল্ক-ফস সহ পর্যায়ক্রমে। জরায়ু বা পাকস্থলীর ক্রিয়ার বিশৃঙ্খলা হেতু, অথবা জরায়ুর স্রাবনিঃসরণ বন্ধ হইয়া একজিমা পীড়া হইলে। এই সঙ্গে জিহ্বা শ্বেতবর্ণের লেপাবৃত থাকিলে আরও উপযোগী। শক্তি—১২x পরে ২৪x।

টিকাজনিত কুফল (bad effects for vaccination) **—খারাপ বীজে টিকা দেওয়ার জন্য যে সমস্ত চর্মপীড়া হয়,** তাহাতে ইহা অতি উৎকৃষ্ট। টিকা দেওয়ার পর বিবিধ পীড়ায় সাইলিসিয়াও বিশেষ উপযোগী।

বয়ঃব্রণ (acne)—যুবক যুবতীগণের মুখ ও ঘাড় প্রভৃতি স্থানে ব্রণ এবং তাহা হইতে যখন শাদা ভাতের মতন পদার্থ বাহির হয়। শক্তি—৬x।

অন্যান্য চর্মপীড়াসমূহ (other skin diseases)—সাইকোসিস (sycosis) পীড়ার প্রধান ঔষধ। ইরিথিমা পীড়ায় স্ফীতি থাকিলে ফেরাম ফস-এর পর ফলপ্রদ। হার্পিস পীড়া (নেট্রাম মিউর) ও লুপাস পীড়া (নেট্রাম ফস)। সর্বপ্রকার চর্মপীড়ায় ক্ষতের উপর **শ্বেত বর্ণের সৌত্রিক পদার্থ জন্মিলে এবং ক্ষতস্থান হইতে**

শ্বেতবর্ণ ঘন আঠার ন্যায় স্রাবনিঃসরণ হইলে, অথবা ময়দার ন্যায় শাদা গুঁড়া গুঁড়া শল্ক বা খুশকি উঠিলে ইহা অত্যুৎকৃষ্ট।

বিসর্প (erysipelas)—ফোস্‌কাযুক্ত বিসর্পে ইহাই প্রধান ঔষধ (জ্বর বিদ্যমানে ফেরাম ফস সহ)।

প্লেগ (plague)—ইহাই প্লেগের প্রধান ঔষধ, বিশেষতঃ কোন স্থান স্ফীত হইলে। ফুসফুসে রক্তসঞ্চয় হইয়া শ্বেতবর্ণের শ্লেষ্মা নিঃসরণ। গ্রন্থির স্ফীতি, শ্বেতবর্ণের লেপাবৃত জিহ্বা, ক্ষুধামান্দ্য, কোষ্ঠবদ্ধ অথবা ছাই বা শাদা রংয়ের দাস্ত প্রভৃতি লক্ষণ ইহাতে নির্দিষ্ট।

বসন্ত (pox)—সকল প্রকার বসন্ত পীড়ার ইহাই প্রধান ঔষধ। প্রথমাবস্থায় এই ঔষধ প্রয়োগ করিলে বসন্তের গুটি সকলের তেজ হ্রাস প্রাপ্ত হয় এবং পুঁজ না হইয়া শীঘ্রই শুষ্ক হইয়া যায়। ইহার ব্যবহারে পরবর্তী দুর্লক্ষণসমূহ আসিতে পারে না। প্রথমাবস্থায় ফেরাম ফস সহ পর্যায়ক্রমে ব্যবহার্য। জিহ্বা শ্বেতবর্ণের লেপাবৃত। জলবসন্তের দ্বিতীয়াবস্থায় দানা সকল যখন উঠিতে থাকে, তখন অত্যাবশ্যকীয়। ঐ সঙ্গে জিহ্বা শ্বেতবর্ণের থাকুক, অথবা না থাকুক।

হাম (measles)—হামের দ্বিতীয়াবস্থায় ইহাই প্রধান ঔষধ। পীড়ার দানা সকল উদ্ভূত হইলে, কোন গ্রন্থি স্ফীত হইলে এবং জিহ্বায় শ্বেতবর্ণের লেপ থাকিলে ইহা ব্যবহার্য। হামের কুফলে বধিরতা, কোন গ্রন্থির স্ফীতি, শাদা বা ফ্যাকাশে বর্ণের উদরাময় থাকিলে ইহা উৎকৃষ্ট। স্বরভঙ্গযুক্ত কাশি, কাশির সহিত শ্বেতবর্ণের আঠাল গয়ার উঠে।

শোথ (dropsy)—নেট্রাম সালফই শোথের প্রধান ঔষধ; কিন্তু যকৃৎ, হৃৎপিণ্ড বা মূত্রযন্ত্রের (kidney) ব্যতিক্রমবশতঃ শোথ হইলে এই ঔষধের সহিত কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য থাকিলেও অতি উৎকৃষ্ট। শোথ সহ হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন; হৃৎপিণ্ডের দুর্বলতাবশতঃ শোথরোগে

কেলি ফস সহ পর্যায়ক্রমে ব্যবহার্য। শোথের জল, জিহ্বার বর্ণ ও প্রস্রাবের বর্ণ শ্বেত থাকিলে। শোথাক্রান্ত স্থান উজ্জ্বল শ্বেতবর্ণের।

ক্ষত (ulcers)—যে কোন স্থানেই ক্ষত হউক না কেন, যদি **ক্ষত স্থান হইতে গাঢ় শ্বেতবর্ণের অস্বচ্ছ সৌত্রিক স্রাব নিঃসৃত হয়।** স্রাবের অনুপদাহিতা। স্রাব অত্যন্ত ঘন, অথবা মাঝারি ঘন। জিহ্বা শ্বেতবর্ণের ময়লা দ্বারা আবৃত থাকিলে অধিকতর উপযোগী। ক্ষত অতিশয় গভীর হইতেও পারে, অথবা অল্প গভীর হইতে পারে।

আঘাত লাগা (wounds, sprains, bruises)—কোন স্থান কাটিয়া, অথবা মচকাইয়া বা আঘাত লাগিয়া বেদনাযুক্ত হইলে প্রথমাবস্থায় ফেরাম ফস ব্যবহৃত হয় ; কিন্তু যদি প্রথমাবস্থায় চিকিৎসা না হইয়া থাকে, অথবা প্রথমাবস্থা অতিক্রান্ত হইয়া দ্বিতীয়াবস্থায় উপনীত হইয়া আঘাতপ্রাপ্ত স্থানে রস ও রক্তাদি সঞ্চিত হইয়া স্ফীত হয়, তাহা হইলে কেলি মিউরের বাহ্যাভ্যন্তরীণ প্রয়োগে শোষিত হয় এবং পুঁজ জন্মিতে পারে না।

দগ্ধ হওয়া (burns)—যে কোন প্রকারের হউক, কোন স্থান দগ্ধ হইলে ফেরাম ফস প্রাথমিক অবস্থায় অবশ্য প্রয়োগ করা কর্তব্য,—একথা ফেরাম ফস অধ্যায়ে বিষদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এইসঙ্গে জ্বর থাকিলে ফেরাম ফস আরও উপযোগী। কিন্তু প্রাথমিক উত্তেজনা হ্রাসপ্রাপ্ত হইলে, বিশেষতঃ **দগ্ধ স্থানে ফোস্‌কা পড়িলে কেলি মিউরই প্রধান ঔষধ।** ঔষধ সেবনের সঙ্গে সঙ্গে ইহার তীব্র লোশান পরিষ্কার মোটা বস্ত্রখণ্ড দ্বারা ভিজাইয়া সর্বদা ক্ষতস্থানে রাখা কর্তব্য—কোন সময়েই বস্ত্রখণ্ড উঠান কর্তব্য নহে। ৩x শক্তির ৩০ গ্রেন এক আউন্স জলে মিশ্রিত করিয়া ইহার তীব্র লোশান প্রস্তুত করিতে হয়। ফোস্‌কা হইয়া ছাল উঠিয়া গেলে কেলি মিউরের ৬x

শক্তি ক্ষতের উপর ছড়াইয়া দিতে হয়। ভেসেলিন সহ ঔষধ প্রয়োগ করাও যায়। যাহাতে ক্ষত স্থানে বায়ু প্রবেশ না করে, তাহার ব্যবস্থা করা কর্তব্য।

মৃগী (epilepsy)—**ইহাই মৃগী রোগের প্রায় অব্যর্থ ঔষধ। চর্মরোগাদি বসিয়া যাইবার ফলে পীড়ার আবির্ভাব।** পুনরাক্রমণ নিবারণের জন্য আক্রমনান্তে সেবন। আক্ষেপকালীন ম্যাগ-ফস সেব্য। ইহার দ্বারাও তড়কা ইত্যাদির (convulsions) আক্ষেপ নিবারিত হয় বটে, কিন্তু ম্যাগ-ফসই প্রধান ঔষধ এবং পর্যায়ক্রমে ব্যবহার করিতে হয়।

ধনুষ্টঙ্কার (tetanus)—ম্যাগ-ফসই পীড়ার প্রধান ঔষধ; কিন্তু লোকিয়া স্রাব বন্ধ হইয়া সূতিকাবস্থায় এই পীড়া হইলে ম্যাগ-ফস সহ এই ঔষধ পর্যায়ক্রমে ব্যবহার করিলে লোকিয়া পুনঃ নিঃসরণ হয়। স্ত্রীজননেন্দ্রিয় হইতে দুর্গন্ধ স্রাব নিঃসৃত হইলে কেলি ফস দেওয়া কর্তব্য। কেলি ফসের লোশান দ্বারা জননেন্দ্রিয় ধৌত করিলে সত্বর উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়।

অ্যাপেণ্ডিসাইটিস (appendicitis)—পীড়ার পুরাতন অবস্থায় ইহাই প্রধান ঔষধ। প্রদাহের দ্বিতীয়াবস্থায় ইহার উপযোগিতা দৃষ্ট হইলেও, তরুণ পীড়ার প্রথমাবস্থা হইতেই ইহা ফেরাম ফসের সহিত পর্যায়ক্রমে ব্যবহার করার প্রয়োজন দৃষ্ট হয়। প্রদাহের পর রসাদি সঞ্চিত হইয়া উদর স্ফীত হইলে, কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে, জিহ্বা শ্বেত বা পাংশুবর্ণ দৃষ্ট হইলে।

প্লীহার পীড়া (diseases of the spleen)—প্লীহাপ্রদাহের দ্বিতীয়াবস্থায় যখন প্লীহায় রসাদি সঞ্চিত হইয়া বিবর্ধিত হয় এবং তজ্জন্য উদরে টান বোধ হয়। জিহ্বা শ্বেতবর্ণ, কোষ্ঠবদ্ধ ও যকৃতের বিকৃতি থাকিলে। অন্য কোন আবশ্যকীয় ঔষধের সহিত পর্যায়ক্রমে।

শক্তি—৬x, ১২x।

কেলি ফস সহ পর্যায়ক্রমে ব্যবহার্য। শোথের জল, জিহ্বার বর্ণ ও প্রস্রাবের বর্ণ শ্বেত থাকিলে। শোথাক্রান্ত স্থান উজ্জ্বল শ্বেতবর্ণের।

ক্ষত (ulcers)—যে কোন স্থানেই ক্ষত হউক না কেন, যদি **ক্ষত স্থান হইতে গাঢ় শ্বেতবর্ণের অস্বচ্ছ সৌত্রিক স্রাব নিঃসৃত হয়।** স্রাবের অনুপদাহিতা। স্রাব অত্যন্ত ঘন, অথবা মাঝারি ঘন। জিহ্বা শ্বেতবর্ণের ময়লা দ্বারা আবৃত থাকিলে অধিকতর উপযোগী। ক্ষত অতিশয় গভীর হইতেও পারে, অথবা অল্প গভীর হইতে পারে।

আঘাত লাগা (wounds, sprains, bruises)—কোন স্থান কাটিয়া, অথবা মচকাইয়া বা আঘাত লাগিয়া বেদনাযুক্ত হইলে প্রথমাবস্থায় ফেরাম ফস ব্যবহৃত হয়; কিন্তু যদি প্রথমাবস্থায় চিকিৎসা না হইয়া থাকে, অথবা প্রথমাবস্থা অতিক্রান্ত হইয়া দ্বিতীয়াবস্থায় উপনীত হইয়া আঘাতপ্রাপ্ত স্থানে রস ও রক্তাদি সঞ্চিত হইয়া স্ফীত হয়, তাহা হইলে কেলি মিউরের বাহ্যাভ্যন্তরীণ প্রয়োগে শোষিত হয় এবং পুঁজ জন্মিতে পারে না।

দগ্ধ হওয়া (burns)—যে কোন প্রকারের হউক, কোন স্থান দগ্ধ হইলে ফেরাম ফস প্রাথমিক অবস্থায় অবশ্য প্রয়োগ করা কর্তব্য,—একথা ফেরাম ফস অধ্যায়ে বিষদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এইসঙ্গে জ্বর থাকিলে ফেরাম ফস আরও উপযোগী। কিন্তু প্রাথমিক উত্তেজনা হ্রাসপ্রাপ্ত হইলে, বিশেষতঃ **দগ্ধ স্থানে ফোস্‌কা পড়িলে কেলি মিউরই প্রধান ঔষধ।** ঔষধ সেবনের সঙ্গে সঙ্গে ইহার তীব্র লোশান পরিষ্কার মোটা বস্ত্রখণ্ড দ্বারা ভিজাইয়া সর্বদা ক্ষতস্থানে রাখা কর্তব্য—কোন সময়েই বস্ত্রখণ্ড উঠান কর্তব্য নহে। ৩x শক্তির ৩০ গ্রেন এক আউন্স জলে মিশ্রিত করিয়া ইহার তীব্র লোশান প্রস্তুত করিতে হয়। ফোস্‌কা হইয়া ছাল উঠিয়া গেলে কেলি মিউরের ৬x

কিন্তু কোন কষ্ট নাই। কোষ্ঠবদ্ধ, জিহ্বায় সামান্য সাদা লেপ এবং উচ্চ জ্বরের তাপের সময় মাথা সামান্য ভারী হয়। **ফেরাম ফস** ৬x ও **কেলি মিউর** ৬x পর্যায়ক্রমে দৈনিক প্রত্যেক ঔষধ দুই মাত্রা হিসাবে ৪ মাত্রা করিয়া তিন দিন দিতেই জ্বর বিচ্ছেদ হইল। আরও দুই দিন ঐ ঔষধ দুই মাত্রা করিয়া দেই। এত দ্রুত কোন বারই তাহার জ্বর বিচ্ছেদ হয় না।

মন্তব্য—কলিকাতায় এবং সহরতলীতেও এই জাতীয় স্বল্প লক্ষণযুক্ত জ্বরের রোগী প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। লক্ষণাভাবে এসব ক্ষেত্রে চিকিৎসা করা খুবই কঠিন। কিন্তু বাইওকেমিক মতে কেলি মিউর ৬x ও ফেরাম ফস ৬x বা ১২x পর্যায়ক্রমে দৈনিক ৪ মাত্রা করিয়া ব্যবহার করিলে উৎকৃষ্ট ফল হয়। কোষ্ঠবদ্ধতার সহিত জিহ্বা সাদা থাকিবার জন্য কেলি মিউরই ভাল ঔষধ। ইহার সহিত প্রায়ই কম বা বেশী শুষ্ক বা সরল কাশি থাকে এবং তাহাতে কেলি মিউর অধিকতর উপযোগী হয়। এই সব ক্ষেত্রে হোমিওপ্যাথিক মতে ব্যাপটিসিয়ার নিম্ন শক্তিতে আমি আশ্চর্য ফললাভ করিয়া থাকি। ২।১টি ক্ষেত্রে কেবল ব্রাইওনিয়ার প্রয়োজন হয়। চিকিৎসকেরা এই সব জ্বরকে প্যারা টাইফয়েড বলিয়া অভিহিত করেন।

জ্বর (fever)—সর্বপ্রকার প্রাদাহিক জ্বরের দ্বিতীয়াবস্থায়; এই ঔষধ তরুণ জ্বরে অধিক ব্যবহৃত হয় না, কিন্তু তরুণ জ্বরের সহিত যদি যকৃতের ক্রিয়াবিকৃতিবশতঃ জিহ্বা শ্বেতবর্ণের ময়লা দ্বারা আবৃত ও কোষ্ঠবদ্ধ থাকে, তাহা হইলে ইহাতে বিশেষ উপকার হয়। পুরাতন জ্বরে প্লীহা যকৃতের বিবৃদ্ধিতে। শক্তি—৬x; পুরাতন পীড়ায় ১২x, ৩০x।

আরক্ত জ্বর (scarlet fever) স্কার্লেট ফিভার বা আরক্ত জ্বরের ইহাই প্রধান ঔষধ। সামান্য আকারের পীড়া হইলে এই ঔষধ দ্বারাই আরোগ্য হয়। ইহার অভাবের জন্যই এই পীড়া হইয়া থাকে।

এই ঔষধ ব্যবহার করিলে বৃথা-সৌত্রিক পদার্থসমূহ সংশোধিত হইয়া কার্যোপযোগী হয়। ফেরাম ফস সহ পর্যায়ক্রমে। শক্তি—৬x।

জিহ্বা (tongue)—**জিহ্বা পাংশু বা শ্বেতবর্ণের ময়লা দ্বারা আবৃত।** জিহ্বা প্রদাহের পর উহা স্ফীত ও বেদনাযুক্ত (ফেরাম ফস)। এই ঔষধের জিহ্বা লক্ষণ অতিশয় গুরুতর—অনেক রোগ কেবলমাত্র জিহ্বা লক্ষণ দৃষ্টে ঔষধ দিলেই আরোগ্য হয়।

নিদ্রা (sleep)—চমকা নিদ্রা; সামান্য শব্দেই নিদ্রাবস্থায় চমকাইয়া উঠে।

বৃদ্ধি (aggravation)—ঘৃত, তৈলাক্ত খাদ্য ও অন্যান্য গুরুপাক দ্রব্য ভক্ষণে পেটের পীড়ার উৎপত্তি বা বৃদ্ধি। সঞ্চালনে বেদনার বৃদ্ধি। বাতব্যাধি সঞ্চালনে ও শয্যার উত্তাপে বৃদ্ধি।

ঔষধের ক্রিয়াহীনতা—এই ঔষধ সেবনে অন্যান্য ঔষধের ক্রিয়া বৃদ্ধি হয় বলিয়া মধ্যে মধ্যে এই ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয়। এই ঔষধের কার্য অতিশয় দৃঢ় ও স্থায়ী এবং রোগের গভীর স্তরে কার্য করিয়া থাকে। ক্যাল্ক-ফসেও এই গুণ সর্বাপেক্ষা অধিক; সুতরাং তাহার বিষয়ও চিন্তা করা কর্তব্য।

কার্যপূরক ঔষধ (complementary medicine)—কেলি মিউর ব্যবহারের পর অনেক সময় পীড়া সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হয় না, তজ্জন্য পীড়ার অবশিষ্ট লক্ষণ আরোগ্য করিতে কেলি সালফের প্রয়োজন হয়। প্রাদাহিক-পীড়ার প্রায় সর্বক্ষেত্রেই ফেরাম ফসের পর কেলি মিউরের প্রয়োজন হয়।

শক্তি (potency)—৩x ও ৬x শক্তি সর্বদাই ব্যবহৃত হয়। ১২x, ২৪x, ৩০x ও ২০০x শক্তি পুরাতন পীড়ায় ব্যবহৃত হয়।

তুলনাযোগ্য হোমিওপ্যাথিক ঔষধ—প্রাদাহিক পীড়ার দ্বিতীয়াবস্থায় কেলি মিউরের ন্যায় ব্রাইও, মার্ক, পালস, সালফ

ইত্যাদি ঔষধ ব্যবহৃত হয়। কেলি মিউরের অনেক লক্ষণ ব্রাইওনিয়াতে দৃষ্ট হয়। তবে ব্রাইও অপেক্ষা কেলি মিউর অনেক গভীর ক্রিয়াশীল ঔষধ। সিফিলিস পীড়ায় কেলি মিউরের পর কেলি সালফ ও সাইলিসিয়া ব্যবহৃত হয়। প্রায়ই কেলি মিউরের পর ক্যাল্ক-সালফ ব্যবহৃত হয়, আবার কেলি মিউরের পূর্বে প্রায়ই ফেরাম ফস প্রয়োগ করা হয়।

কেলি ফসফরিকাম

Kali Phosphoricum

অ্যান্টি-সোরিক ও অ্যান্টি-টিউবারকুলার

ভিন্ন নাম—পটাসিয়াম ফসফেট।

সাধারণ নাম—ফসফেট অফ পটাস।

সংক্ষিপ্ত নাম—কেলি ফস (kali phos.)।

প্রস্তুত পদ্ধতি—কার্বানেট অফ পটাস, অথবা পটাস হাইড্রেট-এর সহিত ফসফরিক অ্যাসিডের জলীয় দ্রব্য মিশ্রিত করিলে যখন ক্ষারধর্মযুক্ত হয়, তখনই উত্তাপ দ্বারা জলীয় ভাগ শুষ্ক করিয়া লইতে হয়। যদিও পরিস্রুত সুরায় ইহা দ্রবীভূত হয় না, কিন্তু জলে অতি সহজে গলিয়া যায়। মূল ঔষধ হইতে দুগ্ধশর্করা সহযোগে ইহার চূর্ণ প্রস্তুত করিতে হয়। প্রথমে জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া পরে অ্যালকোহল সহযোগে ইহার ডাইলিউশনও প্রস্তুত করা যায়। কিন্তু বাইওকেমিক চিকিৎসকেরা এই পুস্তকে বর্ণিত যাবতীয় ঔষধগুলিই বটিকা বা চূর্ণাকারে ব্যবহার করেন।

ক্রিয়া—জীবনীশক্তি অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য যে সমস্ত উপাদানের আবশ্যক, সেই সমস্ত উপাদানের প্রত্যেকেরই মধ্যে ফসফেট অফ পটাস বিদ্যমান রহিয়াছে। মস্তিষ্ক, পেশী ও রক্তকণিকাসমূহের মধ্যে এই পদার্থ প্রভূত পরিমাণে বিদ্যমান থাকিলেও শারীরিক সকল প্রকার রস ও বিধান তন্তুসমূহের (tissues) মধ্যে ইহা অল্পাধিক পরিমাণে বর্তমান রহিয়াছে। ইহার দ্বারাই টিশু ও অন্যান্য পদার্থের দৃঢ়তা সম্পাদিত হয়। এই পদার্থের অভাব হইলে মানব অধিক দিবস জীবিত থাকিতে পারে না। ইহা অক্সিজেন সরবরাহ করিবার সাহায্যও করিয়া থাকে। ইহা পচন নিবারক বলিয়া টাইফাস, টাইফয়েড ইত্যাদিতে নিস্তেজ

অবস্থা আসিতে পারে না। অণ্ডলালার সহিত মিশ্রিত হইয়া ইহা মস্তিষ্কের পাংশুবর্ণ পদার্থ (gray matter) প্রস্তুত করিয়া থাকে। উক্ত পাংশুবর্ণ পদার্থ মস্তিষ্ক ও স্নায়ুর প্রধান উপাদান। কেলি ফসের অভাব হইলে মানসিক অবসাদজনিত বিবিধ লক্ষণ ও স্নায়বিক দৌর্বল্য, এমন কি স্নায়ুর পক্ষাঘাত পর্যন্ত প্রকাশিত হয়। মানসিক অবসাদ, চিত্ত বিভ্রম, এমন কি উন্মাদ পর্যন্ত এই ঔষধে ভাল হয়। এই ঔষধের গুণে মুগ্ধ হইয়া জনৈক খ্যাতনামা চিকিৎসক বলিয়া গিয়াছেন যে, যখন জনসাধারণ ও চিকিৎসকমণ্ডলী এই ঔষধের গুণ সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করিবেন, তখন সংসারে পাগলা গারদের প্রয়োজন থাকিবে না। এই বাক্যের মধ্যে যে বিন্দুমাত্রও অতিশয়োক্তি নাই, তাহা আমরা চিকিৎসা কার্যে ব্রতী থাকিয়া অসংখ্য রোগীর ক্ষেত্রে ক্রমশঃ উপলব্ধি করিতেছি। সকল প্রকার রোগীর ক্ষেত্রেই অতিরিক্ত দৌর্বল্য ও ধ্বংস দৃষ্ট হইলে কেলি ফসকেই প্রধান ঔষধ বলিয়া গণ্য করা হয়। সকল প্রকার স্রাবেই অস্বাভাবিক দুর্গন্ধ ইহার অভাব জ্ঞাপক প্রধান লক্ষণ। ইহা ওলাউঠা পীড়ার প্রধান ঔষধ। কোন স্থান হইতে আলকাতরার ন্যায় কালচে রক্তস্রাব, ইহার আর একটি উল্লেখযোগ্য অভাব জ্ঞাপক লক্ষণ।

চিন্তা করিবার কোষসমূহ মধ্যে কেলি ফসের অভাব হইলে নিরুৎসাহ, ভীতচিত্ত, উদ্বিগ্ন, স্মরণশক্তির অল্পতা, ক্রন্দন স্বভাব, সামান্য কারণেই বিরক্তি, সন্দিগ্ধচিত্ততা ইত্যাদি বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পায়।

শাসক স্নায়ুতে ইহার অভাব হইলে প্রথমে নাড়ী ক্ষুদ্র ও দ্রুত হইয়া পরে বন্ধ হইয়া যায়। বোধক স্নায়ুতে ইহার অভাব হইলে স্পর্শানুভূতি না থাকিয়া পক্ষাঘাত উপস্থিত হয়। কেলি ফস স্নায়ুর উপর তীব্র ক্রিয়া প্রকাশ করে; এজন্য যাবতীয় স্নায়ুসংক্রান্ত রোগেই কেলি ফস প্রধান এবং একমাত্র ঔষধ।

পরিচায়ক লক্ষণ (characteristic symptoms)—

১। সামান্য কারণে বিরক্ত হওয়া, উদ্বিগ্ন, অকারণে ভীত হওয়া, সকল বিষয়েই দুর্ভাবনা, অত্যন্ত খিটখিটে স্বভাব, নিরুৎসাহিতা, সামান্য কার্যকে অতি কঠিন বলিয়া ধারণা করা, নানাপ্রকার মিথ্যা কল্পনার উদয় হওয়া, বাসগৃহ ত্যাগ করিবার ভয়ে ভীত হওয়া, সমস্ত বিষয়েরই মন্দ দিক দর্শন করা, সর্বদা মতিগতির পরিবর্তন হওয়া প্রভৃতি মানসিক লক্ষণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

২। অত্যন্ত অবসন্নতা, তেজোহীনতা ও অস্থিরতা।

৩। স্মরণশক্তির হ্রাস। অতিশয় মানসিক পরিশ্রমবশতঃ মস্তিষ্কের ক্লান্তি।

৪। সংজ্ঞাহীনতা, বিড়বিড় করিয়া প্রলাপ বকা (নেট্রাম মিউর), উচ্চ প্রলাপও থাকে (ফেরাম ফস), মস্তিষ্কের কোমলতা, ডিলিরিয়াম ট্রিমেন্স।

৫। নানাপ্রকার মানসিক বিকৃতি এবং সর্বপ্রকার উন্মাদের প্রধান ঔষধ।

৬। দিবারাত্র দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ, হিষ্টিরিয়া পীড়ায় পর্যায়ক্রমে হাসি কান্না। হিষ্টিরিয়া পীড়ায় একটা বল বা গোলার ন্যায় পদার্থ গলার নিকট উঠিতেছে বোধ হয়।

৭। শোক, দুঃখ বা মানসিক বিকৃতিবশতঃ যে কোন পীড়া।

৮। সামান্য কারণেই কাঁদিয়া ফেলা।

৯। স্নায়ুমণ্ডলের অবসন্নতা ও দৌর্বল্যজনিত শিরঃপীড়া। অতিরিক্ত শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমজনিত মাথাধরা। শিরঃপীড়া সহ অতিশয় ক্ষুধার উদ্রেক, নিদ্রাহীনতা, চিন্তা করিবার ক্ষমতাহীনতা, মাথা ভার প্রভৃতি বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পায়। একাকী থাকিলে,

সামান্য শব্দে, শয়নে ও মানসিক পরিশ্রমে বৃদ্ধি এবং ঈষৎ মস্তক সঞ্চালনে ও স্ফূর্তিজনক কার্যে হ্রাস।

১০। অর্ধশিরঃশূলের প্রধান ঔষধ।

১১। সর্বপ্রকার এবং সর্বস্থানের পক্ষাঘাতের ইহাই প্রধান ঔষধ।

১২। যে কোন স্থান হইতেই হউক না কেন, যদি আলকাতরার ন্যায় কাল কালচে লাল, তরল ও জমাট বাঁধে না এবং সহজেই পচনশীল এরূপ রক্তস্রাব হয়, তাহা হইলে এই ঔষধ বিশেষ ফলপ্রদ। দুর্বল ও শিথিল প্রকৃতির ব্যক্তিদিগের সহজেই রক্তস্রাব।

১৩। কেলি ফসের সর্বপ্রকার স্রাবেই অতিশয় দুর্গন্ধ থাকে। পুঁজে, মলে, লালায়, বমনে, রক্তে এবং কর্ণ, নাসিকা ও জননেন্দ্রিয়ের নিঃসৃত স্রাবে অসহনীয় দুর্গন্ধ থাকে।

১৪। ডিফথিরিয়া পীড়ায় অবসন্নাবস্থায় অতিশয় কার্যকরী। ডিফথিরিয়া পীড়ার পরবর্তী নানাপ্রকার কুফল নিবারণে ইহার বিশেষ ক্ষমতা আছে।

১৫। অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রম ও স্নায়বিক দৌর্বল্যবশতঃ অজীর্ণ পীড়া। অত্যধিক ক্ষুধার উদ্রেক। পেটফাঁপা। আহারের পর বমন বা তন্দ্রা। ভিনিগার বা ঠাণ্ডা পানীয়ে অতীব স্পৃহা।

১৬। অতিশয় দুর্গন্ধজনক কর্দমবৎ তরল মল। দুর্গন্ধজনক যে কোন বর্ণের মল। উদরাময় সহ অতিশয় দুর্বলতা ও অবসন্নতা। পায়খানার বেগ হওয়া মাত্রই তাড়াতাড়ি যাইতে হয়। মলদ্বারে পক্ষাঘাত ও হারিশ বাহির হওয়া।

১৭। কলেরায় চাউল ধোয়া জলের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট দুর্গন্ধজনক ভেদই ইহার বিশেষত্ব। পতনাবস্থায় যখন চোখ মুখ বসিয়া যায়, নাড়ী দমিয়া যায়, সর্বাঙ্গ শীতল, প্রভূত ঘর্ম ইত্যাদি দুর্লক্ষণ প্রকাশ পায় তখন অত্যুৎকৃষ্ট। আতিসারিক ওলাউঠায় ইহা অমোঘ।

১৮। মূত্রস্থলীর মুখরোধক পেশীর পক্ষাঘাতবশতঃ অসাড়ে প্রস্রাব। প্রস্রাবের বেগ ধারণে অসামর্থ্য। বালকদিগের শয্যামূত্রে উৎকৃষ্ট (ফেরাম ফস সহ, কৃমিজনিত হইলে নেট্রাম ফস সহ)।

১৯। হস্তমৈথুন, অত্যধিক স্ত্রীসহবাস অথবা অন্য কোন কারণে অধিক বীর্যক্ষয়বশতঃ স্নায়বিক দৌর্বল্যে এই ঔষধ বিশেষ কার্যকরী। একেবারে বীর্যক্ষয় না হইলে যে সমস্ত পীড়া হয়।

২০। বিনা উত্তেজনায় স্বপ্নদোষ, অথবা অত্যন্ত কষ্টজনক স্বপ্নদোষ। ধ্বজভঙ্গ পীড়া।

২১। শারীরিক ও মানসিক দৌর্বল্যবশতঃ শীর্ণাঙ্গ রমণীদিগের মাসিক ঋতুস্রাবে বিলম্ব। রোগিনীর স্বভাব খিটখিটে, সহজেই ক্রন্দনশীল ও অস্থির। ঋতুস্রাব স্বল্পপরিমাণে হয়। দুর্গন্ধজনক কালচে এবং সহজে জমাট বাঁধে না এরূপ তরল রক্তস্রাবই ইহার বিশেষত্ব। নড়াচড়ায় ও উপুড় হইয়া শয়নে কষ্টের উপশম।

২২। শ্বেতপ্রদরের স্রাব তীব্র, জ্বালাজনক, ক্ষত উৎপাদক (নেট্রাম মিউর) ও দুর্গন্ধজনক।

২৩। প্রসববেদনা অনিয়মিত, দুর্বল ও অকার্যকরী। রোগিনী অতিশয় উত্তেজিত, সহজেই ক্রন্দনশীল, ভীত এবং হতাশচিত্ত। ইহা সেবনে জরায়ুর বল বৃদ্ধি হইয়া সহজে প্রসব করায়।

২৪। বক্ষঃসংক্রান্ত রোগে ঘনঘন প্রশ্বাস পড়িতে থাকিলে অত্যুৎকৃষ্ট। সামান্য কিছু আহারের পর, পরিশ্রম করিলে ও নড়াচড়া করিলে পীড়ায় বৃদ্ধি। রোগী অতিশয় দুর্বল ও অবসন্ন। গাঢ়, হরিদ্রাবর্ণ ও লবণাক্ত আস্বাদযুক্ত দুর্গন্ধময় শ্লেষ্মা।

২৫। হৃৎপিণ্ডের কোনপ্রকার পীড়ায় যখন হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন অনিয়মিত, নাড়ী দুর্বল, অনিদ্রা ও স্নায়বিক উত্তেজনা লক্ষিত হয়।

২৬। বাতে আক্রান্ত স্থান কঠিন, আড়ষ্ট ও টানিয়া ধরার ন্যায়

হইলে ; বেদনা বিশ্রামে ও অধিক সঞ্চালনে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। এই সঙ্গে স্নায়বিক লক্ষণ থাকিলে অধিকতর উপযোগী।

২৭। ইহা অনিদ্রা রোগের মহৌষধ।

২৮। স্নায়বিক দৌর্বল্যের ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ঔষধ আর নাই। স্নায়বিক দৌর্বল্যবশতঃ যে কোন পীড়া।

২৯। জ্বরে যখন অত্যধিক উত্তাপ বৃদ্ধি হয়। সর্বপ্রকার মৃদু, অনিষ্টকর, সাংঘাতিক এবং অবসন্নকর জ্বরে অতিশয় ফলপ্রদ। মল অতিশয় দুর্গন্ধজনক এবং জিহ্বা শুষ্ক ও বাসি সরিষা বাটার ন্যায় লেপ বিশিষ্ট। প্রলাপ থাকিলে। নাসিকা ও মলদ্বার দিয়া রক্তস্রাব।

৩০। সর্বপ্রকার লক্ষণই প্রাতঃকালে, অধিক সঞ্চালনে, শব্দে, গোলযোগে, বিশ্রামে ও নির্জনে বৃদ্ধি এবং সামান্য সঞ্চালনে, বহু লোকের সহিত বাস করিলে ও মানসিক প্রফুল্লতায় হ্রাস।

বিশেষত্ব (peculiarity)—কেলি ফসের নাম মনে হইলেই স্নায়ুমণ্ডলের উপর ইহার অসাধারণ ক্রিয়ার বিষয়ই সর্বাগ্রে মনে হয়। বস্তুতঃ স্নায়ুর উত্তেজনা বা ক্ষয়বশতঃ যে সমস্ত পীড়া হয়, তাহাতে অন্য যে কোন ঔষধেরই লক্ষণ থাকুক না কেন, ইহাই সর্বপ্রধান এবং অপরিহার্য ঔষধ। প্রথমাবস্থা অপেক্ষা শেষাবস্থার পীড়াতেই ইহা অধিকতর উপযোগী। কেন না শেষের দিকে রোগীর শারীরিক ও মানসিক অবসন্নতা, উত্তেজিত ও খিটখিটে স্বভাব এবং নানাপ্রকার টাইফয়েড বা সাংঘাতিক অবস্থা প্রকাশ পায়। মল, গয়ার, ঘর্ম, ঋতুস্রাব, ক্ষতস্থান হইতে নিঃসৃত পুঁজ প্রভৃতি সর্বপ্রকার স্রাবেই অসহনীয় দুর্গন্ধ থাকে। দুর্গন্ধ ও পচন নিবারণে ইহা অদ্বিতীয়। যে কোন স্থানে পক্ষাঘাত অথবা যে কোনপ্রকার মস্তিষ্ক বিকৃতিই হউক না কেন, ইহাই সর্বপ্রধান ঔষধ। মনোবিকার-জনিত যাবতীয় রোগেই ইহার বিস্তৃত ও নিশ্চিন্ত অধিকার আছে। শুধু তাহাই নহে, এই ঔষধের ব্যবহার জ্ঞাত হইলে পৃথিবী হইতে পাগলের

সংখ্যা অস্বাভাবিকরূপে হ্রাস পাইবে। শ্বাসকষ্ট নিবারণে ইহার বিশেষ ক্ষমতা দৃষ্ট হয়। সমস্ত প্রকার দৌর্বল্যে ক্যাল্ক-ফসই প্রধান ঔষধ, কিন্তু স্নায়বিক দৌর্বল্যে কেলি ফস প্রধান ঔষধ। প্রাতঃকালে, গোলমালে, নির্জনতায়, আলোকে, স্থির থাকিলে এবং অধিক সঞ্চালনে সমস্ত প্রকার পীড়ার বৃদ্ধি, কিন্তু সামান্য সঞ্চালনে ও মানসিক প্রফুল্লতায় উপশম।

সতর্কতা—৬x ও তন্নিম্ন শক্তি ক্রমাগত অধিকদিন ব্যবহার করা সঙ্গত নহে।

মানসিক লক্ষণ (mental symptoms)—কেলি ফসের মানসিক লক্ষণ বর্ণনাকালে প্রত্যেকেরই অনুভূত হইবে যে, ইহা স্নায়বিক ধাতুর (nervous temperament) অবিকল প্রতিচ্ছবি। **সামান্য কারণেই বিরক্ত হওয়া** এই ঔষধের একটা বিশেষ লক্ষণ। সামান্য একটু গোলমাল করিলেই **অসহিষ্ণু** হইয়া পড়ে এবং তাহার কাজের গোলমাল হইয়া যায়। **অত্যন্ত খিটখিটে স্বভাব**। বয়স্কদিগেরও যেরূপ এই প্রকার লক্ষণ দৃষ্ট হয়, বালকদিগেরও তদ্রূপ। বালকেরা কেবল ঘ্যানঘ্যান প্যানপ্যান করে, অল্পেতেই রাগান্বিত হয়, আর কেবল কোলে কোলে থাকিতে ও এবাড়ী ওবাড়ী করিতে ভালবাসে।

উদ্বিগ্ন, সন্দিগ্ধচিত্ত (suspicious), **বিনা কারণে ভয়, সকল বিষয়েই দুর্ভাবনা, পূর্বেই ভবিষ্যৎ বিপদ সম্বন্ধে নিশ্চিত করিয়া বসে, জীবনের অসার ভাগ দর্শন করে, নিরুৎসাহিত ও মেদামারা গোছের**; সামান্য কার্যকে অতি কষ্টসাধ্য বলিয়া ধারণা করে। **সর্বদাই মতিগতির পরিবর্তন হয়**। ভবিষ্যৎ বিষয়ে স্বপ্ন দর্শন করিয়া যেরূপ ভীত ও উদ্বিগ্ন হয়, অতীত বিষয় সম্বন্ধেও তদ্রূপ। অনর্থক বাসগৃহ ত্যাগ করিবার ভয়ে ভীত হয় (home sickness); এইরূপ নানাপ্রকার মিথ্যা ধারণার বশবর্তী হইয়া কষ্ট ভোগ করে।

স্মরণশক্তি হ্রাস (loss of memory) হইলে ক্যাল্ক-ফস সহ পর্যায়ক্রমে ব্যবহার্য। লিখিবার সময় লোকের নাম, গ্রামের নাম, অথবা অন্য কোন বিষয়ের নাম প্রায়ই ভুল করিয়া বসে ; বানান ভুল হয় অথবা কোন শব্দই স্মরণ হয় না। কোন কোন সময় অনেক চেষ্টা করিয়া অল্পে অল্পে সমস্ত বিষয়ই স্মরণ পথে উদিত হয়।

অতিশয় মানসিক পরিশ্রম করার জন্য মস্তিষ্কের ক্লান্তি (brain fag due to overwork)। সামান্য মানসিক পরিশ্রম করিলেই অত্যন্ত অবসন্ন বোধ হয়। **উৎসাহহীনতা ও অবসন্নতার ভাব** খুব বেশী পরিমাণে দৃষ্ট হয়। সকল বিষয়েরই মন্দ দিকটা দর্শন করে। ডাক্তার কেণ্ট বলেন যে, ইহা **শারীরিক ও মানসিক জড়ত্বের** শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

অচৈতন্য, বিড়বিড় করিয়া প্রলাপ বকা (stupor and low delirium)। জ্বরাদির সহিত প্রলাপ (নেট্রাম মিউর, ফেরাম ফস)। বালাক্ষেপ, মদাত্যয় বা মদ্যপানজনিত প্রলাপ (delirium tremens, নেট্রাম মিউর)। কাল্পনিক বস্তু দেখিয়া ধরিতে চেষ্টা করা (grasping ta imaginary things), মস্তিষ্কের কোমলতা (softening of the brain) ; আপনা আপনি, অথবা গাত্র স্পর্শ করিলেই চমকাইয়া (startling) উঠে।

চিত্তোন্মাদ, পাগল (insanity), সূতিকোন্মাদ (puerperal mania) এবং নানাপ্রকার মানসিক বিকৃতি (mental derangements)। জাগ্রতাবস্থায়ও অসংলগ্ন কথা বলে।

সর্বদা দীর্ঘনিঃশ্বাস (sighing) ফেলে। হিষ্টিরিয়ার ফিটে কখনও হাসে কখনও কাঁদে। হঠাৎ মনে কোনপ্রকার দুঃখ পাইয়া বা মানসিক উত্তেজনাবশতঃ হিষ্টিরিয়া। শোকজনিত যে কোন পীড়া (effects of grief)। কাহারও সহিত কথা বলিতে চাহে না এবং অন্য কেহ

তাহার সহিত কথা বলে ইহাও চাহে না। অতিরিক্ত সঙ্গম ও হস্তমৈথুনবশতঃ স্নায়বিক অবসন্নতায় ইহা উৎকৃষ্ট।

শিশুরা নিদ্রায় ভয় পাইয়া হঠাৎ চিৎকার করিয়া উঠে। বালকেরা নিদ্রাবস্থায় ভ্রমণ করে। সহজেই বালকদিগের নিদ্রাভঙ্গ হয়। কৃমির জন্যও বালকেরা নিদ্রিতাবস্থায় চিৎকার করিয়া উঠে (নেট্রাম ফস)। **ভয়ে স্পর্শে এবং গোলমালে সহজেই চমকাইয়া উঠে।**

একলসেঁড়ে বা স্বাতন্ত্র্যভাব, কেবল অন্যের দোষ বাহির করিতে চেষ্টা করে।

রাত্রিতে অকারণে ভীত ও লজ্জিত হয়, কোন কাল্পনিক চিত্রাদি দর্শন করিয়া ভীত হয়। সর্বদা ভয়ে ভয়ে থাকিয়া সুখ যে কি পদার্থ তাহা জানিতে পারে না। রোগের, নির্জনতার ও সন্ধ্যার ভয়।

নিজের স্বাস্থ্য ভাল নহে, কোনপ্রকার পীড়ায় আক্রান্ত হইয়াই স্বাস্থ্যের অবনতি হইতেছে—এই চিন্তাই তাহাকে অবসন্ন করিয়া ফেলে (hypochondriac mood)।

স্ত্রীলোক স্বামীর ও পুত্র কন্যাদির প্রতি নিষ্ঠুর ভাবাপন্ন হন। তিনি (স্ত্রীলোক) তাঁহার পরিজনবর্গের প্রতি এবং অন্যান্য যাবতীয় বিষয়ের উপরই ঔদাসীন্য প্রদর্শন করেন। তিনি (স্ত্রীলোক) পরিজনবর্গের সহিত ঝগড়া করেন।

উপরে বর্ণিত ঐ সকল লক্ষণের প্রাতঃকালে, সন্ধ্যায়, ঋতুকালে, শিরঃপীড়ার সময়, সহবাসের পর, কোন কিছু বলিবার পর এবং নিদ্রা-ভঙ্গের পর বৃদ্ধি দৃষ্ট হয়।

শিরঃপীড়া (headache)—স্নায়ুর অবসন্নতা ও দৌর্বল্যবশতঃ শিরঃপীড়া। বায়ুপ্রধান ব্যক্তিদের শিরঃপীড়া। **অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রমজনিত শিরঃপীড়ায়** অতি উৎকৃষ্ট। স্কুলের ছাত্র, উকিল,

জন্য,* ডাক্তার ও বৈষয়িক ব্যক্তির অত্যধিক অধ্যয়ন বা মানসিক পরিশ্রমজনিত মাথাধরা। অতিশয় দুর্বলতাবশতঃ মাথাধরা। স্নায়বিক শিরঃপীড়ার জন্য কর্ণে গুনগুন শব্দ হয়। মস্তকের পশ্চাৎদিকে ভার ও বেদনা বোধ হয়, বেদনা সম্মুখের চক্ষু পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। বেদনা আহারকালীন ও সামান্য সঞ্চালনে ও কোনপ্রকার স্ফূর্তিজনক কার্যে উপশমপ্রাপ্ত হয়। মস্তিষ্কে রক্তহীনতাবশতঃ স্নায়বিক দৌর্বল্য এবং তজ্জনিত মাথাধরা।

বেদনা বামদিকে অধিক। বামদিকের চক্ষু হইতে মস্তক পর্যন্ত বেদনা। নিদ্রার পরও সুস্থ বোধ হয় না।

মস্তকের দক্ষিণ পার্শ্বে বেদনা, মস্তক কণ্ডুয়ন এবং প্রাতে তাহার বৃদ্ধি। দক্ষিণ চক্ষুর উপর খোঁচা মারা বেদনা (stitching pain)।

পশ্চাৎ মস্তকে বেদনা; বেদনা সমস্ত রাত্রি থাকে। বেদনাবশতঃ রাত্রিতে পুনঃ পুনঃ নিদ্রাভঙ্গ হয়, কিন্তু শয্যাত্যাগের পর উহার উপশম। বেদনা চাপনে বৃদ্ধি।

শিরঃপীড়া সহ অতিশয় ক্ষুধার উদ্রেক। স্নায়বিক শিরঃপীড়া সহ চিন্তা করিতে অসমর্থ, দৌর্বল্য ও নিদ্রাহীনতা দৃষ্ট হয়। শ্বাসপ্রশ্বাস দুর্গন্ধযুক্ত। **জিহ্বা বাসি সরিষা গোলার ন্যায় কটাভ লেপাবৃত।** একাকী থাকিলে কষ্ট বোধ করে, পীড়ার বৃদ্ধি হয় এবং ক্রন্দন করে।

সামান্য শব্দে, গোলমালে, শয়নে, শয়নের পর উঠিলে, বসিলে, ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিলে, দণ্ডায়মান হইলে, আলোকের দিকে চাহিলে, মানসিক পরিশ্রমে, একাকী থাকিলে শিরঃপীড়ার বৃদ্ধি; অল্প অল্প মস্তক সঞ্চালন করিলে, আমোদজনক কার্যে, মস্তকে জল দিলে, উত্তাপে ও আহারকালীন হ্রাস হয়।

শিরঃপীড়াবশতঃ অনিদ্রা অথবা অনিদ্রাবশতঃ শিরঃপীড়া।

অর্ধ শিরঃশূল (hemicrania)—ইহাই প্রধান ঔষধ। ইহা উত্তেজিত অথবা পক্ষাঘাতগ্রস্ত স্নায়ুকে স্বাভাবিক ও সরল করিয়া শিরঃপীড়া হ্রাস করিয়া থাকে।

মস্তিষ্কাবরক-ঝিল্লীপ্রদাহ (meningitis)—উক্ত পীড়া সহ স্নায়বিক লক্ষণ থাকিলে ; অন্য ঔষধের লক্ষণ থাকিলে তাহার সহিত পর্যায়ক্রমে। নিদ্রিতাবস্থায় হঠাৎ চিৎকার করিয়া উঠা (sudden shrill, piercing screams) অথবা নিদ্রাকালে মধ্যে মধ্যে চমকাইয়া উঠা (startling)। সহজেই উত্তেজিত ও ভীত হয়।

সন্ন্যাস (apoplexy)—পীড়ার পূর্বে অথবা পরে পক্ষাঘাতের কোন লক্ষণ দৃষ্ট হইলে এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী। স্নায়বিক লক্ষণের আধিক্য অথবা কোন মানসিক কষ্ট বা শোকজনিত হইলে উৎকৃষ্ট। ফেরাম ফস সহ পর্যায়ক্রমে।

স্নায়ুশূল (neuralgia)—স্নায়ুশূলের প্রধান ঔষধ ম্যাগ-ফস। যাহারা অতিশয় খিটখিটে, দুর্বল, অবসাদগ্রস্ত, সহজেই উত্তেজিত ও অনিদ্রারোগগ্রস্ত, তাহাদের পক্ষে কেলি ফস বিশেষ উপযোগী। **বেদনা ঈষৎ সঞ্চালনে ও স্ফূর্তিজনক কার্য করিলে হ্রাস এবং অধিক নড়াচড়া করিলে ও একাকী থাকিলে পীড়ার বৃদ্ধি এই ঔষধের নির্দেশক লক্ষণ।**

মস্তিষ্কশূন্যতা (brain fag)—লুপ্ত স্নায়বিক শক্তির পুনঃ প্রতিষ্ঠার্থ উৎকৃষ্ট। সর্বপ্রকার স্নায়বিক দুর্বলতাই ইহার দ্বারা আরোগ্য হয়।' শক্তি—৬x।

উন্মাদ (insanity)—সর্বপ্রকার উন্মাদপীড়ায় কেলি ফসই প্রধান এবং একমাত্র ঔষধ। **অতিরিক্ত অধ্যয়ন বা মানসিক পরিশ্রমজনিত পীড়ায়** ইহা অতি উৎকৃষ্ট। **সামান্য কারণে বিরক্ত এবং অতিশয় খিটখিটে স্বভাবের। উদ্বিগ্ন, সন্দিগ্ধচিত্ত,**

বিনা কারণে ভয়, সকল বিষয়েই দুর্ভাবনা এবং সকল কার্যের অসার ভাগ দর্শন করে। উৎসাহহীনতা ও মেদামারা গোছের এবং সর্বদাই মতিগতির পরিবর্তন হয়। কখনও হাস্য, কখনও ক্রন্দন, কখনও হৃষ্টচিত্ত, কখনও দুঃখিত। নানাপ্রকার মিথ্যা ধারণার উদ্রেক হয়। বাটী ত্যাগ করিবার ভয়ে অনর্থক ভীত হয় (কিন্তু বাটী যাইতে চাওয়া ক্যাল্ক-ফসে আছে), কাহারও সহিত কথা বলিতে ইচ্ছা করে না এবং কেহ তাহার সহিত কথা বলে ইহাও সে চাহে না। নড়াচড়া তাহার ভাল লাগে না, তাই সে চুপচাপ বসিয়া থাকিতে ভালবাসে (অতিশয় অস্থিরতা ক্যাল্ক-ফসে দৃষ্ট হয়)। নানাপ্রকার অসংলগ্ন কথা বলে। শোক বা দুঃখজনিত পীড়া।

মদাত্যয় বা মদ্যপানজনিত পীড়া (delirium tremens)—নেট্রাম মিউরই এই পীড়ার প্রধান ঔষধ। অনিদ্রা, ভীতচিত্ত, অস্থিরতা, সন্দিগ্ধচিত্ত, অসংলগ্ন বাক্য বলা, এক বিষয়ে প্রলাপ বকিতে বকিতে অন্য বিষয় সম্বন্ধে প্রলাপ বকা, কল্পিত বস্তু দর্শন প্রভৃতি এই ঔষধের প্রয়োগ লক্ষণ। বিড়বিড় করিয়া প্রলাপ বকা থাকিলে নেট্রাম মিউরের সহিত এবং জ্বরের সহিত উচ্চ প্রলাপ থাকিলে ফেরাম ফসের সহিত পর্যায়ক্রমে ব্যবহার্য।

পক্ষাঘাত (paralysis)—সর্বপ্রকার পক্ষাঘাতের ইহাই সর্ব প্রধান ঔষধ। পক্ষাঘাত ক্রমে ক্রমেই হউক অথবা হঠাৎ দ্রুত গতিতেই হউক, প্রায়ই এই ঔষধ প্রদানের আবশ্যক হয়। স্বরযন্ত্রের পক্ষাঘাতবশতঃ স্বরভঙ্গ হইলেও ইহা ব্যবহার্য। দুর্গন্ধযুক্ত মলনিঃসরণ হয়।

চক্ষুপীড়াসমূহ (diseases of the eye) সর্বদা এই ঔষধের প্রয়োজন হয় না। সাধারণ পীড়ার জটিল অবস্থায় ইহার প্রয়োগ হয়। কোন কঠিন পীড়ার পর অতিশয় দৌর্বল্যবশতঃ দৃষ্টিশক্তির হ্রাস। অপটিক নার্ভের আংশিক পক্ষাঘাত বা ক্ষয় জন্য দৃষ্টিশক্তির হ্রাস বা বিনষ্ট

হওয়া। কোন পীড়াকালে চক্ষুতারকা বিস্তৃত ও উত্তেজিত ভাবে চাহিয়া থাকে। চক্ষুপত্রস্থ পেশীর দুর্বলতাবশতঃ চক্ষুপত্র ঝুলিয়া পড়ে (drooping of the eyelids)। চক্ষুমধ্যস্থ পেশীসমূহের দৌর্বল্যবশতঃ টেরা বা তির্যক দৃষ্টি, বিশেষতঃ ডিফথিরিয়া পীড়ার পর।

চক্ষুপত্র সকল ও চক্ষুগোলক বেদনাযুক্ত। চক্ষুর ভিতর জ্বালা ও খচখচে বেদনা বোধ হয়। চক্ষুর সম্মুখে কাল কাল পদার্থ দৃষ্ট হয়। চক্ষের যন্ত্রণা নিদ্রাভঙ্গের পর, সূর্যালোকে ও পাঠকালে বৃদ্ধি হয়। **সহবাসের পর** অস্পষ্ট দৃষ্টি।

কর্ণপীড়াসমূহ (diseases of the ear)—স্নায়বিক দৌর্বল্যবশতঃ শ্রবণশক্তির হ্রাস এবং তৎসহ কর্ণে নানাপ্রকার শব্দ। মস্তকের ভিতরও শব্দ ও গোলমাল বোধ হয়। কর্ণ মধ্যে বেদনা, চুলকানি এবং ক্ষত হইয়া উহার মধ্য হইতে পাতলা, **দুর্গন্ধযুক্ত** ও কটাসে পুঁজ নিঃসৃত হয়। সময় সময় পূর্বোক্ত পুঁজের সহিত রক্তও মিশ্রিত থাকে। বৃদ্ধদিগের কর্ণের শীর্ণতা এবং আঁইশবৎ ছাল উঠা। **সামান্য শব্দেই কর্ণবেদনা অসহ্য বোধ হয়।** পুঁজ যেখানে লাগে হাজিয়া যায়।

নাসিকার সর্দি (coryza)—ওজিনা পীড়ায় **দুর্গন্ধজনক** স্রাব নিঃসৃত হইলে (সাইলি)। **দীর্ঘকালস্থায়ী হরিদ্রাবর্ণের গাঢ় সর্দি নিঃসরণ অথবা নাক ঝাড়িলে হরিদ্রাবর্ণের মামড়ী বাহির হয়।** প্রাতঃকালেই ইহার বৃদ্ধি হইলে উচ্চ শক্তি ব্যবহার্য (৩০x শক্তির নিম্নে নহে)। কেলি ফসের সর্বপ্রকার স্রাবেই অসহনীয় দুর্গন্ধ থাকে।

সামান্য ঠাণ্ডা লাগিলেই হাঁচি হয়। অধিক সময় হাঁচিবার ইচ্ছা হয়, অথচ হাঁচি হয় না।

নাসিকা হইতে রক্তস্রাব (epistaxis or bleeding

from the nose)—দুর্বল ব্যক্তিদিগের নাসিকা হইতে রক্তপাত। নাসিকা হইতে পুনঃপুনঃ রক্তপাতে ফেরাম ফসের সহিত পর্যায়ক্রমে সেবন করিলে রক্তপড়া দোষ নিবারিত হয়। নাসিকা হইতে যে রক্ত নিঃসৃত হয়, তাহা তরল, কালচে, কালচে লাল এবং সহজে জমাট বাঁধে না। রক্ত দুর্গন্ধযুক্ত।

তালুমূল প্রদাহ (tonsillitis)—টনসিলাইটিস পীড়ায় যখন টনসিল পচিতে থাকে বা টাইফয়েড ইত্যাদি গুরুতর অবস্থা প্রকাশ পায় এবং রোগী অতিশয় দুর্বল, অবসন্ন ও উদ্বেগযুক্ত হয়, তখন অন্য আবশ্যকীয় ঔষধের সহিত পর্যায়ক্রমে ব্যবহার্য। টনসিল বৃহৎ ও বেদনাযুক্ত এবং ডিফথিরিয়ার মেম্ব্রেনের ন্যায় শ্বেতবর্ণ শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লী দ্বারা আবৃত হয়, বিশেষতঃ প্রাতঃকালে।

গলক্ষত (sore throat)—"তালুমূল প্রদাহ" অধ্যায়ে বর্ণিত লক্ষণসমূহ দ্রষ্টব্য।

দন্তবেদনা (toothache)—দুর্বল স্নায়ু ও বায়ুপ্রধান ব্যক্তিদিগের দন্তবেদনা (ম্যাগ-ফস)। নিদ্রাহীনতা ও মানসিক পরিশ্রমবশতঃ দন্তবেদনা। দন্তমাঢ়ী স্ফীত ও বেদনাযুক্ত। **স্নায়বিক কারণে শীত ব্যতীত শীতের ন্যায় দন্ত সিড়সিড়** করে (ক্রিমি জন্য নহে)। **পোকাধরা দন্তে তীক্ষ্ণ বেদনা।** দন্তবেদনা সহ লালাস্রাব (নেট্রাম মিউর)। সহজেই দন্ত হইতে রক্ত নির্গত হয়। **দন্তের বেদনা ছিন্নকর প্রকৃতির।**

সামান্য ঠাণ্ডা লাগিলে, বৈকালে, রাত্রিতে, মানসিক পরিশ্রমের পর ও নিদ্রাহীনতার পর দন্তবেদনার বৃদ্ধি এবং প্রফুল্লকর কার্যে, সামান্য চাপনে ও সামান্য সঞ্চালনে হ্রাস।

দন্তমাঢ়ীর রক্তস্রাব (hæmorrhage of the teeth) —দন্তমাঢ়ীর রক্তস্রাবে ইহাই প্রধান ঔষধ। **যাহাদের সহজেই**

দন্তমাঢ়ী হইতে রক্তস্রাব হয়, তাহাদের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। রক্তের বর্ণ নিম্নে "রক্তস্রাব" অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

রক্তস্রাব (hæmorrhage)—দুর্বল ও শিথিল প্রকৃতির ব্যক্তিদিগের দৌর্বল্যনিবন্ধন রক্তস্রাব। রক্তহীন ব্যক্তিদিগের রক্তস্রাবের প্রবণতায় ক্যাল্ক-ফস ও ফেরাম ফস সহ পর্যায়ক্রমে ব্যবহার্য। রক্তের বর্ণ—আলকাতরার ন্যায় কাল, কালচে লাল, পাতলা ও জমিয়া যায় না। রক্ত পচিয়া যায়।

স্বরভঙ্গ (hoarseness)—অত্যধিক দৌর্বল্য বা স্নায়বিক অবসাদবশতঃ পীড়া। গলার ভিতর অতিশয় ক্লান্তি অনুভব হয়। স্বরযন্ত্রের **পক্ষাঘাতে** (প্রথমাবস্থায় ফেরাম ফস) উৎকৃষ্ট। গলার স্বর বসিয়া যায়।

বমন (vomiting)—কফি গুঁড়ার ন্যায় পদার্থ বমন। আহারের পর তিক্তাস্বাদযুক্ত পিত্তবমন। বমনে উপশম। কালচে রক্তবমন। স্নায়বীয় কম্পনবশতঃ বমন। অম্লপিত্ত ও তিক্ত উদ্গার।

ডিফথিরিয়া (diphtheria)—পীড়ার যে কোন অবস্থায় অবসন্নতা, অতিরিক্ত দুর্বলতা, নাড়ী লুপ্ত, সর্বাঙ্গের শীতলতা ইত্যাদি গুরুতর অবস্থা দৃষ্ট হইলে। পীড়ার পরবর্তী নানাপ্রকার কুফল; যথা—দৃষ্টিশক্তি, ঘ্রাণশক্তি, শ্রবণশক্তি ও বাকশক্তির অল্পতা বা হ্রাস হইলে ইহা উপযোগী। জিহ্বার জড়তা বা পক্ষাঘাত, এমন কি নাকি কথা বলা থাকিলেও ফলপ্রদ। ইহার সকল প্রকার স্রাবেই অতিশয় দুর্গন্ধ থাকে।

পাকস্থলীর পীড়াসমূহ (diseases of the stomach)—পাকাশয়ের তরুণ ও পুরাতন গ্যাস্ট্রাইটিস (acute or chronic catarrhal gastritis), পাকাশয়ের ক্ষত (ulcers), পাকাশয়ের ক্যান্সার প্রভৃতি পীড়ায় যখন অধিক বিলম্বে চিকিৎসার্থ আসে, তখন রোগী অতিশয় দুর্বল ও অবসাদগ্রস্ত হয়। মানসিক কষ্ট, শোক ও দুঃখজনিত পাকস্থলীর বেদনা।

অজীর্ণ (dyspepsia)—অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রম অথবা স্নায়বিক দৌর্বল্যবশতঃ অজীর্ণ পীড়া। অস্বাভাবিক ক্ষুধা। সর্বদাই খাই খাই করে (কৃমিবশতঃ হইলে নেট্রাম ফস), আবার কখন কখন উহার বিপরীত ভাবও দৃষ্ট হয়। অতিরিক্ত ক্ষুধা পায়, কিন্তু সামান্য আহারেই তাহার তৃপ্তি ও ক্ষুধা নিবৃত্তি হইয়া যায়। পেট ফাঁপে এবং ঐ বায়ুর চাপ হৃৎপিণ্ডে লাগিয়া হৃদ্‌স্পন্দন, বা হৃৎপিণ্ডে বেদনা। উদ্গার উঠে এবং গলা বুক জ্বালা করে। আহারের পর পাকস্থলীতে বেদনা। আহারের পর বমনোদ্বেগ ; বমনে তিক্তাস্বাদযুক্ত খাদ্যদ্রব্য এবং কখন রক্তও উঠে। আহারের পর তন্দ্রা। উদ্গারে অতিশয় দুর্গন্ধ থাকে। উদর শূন্যবোধ হয়। মিষ্টদ্রব্য, বরফের ন্যায় **ঠাণ্ডা পানীয়,** টক ও বাসি জল পানে অতীব স্পৃহা। মাংস ও রুটিতে অপ্রবৃত্তি, উদরে **পূর্ণতা** অনুভব। উদরে ছুঁচফোটার ন্যায় যন্ত্রণা। দুর্গন্ধযুক্ত অধোবায়ু নিঃসরণ হয় এবং তাহাতে রোগী আরাম বোধ করে।

উদরাময় (diarrhœa)—অতিশয় দুর্বলতা ও অবসাদ সহ বেদনাবিহীন জলবৎ ভেদ। **মলে অতিশয় পচা গন্ধ থাকে।** মলের বর্ণ কাদার ন্যায়। মলে অতিশয় দুর্গন্ধ থাকিলে যে কোন বর্ণের মলই হউক না কেন, এই ঔষধ প্রয়োগ করিতে হইবে। কেলি ফসের দুর্গন্ধ নাশ করিবার অসাধারণ শক্তি আছে। অনেক দিন ধরিয়া উদরাময়ে ভুগিতে ভুগিতে অতিশয় দুর্বল হইয়া পড়িলে, অন্য কোন ঔষধের লক্ষণ থাকিলে পর্যায়ক্রমে এই ঔষধ ব্যবহার করা কর্তব্য। সশব্দে দুর্গন্ধ বায়ুনিঃসরণ হয়। মনে হয় পায়খানায় বসিলে বাহ্যে হইবে, কিন্তু হয় না (ক্যাল্ক-ফস)।

দ্বিপ্রহরে আহারের পূর্বে প্রায়ই অতিশয় দুর্গন্ধযুক্ত জলবৎ, বা কর্দমবৎ মলত্যাগ হয়। পায়খানার বেগ হওয়া মাত্র অতিশয় তাড়া-তাড়ি যাইতে হয়, নতুবা কাপড় নষ্ট হইয়া যায়। আহারকালীনও

মলত্যাগ করিবার ইচ্ছা হয়। অতি প্রত্যুষে বেদনাবিহীন দুর্গন্ধযুক্ত তরল মলত্যাগ। প্রাতঃকালের দিকে মলত্যাগ আরও কয়েকটি ঔষধে আছে। তাহাদের প্রভেদ নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

নেট্রাম সালফ—প্রাতঃকালে উদরাময়ের বৃদ্ধি নেট্রাম সালফের বিশেষত্ব। নিদ্রাভঙ্গের পর কিছুক্ষণ বেড়াইলে তবে বাহ্যের বেগ হয়। কেলি ফসের ন্যায় নেট্রাম সালফে বাহ্যের বেগ হইলেই তাড়াতাড়ি পায়খানায় দৌড়ান লক্ষণ নাই। কেলি ফসের ন্যায় নেট্রাম সালফের বাহ্যেতে ঐরূপ পচা গন্ধও নাই। নেট্রাম সালফে উদরে বায়ু জমিয়া স্ফীত হয় এবং তজ্জন্য উদরে দক্ষিণ দিক বেদনা করে, কিন্তু কেলি ফসে উদরের স্ফীতিবশতঃ উদরের বামদিকে বেদনা হয়। কেলি ফসে বৈকালের দিকে হড়হড় গড়গড় শব্দ হয়, কিন্তু নেট্রাম সালফে সর্বদাই উদরে বায়ু জমিয়া হড়হড় গড়গড় শব্দ হয়।

ম্যাগ-ফস—প্রাতঃকালীন জলখাবারের পর বেলা প্রায় ৮।৯ টার সময় সহসা পুনঃপুনঃ পাতলা মলত্যাগ। মল প্রথমে কটা, পরে ফ্যাকাশে, শাদা ও জলবৎ এবং সর্বশেষে রক্তমিশ্রিত থাকে। পরদিবস ঐ একই সময়ে মলত্যাগ, কিন্তু বেগ অপেক্ষাকৃত মন্দীভূত।

ফেরাম ফস—ভেদ যখন রাত্রি ১২টার পর হইতে প্রাতঃকাল পর্যন্ত বৃদ্ধি হয়। মল সবুজবর্ণের।

রক্তামাশয় (dysentery)—**দুর্গন্ধযুক্ত** মলত্যাগ। উদর স্ফীত, বায়ুনিঃসরণ হইলে তাহাতে অত্যন্ত দুর্গন্ধ থাকে এবং গাত্রেও পচা গন্ধ থাকে। রক্তসংযুক্ত, অথবা কেবল রক্তভেদ। রক্তের বর্ণ কাল। বিড়বিড় করিয়া প্রলাপ বকে। মলদ্বারে পক্ষাঘাত বা উহার নির্গমন। গুহ্যদ্বারে জ্বালা ও বেদনা।

ওলাউঠা (cholera)—**অতিশয় দুর্গন্ধযুক্ত চাউল ধোয়ানি জলের বর্ণ বিশিষ্ট তরল মলত্যাগে** ইহা অত্যুৎকৃষ্ট ঔষধ।

এই পীড়ায় স্নায়ুমণ্ডলের পাংশুবর্ণ পদার্থ (gray matter) ক্ষয় হয় বলিয়া অতিশয় দুর্বলতা জন্মে ; এই দুর্বলতা নাশ করিতে কেলি ফসের বিশেষ ক্ষমতা আছে। পতনাবস্থায় (collapse stage) যখন চক্ষু, মুখ ও নাড়ী বসিয়া যায়, অথবা সূত্রবৎ হয়, মুখমণ্ডল বিবর্ণ হয়, স্বরভঙ্গ হয়, প্রভৃত ঘর্ম দৃষ্ট হয়, তখন কেলি ফস অতিশয় ফলপ্রদ। মুখে অতিশয় দুর্গন্ধ, দাঁতে ময়লা (sordes) পড়ে। কালচে রক্তভেদ থাকিলেও ইহা উপযোগী। কলেরার পরবর্তী বিকারাবস্থায়ও ইহা ব্যবহৃত হয়। বিড়বিড় করিয়া প্রলাপ বকা থাকিলে নেট্রাম মিউর সহ পর্যায়ক্রমে এবং উচ্চ প্রলাপে ফেরাম ফস সহ পর্যায়ক্রমে। বেদনাযুক্ত ও বেদনাশূন্য উভয় প্রকার কলেরাতেই কেলি ফস ব্যবহৃত হয়। ভেদ বমনের জন্য চুপ করিয়া পড়িয়া থাকিলেও যেমন ইহা উপযোগী, আবার ঘন ঘন দুর্গন্ধযুক্ত বাহ্যের সহিত দুর্বলতা ও ছটফটানি থাকিলেও ইহা তদ্রূপ উপকারী। প্রথমাবস্থায় কখনও বা ফেরাম ফস, কখনও বা কেলি সালফ সহ পর্যায়ক্রমে ব্যবহার করিবার প্রয়োজন হয়। অতিসারিক ওলাউঠায় (diarrhœic cholera) ইহা অমোঘ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। শক্তি—৩x, ৬x।

রোগী বিবরণ—গত ২৪।৮।৩৬ শেষ রাত্রিতে পাবনা জেলার অন্তর্গত দিলপাশার পোষ্ট মাষ্টারের ভাগ্নে শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঘোষের কলেরা হওয়ায় চিকিৎসার জন্য আহূত হই। রোগীর বয়স ৩৫।৩৬ বৎসর। রাত্রি ১২টা হইতে ভেদ বমি হইতেছে। দ্বিপ্রহরে চিড়া দই খাইয়াছিল। বমি বোধ হয় দুইবার হইয়াছে এবং প্রথম দুইবারের ভেদে কেবল চিড়া ইত্যাদি পড়িয়াছিল। ইহার পর হইতে শুধু চাউল ধোয়ানি জলের মত ভেদ বহুল পরিমাণে কলের জলের ন্যায় পড়িতেছে। এত যে জলের ন্যায় বহুল ভেদ, তাহাও রোগীর ২।৩ বারে একটু কোঁথ দিয়া থামিয়া হয়। জিজ্ঞাসায় জানিলাম যে, বহু বৎসর হইতেই তাহার দাস্ত পরিষ্কার হয় না

এবং অল্প অল্প করিয়া ২।৩ বারে হয়। ভেদে এত দুর্গন্ধ যে, বাহিরেও থাকা যায় না এবং ভেদের পরই পুনরায় ভেদ পর্যন্ত রোগী নিদ্রা যায়। প্রতি ১৫ মিনিট অন্তর ভেদ হইতেছে। আমি **কেলি ফস** ৬x এক মাত্রা দিলাম। পরের বারের বাহ্যেতে গন্ধ নাই এবং পরিমাণও খুব অল্প। আরও দুই মাত্রা দেওয়াতে রোগী গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইল। আর কোনও ঔষধের প্রয়োজন হয় নাই। কেবলমাত্র ভেদের বিশেষত্বের উপর নির্ভর করিয়া এই প্রকার বহু রোগী আমাদের হাতে অল্প সময়ের মধ্যে আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

কোষ্ঠবদ্ধ (constipation)—সরলান্ত্রের ও গুহ্যদ্বারের পক্ষাঘাতবশতঃ কোষ্ঠবদ্ধ। যাহারা বসিয়া বসিয়া দিন কাটায় তাহাদের কোষ্ঠকাঠিন্য। হিষ্টিরিয়া রোগগ্রস্ত ব্যক্তির কোষ্ঠবদ্ধ। ঘোর বাদামী বা কটাবর্ণের, রক্তসংযুক্ত ও **পীতাভ সবুজ শ্লেষ্মা** মিশ্রিত মল। অত্যন্ত কঠিন, বড় বড় গাঁটসংযুক্ত মল। মলত্যাগ করিতে অতিশয় কষ্ট হয়।

শূলবেদনা (colic pain)—পাকাশয়ে গ্যাস জমিয়া উদর স্ফীত হয়। উর্ধ্বোদরে শূলবেদনা সহ ঘন ঘন নিষ্ফল মলত্যাগেচ্ছা। সম্মুখ দিকে অবনত হইয়া বসিলে বেদনার উপশম। বেদনাস্থান অসাড় হইয়াছে মনে হয়। রক্তহীন, দুর্বল ও স্নায়বিক ব্যক্তিদিগের বেদনা। সামান্য সঞ্চালনে ও আমোদজনক কার্যে উপশম এবং অধিক সঞ্চালনে বৃদ্ধি।

প্রস্রাবযন্ত্রের পীড়াসমূহ (diseases of the urinary organs)—ব্লাডারে স্ফিংকটার পেশীর অর্থাৎ মূত্রস্থলীর মুখে প্রস্রাব-বন্ধকারী পেশীর **পক্ষাঘাতবশতঃ অসাড়ে প্রস্রাব হয়। বালকদিগের শয্যামূত্রে** অতি উৎকৃষ্ট (ফেরাম ফস, কৃমিবশতঃ হইলে নেট্রাম ফস)। স্নায়বিক দৌর্বল্যবশতঃ **প্রস্রাবের বেগ ধারণের অসামর্থ্য।** প্রস্রাবের বেগ হইলেই তাড়াতাড়ি যাইতে

হয়, নতুবা কাপড় নষ্ট হইয়া যায়। পুনঃপুনঃ **অধিক** পরিমাণে প্রস্রাব এবং প্রস্রাব ত্যাগকালীন মূত্রনলী ও মূত্রদ্বারে জ্বালা বোধ হয়। বহুমূত্র রোগে স্নায়বিক দৌর্বল্য ও অতি ক্ষুধা থাকিলে অন্য ঔষধের সহিত ২।১ মাত্রা করিয়া ব্যবহার করিতে হয়। ব্রাইটস পীড়ায় (Bright's disease) উপকারী। প্রস্রাবদ্বার দিয়া রক্তস্রাব হয়। প্রস্রাবে লালবর্ণ বালুকার ন্যায় তলানি (sediment) পড়ে। **প্রস্রাব উজ্জ্বল হরিদ্রাবর্ণের।** মূত্রত্যাগের পর ফোঁটা ফোঁটা করিয়াও প্রস্রাব পড়ে। মূত্রে চিনি (sugar) থাকে এবং আপেক্ষিক গুরুত্ব (specific gravity) বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

প্রমেহ (gonorrhœa)—মূত্রনলী দিয়া রক্তস্রাব হইলে ব্যবহার্য। মূত্রনলীর মুখেই জ্বালা। লিঙ্গমুণ্ডের, অথবা উহার আবরক পর্দার প্রদাহ ও স্ফীতিতে ব্যবহৃত হয়। মূত্রস্থলীতে ছুঁচফোটার ন্যায় যন্ত্রণা।

ব্রাইটস ডিজিজ (Bright's disease)—ক্যাল্ক-ফসই প্রধান ঔষধ। স্নায়বিক দৌর্বল্যে কেলি ফস ব্যবহৃত হয়।

ধাতুস্খলন (spermatorrhœa)—হস্তমৈথুনবশতঃই হউক অথবা অন্য যে কোন কারণেই হউক অতিরিক্ত বীর্যক্ষয়জনিত স্নায়বিক দৌর্বল্যে, অনুৎসাহ, অনিদ্রা, কোন কার্যেই মন না লাগা, ইত্যাদি লক্ষণে ফলপ্রদ। প্রাতে জননেন্দ্রিয় অতিশয় উত্তেজিত হয় এবং সহবাসেচ্ছা অতিশয় প্রবল হয়। সহবাস করিবার পরই অতিশয় অবসাদ। বিনা উত্তেজনায় বীর্যস্খলন। **ধ্বজভঙ্গ** পীড়া। উত্তেজনা দুইটি কারণে হয়—১। অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় পরিচালনাবশতঃ। ২। উত্তেজনা দমন করিবার জন্য। লিঙ্গোদ্রেকের সহিত সর্বদাই শুক্র নিঃসরণ। সঙ্গম প্রবৃত্তি লুপ্ত হয়।

উপদংশ (syphilis)—ফ্যাজেডেনিক ক্ষতের পীড়ায় (phage-

denic chancre) অর্থাৎ যে উপদংশের ক্ষতে পচন ধরে এবং শীঘ্র শীঘ্র বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় তাহাতে বিশেষ উপযোগী। ঐ সঙ্গে ক্ষতে পচা দুর্গন্ধ থাকিলে ইহা আরও উপযোগী।

স্বল্পরজঃ (amenorrhœa)—শারীরিক ও মানসিক দৌর্বল্য বা অবসাদ, নিরুৎসাহ, আলস্যবোধ, মুখে দুর্গন্ধ অনুভব সহকারে মাসিক রজঃস্রাবে বিলম্ব। রোগিনীর স্বভাব খিটখিটে, অস্থির ও সহজেই ক্রন্দনশীল। বাসি সরিষা বাটার ন্যায় লেপবিশিষ্ট জিহ্বা।

ঋতুস্রাব অধিক বিলম্বে, **অল্পকালস্থায়ী** এবং **অল্প পরিমাণে** হয়। ঋতুস্রাবকালীন প্রসববেদনার ন্যায় বেদনা হয়। বাম দিকের তলপেটে, বাম ওভেরিতে ও বাম পদে বেদনা। নড়াচড়া করিলে ও উপুড় হইয়া শয়ন করিলে উপশম বোধ হয়। স্রাবের বর্ণ গাঢ় লাল, কালচে লাল (dark red), পাতলা রক্ত সহজে জমাট বাঁধে না এবং **গন্ধজনক**। ঋতুস্রাবের পর ৪।৫ দিন পর্যন্ত সহবাসেচ্ছা অতিশয় প্রবল হয়। গলার নিকট যেন গোলার ন্যায় কিছু উঠিতেছে মনে হয়। ডিম্বকোষে ছুঁচফোটার ন্যায় যন্ত্রণা। শক্তি—৬x।

কষ্টরজঃ বা বাধকবেদনা (dysmenorrhœa)—উপরে "স্বল্পরজঃ" অধ্যায়ে সমস্তই বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে, সুতরাং পুনরুল্লিখিত হইল না। অনেক সময় ফেরাম ফস সহ পর্যায়ক্রমে দিতে হয়। জরায়ুর অন্যান্য পীড়াতেও উপরের লক্ষণ দ্রষ্টব্য। শক্তি—৩x, ৬x।

রক্তপ্রদর (menorrhagia)—"রক্তস্রাব" অধ্যায় দ্রষ্টব্য। অতিরিক্ত রক্তস্রাববশতঃ অবসন্নতা।

শ্বেতপ্রদর (leucorrhœa)—শারীরিক ও মানসিক অবসন্নতাবশতঃ পীড়া উৎপন্ন হইলে। স্রাব উত্তেজক এবং উহা যে স্থানে লাগে সেই স্থানেই ফোসকার ন্যায় ক্ষত জন্মে (নেট্রাম মিউর সহ

পর্যায়ক্রমে)। শ্বেতপ্রদরের স্রাব পীতাভ সবুজবর্ণ। প্রদর জ্বালাজনক, অম্লাত্মক ও দুর্গন্ধজনক হয়।

প্রসববেদনা (labour pain)—সুপ্রসব করাইবার জন্য ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ঔষধ আর আবিষ্কৃত হয় নাই। প্রসবের এক মাস পূর্ব হইতে এই ঔষধ মধ্যে মধ্যে ২।১ মাত্রা করিয়া ব্যবহার করিলে অতি সহজে এবং নির্বিঘ্নে সুপ্রসব হইয়া থাকে। প্রসববেদনা ভাল আসে না অর্থাৎ বেদনা জোরে আসে না, কিছুক্ষণ বেদনা আসিয়া আবার জুড়াইয়া বা কমিয়া যায়। বেদনা কখনও কম, কখনও বেশী। দুর্বলতা নিবন্ধন অতিশয় কষ্টকর প্রসববেদনা। যে সকল প্রসূতি সহজে উত্তেজিত হয়, অথবা অল্পতেই ক্রন্দন করে। অকার্যকরী দুর্বল ও কৃত্রিম প্রসববেদনায় এই ঔষধ শুষ্কাকারে জিহ্বায় প্রদান করিলে অতি শীঘ্রই জরায়ুর বল বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া প্রসববেদনা উত্তেজিত হইয়া অতি সত্বর সুপ্রসব হয়। গ্রন্থকার শত শত রোগীক্ষেত্রে এই ঔষধ পরীক্ষা করিয়া কখনও নিষ্ফল হন নাই। ২।৩ মাত্রার অধিক ঔষধ কখনও প্রয়োগ করিতে হয় নাই। প্রতি ১৫ মিনিট অন্তর এক একমাত্রা ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয়। শক্তি—৪x কেহ কেহ ৩x দিতে বলেন।

রোগী-বিবরণ—(১) একটি ১৬।১৭ বৎসর বয়স্কা যুবতী তিন দিন যাবৎ প্রসববেদনায় কষ্ট পাইতেছিল। দুই দিন হইতে ভ্রূণের মস্তক প্রসবদ্বারে আসা বোধ হইতেছিল, কিন্তু বেদনা না থাকায় প্রসব হইতেছিল না। সম্ভবতঃ অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসার দ্বারা ঐ প্রকার হইয়া থাকিবে। অ্যালোপ্যাথিক ঔষধ ও ইনজেকশান প্রদান করা হইলেও কার্যকরী হয় না। তৃতীয় দিন বৈকালে আমি আহূত হইয়া দেখি যে রোগিনী অত্যন্ত ভীতা হইয়া জড়ের ন্যায় নিশ্চল হইয়া শয়ন করিয়া আছে। তাহাকে দর্শন করিলে যদিও মনে হয় যেন তাহার কোন জ্ঞান নাই; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রথমবারের পোয়াতী বলিয়া মাতা,

পিতা ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজনের ভীতিভাব লক্ষ্য করিয়াই ঐরূপ নিশ্চল-ভাব অবলম্বন করিয়াছিল। প্রসববেদনা একেবারেই নাই। আমি রোগিনী-মাতাকে আশা-ভরসা দিয়া একমাত্রা কেলি ফস 4x দিবার ৭।৮ মিনিট পরেই বেদনা হয় এবং আরও ২ মাত্রা ঔষধ দিতেই সুপ্রসব হয়; কিন্তু দীর্ঘ সময়ের অবরুদ্ধতাবশতঃ পুত্রটি মৃত বলিয়া মনে হয়। সঙ্গে সঙ্গে পর্যায়ক্রমে উষ্ণ ও শীতল জল প্রদান এবং কৃত্রিম শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়া অবলম্বন করায় নবজাত শিশুটির প্রাণরক্ষা হয়। এই উভয় কার্য সাধন করিতে মাত্র একঘণ্টা সময় লাগিয়াছিল।

রোগিনী একজন উপাধিধারী অ্যালোপ্যাথিক ডাক্তারের কন্যা। আমি যখন রোগিনীর বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম, তখন সেখানে ২।৩ জন অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসক এবং চতুষ্পার্শ্বস্থ গৃহসমূহ হইতে বহু স্ত্রীলোক ছিলেন। চিকিৎসকবৃন্দ ফরসেপের সাহায্যে প্রসবকার্য সম্পন্ন করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন; কিন্তু রোগিনীর মাতা এবং পাড়া-প্রতিবেশীরা পুনঃপুনঃ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকের সাহায্য লইতে বলায় অগত্যা আমাকে আহ্বান করা হয়। ডাক্তারবাবু কন্যার জন্য পাগলের ন্যায় ছুটাছুটি করিয়া সহযোগী ভ্রাতাদের সাহায্য গ্রহণ করিয়াও যেখানে কিছুই করিতে পারেন নাই, সেখানে কয়েক গ্রেন ধূলাপড়ায় কয়েক মিনিটে তাহা সাধিত হইল।

(২) গ্রন্থকারের দ্বারা আর একটি স্ত্রীলোকের গর্ভস্থ মৃত সন্তানও ঐ তিন মাত্রা ঔষধে বাহির হইয়াছিল। তবে এক্ষেত্রে ৮।১০ ঘণ্টা সময় লাগিয়াছিল।

গর্ভস্রাব (miscarriage)—যাহাদিগের প্রায়ই গর্ভস্রাব হয়, তাহাদিগকে গর্ভ হইবার পর হইতেই এই ঔষধ প্রদান করা কর্তব্য। গর্ভস্রাব হইবার পূর্বে কোন লক্ষণ দ্বারা অবগত হইলেই এই ঔষধ সেবন করান একান্ত বিধেয়। প্রধান ঔষধ ক্যাল্ক-ফ্লুওর সহ পর্যায়ক্রমে ব্যবহার

করিতে হয়। সহবাসে অপ্রবৃত্তি। রোগিনী স্নায়বিক ধাতুর হইলে আরও উৎকৃষ্ট।

সূতিকাজ্বর (puerperal fever)—**সূতিকাজ্বরে, গর্ভাবস্থায় বা প্রসবের পরবর্তী উন্মত্ততায় এবং সর্বপ্রকার মানসিক বিকৃতিতে অত্যুৎকৃষ্ট।**

ঠুনকো (mastitis)—স্তনপ্রদাহে দুর্গন্ধজনক, কটাবর্ণের পুঁজ নিঃসৃত হয়।

ঘুংড়ি কাশি (croup)—কেলি মিউরই এই পীড়ার প্রধান ঔষধ, কিন্তু যখন রোগী অনেক বিলম্বে আসে এবং অতিশয় দুর্বলতা ও অবসন্নতা থাকিলে কেলি মিউরের সহিত এই ঔষধ পর্যায়ক্রমে ব্যবহার্য। শক্তি—৩x।

হাঁপানি (asthma)—**শ্বাসপ্রশ্বাস ঘন ঘন হইতে থাকিলে** ইহা বড় একটা ব্যর্থ যায় না। শ্বাসপ্রশ্বাসে অতিশয় কষ্ট। সামান্য কিছু আহারের পর, নড়াচড়া করিলে এবং পরিশ্রমে পীড়ার বৃদ্ধি। অতিশয় দুর্বলতা। এই পীড়ায় ৩x শক্তি ঘন ঘন ব্যবহার করিলে অতি সত্বরই ফল পাওয়া যায়। উপযুক্ত লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া আমরা কখনও বিফল হই নাই।

ফুসফুস প্রদাহ (pneumonia)—টাইফয়েড বা সান্নিপাতিক অবস্থা। স্নায়ুমণ্ডলের অবসন্নতা, রোগী অতিশয় দুর্বল ও অবসাদগ্রস্ত, শ্বাসপ্রশ্বাসে কষ্ট, নাড়ী দুর্বল, সূত্রবৎ, দুর্গন্ধযুক্ত নিষ্ঠীবন, গাঢ় হরিদ্রাবর্ণের লবণাক্ত শ্লেষ্মা, বক্ষে বেদনা, রক্তাক্ত শ্লেষ্মা, তন্দ্রা, প্রলাপ, বিকার ইত্যাদি থাকিলে অতিশয় ফলপ্রদ। সামান্য সঞ্চালনেই শ্বাসকষ্টের বৃদ্ধি।

ক্ষয়কাশ (consumption)—নিশ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট, পচা দুর্গন্ধযুক্ত শ্লেষ্মানিঃসরণ, অতিশয় দুর্বলতা ও শীর্ণতা এবং হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া

অনিয়মিত থাকিলে প্রধান ঔষধ। শেষ রাত্রিতে যে কাশি হয়, তাহার সহিত শ্লেষ্মা উঠে না।

কাশি (cough)—উপরে ঘুংড়ি কাশি, হাঁপানি, ফুসফুসপ্রদাহ ও ক্ষয়কাশ সম্বন্ধে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করিলে সর্বপ্রকার কাশির চিকিৎসায় এই ঔষধের ব্যবহারপ্রণালী অবগত হওয়া যাইবে। সর্বপ্রকার কাশিতেই শ্বাসপ্রশ্বাসে কষ্ট লক্ষিত হয় এবং রোগীও অতিশয় দুর্বলতা অনুভব করে। গাঢ়, হরিদ্রাবর্ণ, মিষ্ট, পচা ও লবণাক্ত স্বাদযুক্ত কাশি। বক্ষে বেদনা। ট্রেকিয়ার উত্তেজনাবশতঃ কাশি। শক্তি—১২x।

হৃৎপিণ্ডের পীড়াসমূহ (diseases of the heart)—হৃৎপিণ্ডের সকলপ্রকার প্রদাহের প্রথমাবস্থায় ফেরাম ফস উপযোগী। কিন্তু যখন রোগী অতিশয় দুর্বল হইয়া পড়ে, হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া অনিয়মিত, অর্থাৎ কখন কখন হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন থামিয়া থামিয়া হয়, নাড়ী দুর্বল, অস্থিরতা, অনিদ্রা, অল্পতেই উত্তেজিত প্রভৃতি লক্ষণ থাকে তখন ইহাই প্রধান ঔষধ। এই ঔষধ ব্যবহার করিলে হৃৎপিণ্ড সবল এবং বুক ধড়ফড়ানি কমিয়া যায়। নানাপ্রকার মানসিক ক্লেশভোগ করার জন্য পীড়া হইলে ইহাই একমাত্র ঔষধ। সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিবার সময় বুক ধড়ফড় করে ও শ্বাসকষ্ট বৃদ্ধি পায় এবং রোগী অত্যধিক দুর্বলতা অনুভব করে। হৃদশূলে ইহার ৬x শক্তি ম্যাগ-ফস ৩x শক্তি সহ পর্যায়ক্রমে ব্যবহার্য।

রোগী-বিবরণ—(১) গত ইং ১৯৫২ সালের গ্রীষ্মকালে দক্ষিণ-কলিকাতার বেলতলা রোডের জনৈক শীর্ণকায় প্রৌঢ় ভদ্রলোক 'দুর্বল হৃৎপিণ্ড' ও শিরঃঘূর্ণনের চিকিৎসার জন্য আমার নিকট আসেন এবং বিশেষ ব্যাকুলতা প্রদর্শন করেন। রোগীর নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি ছিল।

মধ্যে মধ্যে বুকের মধ্যে কেমন করে, খুব দুর্বল, জোরে হাঁটিলে

বা পরিশ্রম করিলে বুক ধড়ফড় করে, মাথা ঘোরে, বিষণ্ণতা, কাজ-কর্মে উৎসাহ-হীনতা, নিদ্রালুতা, রৌদ্রে যাইতে পারেন না—উহাতে খুব কষ্ট হয়। খুব দুর্বল এবং কাজ-কর্ম করিতে না পারিলে চুপচাপ করিয়া শুইয়া থাকিতেও ভাল লাগে না।

কেলি ফস ৬x প্রথমে তিন মাত্রা করিয়া কয়েক দিন, উপশম হইলে আরও কয়েকদিন দেওয়ায়, দুই সপ্তাহের মধ্যেই রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করেন। যে কোন চিকিৎসা-শাস্ত্রের মধ্যে এইরূপ আরোগ্য অত্যন্ত দ্রুত বলিতে পারা যায়।

বহুমূত্র (diabetes)—"প্রস্রাবযন্ত্রের পীড়াসমূহ" দ্রষ্টব্য। নেট্রাম সালফই এই রোগের প্রধান ঔষধ ; কিন্তু অত্যধিক দুর্বলতা, স্নায়বিক অবসন্নতা, ঘন ঘন ক্ষুধা, অস্থিরতা প্রভৃতি থাকিলে ব্যবহার্য।

প্লেগ (plague)—এই পীড়ায় শরীর অতিশয় দুর্বল হইয়া পড়ে ; সুতরাং রোগের প্রথম হইতেই ২।১ মাত্রা করিয়া এই ঔষধ ব্যবহার করা কর্তব্য। জ্বরে উচ্চ গাত্রোত্তাপ, অস্থিরতা অথবা অবসন্নতা, বিকারে প্রলাপ, নাড়ী দুর্বল ও অনিয়মিত, শ্বাসকষ্ট প্রভৃতি লক্ষণ থাকিলে উৎকৃষ্ট। জিহ্বা শুষ্ক এবং বাসি সরিষা বাটা লেপের ন্যায় লেপবিশিষ্ট। এই ঔষধের সমস্ত স্রাবই অতিশয় দুর্গন্ধজনক। মল, মূত্র, শ্লেষ্মা, রক্ত, ঘর্ম প্রভৃতি যে কোন স্রাব নিঃসৃত হউক না কেন, তাহাতে অতিশয় দুর্গন্ধ থাকে। শরীরের রক্ত দূষিত হইলেই এই প্রকার অবস্থা হয়। শক্তি—৬x।

ক্যান্সার (cancer)—যে কোন স্থানে ক্যান্সার হউক না কেন, যদি ক্ষতস্থান হইতে দুর্গন্ধযুক্ত স্রাব নিঃসৃত হয়, তাহা হইলে অত্যাবশ্যকীয়। এই ঔষধে ক্যান্সারের বেদনাও হ্রাস প্রাপ্ত হয়। শারীরিক ও মানসিক দুর্বলতা।

প্লীহা-যকৃতের পীড়াসমূহ (diseases of the spleen and liver)—সমস্ত প্রকারের পীড়াতেই যখন স্নায়বিক অবসন্নতা

লক্ষিত হয়। মানসিক ক্লেশবশতঃ যকৃৎ পীড়া (নেট্রাম সালফ সহ পর্যায়ক্রমে)। প্লীহা ও যকৃতে ছুঁচফোটার ন্যায় যন্ত্রণা ইহার উল্লেখযোগ্য লক্ষণ। বাম পার্শ্বে শুইলে যন্ত্রণার বৃদ্ধি।

স্ফোটক (abscess)—ক্ষতস্থান পচিতে আরম্ভ করিলে এবং যখন ক্ষত হইতে রক্ত অথবা রক্তমিশ্রিত দুর্গন্ধযুক্ত পুঁজ নিঃসৃত হয়, তখন ইহা বিশেষ উপকারী। যখনই বুঝিতে পারা যাইবে যে, শারীরিক রক্ত দূষিত হইয়াছে, তখনই ইহা প্রয়োগ করা কর্তব্য। শক্তি—৬x।

বাত (rheumatism)—তরুণ ও পুরাতন উভয় প্রকার বাতেই যখন আক্রান্ত স্থান কঠিন, আড়ষ্ট ও টানিয়া ধরার ন্যায় বোধ হয় এবং ঐ বেদনা যদি স্থির হইয়া থাকে, অথবা অধিক সঞ্চালনে বৃদ্ধি—অথচ সামান্য সঞ্চালনে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে এই ঔষধ অত্যুৎকৃষ্ট। এই সঙ্গে স্নায়বিক লক্ষণ থাকিলে ইহা আরও উপযোগী। প্রাতঃকালে, বসিয়া থাকিবার পর উঠিলে এবং স্থির হইয়া বসিয়া থাকিলেও বেদনার বৃদ্ধি হয়। প্রাতে এত বেদনাবৃদ্ধি হয় যে, শয্যা হইতে উঠিয়া বসিতে পারে না—পার্শ্ব পরিবর্তন করিয়া দিতে হয়। প্রাতঃকালীন বেদনা আবার সময় সময় ৯।১০টার সময় থাকে না। যে কোন স্থানেই বেদনা হউক না কেন, উপর্যুক্ত লক্ষণ থাকিলে উপযোগী। পদতল জ্বালা করে ও চুলকায়। নানাস্থানে ছিঁড়িতে থাকার ন্যায় বা ছুঁচফোটার ন্যায় যন্ত্রণা। অঙ্গাদির নানাস্থানে **পক্ষাঘাত, একপার্শ্বের পক্ষাঘাত**।

হিষ্টিরিয়া (hysteria)—ইহাই প্রধান ঔষধ। স্নায়বিক ব্যক্তিদিগের পীড়া। কখনও হাস্য, কখনও ক্রন্দন, কখনও চীৎকার ; অস্থিরতা, উদ্বেগ, মনমরা ভাব ; শোক, দুঃখ হতাশাব্যঞ্জক ভাব প্রভৃতি লক্ষণ থাকিলে বিশেষ উপযোগী। মনে হয়, যেন একটি বল, পুঁটুলি বা গোলার ন্যায় কিছু গলনলী বাহিয়া উপরের দিকে উঠিতেছে। শক্তি—১২x ও ৩০x।

অনিদ্রা (insomnia)—সাধারণতঃ যে সমস্ত অনিদ্রারোগের রোগী দৃষ্ট হয়, তাহা সমস্ত এই ঔষধের অন্তর্গত। আমরাও এই ঔষধে বহুতর অনিদ্রার রোগী আরোগ্য করিয়াছি। যাহারা অত্যধিক পড়াশুনা করেন, দিবারাত্র বিষয়কার্যে যাহারা ব্যস্ত থাকেন, তাহাদের কোন প্রকার শোক, দুঃখ, মানসিক বিকৃতি, শারীরিক ক্লান্তি প্রভৃতি কারণে নিদ্রাহীনতা জন্মিলে এই ঔষধ কখনও বিফলে যায় না। কিন্তু মস্তিষ্কে রক্তাধিক্যবশতঃ অনিদ্রারোগে পর্যায়ক্রমে ইহার সহিত ফেরাম ফস ব্যবহার করা কর্তব্য। অনেকদিন পর্যন্ত রাত্রিজাগরণ পূর্বক রোগীর সেবা শুশ্রূষা করিয়া অবসন্ন হইয়া পড়িলে ইহার এক মাত্রা সেবন করিয়া কিঞ্চিৎ উষ্ণ জল পান করিলে অতি সত্বরই নবজীবন প্রাপ্ত হওয়া যায়। রাত্রিজাগরণ জনিত বিবিধ কুফল। শক্তি—৬x, উপকার না হইলে ৩০x এবং প্রয়োজন হইলে আরও উচ্চ শক্তি ব্যবহার করা যাইতে পারে। ফেরাম ফস ১২x শক্তির নিম্নে ব্যবহার না করাই ভাল।

উপরে অনিদ্রারোগের বিষয় বিবৃত হইয়াছে। কিন্তু এই ঔষধের নিদ্রাকালীন আরও অনেকগুলি লক্ষণ অবগত হওয়া প্রয়োজন। নিদ্রাবস্থায় ভ্রমণ করে; শিশুরা নিদ্রাকালীন ভয় পাইয়া চমকাইয়া উঠে, ক্রন্দন করে এবং চিৎকার করিয়া উঠে। স্ত্রীলোক-সম্বন্ধীয় স্বপ্ন দর্শন করে, স্ত্রীসহবাসের স্বপ্ন দর্শন করিয়া বীর্যপাত হয়। শেষ রাত্রিতে আর সুনিদ্রা হয় না। নিদ্রা গাঢ় নহে—সহজেই ভঙ্গ হইয়া যায়। সাধারণতঃ চোর, ভূত, নিজে পড়িয়া যাইতেছে এরূপ স্বপ্ন সকল দর্শন করে এবং অত্যন্ত ভীত হয়। অস্থির নিদ্রা, নিদ্রায় দাঁত কাটে ও কথা বলে। হস্ত পদাদি অথবা অঙ্গুলি সকল স্পন্দিত হয়। নিদ্রালস চক্ষু—কিছুতেই মেলিতে ইচ্ছা হয় না।

চর্মপীড়াসমূহ (diseases of the skin)—একজিমা পীড়া সহ খিটখিটে ও সহজেই উত্তেজিত হয় এরূপ স্বভাব। স্নায়বিক

উত্তেজনার লক্ষণ থাকিলে। ক্ষত হইতে যে স্রাব নিঃসৃত হয়, তাহাতে অতিশয় দুর্গন্ধ থাকে এবং যে স্থানে লাগে সেই স্থান জ্বালা করে ও হাজিয়া যায়। ক্ষতস্থান মধ্যে পিপীলিকা চলাবৎ বোধ হয়। বেদনা সামান্য ঘর্ষণে উপশম, কিন্তু অধিক জোরে চুলকাইলে ক্ষতবৎ বোধ। মামড়ী পড়ে। চর্মে হুলবিদ্ধবৎ যন্ত্রণা।

ভোর রাত্রিতে চুলকানির বৃদ্ধি হয়, সমস্ত শরীরে ফোসকা হয়, ফোসকা হইতে রক্ত জল মিশ্রিত পুঁজনিঃসরণ হয়। এই ঔষধ নির্দেশক সমস্ত প্রকার স্রাবই দুর্গন্ধজনক। যন্ত্রণার আধিক্যে আক্রান্ত স্থান স্পর্শ করিতে দেয় না। শক্তি ৬x, উপকার না হইলে উচ্চ ক্রম।

দুর্বলতা (debility)—কোন পীড়ার চিকিৎসাকালীন দুর্বলতায়, আরোগ্যান্তে দুর্বলতায় এবং অজীর্ণাদি পীড়াবশতঃ দৌর্বল্যে ক্যাল্ক-ফসই প্রধান ঔষধ, এ কথা ক্যাল্ক-ফস অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। এমন কি, ঐ প্রকার দুর্বলতায় অন্য কোন ঔষধের প্রয়োজনই হয় না; কিন্তু দুর্বলতা যদি স্নায়ুমণ্ডলের ক্ষয়বশতঃ হয়, তাহা হইলে কেলি ফসই প্রধান ঔষধ। কেলি ফস স্নায়ুমণ্ডলের ক্ষয় নিবারণে অদ্বিতীয়। মানসিক অবসাদগ্রস্ত, নিরুৎসাহ, অলস, খিটখিটে, সামান্য কারণেই উত্তেজিত, দুঃখিত, সামান্য কার্যকে অত্যধিক কঠিন মনে করা, সামান্য বেদনাতেই অস্থির হওয়া প্রভৃতি ইহার লক্ষণ। নানাপ্রকার চিন্তা, অতিরিক্ত অধ্যয়ন এবং অত্যধিক শুক্রক্ষয়বশতঃ যে দুর্বলতা তাহা প্রকৃতপক্ষে স্নায়বিক দুর্বলতা, সুতরাং এই ঔষধই একমাত্র অবলম্বন। যুবকদিগের হস্তমৈথুন প্রবৃত্তি ও জননেন্দ্রিয়ের দুর্বলতা দূর করিতে যদিও ক্যাল্ক-ফসই প্রধান ঔষধ, কিন্তু স্নায়বিক লক্ষণের আধিক্যে কেলি ফসই প্রধান ঔষধ। সময় সময় উভয় ঔষধই পর্যায়ক্রমে দিবার আবশ্যক হয়। শক্তি—৬x, ১২x।

সান্নিপাতিক জ্বর (typhoid and typhus fever)—সর্বপ্রকার অনিষ্টকর, মৃদু প্রকৃতির এবং যে সমস্ত জ্বরে শরীর অতিশয়

অবসন্ন, অথবা বিবিধ সাংঘাতিক লক্ষণসহ প্রকাশিত হয়, তাহাতে বিশেষ উপযোগী।

টাইফয়েড ও টাইফাস উভয় প্রকার জ্বরেরই প্রথমাবস্থায় ফেরাম ফস উপযোগী। টাইফয়েড জ্বরের প্রধান ঔষধ যেমন কেলি মিউর, টাইফাস জ্বরের প্রধান ঔষধ তদ্রূপ কেলি ফস। আবার উভয় প্রকার জ্বরেরই নিতান্ত সাংঘাতিক অবস্থায় কেলি ফস অতিশয় উপযোগী। যখন জ্বরের সহিত অতিশয় দুর্বলতা, অবসন্নতা, অনিদ্রা, অস্থিরতা, দুর্গন্ধযুক্ত মল, দন্তে ও জিহ্বায় লেপ বা সর্ডিস (sordes), জিহ্বা শুষ্ক ও কটাবর্ণের, পেটফাঁপা, মুখে দুর্গন্ধ, হৃদ্‌পিণ্ডের দুর্বলতা প্রভৃতি লক্ষণ থাকিলে এই ঔষধ উৎকৃষ্ট। যে কোন প্রকারেরই প্রলাপ থাকুক না কেন, এই ঔষধের নিয়োগ নিতান্ত আবশ্যক। উচ্চ প্রলাপ থাকিলে ফেরাম ফস সহ এবং বিড়বিড়ে প্রলাপ থাকিলে নেট্রাম মিউর সহ পর্যায়ক্রমে ব্যবহার করিতে হয়। নাসিকা হইতে রক্তস্রাব এবং মলের সহিত রক্ত নিঃসৃত হয়। শক্তি—৬x, ফল না হইলে ১২x ও ৩০x।

সবিরাম জ্বর (intermittent fever)—তরুণ ও পুরাতন উভয় প্রকার সবিরাম জ্বরেই ইহা ফলপ্রদ। সবিরাম জ্বরে যখন অতিশয় প্রখর উত্তাপ হয়, তখন ব্যবহার্য। সবিরাম জ্বর যখন দুইদিন অন্তর হয়, পুরাতন জ্বর দিনে দুইবার করিয়া বৃদ্ধি হইলেও উপযোগী। জ্বরের প্রচণ্ড প্রলাপে অর্থাৎ যে প্রলাপে রোগী ভয়ানক অত্যাচার করে ফেরাম ফস সহ এবং বিড়বিড়ে প্রলাপ থাকিলে নেট্রাম মিউর সহ পর্যায়ক্রমে ব্যবহার্য। অতিশয় দুর্গন্ধজনক এবং দুর্বলকর ঘর্ম হইলে দিবারাত্রই শীত শীত বোধ হয়। জ্বর ত্যাগকালীন অতিশয় দুর্গন্ধজনক ঘর্ম হয়। রোগী অতি দুর্বল এবং স্নায়বিক ধাতুর, জিহ্বা কটাবর্ণের লেপাবৃত। শক্তি—৬x, ফল না হইলে ১২x ও ৩০x।

স্বল্পবিরাম জ্বর (remittent fever)—স্বল্পবিরাম জ্বরে

স্নায়ুমণ্ডলের অতিশয় ক্ষয় হইলে এই ঔষধ বিশেষ কার্যকরী। ইহার অন্যান্য লক্ষণ "সান্নিপাতিক জ্বর" ও "সবিরাম জ্বর" অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য। অত্যধিক প্রখর উত্তাপযুক্ত জ্বরে এই ঔষধ ব্যবহার করিলে ঘণ্টায় ঘণ্টায় জ্বরের বেগ হ্রাস হইয়া যায়। শক্তি—৬x সর্বদা ব্যবহৃত হয়, ফল না পাইলে ১২x ও পরে ৩০x।

রক্তাল্পতা (anæmia)—রক্তাল্পতা পীড়ায় ক্যাল্ক-ফসই প্রধান ঔষধ। ফেরাম ফস এবং নেট্রাম মিউরও বহু ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু বহুকাল ধরিয়া শোক, দুঃখ, শারীরিক বা মানসিক দুর্বলতাজনিত রক্তাল্পতা পীড়া হইলে ইহাই প্রধান ঔষধ। তবে আবশ্যক হইলে অন্য ঔষধের সহিত পর্যায়ক্রমে ব্যবহার করা যায়।

জিহ্বা (tongue)—**বাসি সরিষা গোলার ন্যায় লেপাবৃত জিহ্বা।** জিহ্বা শ্বেত বর্ণের পিচ্ছিল, অথবা সবুজাভ হরিদ্রাবর্ণের লেপবিশিষ্টও হইতে পারে। মুখ দিয়া অতিশয় **দুর্গন্ধ** নিঃসৃত হয়। প্রাতঃকালে জিহ্বা এত শুষ্ক বোধ হয় যেন জিহ্বা তালুতে আটকাইয়া থাকিবে। জিহ্বাপ্রদাহে জিহ্বার অতিশয় শুষ্কতা ও অবসন্নতা (নেট্রাম মিউর)। মুখ দিয়া লালাস্রাব (লবণাক্ত স্রাবে—নেট্রাম মিউর)। জিহ্বার আস্বাদ তিক্ত; **পচাটে**, পানসে ও অম্লাক্ত। রক্তপাতযুক্ত জিহ্বা। জিহ্বার ধারগুলি আরক্ত।

বৃদ্ধি (aggravation)—প্রাতঃকালে, সন্ধ্যায়, রাত্রিকালে, ক্রমাগত অধিক সঞ্চালনে, গোলমালে, শব্দে, ঋতুর পূর্বে, নিদ্রার সময় ও পরে, স্থিরভাবে থাকিবার পরে এবং একাকী থাকায় সর্বপ্রকার পীড়ালক্ষণের বৃদ্ধি। অধিকাংশ রোগেই বিশ্রামকালে খারাপ হয়। সাধারণতঃ শীতল বায়ুতে, শীতকালে, শীতল স্থানে অবস্থান করায়, ভিজা আবহাওয়ায়, সহবাসের পর এবং আহারের পর বৃদ্ধি পায়। রোগী **শীতকাতুরে**—সর্বদাই শীতার্তবোধ।

হ্রাস (amelioration)—ঋতুস্রাব আরম্ভ হইবার পর, উত্তাপে, সামান্য সঞ্চালনে, মানসিক প্রফুল্লতায় অনেক লোকের সহিত একত্রে থাকিলে, অবনত হইলে শূলবেদনার এবং উপবেশনে কোমরবেদনার হ্রাস।

সম্বন্ধ (relation)—এই ঔষধের সহিত ম্যাগ-ফস, নেট্রাম মিউর, ফেরাম ফস ও কেলি মিউরের বিশেষ সম্বন্ধ দৃষ্ট হয়। শূলবেদনা এবং মূত্রস্থলীর পীড়ায় বেদনা আক্ষেপিক হইলে ম্যাগ-ফস এবং পক্ষাঘাতিক হইলে বা স্নায়বিক লক্ষণের আধিক্য থাকিলে কেলি ফস ব্যবহৃত হয়। বিড়বিড় করিয়া প্রলাপ বকায় এবং রক্তস্রাবে নেট্রাম মিউর সহ এই ঔষধ পর্যায়ক্রমে দিবার আবশ্যক হয়। উচ্চ প্রলাপে ফেরাম ফসের সহিত এবং সূতিকা জ্বরে কেলি মিউরের সহিত পর্যায়ক্রমে দিতে হয়। অনেক পীড়ায় ক্যাল্ক-ফসের সহিত এই ঔষধ দিবার আবশ্যক হয়।

শক্তি (potency)—৩x, ৪x, ৬x, ১২x, ৩০x ও ২০০x ব্যবহৃত হয়। প্রায় সর্বপ্রকার রোগেই ইহার ৬x শক্তি ব্যবহৃত হয়। তবে ক্ষয়কাশ ও ওলাউঠা পীড়ায় ৩x এবং প্রসবকালীন ৪x শক্তি ব্যবহৃত হয়। অনেক দিন এই ঔষধ ব্যবহার করিতে হইলে ১২x শক্তির নিম্নে ব্যবহার করা সঙ্গত নহে। ডাঃ কেণ্ট বলেন যে, উচ্চ ও সর্বোচ্চ ক্রমগুলির দ্বারাই অধিক ফলপ্রাপ্ত হওয়া যায় এবং উহার এক মাত্রা ব্যবহার করাই সঙ্গত।

তুলনাযোগ্য হোমিওপ্যাথিক ঔষধ—ফস, ফাইটো ও রাস টক্সের সহিত ইহার বহু লক্ষণের সাদৃশ্য আছে। মানসিক লক্ষণের সহিত পালসেটিলার, স্নায়বিক লক্ষণের সহিত কফিয়া, ক্যামোমিলা, ইগ্নেসিয়া ও হাইওসিয়েমাসের এবং কিডনীর যাতনায় ম্যাগ-ফসের সহিত তুলনাযোগ্য।

কেলি সালফিউরিকাম

Kali Sulphuricum

*অ্যান্টিসোরিক ও অ্যান্টিটিউবারকুলার

ভিন্ন নাম—পটাসিয়াম সালফেট, কেলি সালফ।

সাধারণ নাম—সালফেট অফ পটাস।

সংক্ষিপ্ত নাম—কেলি সালফ (kali sulph)।

প্রস্তুত পদ্ধতি—ইহা আগ্নেয়গিরিতে উৎপন্ন হয়। ইহার ৪টি বা ৬টি কোণ থাকে এবং ইহা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানাবিশিষ্ট, বর্ণহীন ও শক্ত হয়। ইহার মূল ঔষধ বিচূর্ণ পদ্ধতি অনুসারে ঔষধরূপে প্রস্তুত হয়। ইহা অ্যালকোহলে দ্রব হয় না, কেবল ১০ ভাগ শীতল জল ও ৩ ভাগ উষ্ণ জলে দ্রব হয়। কেহ কেহ বলেন যে, ১১ ভাগ ঠাণ্ডা জলের সহিত ৩ ভাগ উষ্ণ জল মিশ্রিত করিয়া সেই মিশ্রিত জলে কেলি সালফ নিক্ষেপ করিলে দ্রব হয়। এইজন্য ইহা ট্রাইটুরেশানরূপে প্রস্তুত করাই বিধেয়। ইহার আস্বাদ লবণাক্ত, তিক্ত ও তীব্র ঝাঁজবিশিষ্ট।

ক্রিয়া—এই পদার্থ শরীরস্থ এপিডার্মিস বা চর্মের উপরস্থ পাতলা আবরণ ও এপিথিলিয়ামের উপর কার্য করিয়া থাকে। শরীরের প্রত্যেক কোষ এবং জীবনীশক্তির গতিকে অব্যাহত রাখিতে অক্সিজেনই প্রধান কার্যকরী। রক্তস্থ লৌহময় পদার্থের সহিত কেলি সালফেট মিশ্রিত হইয়া শরীরের সর্বত্র অক্সিজেন প্রদান করিয়া থাকে। কোষ, কোষমধ্যস্থ রস, পেশী, স্নায়ু, রক্তকণিকা ইত্যাদি শরীরের সর্বত্রই কেলি সালফের কার্য রহিয়াছে। শরীরস্থ তৈলাক্ত পদার্থের উপর ইহার বিশেষ প্রভাব রহিয়াছে। শরীরে যথোপযুক্ত পরিমাণে তৈলাক্ত পদার্থ থাকিলে চর্মকে মসৃণ, আর্দ্র ও পরিষ্কৃত রাখে। চর্ম মসৃণ ও সুপরিষ্কৃত থাকিলে লোমকূপসমূহ পরিষ্কার থাকে। আবার লোমকূপসমূহ পরিষ্কৃত থাকিলে

শরীরস্থ অকার্যকরী ময়লাসমূহ লোমকূপ পথে বাহির হইয়া যায় এবং বাহ্য বায়ু হইতে অক্সিজেন নামক গ্যাস রক্ত মধ্যে প্রবেশ করিয়া রক্তকে পরিষ্কার রাখে। কিন্তু চর্ম ইত্যাদি স্থানে যখন কেলি সালফের অভাব হয়, তখন লোমকূপসমূহ সঙ্কুচিত হইয়া যায় এবং তজ্জন্য লোমকূপ পথে তৈলাক্ত পদার্থসমূহ নিঃসৃত হইতে না পারায় চর্ম শুষ্ক, কর্কশ ও অপরিষ্কৃত হয়। চর্ম হইতে খুশকি উঠিতে থাকিলে কেলি সালফের অভাব বুঝা যায়। শুধু যে তৈলাক্ত পদার্থ ও নানাবিধ অকার্যকরী পদার্থ শরীর হইতে নিঃসৃত হইতে না পারার ফলে চর্ম হইতে খুশকি উঠে তাহা নহে, ঐ সমস্ত পদার্থ লোমকূপ পথ হইতে ফিরিয়া পুনরায় রক্তস্রোতে মিলিত হইলে রক্ত দূষিত হয়। অপর পক্ষে চর্মের সুস্থাবস্থায় বাহ্য বায়ু হইতে অক্সিজেন লোমকূপ পথে শরীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া রক্তকে বিশুদ্ধ করিতেছিল, কিন্তু কেলি সালফের অভাববশতঃ লোমকূপ সঙ্কুচিত হইয়া যায় বলিয়া বাহির হইতে অক্সিজেন প্রবেশ না করায় উপযুক্ত পরিমাণ অক্সিজেনের অভাবে ফুসফুসকে অক্সিজেনের জন্য অধিক পরিশ্রম করিতে হয়। ফুসফুসের এই দ্রুত পরিশ্রম করার ফলেই শ্বাসপ্রশ্বাস দ্রুত হয় এবং রোগীও অস্থির হইয়া শীতল বায়ু প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা জ্ঞাপন করে।

তৈলাক্ত পদার্থের উপর ইহার যে অসাধারণ প্রভাব আছে, তাহা ইতঃপুর্বেই বিবৃত হইয়াছে। শরীরে কেলি সালফের ন্যূনতা হইলে যে কোন দ্বার দিয়াই হউক ইহা নিঃসৃত হইয়া যাইবেই। **ইহার অভাবসূচক সর্বপ্রকার স্রাবই পিচ্ছিল ও আঠা আঠা বা চটচটে এবং স্রাবের বর্ণ হরিদ্রা বা সবুজ হয়।** ইহার অভাব হইলেই জিহ্বার উপর হরিদ্রাবর্ণের পিচ্ছিল ময়লা জন্মে।

ইহা চর্মের উপর তীব্র ক্রিয়া প্রকাশ করে বলিয়া বসন্ত, হাম ইত্যাদি চর্মপীড়া আরোগ্যান্তে চর্ম হইতে খুশকি উঠা এবং উহার অমসৃণতা

কেলি সালফ ব্যবহারে নিবারিত হয়। চর্মের উপর ক্রিয়া থাকার জন্যই বসন্ত, হাম ইত্যাদি পীড়ার দানা সকল কোনও কারণে বসিয়া গেলে ইহার ব্যবহারে দানা সকল পুনরুত্থিত হয়। নিউমোনিয়া, জ্বর, সর্দি ইত্যাদি পীড়ায় ঘর্ম না হইলে ফেরাম ফসের সহিত এই ঔষধ ব্যবহার করিলে অতি সত্বরই ঘর্ম হইয়া পীড়ার উপশম হয়। যখন কোন রোগ সন্ধ্যাকাল হইতে ও উত্তাপে বৃদ্ধি হয় এবং মধ্য রাত্রি হইতে ও শীতলতায় হ্রাসপ্রাপ্ত হয়, তখন ইহার অভাবজনিত ক্রিয়ার স্পষ্ট নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই ঔষধ সর্বপ্রকার প্রদাহের তৃতীয়াবস্থায় ব্যবহৃত হয়।

পরিচায়ক লক্ষণ (characteristic symptoms)—

১। এই ঔষধের অধিকারভুক্ত যাবতীয় পীড়ার লক্ষণই বৈকালে, উত্তপ্ত রুদ্ধ গৃহে, তৈলাক্ত দ্রব্য ভক্ষণে বৃদ্ধি এবং মধ্যরাত্রির পর, শীতল উন্মুক্ত বায়ুতে ও শীতল স্থানে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়।

২। যে কোন পীড়ায় যে কোন স্থান হইতেই স্রাব নিঃসৃত হউক না কেন, যদি উহা পিচ্ছিল হরিদ্রা বা সবুজবর্ণের হয়, তাহা হইলে এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী। জিহ্বাতেও পিচ্ছিল হরিদ্রাবর্ণের লেপ থাকে।

৩। শ্বাসনলীর যাবতীয় পীড়ায় পুর্বোক্ত প্রকারের গয়ার এবং হ্রাস বৃদ্ধির লক্ষণ থাকিলে। বক্ষে ঘড়ঘড় শব্দ হয়—কাশিতে কাশিতে অনেক কষ্টে দুশ্ছেদ্য হরিদ্রাবর্ণের শ্লেষ্মা গলায় আসিয়া আবার ভিতরে চলিয়া যায়। কখনও বা অতি সহজে প্রভূত শ্লেষ্মা উঠে।

৪। স্নায়ুশূল, বাত অথবা যে কোন প্রকারের বেদনাই হউক না কেন, যদি বেদনা স্থানপরিবর্তনশীল হয়।

৫। বসন্ত ও হামে যখন দানা সকল বসিয়া যায়, অথবা কোন কারণে না উঠে।

৬। চর্মরোগ কোন মলম ইত্যাদিতে বসিয়া যাইবার পর কোন পীড়া হইলে ইহার দ্বারা লুপ্ত চর্মরোগ পুনঃ প্রকাশিত হয়।

৭। সর্বপ্রকারের জ্বরে হ্রাস বৃদ্ধির লক্ষণ (১নং লক্ষণ দ্রষ্টব্য) দ্বারাই এই ঔষধ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অতিশয় অস্থিরতা এবং শীতলতায় তাহার উপশম। চর্ম শুষ্ক ও খসখসে। পুরাতন জ্বর বৈকালে হাত পা চোখ মুখ জ্বালা করিয়া বেগ দেয়।

৮। ওলাউঠা পীড়ার প্রথমাবস্থায়। কলেরায় যখন রোগী অতিশয় অস্থিরতা প্রকাশ করে এবং উপশম আশায় কেবল ঠাণ্ডা স্থানে থাকিতে চাহে ও শীতল জল পান করে, তখন অতি সুন্দর ঔষধ।

বিশেষত্ব (peculiarity)—স্ত্রী জননেন্দ্রিয়, পুরুষ জননেন্দ্রিয়, মলদ্বার, ফোড়া, কার্বাঙ্কল, শ্বাসনলীর পীড়া প্রভৃতি যাহাই হউক না কেন, যদি নিঃসৃত স্রাব বা গয়ার হরিদ্রা বা সবুজবর্ণের পিচ্ছিল হয়, তাহা হইলে এই ঔষধ অত্যুৎকৃষ্ট। ইহার জিহ্বাতেও হরিদ্রাবর্ণের পিচ্ছিল লেপ থাকে। সন্ধ্যাকালে, উত্তপ্ত রুদ্ধ গৃহে পীড়া-লক্ষণের বৃদ্ধি এবং বিমুক্ত শীতল বাতাসে, মধ্য রাত্রির পর এবং সর্বপ্রকার শীতলতায় পীড়া লক্ষণের হ্রাস হওয়া এই ঔষধের প্রধান প্রয়োগ লক্ষণ। লুপ্ত চর্মরোগকে বাহির করিবার ক্ষমতা এই ঔষধে বিশিষ্টরূপে বর্তমান আছে। এই ঔষধের স্রাব, পীড়া-লক্ষণের হ্রাস-বৃদ্ধি, লুপ্ত উদ্ভেদের পুনরুত্থান ক্ষমতা, শুষ্ক ও খসখসে চর্মকে মসৃণ করিবার ক্ষমতা এবং বেদনার প্রকৃতি এই পাঁচটি বিষয় স্মরণ থাকিলে এই ঔষধের অধিকারভুক্ত যাবতীয় রোগেরই চিকিৎসা সহজসাধ্য হইবে।

মানসিক লক্ষণ (mental symptoms)—রোগী সহজেই ক্রুদ্ধ হয়, খিটখিটে ও একগুঁয়ে। পরিশ্রম করিতে এবং লোক সঙ্গে থাকিতে স্পৃহা নাই। নিরানন্দ ভাব, উৎকণ্ঠা, ভয় প্রভৃতি সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি। নিদ্রায় হাঁটা, চমকান, চীৎকার করা ও কথা

:বলা। রোগীর পড়িয়া যাইবার ভয় আছে। পরিবর্তনশীল মানসিক অবস্থা।

শিরঃপীড়া (headache)—অত্যন্ত মাথাঘোরা, মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া যায়—বিশেষতঃ শয়নাবস্থা হইতে উপবেশন করিলে, উপবেশনাবস্থা হইতে দণ্ডায়মান হইলে, ঊর্ধ্বদিকে বা কোন বস্তুর দিকে দৃষ্টিপাত করিলে। পড়িয়া যাইবার ভয়ে গৃহ হইতে বহির্গত হইতে চাহে না। **শিরঃপীড়া সন্ধ্যাকালে, রুদ্ধ গৃহে ও উত্তাপে বৃদ্ধি হয় এবং শীতল বাতাসে ও অর্ধ রাত্রির পর হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। চক্ষুর ঊর্ধ্বদেশে, মস্তকের পশ্চাৎ ও পার্শ্বদেশে ছুঁচফোটার ন্যায় যন্ত্রণা।**

মস্তকে খুশকি (dandruff on the head)—ইহা খুশকির প্রধান ঔষধ। খুশকির বর্ণ হরিদ্রা এবং খুশকি চুলকাইলে উহা হইতে যে রস নিঃসৃত হয়, তাহা চটচটে ও হরিদ্রাবর্ণের। মস্তকে দাদ হইলে তাহা হইতেও হরিদ্রাবর্ণের রসস্রাব হয়। **মাথার চুল উঠিয়া যায়।**

চক্ষুপীড়াসমূহ (diseases of the eye)—চক্ষুপ্রদাহের তৃতীয়াবস্থায়। চক্ষু অথবা চক্ষুপত্রের শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লী হইতে যখন হরিদ্রাবর্ণ বা সবুজবর্ণ আঠা আঠা—কিংবা জলবৎ স্রাব নিঃসৃত হয়।

চক্ষুপত্রে হরিদ্রাবর্ণের মামড়ী পড়িলে। শিশুদিগের চক্ষু উঠায় পূর্বোক্তরূপে স্রাব থাকিলে (নেট্রাম মিউর সহ পর্যায়ক্রমে)। ছানি ও চক্ষুতারকা অস্বচ্ছ হইলে (নেট্রাম মিউর)।

কর্ণপীড়াসমূহ (diseases of the ear)—কর্ণের নিম্নে তীক্ষ্ণ বেদনা। কর্ণবেদনা সহ হরিদ্রা ও সবুজবর্ণের পাতলা পুঁজস্রাব (পুঁজ ঘন হইলে ক্যাল্ক-সালফ)। কর্ণমধ্যে স্ফীতিবশতঃ বধিরতা, কর্ণমধ্যে পলিপাস (polipus) দ্বারা কানের ছিদ্র বন্ধ হইয়া যায়। পুঁজে

দুর্গন্ধও থাকে। উষ্ণ রুদ্ধ গৃহে যন্ত্রণার বৃদ্ধি, বহির্বায়ুতে গেলে উপশম। কর্ণে নানাপ্রকার শব্দ। **কর্ণে চুলকানি।**

মুখরোগ (diseases of the mouth)—ওষ্ঠের ক্যান্সার এবং এই ঔষধের প্রকৃতিসিদ্ধ স্রাবনিঃসরণ। নিম্ন ঠোঁট স্ফীত, বড় বড় শুষ্ক ছাল উঠা এবং মুখমধ্যে জ্বালা।

সর্দি (coryza)—সর্দির তৃতীয়াবস্থায় উপযোগী। সর্বপ্রকার স্রাবের ন্যায় নাসিকাস্রাবও সবুজ ও হরিদ্রাবর্ণের—অধিক পাতলাও নহে, আবার ঘনও নহে এরূপ স্রাব। স্রাবে দুর্গন্ধ থাকে। কখনও কখনও স্রাব জলের ন্যায়। নাসিকা বন্ধ এবং বদ্ধ নাসিকা দিয়াও ঐ প্রকার স্রাব নিঃসৃত হয়। নাসিকা বন্ধের জন্য আস্বাদ পায় না। সর্দির প্রথমাবস্থায় যখন চর্ম শুষ্ক ও খসখসে থাকে, ফেরাম ফসের সহিত পর্যায়ক্রমে সেবন করিলে অতি শীঘ্রই ঘর্ম হইয়া প্রথমাবস্থাতেই পীড়া আরোগ্য হয়। রোগীর ঠাণ্ডা হাওয়া ভাল লাগে—উষ্ণ বা রুদ্ধ গৃহে রোগীর সকল কষ্টের বৃদ্ধি হয়।

স্নায়ুশূল (neuralgia)—ম্যাগ-ফসই সর্বপ্রকার স্নায়ুশূলের প্রধান ঔষধ। কিন্তু যখন বেদনা স্থানপরিবর্তনশীল হয়, অর্থাৎ বেদনা একবার এখানে একবার ওখানে যায় এবং ঐ বেদনা যদি গ্রীষ্মকালে উত্তপ্ত বা রুদ্ধ গৃহে ও সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি হয় এবং শীতল বহির্বায়ুতে উপশমপ্রাপ্ত হয় তাহা হইলে যে স্থানেরই স্নায়ুশূল হউক না কেন, ইহা অত্যুৎকৃষ্ট।

দন্তশূল (toothache)—দন্তশূলের বেদনা সন্ধ্যাকালে ও উত্তপ্ত রুদ্ধ গৃহে এবং শীতল খোলা বাতাসে উপশম।

অজীর্ণ (dyspepsia)—অজীর্ণপীড়া সহ জিহ্বা হরিদ্রাবর্ণ ও চটচটে ময়লা দ্বারা আবৃত। পাকস্থলী ভার, টান ও পূর্ণ বোধ হয়,—মনে হয়, যেন পাকস্থলী অত্যন্ত বোঝাই হইয়া রহিয়াছে। রোগী উষ্ণ

জল পান করিতে চাহে না, আর পিপাসাও তার বড় একটা থাকে না। পেটকামড়ানি ও শূলবেদনা ম্যাগ-ফসে উপকার না হইলে এই ঔষধে আরোগ্য হয়। গ্যাষ্ট্রিক জ্বরে (gastric fever) যখন চর্ম শুষ্ক খসখসে হয় এবং বৈকালে ও উত্তপ্ত রুদ্ধ গৃহে বৃদ্ধি হয়, তখন ফেরাম ফস সহ ব্যবহার করিলে অতি শীঘ্রই ঘর্ম হইয়া জ্বরের বেগ প্রশমিত হয়। পাকস্থলীতে জ্বালা, বেদনা ও মুখ দিয়া জল উঠা নেট্রাম মিউর দ্বারা উপকার না হইলে।

নাভির চতুষ্পার্শ্বে ও উদরের দক্ষিণদিকে বেদনা। বৈকালে বুক-জ্বালা, পেটভার প্রভৃতি অজীর্ণজনিত লক্ষণের বৃদ্ধি হইলে বিশেষ ফলপ্রদ। **সামান্য আহার করিলেও পূর্ণতা অনুভব।** আহারের পর পেট **কাঁপে**। উষ্ণ পানীয়, উষ্ণ খাদ্য, রুটি, ডিম্ব ও মাংসে অনিচ্ছা। **অম্ল, মিষ্টান্ন,** শীতল খাদ্য ও পানীয়ে স্পৃহা।

উদরাময় (diarrhœa)—**সর্বপ্রকার পেটের পীড়ায় এই ঔষধের প্রকৃতিসিদ্ধ হরিদ্রাবর্ণের পিচ্ছিল লেপবিশিষ্ট জিহ্বা এবং হরিদ্রা বা সবুজবর্ণের পিচ্ছিল মল থাকিলে উৎকৃষ্ট।** জলের ন্যায়, পুঁজের ন্যায় অতি দুর্গন্ধবিশিষ্ট কালবর্ণের মল। উদরে কামড়ানির ন্যায় বেদনা, উদর স্ফীত ও টানবোধ। গরমের পর হঠাৎ ঠাণ্ডা পড়ায় উদরে শূলবৎ বেদনা। **বাতকর্মে গন্ধকের ন্যায় তীব্র গন্ধ।** প্রত্যেকবারেই মলের বর্ণ পরিবর্তিত হইয়া যায়। **পুরাতন উদরাময়ে** বিশেষ ফলপ্রদ।

কোষ্ঠবদ্ধ (constipation)—অতিশয় দুর্দম্য কোষ্ঠবদ্ধ, মল **কঠিন,** অল্প, সরলান্ত্রের অক্ষমতাবশতঃ কোষ্ঠকাঠিন্য। মল শুষ্ক, গাঁট গাঁট, **ভেড়ার নাদির ন্যায়।** মলে পিত্তের অভাব।

শূলবেদনা (colic)—ম্যাগ-ফসের লক্ষণ বর্তমান থাকা সত্ত্বেও যখন উহার দ্বারা উপকার না হয়। উদর স্ফীত হইয়া শূলবেদনা হয়। উদর স্পর্শ করিলে শীতল বোধ হয়। অত্যধিক গরম হইতে ঠাণ্ডা

পড়ার জন্য শূলবেদনার উৎপত্তি। উত্তাপ বা উত্তেজনাবশতঃ শূলবেদনা। বাতকর্মে গন্ধকের ন্যায় তীব্র গন্ধ।

অর্শ (piles) **মলদ্বারে অসহ্য চুলকানি।** মলত্যাগের সময় ও পরে জ্বালা। মলদ্বারে **ছুঁচফোটার ন্যায় যন্ত্রণা।** ক্যাল্ক-ফ্লুওর সহ পর্যায়ক্রমে।

প্রমেহ (gonorrhœa)—**প্রমেহপীড়ায় হরিদ্রা, কিম্বা সবুজবর্ণের পিচ্ছিল স্রাব নিঃসৃত হইলে। গ্লাট ও ব্যালানাইটিসে উক্ত প্রকারের স্রাব নির্গত হইলে।** প্রমেহপীড়ায় হঠাৎ স্রাব রুদ্ধ হইয়া অণ্ডকোষপ্রদাহ। মূত্রনালী দিয়া রক্তস্রাব। মূত্রত্যাগকালীন জ্বালা। কাটিতে থাকার ন্যায় ও ছুঁচফোটার ন্যায় যন্ত্রণা। মূত্র দুর্গন্ধযুক্ত, প্রচুর অথবা স্বল্প।

মূত্রাশয় প্রদাহ (cystitis)—মূত্রস্থলীর প্রদাহে যখন মূত্রনালী হইতে পূর্বোক্ত প্রকার স্রাব নিঃসৃত হয়। প্রস্রাবের জন্য "প্রমেহ" অধ্যায় দ্রষ্টব্য। প্রদাহের তৃতীয়াবস্থায়।

উপদংশ (syphilis)—"প্রমেহ" অধ্যায়ে বর্ণিত স্রাবের ন্যায় স্রাব। লক্ষণসমূহ যখন বৈকালে বৃদ্ধি হয়।

ঋতুস্রাব (menstruation)—ঋতু বন্ধ, বিলম্বিত বা অতি সত্বর উপস্থিত হয়। স্রাব প্রচুর বা স্বল্প। ঋতুকালে প্রসববেদনার ন্যায় বেদনা ও জননেন্দ্রিয়ে জ্বালা।

প্রচুর, কাল এবং অতি শীঘ্র ঋতু হওয়াও এই ঔষধে আছে। ঋতুকালীন জরায়ুর বহির্গমন হইবার ন্যায় অনুভূতি। জরায়ুর বহির্গমন। ঋতুকালে জরায়ুতে যন্ত্রণা। জননেন্দ্রিয় ও জরায়ুমুখে ক্ষত। কখনও বা ঋতুস্রাব লুপ্ত হয়।

স্বল্পরজঃ (amenorrhœa)—ঋতু বন্ধ অথবা স্বল্প ঋতুস্রাব সহ উদর পূর্ণ ও ভার বোধ হইলে ব্যবহৃত হয়।

জিহ্বায় হরিদ্রাবর্ণের পিচ্ছিল লেপ। জরায়ু হইতে অধিক রক্তস্রাব হওয়াও এই ঔষধে দৃষ্ট হয়। এই সঙ্গে মাথাব্যথাও থাকে।

শ্বেতপ্রদর (leucorrhœa)—স্রাব হরিদ্রা বা শ্বেতবর্ণের পাতলা অথবা পুঁজের ন্যায় চটচটে। জ্বালা ও হাজাজনক স্রাব।

সূতিকা-জ্বর (puerperal fever)—কখন কখন এই ঔষধের প্রয়োজন হইয়া থাকে। বিশেষতঃ যখন ত্বক অতিশয় শুষ্ক, খসখসে ও ঘর্মশূন্য হয়। এই ঔষধ ব্যবহারের ফলে সত্বর ঘর্ম হইয়া পীড়ার বিষ নির্গত হইয়া যায়।

শ্বাসযন্ত্রের প্রদাহ (diseases of the respiratory organ)—সাধারণ কাশি, নিউমোনিয়া, হাঁপানি, হুপিং কাশি, ব্রঙ্কাইটিস, যক্ষ্মাকাশি প্রভৃতি সকলপ্রকার কাশির তৃতীয়াবস্থায় ইহা ব্যবহৃত হয়। তবে নিউমোনিয়া, ব্রঙ্কাইটিস ইত্যাদি পীড়ায় জ্বর বর্তমানে—বিশেষতঃ ঘর্মাদি রোধ হইয়া পীড়া হইলে প্রথমাবস্থায় ফেরাম ফস সহ পর্যায়ক্রমে ব্যবহার করিলে অতি শীঘ্র ঘর্ম নিঃসৃত হইয়া পীড়া প্রথমাবস্থাতেই আরোগ্য হয়। **সর্বপ্রকার কাশিরই গয়ার চটচটে, হরিদ্রা, সবুজবর্ণ বা জলের ন্যায় প্রচুর শ্লেষ্মা নির্গত হয়।** কাশিবার সময় এবং শ্বাসপ্রশ্বাস ত্যাগ ও গ্রহণকালীন গলায় ঘড়ঘড় শব্দ হয়। কাশিতে কাশিতে **অতি কষ্টে** হরিদ্রাবর্ণের দুশ্ছেদ্য শ্লেষ্মা উঠে, কিন্তু বাহির করিতে গিয়া গিলিয়া ফেলে। কোন কোন সময় বক্ষের মধ্যে ঘড়ঘড় শব্দ হইলেও কাশিলে কিছুই নির্গত হয় না, কখনও বা কাশিলে জলবৎ পাতলা শ্লেষ্মা নির্গত হয়। এই ঔষধের সমস্ত প্রকার কাশিতেই **গলা ঘড়ঘড়** করা থাকে। ব্রঙ্কাইটিস, নিউমোনিয়া, বিশেষতঃ যক্ষ্মাকাশিতে **সন্ধ্যাকালে জ্বরের বৃদ্ধি** ইহার প্রয়োগের অতি উৎকৃষ্ট লক্ষণ। **কাশিও সন্ধ্যাকালে, বা উত্তপ্ত রুদ্ধ গৃহে বৃদ্ধি এবং শীতল বিমুক্ত বায়ুতে হ্রাস হয়।** হাঁপানি কাশি গ্রীষ্মকালে বৃদ্ধি পায়।

গরমে অত্যন্ত কষ্ট বোধ করে, মনে হয় যেন দম বন্ধ হইয়া যাইবে, তাই শীতল উন্মুক্ত বায়ুতে যাইতে ইচ্ছা করে। সময় সময় কাশিতে অতি সহজে হরিদ্রাবর্ণের গাঢ় শ্লেষ্মা প্রচুর পরিমাণে উঠে। বক্ষে ছুঁচফোটার ন্যায় যন্ত্রণা। রোগী যদি অতিশয় উত্তপ্ত হয়, তাহা হইলে সে সর্দিগ্রস্ত না হইয়া ঠাণ্ডা হইতে পারে না। এই ঔষধে অনেক ক্ষয়কাশের রোগী আরোগ্যলাভ করিয়াছে। শক্তি—৬x, ১২x।

প্রভেদ

ক্যাল্ক-সালফ	কেলি সালফ
১। পীড়ার তৃতীয়াবস্থায় ব্যবহৃত হয়, তবে স্ফোটক বসাইবার জন্য প্রথমাবস্থায় ফেরাম ফসের সহিত এবং দ্বিতীয়াবস্থায় কেলি মিউরের সহিত পর্যায়ক্রমে ব্যবহৃত হয়।	১। পীড়ার তৃতীয়াবস্থায় ব্যবহৃত হয়, তবে জ্বরাদি প্রাদাহিক পীড়ায় ঘর্ম নিঃসরণের জন্য প্রথমাবস্থায় ফেরাম ফসের সহিত পর্যায়ক্রমে ব্যবহৃত হয়।
২। উন্মুক্ত বায়ু চাহে, তবে সে কেবল শ্বাস-যন্ত্রের পীড়ায় এবং শিরঃপীড়ায়, নতুবা সচরাচর সে উত্তাপে উপশমপ্রাপ্ত হয়।	২। উন্মুক্ত বায়ু চাহে এবং যাবতীয় রোগেই ঐরূপ আকাঙ্ক্ষা থাকে ও উহাতে উপশমও হইয়া থাকে।
৩। বায়ুপ্রবাহে অনুভূতি থাকে, সামান্য কারণেই ঠাণ্ডা লাগে, ঠাণ্ডা ভিজা আবহাওয়ায় এবং উত্তাপ ও ঠাণ্ডা দুয়েতেই অনুভূতিবিশিষ্ট থাকে। সে শুষ্ক মুক্ত বায়ু পছন্দ করে এবং তাহাতে সুস্থ বোধ করে।	৩। সর্বপ্রকার শীতলতাই রোগীর পক্ষে নিতান্ত উপশমদায়ক এবং তজ্জন্য শীতল বাতাস, শীতল পানীয়, শীতল স্থান ইত্যাদির অনুসন্ধান করে।

ক্যাল্ক-সালফ	কেলি সালফ
৪। সান্ধ্যকালীন জ্বর, কিন্তু জ্বরে ঘর্ম থাকে, এমন কি সময় সময় প্রচুর ঘর্ম নিঃসৃত হয়।	৪। সন্ধ্যাকালীন জ্বর, কিন্তু জ্বরে ঘর্ম থাকে না,—এমন কি, জ্বর যাহাতে ঘর্ম হইয়া বিচ্ছেদ হইয়া যায় তজ্জন্য এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়।
৫। নিঃসৃত গয়ার গাঢ়, হরিদ্রা বা সবুজবর্ণ এবং তৎসঙ্গে অনেক সময়ই সামান্য রক্ত মিশ্রিত থাকে।	৫। নিঃসৃত গয়ার গাঢ়, হরিদ্রা বা সবুজবর্ণ এবং সেই নিঃসৃত গয়ার খুব চটচটে বা পিচ্ছিল থাকে।
৬। প্রায়ই দীর্ঘদিন ধরিয়া স্রাব নিঃসৃত হইবার ইতিহাস থাকে।	৬। দীর্ঘদিন ধরিয়া স্রাব নিঃসরণের ইতিহাস নাও থাকিতে পারে।
৭। অতিশয় কষ্টকর শুষ্ক কাশি, সহসা শ্লেষ্মা উঠিতে চাহে না, কেবল প্রাতঃকালে প্রচুর শ্লেষ্মা উঠে; সময়ে সময়ে ঘড়ঘড়ানি কাশিও দৃষ্ট হয়।	৭। কাশিলে গলা ঘড়ঘড় করে এবং সহজে শ্লেষ্মা উঠে, তবে শ্লেষ্মা দুশ্ছেদ্য বা বক্ষের দুর্বলতাবশতঃ প্রায়ই ইহা গিলিয়া ফেলে।

ইং ১৯৫০ সাল। শ্রীযুক্ত.........ভট্টাচার্য, হৃষ্টপুষ্ট। বয়স ৫৫।৫৬ বৎসর, প্রথম দৃষ্টিতে শরীর নীরোগ বলিয়াই মনে হয়, শান্ত ও সাত্ত্বিক প্রকৃতির, কিন্তু মেরুদণ্ড সরল নহে, কতকটা ধনুকের ন্যায় বক্র, পাকিস্তানে খুলনার অধিবাসী। কয়েক বৎসর পুর্ব হইতেই মধ্যে মধ্যে আমার ব্যবস্থানুযায়ী ঔষধ ব্যবহার করেন। নিয়মিতভাবে কখনও ঔষধ ব্যবহার করেন না।

রোগীর পারিবারিক ইতিহাস উল্লেখযোগ্য নহে। রোগীর কোন যৌনব্যাধি বা অন্য কোন জটিল ব্যাধির ইতিহাস নাই। সাধারণ স্বাস্থ্য ভালই বলা যায়, কিন্তু দীর্ঘ বৎসর ধরিয়া ১২ মাসই নাকে ঘন পাকা

হরিদ্রাবর্ণের সর্দি আছে। উহাতে কোন গন্ধ নাই। মুখে বিজাতীয় দুর্গন্ধ আছে। তবে দাঁতের কোন অসুখ নাই। ধাতু সম্বন্ধে কোন উল্লেখযোগ্য লক্ষণ নাই। তবে খোলা বাতাস খুব ভালবাসেন। প্রধান কথা—বৎসরে ২।৩।৪ বার গলা দিয়া উজ্জল লাল রক্ত উঠে, ২।৩।৪ দিন ঘন ঘন অনেক পরিমাণে, আবার মধ্যে মধ্যে কয়েকদিন থুথু বা কাশির সহিত রক্তের 'আঁশের' ন্যায় বাহির হয়। বেশী রক্ত পড়িলে রোগী কয়েকবার অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা করাইয়া ভাল হইয়াছেন।

হোমিওপ্যাথিক মতে ঔষধ ব্যবস্থা করিতে হইলে ঔষধ সেবনের পর রোগীর রিপোর্ট না পাইলে দ্বিতীয় ব্যবস্থা করা সম্ভব নহে। সাধারণ রোগীক্ষেত্রে ২।৪ মাত্রা হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবস্থা করা সম্ভব হইলেও অন্যত্র অচল। কিন্তু বাইওকেমিক ঔষধ এক্ষেত্রে আমাদের মর্যাদা রক্ষা করিয়া থাকে। অন্য প্যাথিরা যেক্ষেত্রে যাচিত বা অযাচিত ক্ষেত্রে সঙ্গে সঙ্গে বা মুখে মুখে ব্যবস্থাপত্র প্রদান করেন, সেক্ষেত্রে আমার দার্শনিক বক্তৃতায় সাধারণ লোকের তৃপ্তি হইবে না। যাহা হউক আমি **ফেরাম ফস** ২০০x ও **কেলি সালফ** ২০০x, প্রথম ঔষধটি ১ম সপ্তাহে একমাত্রা এবং দ্বিতীয় ঔষধটি ২য় সপ্তাহে একমাত্রা, তৃতীয় সপ্তাহে আবার প্রথম ঔষধটির একমাত্রা—এইভাবে পর্যায়ক্রমে কিছুদিন ঔষধ ব্যবহার করিবার পরামর্শ দিলাম। নাসিকার সর্দির উপশম লক্ষিত হইলে ঔষধ কিছুকাল বন্ধ রাখিতে হইবে। উপশম স্থগিত বা বৃদ্ধি হইলে আবার ঔষধ ব্যাবহার করিতে হইবে। এই ব্যবস্থায় ভদ্রলোক ভালই আছেন।

স্বরভঙ্গ (hoarseness)—কেলি মিউরের লক্ষণ বর্তমান থাকা সত্বেও যখন উহার দ্বারা উপকার না হয় তখন এই ঔষধ ব্যবহার্য। পুরাতন স্বরভঙ্গে অথবা স্বরভঙ্গ পীড়ার তৃতীয়াবস্থায় এই ঔষধ ব্যবহৃত

হয়। ঘর্মরোধবশতঃ পীড়া হইলে অথবা প্রথমাবস্থায় জ্বরাদি বর্তমানে (ফেরাম ফস সহ)।

ওলাওঠা (cholera)—কলেরার প্রথমাবস্থায় ফেরাম ফস সহ পর্যায়ক্রমে এই ঔষধ ব্যবহার করিলে, প্রথমাবস্থাতেই ঘর্ম হইয়া অতিরিক্ত জলীয়াংশ নির্গত হইয়া আর দ্বিতীয়াবস্থায় উপনীত হইতে দেয় না। বমন ও ভেদের বর্ণ হরিদ্রাভ জলবৎ এবং জিহ্বাতেও হরিদ্রাবর্ণের লেপ পড়ে। উদরে জ্বালা ও কামড়ানি। বৈকালে বা সন্ধ্যাকালে এবং গ্রীষ্মকালে পীড়ার আরম্ভ। অস্থিরতা—রোগী যন্ত্রণার উপশম আশায় কেবল ঠাণ্ডা স্থানে শয়ন করিতে ও ঠাণ্ডা জল পান করিতে চাহে। নিঃশ্বাসপ্রশ্বাসের কষ্টের জন্য রোগী দরজা জানালা খুলিয়া দিতে চাহে, কিছুতেই রুদ্ধ স্থানে থাকিতে চাহে না।

হৃদ্‌স্পন্দন (palpitation of the heart)—নাড়ী দ্রুত, দপদপে, ধীর—অথবা অতি কষ্টে পাওয়া যায়। হৃৎপিণ্ডের পীড়াজনিত শোঁথ। **চর্ম শুষ্ক, উত্তপ্ত ও খসখসে**। সন্ধ্যাকালে গাত্রোত্তাপের বৃদ্ধি। হৃৎপিণ্ডে ছুঁচফোটার ন্যায় যন্ত্রণা।

বাত (rheumatism)—হস্ত, পদ, স্কন্ধ, পিঠ অথবা যে কোন স্থানেই বাতবেদনা হউক না কেন, যদি সেই বেদনা স্থানপরিবর্তনশীল হয়—অর্থাৎ বেদনা নড়িয়া একবার এখানে একবার ওখানে যায়, তাহা হইলে ইহা অতি উত্তম ঔষধ। সন্ধ্যাকালে, উত্তপ্ত রুদ্ধ গৃহে পীড়ার বৃদ্ধি এবং উন্মুক্ত শীতল স্থানে পীড়ার উপশম। ডাঃ কেণ্ট বলেন যে, বাতবেদনা এবং অন্যান্য অনেক রোগে **ছুঁচফোটার ন্যায় যন্ত্রণা** এই ঔষধের একটা বিশেষ লক্ষণ। পায়ের পাতা শীতল। চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইলে বেদনার উপশম—বসিলে বৃদ্ধি।

ক্যাল্ক-ফস—কেলি সালফের ন্যায় এই ঔষধেও স্থানবিকল্পশীল (অর্থাৎ একবার এখানে একবার ওখানে) বাতবেদনা আছে; কিন্তু

কেলি সালফে শীতলতায় এবং উন্মুক্ত বায়ুতে পীড়ার উপশম, আর ক্যাল্ক-ফসে উত্তাপে এবং নড়াচড়ায় পীড়ার উপশম।

বসন্ত (pox)—বসন্তপীড়ায় যখন দানা সকল বসিয়া যায়, অথবা না উঠে, তখন এই ঔষধ প্রদানে বিশেষ উপকার হয়। যদি কোন কারণে বসন্তের দানা সকল বসিয়া থাকে, তাহা হইলে এই ঔষধ ব্যবহারে পুনরায় উদ্ভেদ বাহির হয়। দানা সকল শুষ্ক হইতে থাকিলে এই ঔষধ ব্যবহার করিলে অতি শীঘ্রই শুষ্ক চর্ম সকল উঠিয়া নূতন চর্ম উৎপন্ন হইয়া চর্ম মসৃণ হয় এবং দাগ হয় না। এই সঙ্গে জ্বর থাকিলে, বিশেষতঃ চর্ম শুষ্ক, উত্তপ্ত ও খসখসে হইলে প্রথমাবস্থায় ফেরাম ফস সহ পর্যায়ক্রমে। শক্তি—৬x।

হাম (measles)—"বসন্ত" অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

চর্মপীড়াসমূহ (diseases of the skin)—কোন প্রকারে চর্মরোগ বসিয়া যাওয়াবশতঃ কোন পীড়া হইলে। চর্মরোগ বসিয়া গিয়া চর্ম শুষ্ক ও খসখসে হইলে। ইহার দ্বারা লুপ্ত চর্মরোগ পুনরায় বহির্গত হয়। একজিমা প্রভৃতি সর্বপ্রকার চর্মরোগ হইতেই হরিদ্রাবর্ণ তরল বা আঠা আঠা দুর্গন্ধ স্রাব নিঃসৃত হয়, মামড়ীর বর্ণ হরিদ্রা এবং মস্তক ও অন্যান্য স্থান হইতে যে সমস্ত খুশকি উঠে তাহার বর্ণও হলদে, ফোড়া, কার্বাঙ্কল, ক্যান্সার ও এরিসিপেলাস হইতে পূর্বোক্ত প্রকারের স্রাবনিঃসরণ। নখ বৃদ্ধি হইতে পারে না (সাইলিসিয়া প্রধান ঔষধ)। অত্যন্ত চুলকায় ও জ্বালা করে। **চর্মের উপর আঁইশের ন্যায় পর্দা উঠা**। শক্তি—১২x, ২৪x।

অগ্নিদগ্ধ হওয়া (burns and scalds)—কেলি মিউর ব্যবহারের পর অথবা প্রয়োগের অবস্থা অতীত হইয়া গেলে যখন ক্ষত হইতে রক্ত ও হরিদ্রাবর্ণের রক্তস্রাব হয়, তখন ইহা প্রধান ঔষধ। শক্তি—৬x।

জ্বর (fever)—সর্বপ্রকার জ্বরই সন্ধ্যা ৫।৬টা হইতে রাত্রি ৯।১০টা পর্যন্ত বৃদ্ধি হয় এবং ক্রমশঃ বেগ মন্দীভূত হইয়া মধ্যরাত্রির পর ছাড়িয়া যায় অথবা কমিয়া যায়। জ্বরের সহিত চর্ম শুষ্ক ও খসখসে হইলে, প্রথমাবস্থায় ফেরাস ফস সহ পর্যায়ক্রমে ব্যবহার করিলে অতি সত্বরই ঘর্ম হইয়া জ্বর ত্যাগ হইয়া যায়। যখন পুরাতন জ্বরে চোখ মুখ হাত পা জ্বালা করিয়া জ্বর হয় এবং ঠাণ্ডা ভালবাসে, তখন বিশেষ উপকারী। রোগী অতিশয় অস্থির হয়, পার্শ্ব পরিবর্তন করে, আর উপশম প্রাপ্তির আশায় কেবল ঠাণ্ডা স্থান খোঁজে। শীতল পানীয় পানে অতীব স্পৃহা—কখনও উষ্ণ জল পান করিতে চাহে না। জিহ্বায় হরিদ্রাবর্ণের পিচ্ছিল লেপাবৃত ময়লা। শক্তি—৬x, পুরাতন হইলে ১২x।

নিদ্রা (sleep)—অস্থির, উৎকণ্ঠাপুর্ণ ও ভীতিজনক স্বপ্ন। নানাপ্রকার চিন্তাবশতঃ অনিদ্রা। পুয়জ জ্বর সহ সর্বদা আলস্য ও নিদ্রা। মধ্যরাত্রির পুর্বে এবং রাত্রি ৩ ঘটিকার পর অনিদ্রা।

জিহ্বা (tongue)—হরিদ্রাবর্ণের পিচ্ছিল লেপাবৃত জিহ্বা। জিহ্বার পার্শ্বে শাদা লেপ।

বৃদ্ধি (aggravation)—বৈকাল ৫টা হইতে রাত্রি ১০টা পর্যন্ত উত্তপ্ত রুদ্ধ গৃহে, বিশ্রামে, তৈলাক্ত খাদ্যাহারে, তামাক ও অম্ল ফল ভক্ষণে পীড়ালক্ষণের বৃদ্ধি।

হ্রাস (amelioration)—মধ্যরাত্রির পর, সঞ্চালনে, উন্মুক্ত শীতল বাতাসে, ঠাণ্ডা পানীয়ে, শীতল স্থানে এবং সর্বপ্রকার শীতলতায় পীড়ালক্ষণের হ্রাস। বেদনাযুক্ত স্থান চাপিয়া শয়ন করিলে উপশম বোধ হয়।

সম্বন্ধ (relation)—জ্বর ও প্রাদাহিক পীড়ায় ফেরাম ফসের সহিত এবং শূলবেদনায় ম্যাগ-ফসের পর এই ঔষধ ভাল খাটে।

শক্তি (potency)—৬x শক্তি সর্বদাই ব্যবহৃত হয়। ১২x ও ২৪x শক্তিও অনেক সময় বিশেষতঃ রোগের পুরাতন অবস্থায় ব্যবহৃত হয়। ইহা অপেক্ষা উচ্চ শক্তি কম ব্যবহার হয়।

তুলনাযোগ্য হোমিওপ্যাথিক ঔষধ—পালসেটিলার সহিত ইহার বহু লক্ষণে সাদৃশ্য রহিয়াছে। হ্রাস-বৃদ্ধি এবং স্রাবের প্রকৃতিতে উভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। তবে পালসেটিলার মানসিক অবস্থার সহিত কেলি সালফের মর্মান্তিক পার্থক্য রহিয়াছে। কেলি সালফের মেজাজ খিটখিটে, আর পালসের শান্ত ও বশ্য। কেলি সালফের ক্রিয়া পালস অপেক্ষা অনেক গভীর এবং স্থায়ী। পালস দিয়া ফল না পাইয়া অনেক রোগীতে কেলি সালফ দিয়া আমরা বিস্ময়কর ফল লাভ করিয়াছি। কেলি মিউরের পর প্রায়ই কেলি সালফ ব্যবহৃত হয়।

ম্যাগ্নেসিয়া ফসফরিকাম

Magnesia Phosphoricum

অ্যান্টিসাইকোটিক

ভিন্ন নাম—ফসফেট অফ ম্যাগ্নেসিয়া।

সাধারণ নাম—ম্যাগ্নেসিয়া ফসফরিকাম।

সংক্ষিপ্ত নাম—ম্যাগ-ফস (mag. phos.)।

প্রস্তুত পদ্ধতি—ফসফেট অফ সোডা ও সালফেট অফ ম্যাগ্নেসিয়া একত্রে মিশ্রিত করিয়া ইহা প্রস্তুত হয়। দুগ্ধশর্করা সহ ইহার বিচূর্ণ প্রস্তুত হয়। জলে ইহার আংশিক দ্রব হয়, কিন্তু উত্তাপে পুনরায় তাহা জমাট বাঁধিয়া যায়।

ক্রিয়া—শরীরের মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের স্নায়ু (nerve) ও পেশী (muscle) আছে এবং তাহারা বিভিন্ন বর্ণের সৌত্রিক (fibrinous) পদার্থে নির্মিত। প্রত্যেক বর্ণের সূত্র সকল আবার ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের অজৈব লবণ (inorganic salt) দ্বারা সঞ্চালিত এবং প্রত্যেক প্রকার সূত্রের কার্যও স্বতন্ত্র প্রকারের। শরীরস্থ অণ্ডলালিক (albuminous) পদার্থের সহিত এই পদার্থ মিশ্রিত হইয়া স্নায়ু ও পেশীর শ্বেতবর্ণের সূত্রসমূহ (white fibres) নির্মিত হইয়া থাকে। পেশী ও স্নায়ুর শ্বেত সূত্রসমূহে প্রধানতঃ এই ম্যাগ্নেসিয়া ফসই দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই কারণে যখন পেশী ও স্নায়ুসমূহের শ্বেতবর্ণ পদার্থে ম্যাগ্নেসিয়া ফসের ন্যূনতা ঘটে, তখনই উক্ত শ্বেত সূত্রসমূহের সঙ্কোচন জন্মে এবং সঙ্কোচনই আক্ষেপ, তড়কা (spasm, convulsion) প্রভৃতি বিবিধ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই জন্য কোন পেশী ও স্নায়ুর

সঙ্কোচনবশতঃ কোন পীড়া হইলে শক্তিকৃত ম্যাগ্নেসিয়া ফসই দেওয়া বিধেয় এবং তাহাতে আশ্চর্য ফল দর্শে।

শ্বেত সূত্রে ম্যাগ্নেসিয়া ফসের ন্যূনতা হইলে সঙ্কোচন জন্মে—এ কথা পূর্বেই বিবৃত হইয়াছে এবং ঐ সঙ্কোচনবশতঃ বোধক স্নায়ুতে (sensory nerve) চাপ (pressure) লাগে। ঐ চাপের ফলে ছিঁড়িয়া যাওয়া, হুল ফুটান, ছুঁচ বা তীর বিদ্ধ অথবা বিদ্যুৎ প্রবেশবৎ এবং স্থানপরিবর্তনশীল বেদনা হঠাৎ আসে, হঠাৎ যায় ইত্যাদি বিবিধ প্রকারের বেদনা উপস্থিত হয়। বেদনা সকল সামান্য স্পর্শে বৃদ্ধি হয়, কিন্তু চাপ প্রদানে হ্রাস পায়। ঠাণ্ডায় বৃদ্ধি—গরমে উপশম। যাবতীয় আক্ষেপই এই ঔষধের ক্রিয়ার অন্তর্গত।

পাকস্থলীর গাত্রস্থ পেশীসমূহ মধ্যে এই পদার্থের ন্যূনতা হইলে পাকস্থলীর শ্বেত সূত্রসমূহ সঙ্কুচিত হয় এবং ঐ সঙ্কোচনের ফলেই পাকস্থলীর গহ্বরও (cavity) সঙ্কুচিত হইয়া যায়। কিন্তু প্রকৃতি ঐ ক্রমবর্ধমান সঙ্কোচন শক্তিকে রোধ করিবার জন্য উদর মধ্যে এক-প্রকার গ্যাসের উৎপত্তি করায় এবং ঐ গ্যাসই পাকস্থলীকে স্ফীত রাখে। এইজন্য উদরে বায়ুসঞ্চয় সহ পেটকামড়ানি বা শূলবেদনা ম্যাগ্নেসিয়া ফসে আরোগ্য হয়।

ম্যাগ্নেসিয়া ফসের সহিত **ক্যাল্কেরিয়া ফসের** ক্রিয়ার অনেক সাদৃশ্য আছে। এইজন্য শরীরে ম্যাগ্নেসিয়া ফসের অভাব হইলে প্রকৃতি (nature) **ক্যাল্কেরিয়া ফস** হইতে কতকাংশ গ্রহণ করিয়া উহার অভাব পূরণ করে। এই কারণে ম্যাগ্নেসিয়া ফসের লক্ষণ থাকা সত্ত্বেও যখন উহাতে উপকার না হয়, তখন **ক্যাল্কেরিয়া ফস** দিলেই যাবতীয় লক্ষণ দূরীভূত হইয়া যায়। কেন না, ম্যাগ্নেসিয়া ফসের অভাব ত' পূর্বেই **ক্যাল্কেরিয়া ফস** হইতে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে।

এখন **ক্যাল্কেরিয়া ফসের** অভাব থাকাতেই উহা দেওয়া মাত্রই পীড়া আরোগ্য হইয়া গেল।

পাকস্থলীর বাম পার্শ্বের স্ফীতিবশতঃ যখন হৃৎপিণ্ডের কোনও পীড়া হয়, তখনই ইহা বিশেষ উপকারী।

ইহা কোরিয়া পীড়ার প্রধান ঔষধ। আক্ষেপযুক্ত সর্বপ্রকার রোগে ইহা বড় একটা ব্যর্থ হয় না। শরীরের দক্ষিণ দিকেই এই ঔষধের অধিক ক্রিয়া দৃষ্ট হয়।

বায়ুপ্রধান লোকদিগের কোন কোন পীড়ায় এই ঔষধ ভাল খাটে। স্থূলকায় অপেক্ষা শীর্ণকায় ব্যক্তিদিগের শরীরে এই ঔষধের ক্রিয়া অধিক দৃষ্ট হয়।

ডাঃ শুসলার তাঁহার বাইওকেমিক চিকিৎসায় এই ঔষধের বহুল প্রচলন করিলে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় এই ঔষধ স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে, কিন্তু বাইওকেমিকের ন্যায় এরূপ বিস্তৃতভাবে নহে।

বিশেষত্ব (peculiarity)—ম্যাগ-ফসের কথা স্মরণ হইলেই মনে হইয়া যায় ইহার আক্ষেপ নিবারণের অদ্ভুত ক্ষমতার বিষয়। যে কোন রোগেই, তা' সে কলেরা, শিশুদিগের দন্তোদ্গমকালীন পীড়া ইত্যাদি যাহাই হউক না কেন, যদি আক্ষেপ থাকে তাহা হইলে এই ঔষধের সাহায্য গ্রহণ করিতেই হইবে। ওলাউঠায় রোগী যখন সমস্ত কষ্ট অপেক্ষা হস্ত পদাদির খালধরা নিবারণের জন্য বারংবার করুণস্বরে কাকুতি মিনতি করিতে থাকে, তখন ম্যাগ-ফসই তাহার একমাত্র বন্ধু। ধরিতে গেলে শূলবেদনার ইহাই একমাত্র ঔষধ। এই ঔষধের বেদনার প্রকৃতি বিবিধ। বেদনাই হউক, অথবা অন্য কোন রোগই হউক না কেন, ইহার সর্বপ্রকার যন্ত্রণাই উষ্ণতায় উপশম এবং শীতলতায় বৃদ্ধি হয়। ইহার সর্বপ্রকার বেদনাই উত্তাপে, চাপনে,

সম্মুখদিকে ঝুঁকিলে উপশম হয়। ইহা হিক্কার প্রধান ঔষধ, কেন না হিক্কা আক্ষেপিক।

পরিচায়ক লক্ষণ (characteristic symptoms)—

১। রোগী বেদনার জন্য সর্বদা দুঃখ প্রকাশ করে এবং ক্রন্দন করে। দুঃখের জন্য দীর্ঘনিঃশ্বাসও ত্যাগ করে।

২। ইহাই সর্বপ্রকার শূলবেদনার মহৌষধ। বেদনা আক্ষেপিক, অথবা স্নায়বিক। শিশুদিগের শূলবেদনায় পা গুটাইয়া থাকে। উদরের স্ফীতিবশতঃ শূল। উদরকামড়ানি। বেদনা তীক্ষ্ণ ছুরিবিদ্ধবৎ, স্থানপরিবর্তনশীল বেদনা, বিদ্যুৎবৎ বেদনা আসে আর হঠাৎ চলিয়া যায়। ইহার সর্বপ্রকার বেদনাই উত্তাপে, চাপনে, সম্মুখদিকে ঝুঁকিলে উপশম এবং শীতলতায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। রোগের আক্রমণ দক্ষিণদিকেই অধিক।

৩। অতিশয় যন্ত্রণাজনক শিরঃপীড়া। স্নায়বীয় শিরঃপীড়া সহ বিদ্যুৎবৎ আলো দর্শন করে। ইহার বেদনার হ্রাস বৃদ্ধি এবং প্রকৃতি ২য় সংখ্যক লক্ষণের ন্যায়।

৪। চক্ষুর স্নায়ুশূল এবং আক্ষেপিক স্পন্দন (ক্যাল্ক-ফস, নেট্রাম মিউর)। দ্বিত্ব দৃষ্টি।

৫। দন্তবেদনার জন্য ২নং লক্ষণ দ্রষ্টব্য।

৬। পাকস্থলীর আক্ষেপিক বেদনাবশতঃ বমন। বমনে পিত্ত, শ্লেষ্মা, জমা দুগ্ধ এবং অজীর্ণকর পদার্থও উঠে। বেদনার প্রকৃতি এবং হ্রাস বৃদ্ধির জন্য ২নং লক্ষণ দ্রষ্টব্য।

৭। উদরাময়ে জলবৎ তরল মল পিচকারীর ন্যায় বেগে নির্গত হয় (নেট্রাম সালফ)। উদরাময় সহ পায়ের ডিমে কামড়ানি বা খালধরা। শিশুদিগের উদরে বায়ু জমিয়া শূলবেদনা এবং তজ্জনিত ক্রন্দন।

৮। রক্তামাশয়ে অতিশয় উদরবেদনা ও কুন্থন থাকিলে কেলি মিউর সহ পর্যায়ক্রমে।

৯। হিক্কার প্রধান ঔষধ।

১০। লেখকদিগের এবং পিয়ানো বাদকদিগের অঙ্গুলির আক্ষেপ।

১১। মূত্রাশয় ও উহার গলদেশের আক্ষেপিক বেদনা, প্রস্রাবকালীন কুন্থন, জ্বালা এবং মূত্ররোধ। পাথুরি নির্গমনকালীন অসহ্য বেদনা।

১২। কষ্টরজঃপীড়ার বেদনা নিবারণার্থ উৎকৃষ্ট। ঋতুস্রাব সহ অসহ্য বেদনা। স্রাব হইতে আরম্ভ করিলেই বেদনার উপশম। ঋতুর রক্ত কাল, দড়াপানা এবং জরায়ু বাহির হইয়া যাইবে মনে হয়।

১৩। আক্ষেপিক প্রসববেদনা, সূতিকা-আক্ষেপ, ধনুষ্টঙ্কার, কোরিয়া পীড়ায় নানাস্থানের স্পন্দনে, আক্ষেপিক পক্ষাঘাতে (কেলি ফস), হৃদ্‌শূল, অতিরিক্ত হস্তমৈথুনবশতঃ মৃগী, আক্ষেপ, হৃদ্‌স্পন্দন প্রভৃতি সর্বপ্রকার আক্ষেপিক ও স্নায়বিক বেদনায় ইহা একমাত্র ঔষধ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

১৪। ক্রুপ, হাঁপানি, যক্ষ্মা প্রভৃতি সর্বপ্রকার কাশি আক্ষেপিক ধরণের হইলে। কাশি অত্যন্ত কষ্টজনক, শুষ্ক এবং থাকিয়া থাকিয়া হয়। শয়নকালে কাশির বৃদ্ধি। শ্বাসপ্রশ্বাসে কষ্ট। ক্ষয়কাশিতে যখন গুটিকাবিগলন হয়।

১৫। বাতবেদনার প্রকৃতি ও হ্রাস বৃদ্ধির জন্য ২নং লক্ষণ দ্রষ্টব্য। শয়ন করিলে, রাত্রিকালে, সঞ্চালনে বৃদ্ধি—প্রাতে নিদ্রাভঙ্গের পর, ভ্রমণে হ্রাস।

মানসিক লক্ষণসমূহ (mental symptoms)—রোগীর মন ও বুদ্ধির গোলযোগ হয়। দুঃখ করিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করে, আরও ঐ সময় হাই উঠে। বেদনার জন্য সর্বদা দুঃখপ্রকাশ করে এবং ক্রন্দন করে।

মানসিক পরিশ্রম করিতে অনিচ্ছুক এবং মানসিক পরিশ্রমের শক্তিও তাহার থাকে না। মন যেন অবসন্ন। পুস্তক পাঠ করিতেও অনিচ্ছুক, আবার পাঠ করিতে গেলেও নিদ্রিত হইয়া পড়ে। রোগী বেশী কথা বলিতেও পারে, আবার জড়ভরতের ন্যায় চুপ করিয়া থাকিতেও পারে। বিবেচনা করিবার শক্তি হ্রাস প্রাপ্ত হয়।

শিরঃপীড়া (headache)—অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক শিরঃপীড়া। পশ্চাৎ মস্তকে অতিশয় তীব্র বেদনা এবং ঐ বেদনা সমস্ত মস্তকে বিস্তৃত হইয়া যায়। মস্তকের অন্যান্য স্থানেও বেদনা হইতে পারে। স্নায়বীয় শিরঃপীড়া সহ চক্ষুর সম্মুখে বিদ্যুৎবৎ আলো দর্শন করে। সর্বপ্রকার **শিরঃপীড়া উত্তাপে উপশম এবং শীতলতায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।** বেদনা চাপনে এবং স্থিরভাবে থাকিলেও উপশম বোধ হয়। ছিঁড়িয়া ফেলা, তীরবিদ্ধবৎ, আক্ষেপিক, অস্ত্রাঘাতের ন্যায় স্নায়বীয় এবং বিদ্যুৎবেগে বেদনা উপস্থিত হইয়া হঠাৎ চলিয়া যাওয়া প্রকৃতি-বিশিষ্ট শিরঃপীড়া। রক্তসঞ্চয়জনিত দপদপানি শিরঃপীড়া।

উত্তাপে ও চাপে উপশম হইলে ইহাই ভাল ঔষধ। মাথায় কাপড়ের পটি বাঁধিয়া অন্ধকার ঘরে শয়ন করিতে চাহে।

চক্ষুপীড়াসমূহ (diseases of the eye)—চক্ষুর স্নায়বিক বেদনা এবং উহা উষ্ণ স্বেদে উপশম। চক্ষুপত্রের আক্ষেপিক স্পন্দন (ক্যাল্ক-ফস, নেট্রাম মিউর)। চক্ষুপত্রের পতন (কেলি ফস)। চক্ষুতারকা সঙ্কুচিত হয় (নেট্রাম মিউর) এবং রোগী মোটেই আলোক সহ্য করিতে পারে না (ক্যাল্ক-ফস, নেট্রাম মিউর, নেট্রাম সালফ, সাইলি)। চক্ষুর সম্মুখে নানাবিধ বর্ণ দর্শন করে—চক্ষুর সম্মুখে বিদ্যুৎবৎ, রামধনুর ন্যায়, কখনও বা কৃষ্ণবর্ণ পদার্থ কিছু উড়িতেছে বোধ হয়। দ্বিত্ব দৃষ্টি, অর্থাৎ একটি পদার্থকে দুইটি দর্শন করা এই ঔষধেরই লক্ষণ। চক্ষুপত্রের দ্রুত উত্থান পতন, চক্ষুবেদনা এবং চক্ষু দিয়া জল পড়ে।

(জল পড়া থাকিলে নেট্রাম মিউর প্রধান ঔষধ)। চক্ষুর স্নায়ুশূলবেদনা।

কর্ণপীড়াসমূহ (diseases of the ear)—কর্ণের অডিটারী নামক স্নায়ুর দৌর্বল্যবশতঃ বধিরতা বা শ্রবণশক্তির হ্রাস। স্নায়বিক অথবা আক্ষেপিক কারণবশতঃ কর্ণশূল। সকলপ্রকার বেদনারই উত্তাপে উপশম এবং শীতলতায় বৃদ্ধি।

কেলি ফস লক্ষণাক্রান্ত রোগীর কেলি ফসে উপকার না হইলে এই ঔষধে উপকার হয়। কর্ণমধ্যস্থ সর্বপ্রকার পীড়াতেই ইহার অধিকার আছে।

সর্দি (coryza)—সর্দিতে যখন ঘ্রাণশক্তির লোপ হয়। সর্দি ব্যতীতও ঘ্রাণশক্তির লোপ থাকিতে পারে। পর্যায়ক্রমে নাসিকা শুষ্ক ও নাসিকা হইতে জল পড়া। কখনও নাসিকা শুষ্ক, কখনও বা উহা হইতে শাদা তরল শ্লেষ্মা নিঃসৃত হয়।

দন্তবেদনা (toothache)—বেদনার প্রকৃতির জন্য শূলবেদনার লক্ষণ দ্রষ্টব্য। দন্তবেদনা ম্যাগ-ফসে উপশম না হইলে ক্যাল্ক-ফস প্রদান করা অবশ্য কর্তব্য।

আক্ষেপিক দন্তবেদনা। বেদনা সবিরাম, ভীষণ, কর্তনবৎ তীরবিদ্ধবৎ এবং বাতবেদনার ন্যায় বেদনা। স্থান পরিবর্তনশীল বেদনা, অর্থাৎ কখনও এক দাঁতে কখনও অন্য দাঁতে (কেলি সালফ) এইরূপ। শীতল জলে, শীতল বায়ুতে সর্বপ্রকার শীতলতায় বেদনার বৃদ্ধি (শীতলতায় উপশম হইলে ফেরাম ফস) এবং উষ্ণ জলের কুল্লি, উত্তাপ প্রয়োগে এবং সর্বপ্রকার উষ্ণতায় উপশমবোধ।

কেলি সালফ—ম্যাগ-ফসের ন্যায় এই ঔষধেও স্থানপরিবর্তনশীল বেদনা আছে ; কিন্তু উভয়ের মধ্যে বিশেষ প্রভেদ হইতেছে এই যে, ম্যাগ-ফসের বেদনা উত্তাপে কমে ও শীতলতায় বাড়ে,—আর কেলি সালফে শীতলতায় কমে ও উত্তাপে বাড়ে।

ফেরাম ফস—কেলি ফসের ন্যায় ফেরাম ফসের বেদনাও শীতলতায় কমে, কিন্তু কেলি সালফের ন্যায় স্থান পরিবর্তনশীল বেদনা এই ঔষধে নাই। আর প্রধান কথা, ফেরাম ফসে দন্তমাঢ়ীর অন্যত্র স্নায়ুর প্রদাহ জন্য দন্তবেদনা। দন্তমাঢ়ী লালবর্ণ এবং দন্তের স্ফোটকের প্রথমাবস্থায়।

টনসিল প্রদাহ (tonsillitis)—টনসিলপ্রদাহ সহ আক্ষেপিক কাশি এবং কাশিবার সময় গলার মধ্য হইতে একপ্রকার তীক্ষ্ণ গন্ধ হয়। গলার মধ্যে সঙ্কোচ অনুভব।

গলক্ষত (sore throat)—গলার মধ্যে আক্ষেপ, তজ্জন্য কোন কিছু গিলিতে বা পান করিতে গেলে গলনলী সঙ্কুচিত হয়; মনে হয়, যেন গলনলী বন্ধ হইয়া গিয়াছে। গলার মধ্যে লালবর্ণ ও ক্ষতবৎ বোধ হয়, বিশেষতঃ গলার দক্ষিণদিকে। কোন কিছু আহার বা পান করিতে গেলে হস্ত দ্বারা গলা চাপিয়া ধরিতে হয়। গলার ভিতর স্ফীতি সহ শীতানুভব। গলনলী হইতে হঠাৎ তীক্ষ্ণ শব্দ বাহির হওয়া।

অজীর্ণতা (dyspepsia)—অজীর্ণসহ জিহ্বা পরিষ্কার (ফেরাস ফস, ক্যাল্ক-ফস) এবং পাকস্থলীতে আক্ষেপিক বেদনা। বেদনা শূলবৎ, তীক্ষ্ণ, কর্তনবৎ, তীরবিদ্ধবৎ, কষিয়া বা টানিয়া ধরার ন্যায়। উদ্গার উঠে এবং বায়ু জমিয়া উদর স্ফীত হয় ও তজ্জন্য কষ্ট হয়। পাকস্থলীর আক্ষেপিক বেদনাবশতঃ বমনও হয়। বমনে পিত্ত (নেট্রাম সালফ), শ্লেষ্মা এবং কখনও বা জমা দুগ্ধও উঠে। অম্লবমন হইলে ২।১ মাত্রা নেট্রাম ফস দিতে হয়। বমনে অজীর্ণ ভুক্তখাদ্যও উঠিয়া যায় (ফেরাম ফস)। ক্ষুধা বোধ হয় অথচ খাদ্যাদি ভালরূপে জীর্ণ হয় না। আর খাদ্যের প্রকৃত আস্বাদও প্রাপ্ত হওয়া যায় না। শীতল জল পানে বেদনা বৃদ্ধি এবং উত্তপ্ত পানীয় গ্রহণে, ভ্রমণে, কুঁজো হইয়া থাকিলে, চাপনে এবং উষ্ণ স্বেদে বেদনার উপশম। মিষ্ট ও অম্ল দ্রব্য

আহারে স্পৃহা, অথচ উহাতে তাহার পীড়ার বৃদ্ধি হয়। **উদরের যন্ত্রণা চতুর্দিকে ছড়াইয়া যায়।**

পাকাশয়ের শূলবেদনা (gastrodynia)—ইহাই প্রধান এবং একমাত্র ঔষধ। "অজীর্ণতা" অধ্যায়ে ইহার যাবতীয় লক্ষণই বর্ণিত হইয়াছে। ইহার নিম্ন ক্রম ঘন ঘন উষ্ণ জল সহ প্রদান করিলে অতি সত্বরই বেদনা হ্রাস প্রাপ্ত হয়। শক্তি—১x, ৬x, কখনও বা ১২x।

উদরাময় (diarrhœa)—জলবৎ তরল মল (ফেরাম ফস) পিচকারির ন্যায় বেগে নিঃসৃত হয় (নেট্রাম সালফ)। মল প্রথমে ফ্যাকাশে, কটা বা বাদামী (light brown), ক্রমে আরও ফ্যাকাশে এবং পরিশেষে জলের ন্যায় বর্ণ হয়। জলবৎ উদরাময় ও বমন সহ পায়ের ডিমে কামড়ানি ও শীতবোধ। প্রাতে ৭টা হইতে ৯টার মধ্যে পীড়ার বৃদ্ধি। উদরাময় সহ উদরে শূলবেদনা। উদরে বায়ু জমিয়া শূলবেদনা। **সদ্যোপ্রসূত শিশুর উদরে বায়ু জমিয়া শূলবৎ বেদনা হইলে অতিশয় ক্রন্দন করে এবং পা উপরের দিকে টানিয়া আনে।** বেদনায় রোগীকে উন্মাদ করিয়া তোলে।

কামড়ানি, খামচানি, মচকানি প্রভৃতি যে কোন প্রকৃতির বেদনাই হউক না কেন, উত্তাপে, প্রচাপনে, ঘর্ষণে কুঁজো হইয়া থাকিলে এবং উপুড় হইয়া শুইলে উপশম প্রাপ্ত হয় এবং শীতলতায় বৃদ্ধি হয়।

সর্বপ্রকার অন্ত্রপ্রদাহে অন্ত্রমধ্যে পুনঃপুনঃ উষ্ণ জলের পিচকারি প্রদান করা কর্তব্য। ইহাতে অনিষ্টকর দ্রব্যাদি নিঃসৃত হইয়া অতি সত্বর পীড়া উপশমিত হয়।

রক্তামাশয় (dysentery)—এই পীড়ায় যদিও কেলি মিউর প্রধান ঔষধ, কিন্তু উদরকামড়ানিতে যখন রোগী অস্থির হইয়া পড়ে, তখন ইহাই প্রধান ঔষধ। উদরের শূলবেদনা টিপিলে, চাপিলে,

উষ্ণ সেক দিলে আরাম বোধ করে। অতিশয় কুন্থন সহ পুনঃপুনঃ মলত্যাগেচ্ছা—মলত্যাগ করিতে যায়, কিন্তু নির্গত হয় না—কেবল কুন্থন দিতে হয়। এই সঙ্গে পুনঃপুনঃ মূত্রত্যাগেচ্ছা দৃষ্ট হয়। বাহ্যের পর গুহ্যদ্বারে বেদনা হয় এবং জ্বালাও করে। কেলি মিউরের সহিত পর্যায়ক্রমে ব্যবহার্য।

অর্শ (piles)—অর্শে কর্তনবৎ বা ছিঁড়িয়া ফেলার ন্যায় বেদনা। উষ্ণতায় উপশম। উষ্ণ জলের লোশন দিতে হয়। ক্যাল্ক-ফ্লুওর সহ পর্যায়ক্রমে।

ওলাউঠা (cholera)—আক্ষেপ বা খালধরা নিবারণের ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ঔষধ আর নাই। অন্যান্য লক্ষণ "উদরাময়" অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

হিক্কা (hiccough)—ইহাই হিক্কার প্রধান ঔষধ। নিম্নক্রমের ঔষধ উষ্ণ জল সহ সেব্য।

রোগী-বিবরণ—পাবনা জেলার দিলপাশারের বৃদ্ধ মুকুন্দ হালদারের হিক্কা আজ প্রায় এক বৎসর ধরিয়া চলিতেছে। রোগী অতিশয় দরিদ্র, ভাল চিকিৎসা কিছুই করাইতে পারে নাই ; তবে গাছ গাছড়া এবং গ্রাম্য কবিরাজের ঔষধ সে ব্যবহার করিয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহাতে কোন ফল হয় নাই। হিক্কার হ্রাস বৃদ্ধি নাই। আহারের সময় পেটের মধ্যে খচখচে বেদনা বোধ হয়, তজ্জন্য রোগী খাইতে পারে না, তার মুখে অরুচিও আছে। বৃদ্ধ অতিশয় জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। লক্ষণ বেশী কিছু পাওয়া গেল না। ডায়াফ্রাম পেশীর আক্ষেপবশতঃ হিক্কা হইতেছে মনে করিয়া **ম্যাগ-ফস** ৩x, ৩ দিনের জন্য ৩ মাত্রা হিসাবে ৯ মাত্রা, উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিতে দিলাম। ৩ দিন পরে আসিয়া বৃদ্ধ বলিল যে, এখন দিবারাত্রের মধ্যে ২।১ বার ভিন্ন হিক্কা হয় না। আহারের সময় খচখচে বেদনা এখনও আছে।

আরও ২ দিন ঐ ঔষধ দিতে রোগী সুস্থ হইল। ঘটনাটি ৭।৮ বৎসর পূর্বের, সুতরাং তারিখ ঠিক করিয়া বলিতে পারিলাম না।

কোষ্ঠবদ্ধ (constipation)—শিশুদের কোষ্ঠবদ্ধ, মলত্যাগ-কালীন আক্ষেপিক বেদনাবশতঃ মলত্যাগ করিতে গেলেই চীৎকার করে।

শূলবেদনা (colic)—ইহাই এই পীড়ার প্রধান ঔষধ, বিশেষতঃ বেদনা আক্ষেপিক হইলে। শিশুদের শূলরোগে যখন পা গুটাইয়া থাকে। বায়ুসঞ্চয় জন্য উদর স্ফীত এবং তজ্জনিত শূল ; ঐ শূল-বেদনা উত্তাপে, হাত বুলাইলে ও উদ্গার উঠিলে উপশম। বেদনা সবিরাম অর্থাৎ কিছুক্ষণ ভাল থাকে আবার বেদনা হয়। এই ঔষধের সর্বপ্রকার শূলবেদনাই **চাপনে, উত্তাপে** ও সম্মুখদিকে ঝুঁকিলে আরাম বোধ হয়।

এই ঔষধে জ্বালাজনক বেদনা নাই। এই ঔষধের বেদনার প্রকৃতি অসংখ্য প্রকারের। অন্য কোন ঔষধে এত অসংখ্য প্রকৃতির বেদনার লক্ষণ নাই। যে কোন স্নায়ুতেই তীব্র বেদনা হইতে পারে। বেদনা অসহ্য—পাগল করা। তীক্ষ্ণ ছুরিকাবিদ্ধবৎ, তীরবিদ্ধবৎ, ছুঁচফোটানবৎ, কষিয়া ধরার ন্যায়, স্থানপরিবর্তনশীল, বিদ্যুৎবৎ বেদনা হঠাৎ আসে হঠাৎ চলিয়া যায়, আক্ষেপিক বেদনা ইত্যাদি নানা প্রকারের বেদনা। যে কোন প্রকারের অসহ্য বেদনাই হউক না কেন, এই ঔষধ উষ্ণ জল সহ পুনঃপুনঃ প্রয়োগ করিলে সত্বর উপশম হয়। শক্তি—৩x, ৬x, ১২x।

রোগী-বিবরণ—১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে পাবনা জেলার দিলপাশারের বলরাম হালদারের স্ত্রীকে দেখিতে আহূত হইলাম। বাড়ীতে অনেক লোক জমা হইয়া গিয়াছে দেখিলাম। রোগিনীর বয়স ২৩।২৪ বৎসর, হৃষ্টপুষ্টা, বর্ণ ফর্সা। পূর্বদিন সামান্য জ্বর হইয়াছিল, অদ্য

এখন ১০০ ডিগ্রীর উপর উত্তাপ নাই—অথচ রোগিনীর জ্ঞান নাই। দুইজন লোক রোগিনীকে জোর করিয়া ধরিয়া রাখিয়াছে, নতুবা শয্যাত্যাগ করিয়া যাইতে চাহে। আবার ধরিয়া রাখিলেও যাহাকে পাইতেছে তাহাকেই কামড়াইতে চেষ্টা করিতেছে। মাথা গরম ও চক্ষু লাল নহে, গাত্র নামমাত্র উত্তপ্ত, জ্বরও বেশী নহে—অথচ রোগিনীর এই প্রকার উন্মত্তাবস্থা কেন, প্রথমে বুঝিতে পারি নাই। ডাকিলে কোন উত্তর দেয় না, নিজেও কিছু বলে না, তবে মধ্যে মধ্যে পায়ে হাত দিতে চেষ্টা করিতেছে বলিয়া মনে হইল। চোখ মুখের ভাব দেখিয়া সেই সময় তাহার যেন কিছু কষ্ট হইতেছে বলিয়া মনে হইল। রোগিনীর লক্ষণ দেখিয়া কোন ঔষধই নির্বাচন করিতে পারিলাম না। সকলেই আমার মুখের দিকে চাহিয়া উদ্বিগ্নভাবে বসিয়া আছে। ভাবিলাম রোগিনীর পায়ের দিকে হাত দিবার প্রচেষ্টাকে যদি পদদ্বয়ের আভ্যন্তরীণ শিরাসমূহের আক্ষেপের ইঙ্গিত স্বরূপ মনে করা যায়, তাহা হইলে ক্ষতি কি? ঐরূপ চিন্তা করিয়া আমি তৎক্ষণাৎ এক মাত্রা **ম্যাগ-ফস ৩x** উষ্ণ জলের সহিত রোগিনীর মুখের ভিতর ফেলিয়া দিলাম। ফলও অত্যাশ্চর্য হইল। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই রোগিনী গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইল। বেলা প্রায় ৩টা হইতে প্রাতঃকালের মধ্যে মাত্র একবার কিছুক্ষণের জন্য জাগরিত হইয়াছিল। পরদিন রোগিনী সম্পূর্ণ সুস্থা ও স্বাভাবিক হইয়াছিল।

আক্ষেপ (writer's cramp)—যাহারা অধিক মাত্রার লেখার কার্য করিয়া থাকেন, তাঁহাদের লিখিতে লিখিতে অঙ্গুলি হইতে কলম ছুটিয়া গেলে ইহা অতি উৎকৃষ্ট। কোন যন্ত্র দীর্ঘকাল ধরিয়া চালনা করিবার জন্য খালধরা উপস্থিত হয়।

বেহালা বা পিয়ানো বাদক ও লেখকদিগের অঙ্গুলির আক্ষেপ। কেবলমাত্র এই সমস্ত অবস্থায় নহে, অধিক দিন ধরিয়া পরিশ্রম করিবার

ফলে কোন স্নায়ুর আড়ষ্টতা বা অসাড়তাবশতঃ যে কোনও রোগ। মজুরদিগের হস্তেও সময় সময় আক্ষেপ উপস্থিত হয় এবং হস্তখানি পর্যন্ত অকর্মণ্য হইয়া যায়।

পাথুরি (stone in the bladder)—পাথুরি নির্গমনকালে অসহ্য বেদনা হইলে (নেট্রাম সালফ) ইহা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। শক্তি—৩x, ৬x।

প্রষ্টেট গ্রন্থির বিবৃদ্ধি (enlargement of the prostate gland)—প্রষ্টেট গ্রন্থির বিবৃদ্ধিজনিত পীড়ায় পুনঃপুনঃ প্রস্রাব ত্যাগ, কিংবা প্রস্রাব রোধ হইলে নেট্রাম সালফ সহ পর্যায়ক্রমে। শক্তি—৬x ব্যবহার্য।

মূত্রস্থলীর আক্ষেপ (spasm of the bladder)—আক্ষেপিক মূত্ররোধ (ফেরাম ফস সহ পর্যায়ক্রমে)। **মূত্রস্থলীতে এবং উহার গলদেশে আক্ষেপিক বেদনা, প্রস্রাবকালীন কুন্থন** এবং জ্বালা। ক্যাথিটার প্রবেশের পর মূত্রস্থলীর শূলবেদনা অথবা এরূপ মনে হয় যে, মূত্রস্থলী আর সঙ্কুচিত হইতেছে না। স্নায়বিক উত্তেজনাবশতঃ রাত্রিতে অধিক প্রস্রাব হওয়া এই ঔষধে আছে। প্রস্রাব এত বেশী হয় যে, রাত্রিতে নিদ্রার ব্যাঘাত পর্যন্ত হয়।

কষ্টরজঃ (dysmenorrhœa)—বেদনা নিবারণ জন্য প্রধান ঔষধ, বিশেষতঃ বেদনা আক্ষেপিক হইলে। স্রাব সহ, অথবা পূর্বে বেদনা। বেদনা সবিরাম এবং দক্ষিণদিকে বেশী। স্রাব নিঃসৃত হইতে আরম্ভ হইলে বেদনা হ্রাস পায়। স্রাব খণ্ড খণ্ড শ্লেষ্মার ন্যায়। জরায়ু বাহির হইয়া যাইতেছে এরূপ মনে হয় (bearing down sensation)। অন্যান্য লক্ষণ "শূলবেদনা" অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য। শক্তি—৩x, ৬x।

ঋতুস্রাব (menstruation)—ঋতুস্রাব সহ অসহ্য বেদনায় ইহা সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ঔষধ। ঋতুস্রাব যতক্ষণ না হয় ততক্ষণ অসহ্য

বেদনা, কিন্তু ঋতুস্রাব হইলেই বেদনা হ্রাস। স্নায়ুশূল (neuralgia) প্রকৃতির বেদনায় ইহা উৎকৃষ্ট। ঋতুরক্ত কাল, দড়াপানা ও শীঘ্র শীঘ্র হয়। জননেন্দ্রিয়ের আক্ষেপ (ফেরাম ফস)। ইহার বেদনাও পূর্বের ন্যায় উত্তাপে, চাপনে অথবা কুঁজো হইলে উপশম।

প্রসববেদনা (labour pain)—আক্ষেপিক প্রসববেদনা সহ হস্ত পদের খল্লি। প্রসববেদনা অত্যধিক অথবা অল্প।

সূতিকা-আক্ষেপ (puerperal eclampsia)—আক্ষেপ নিবারণের জন্য ইহাই প্রধান ঔষধ। উষ্ণ জল সহ পুনঃপুনঃ সেব্য।

আক্ষেপিক ক্রুপ (spasmodic croup)—ক্রুপের প্রধান ঔষধ কেলি মিউর; কিন্তু উহা যদি আক্ষেপিক ধরণের হয়, তাহা হইলে ইহাই প্রধান এবং একমাত্র ঔষধ। ইহাতে শ্বাসকষ্ট বিদ্যমান থাকে। নিম্নে "কাশির" লক্ষণ দ্রষ্টব্য।

হাঁপানি (asthma)—হাঁপানি সহ উদর স্ফীত, বক্ষের সঙ্কোচনবশতঃ মনে হয় যেন বক্ষঃস্থল কষিয়া ধরিতেছে। কাশিতে কাশিতে নিঃশ্বাস বন্ধ হইয়া যাইবে মনে হয়। নিম্নে "কাশির" লক্ষণ দ্রষ্টব্য। শক্তি—৩x।

যক্ষ্মা (phthisis)—প্রথমাবস্থায় নেট্রাম ফসই প্রধান ঔষধ; কিন্তু গুটিকা সমূহের বিগলন হইতে আরম্ভ হইলে ইহাই প্রধান ঔষধ। ক্ষয়কাশি পীড়ায় যখন কাশি অত্যন্ত আক্ষেপিক ও কষ্টকর হয়, তখন ইহার দ্বারা যন্ত্রণার হ্রাস হয়। নিম্নে "কাশি" দ্রষ্টব্য।

কাশি (cough)—সর্বপ্রকার কাশিতেই নিম্নলিখিত লক্ষণসমূহ দৃষ্ট হইলে ইহা অতি উৎকৃষ্ট। আক্ষেপিক কাশিই এই ঔষধ নির্বাচনের প্রধান ঔষধ। **কাশি অত্যন্ত কষ্টজনক, আক্ষেপিক, শুষ্ক এবং থাকিয়া থাকিয়া হয়।** কাশির কষ্টের জন্য উঠিয়া বসিতে বাধ্য হয়। **শয়নকালে কাশি বেশী হয়।** বক্ষে চাপিয়া ধরা অনুভব। গরম

গৃহে প্রথমে কষ্ট বৃদ্ধি হইলেও পরে হ্রাস। কিছুমাত্র গয়ার উঠে না, অথবা সামান্য মাত্র গয়ার উঠে। কাশিতে কাশিতে বমন হইয়া যায়। হুপিং কফ (কেলি মিউর)। বক্ষে বেদনা সহ শ্বাসপ্রশ্বাসের হ্রস্বতা (ফেরাম ফস)। শক্তি—প্রথমে কষ্ট লাঘবের জন্য ৩x, কিন্তু পরে ১২x ব্যবহার্য।

রোগী বিবরণ—ইং ১৯৬১ সালের প্রথম ভাগে দক্ষিণ কলিকাতার জনৈক এডভোকেটের ৬ বৎসর বয়স্কা কন্যার চিকিৎসা করি। প্রথমে প্রবল জ্বরের জন্য ৪।৫ দিন চিকিৎসা করি এবং উহা ভাল হইয়া যায়। তখন হইতেই সামান্য কাশি ছিল। পরে হঠাৎ ভীষণ শ্বাসবন্ধকর হুপিং কাশির লক্ষণ দেখা গেল। কাশিতে আরম্ভ করিলে মনে হয় যেন আর নিশ্বাস ফেলিতে পারিবে না। হোমিওপ্যাথিক মতে ড্রসেরা ৩০, কুপ্রাম মেট ৩০, ইপিকাক ৩০ ইত্যাদি ব্যর্থ হইয়াছে। অন্য কাশিতে কাশিতে দম বন্ধ হইবার অবস্থা হইয়া গৃহের চতুর্দিকে দৌড়াদৌড়ি করিয়াছে এবং ঐ সময় পার্শ্ববর্তী গৃহ হইতে লোক আসিয়া জমা হয়। তাঁহারা ভয় পাইয়া ঔষধের জন্য আসিয়াছেন। **ম্যাগ-ফস** ৩x প্রতি ঘণ্টায় একমাত্রা করিয়া ব্যবস্থা করায় এক বেলার মধ্যেই শ্বাসবন্ধকর অবস্থার পরিবর্তন হইল। অতঃপর **ম্যাগ-ফস** ১২x কয়েক মাত্রা প্রদান করায় হুপিং কাশি সাধারণ কাশিতে পরিণত হইল। জিহ্বার বর্ণ সাদা দেখিয়া এই সময় **কেলি মিউর** ৬x, দৈনিক ৩ মাত্রা করিয়া ৩।৪ দিন ব্যবহার করিতেই কাশির কষ্ট আত্যন্তিক হ্রাস প্রাপ্ত হইল এবং কয়েক দিনের মধ্যেই আরোগ্য হইয়া গেল।

হৃদ্‌স্পন্দন (palpitation of the heart)—বক্ষের আক্ষেপিক হৃদ্‌স্পন্দন। হৃৎপিণ্ড এবং তাহার নিকটস্থ স্থানে তীক্ষ্ণ বেদনা। বক্ষের স্নায়ুশূলে অতি উৎকৃষ্ট। বুক ধড়ফড় করে। শক্তি—৬x।

হৃদ্‌শূল (angina pectoris)—এই পীড়ায় ইহাই প্রধান ঔষধ। উষ্ণ জল সহ পুনঃপুনঃ সেব্য। শক্তি—৬x।

বাত (rheumatism)—বেদনা অত্যন্ত তীক্ষ্ণ, ছুঁচ ফোটানবৎ ও বিদ্যুতের ন্যায়। বাতবেদনার জন্য রাত্রিতে নিদ্রা হয় না। রাত্রিতে শয়ন করিলে ও সঞ্চালনে বেদনা বৃদ্ধি। উত্তাপে, প্রাতঃকালে, দিবসে এবং প্রাতে নিদ্রাভঙ্গের পর ভ্রমণে উপশম বোধ হয়। বেদনা স্থান হইতে স্থানান্তরে যায় (ক্যাল্ক-ফস, কেলি সালফ)। নানাস্থানের আক্ষেপ। অন্য ঔষধের সহিত পর্যায়ক্রমে।

পক্ষাঘাত (paralysis)—আক্ষেপিক লক্ষণযুক্ত পক্ষাঘাতে কেলি ফস সহ পর্যায়ক্রমে। হস্ত, পদ ও মস্তকের কম্পন।

স্নায়ুশূল (neuralgia)—ইহাই স্নায়ুশূল পীড়ার প্রধান ঔষধ। রাত্রিতে বৃদ্ধি। নানাস্থানের স্পন্দন। মুখমণ্ডলের স্নায়ুশূল এই ঔষধে অধিক আরোগ্য হইয়াছে। দক্ষিণ পার্শ্বই অধিক আক্রান্ত হয়। অন্যান্য লক্ষণ "শূলবেদনায়" দ্রষ্টব্য।

নেট্রাম মিউর—ম্যাগ-ফসের ন্যায় ইহাতেও থাকিয়া থাকিয়া বেদনার উপস্থিতি, খোঁচামারা বা তীরবিদ্ধবৎ বেদনা হওয়া লক্ষণ আছে। **লালা ও অশ্রুস্রাব** লক্ষণ বিদ্যমানতার দ্বারাই এই ঔষধ নির্দেশিত হয়; সমুদ্রতীরে বাস জন্য স্নায়ুশূল পীড়া।

মৃগী (epilepsy)—অতিরিক্ত হস্তমৈথুনবশতঃ কিংবা বদখেয়াল জন্য মৃগী। দাঁত লাগিলে এবং আক্ষেপ নিবারণের জন্য উষ্ণ জল সহ পুনঃপুনঃ প্রদান করা কর্তব্য। শক্তি—৬x।

উষ্ণ জল সহ ঔষধ প্রদান করা সম্ভব না হইলে, গ্লিসারিন সহ গণ্ডে মালিশ করিলে ফল দর্শে। শক্তি—৩x।

কোরিয়া (chorea)—আক্ষেপ, মুখ চক্ষু হস্ত পদাদির অনৈচ্ছিক কম্পন, **কথা বলিবার সময় কথা জড়াইয়া যাওয়া**

প্রভৃতি লক্ষণে "ম্যাগ-ফসই" প্রধান ঔষধ। ম্যাগ-ফসে উপকার না হইলে ক্যাল্ক-ফস প্রদান করা কর্তব্য।

তড়কা, আক্ষেপ ইত্যাদি (spasm, convulsion, etc.)—শরীরের যে কোন স্থানের এবং যে কোন প্রকারেরই আক্ষেপ হউক না কেন, ইহাই প্রধান ঔষধ। হস্তপদাদির কম্পন, ফিট, দাঁতলাগা, টানিয়া ধরা, আক্ষেপিক তোতলা, হস্তপদাদির আক্ষেপ, দন্তোদ্গমকালীন তড়কা প্রভৃতিতে উৎকৃষ্ট। উপকার না হইলে ক্যাল্ক-ফসে সুফল প্রদান করে।

রোগী বিবরণ—ইং ১৯৪৯ সালের শেষভাগে একদিন সন্ধ্যায় জনৈক খ্যাতনামা হোমিও চিকিৎসকের ডাক্তারখানায় বসিয়া আছি। এই সময় এক ধনী মাড়োয়ারী ব্যবসায়ী জনৈকা স্ত্রীলোকের মুহুর্মুহুঃ ফিটের জন্য ঔষধ লইতে আসেন। একজন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক তিন সপ্তাহের উপর চিকিৎসা করেন, কিন্তু কোনও ফল হয় নাই। একজন বিজ্ঞ কবিরাজও প্রায় এক মাস চিকিৎসা করেন। কিন্তু তাহাতেও কোনও ফল হয় নাই। তৎপরে আমাকে দেখাইবার জন্য উক্ত কবিরাজ মহাশয় এবং আরও কেহ কেহ প্রস্তাব করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমি নূতন আসিয়াছি বলিয়া আমাকে না ডাকিয়া উক্ত নামকরা বৃদ্ধ উচ্চ উপাধিধারী হোমিওপ্যাথকে দেখান হয়। তিনি রোগিনীকে দেখিয়া এইমাত্র আসিলেন এবং কি ঔষধ দেওয়া হইবে তদ্বিষয়ে চিন্তা করিতেছেন; কিন্তু কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিলেন না। রোগিনীর ক্ষেত্রে নির্বাচনযোগ্য কোন বিশেষ লক্ষণেরও নাম করিতে পারিলেন না। তখন আমি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই **ম্যাগ-ফস** ৩x শক্তি ঘন ঘন সেবন করাইবার প্রস্তাব করিলাম। বলিলাম যে, হোমিও ঔষধ ব্যবহারে ফল না পাইলে রোগিনী হাতছাড়া হইয়া যাইবে এবং হোমিওপ্যাথিরও দুর্নাম হইবে। বরং আমার প্রস্তাবে স্বীকৃত হইলে

নিশ্চয়ই রোগিনীর উপকার হইবে এবং আপনিও সুস্থ মনে চিন্তা করিবার অবসর পাইবেন। ডাক্তারবাবু তৎক্ষণাৎ **ম্যাগ-ফস** ৩x প্রয়োগ করিলেন। পরের দিন সংবাদ পাইলাম যে, কয়েক মাত্রা ঔষধ সেবনের পর ফিট আর হয় নাই। পরে আর সংবাদ লওয়া প্রয়োজন মনে করি নাই।

ধনুষ্টঙ্কার (tetanus)—ইহাই প্রধান ঔষধ। চোয়াল বন্ধ। পুনঃপুনঃ উষ্ণ জল সহ সেব্য। শক্তি—৩x, উপকার না হইলে উচ্চ ক্রম। বাহ্য মালিশ করিলে আরও শীঘ্র ফল পাওয়া যায়।

রোগী বিবরণ—গত ইং ২৪।৮।৪৮ তারিখে সন্ধ্যার কিছু পূর্বে খুলনার রেলওয়ে S.I.O.W. মৌলভী আব্দুল রসিদ সাহেবের বাসায় তাঁহার নবজাত কন্যার ধনুষ্টঙ্কারের চিকিৎসার জন্য আহূত হইলাম। মেয়েটির বয়স মাত্র ৪ দিবস। জন্মের পর হইতেই চোয়াল আটকান, মায়ের দুধ এক ফোঁটাও খায় নাই, মুহুর্মুহুঃ আক্ষেপ প্রথমে ছিল, কিন্তু তাহার পর হইতে অসাড়ের ন্যায় পড়িয়া আছে, চক্ষু সম্পূর্ণ বন্ধ, শ্বাস-প্রশ্বাস ধীরে ধীরে বহিতেছে, কান্নাকাটি একদম নাই এবং চোয়াল আটকান আছে—হাঁ করান যায় না। পূর্বে সহরের একজন এলোপ্যাথিক চিকিৎসককে দেখান হয়, তিনি ২৪ ঘণ্টা চিকিৎসার পর "আশা নাই" বলিয়া রোগী পরিত্যাগ করেন। নবজাত শিশুর ধনুষ্টঙ্কার হইলে যে একটী শিশুও রক্ষা পায় না (কদাচিৎ রক্ষা পায়) তাহা আমিও জানিতাম বিশেষতঃ রোগীটিও অত্যন্ত বিলম্বে আসিয়াছে।

যাহাহউক আমি রাত্রের জন্য **ম্যাগ-ফস** ৩x দুই মাত্রা এবং **ক্যাল্ক-ফস** ৬x দুই মাত্রা,—প্রতি দুই ঘণ্টা অন্তর পর্যায়ক্রমে সেবন করিতে দিলাম।

প্রাতঃকালে সংবাদ পাইলাম যে, অদ্য চক্ষু মেলিয়া তাকাইতেছে, ২।১ বার কাঁদিতেছে এবং একবার মায়ের স্তন মুখে লইয়া একটু

টানিয়াছিল। ইহা আশাতিরিক্ত উন্নতির কথা সন্দেহ নাই। আমি আরও ২।৩ দিন ঐ ঔষধ ব্যবস্থা করিলাম এবং তাহাতেই মেয়েটির আশ্চর্যজনকভাবে জীবন রক্ষা হইল। এখন মেয়েটি স্তন মুখে দিয়া টানিতে পারে, কিন্তু মায়ের স্তনে একটুও দুধ নাই। ইহাই তাঁহার প্রথম সন্তান, মায়ের বয়সও ১৭।১৮ বৎসর হইবে। প্রথম দিন পেটের বেদনা ইত্যাদির জন্য মাতাকে **আর্নিকা** ২০০ এক মাত্রা দিই এবং পরে **পালসেটিলা** ২০০ দুই মাত্রা পর পর দুই দিন প্রাতে সেবন করিতে দেওয়ায় যথারীতি স্তনে দুগ্ধ আসিয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সুস্থ হইবার ৬।৭ দিন পরে শিশুটির হঠাৎ মুহুর্মুহুঃ হিক্কা হইতে আরম্ভ হইল। তখন **ম্যাগ-ফস** ১২x কয়েক মাত্রা দেওয়ায় উহা বন্ধ হইল আরও ৪।৫ দিন পরে সমস্ত মুখে, জিহ্বায়, ওষ্ঠে দারুণ বেদনাযুক্ত শ্বেতবর্ণের ক্ষতে পূর্ণ হইয়া স্তন ও দুগ্ধপান বন্ধ হইয়া গেল। ইহার জন্য **কেলি মিউর** ৬x, ১২x এবং শেষ পর্যন্ত দুই মাত্রা বোরাক্স ৩০ দিতে হয়। বর্তমানে মা ও শিশু উভয়েই সুস্থ আছে। এই প্রকার একটি অন্তিম অবস্থার ধনুষ্টঙ্কারের রোগী আরোগ্য হওয়ায় বাইওকেমিক চিকিৎসার গৌরব বৃদ্ধি হইল সন্দেহ নাই। এতাদৃশ একটি আশাশূন্য রোগী আরোগ্য হওয়ায় ঐ অঞ্চলে বেশ সাড়া পড়িয়া যায়।

চর্মপীড়াসমূহ (diseases of the skin)—ক্ষুরের দোষবশতঃ ক্ষৌরকার্য স্থানে চুলকানি। হার্পেটিক কণ্ডুতে শাদা মামড়ী। ব্রণ।

জ্বর (fever)—সর্বপ্রকার জ্বরেই আক্ষেপ নিবারণার্থ ইহা ব্যবহৃত হয়। জ্বরের পূর্বে হাই তোলে এবং জ্বরের সময় হস্ত পদ কামড়ায়। কামড়ানি টিপিলে আরামবোধ। রোগী পদদ্বয় গুটাইয়া শয়ন করিতে ভালবাসে। জ্বরকালীন কম্প ও তৎসহ দন্ত শিরশির্ (কেলি ফস)। রোগীর অতিশয় কম্প হয় এবং তাহা সহজে নিবারিত

হইতে চাহে না। সকাল ৭টায় অথবা ৯টায় ঐ প্রকার কম্প সহ জ্বর। **শীত ও কম্প যেন মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়া উর্ধ্বে ও নিম্নে অবতরণ করিতেছে।** তৃষ্ণা থাকে না। শিশুদিগের দন্তোদ্গমকালীন জ্বর সহ তড়কায় (ফেরাম ফস, ক্যাল্ক-ফস) ব্যবহার্য।

জ্বরের পর অনেক সময় অধিক ঘর্মও দৃষ্ট হয়। শরীর অতিশয় দুর্বল বোধ হইলে এই সঙ্গে অন্য কোন ঔষধ প্রদান করা যাইতে পারে।

জিহ্বা (tongue)—পাকস্থলীর কোন অসুখ সহ জিহ্বা হরিদ্রাবর্ণ, লালবর্ণ অথবা সামান্য শাদাটে ময়লার দ্বারা আবৃত। জ্বালা ও কষ্টবোধ।

আস্বাদ (taste)—অম্লাক্ত রুটির ন্যায় আস্বাদ, কিংবা বিস্বাদ-যুক্ত। বিস্বাদবশতঃ কোন খাদ্যবস্তুর আস্বাদ পাওয়া যায় না।

নিদ্রা (sleep)—স্নায়বিক উত্তেজনাবশতঃ অনিদ্রা এবং তৎসহ মস্তকে কষিয়া ধরার ন্যায় অনুভূত হইলে ইহা উৎকৃষ্ট কার্যকরী। হাই তোলা। কখন কখন হাই তোলার ফলে চোয়াল (jaw) সন্ধিচ্যুত হয়। সুতরাং রোগী মুখ বন্ধ করিতে সমর্থ হয় না—হাঁ করিয়াই থাকে।

বৃদ্ধি (aggravation)—সকল প্রকার আক্রমণই দক্ষিণদিকে অধিক ; সমস্ত লক্ষণ শীতল বায়ুতে বা জলে, সামান্য স্পর্শে, চিত হইয়া শয়নে, ক্যাথিটার ব্যবহারের পর এবং উন্মুক্ত বায়ুতে বৃদ্ধি হয়।

হ্রাস (amelioration)—উত্তাপে, চাপনে, ঘর্ষণে, সম্মুখদিকে নত হইয়া থাকিলে উপশম বোধ হয়। উদরের বেদনায় উঠিয়া ভ্রমণ করিতে বাধ্য হয়, আর তাহাতে তাহার উপশম বোধও হয়।

সম্বন্ধ (relation)—ম্যাগ-ফসের সহিত ক্যাল্ক-ফসের বিশেষ সম্বন্ধ দৃষ্ট হয় এবং ম্যাগ-ফস প্রয়োগ করিলেও অবশিষ্ট কোন রোগলক্ষণ থাকিলে ক্যাল্ক-ফসে তাহা সম্পূর্ণ নিরাময়

হইয়া থাকে। সুতরাং **ক্যাল্ক-ফস** ম্যাগ-ফসের পরিপূরক (complementary) ঔষধ।

ইহা প্রদাহজনিত শূলবেদনায় **ফেরাম ফস,** পিত্তশূলে **নেট্রাম সালফ,** অম্লশূলে **নেট্রাম ফস** এবং মূত্রাশয়ের শূলে (renal colic) **ক্যাল্ক-ফসের** সহিত পর্যায়ক্রমে ব্যবহৃত হয়।

শক্তি (potency)—৩x, ৬x, ১২x, ৩০x এবং কখন কখন ২০০x শক্তিও ব্যবহৃত হয়। নিম্ন ক্রমে ফল না পাইলে উচ্চ ক্রমে ফল পাওয়া যায়। তবে শূলবেদনার প্রথমেই নিম্ন ক্রম, এমন কি ১x, ২x, শক্তিও ব্যবহার করিতে হয়।

তুলনাযোগ্য হোমিওপ্যাথিক ঔষধ—স্নায়বিক লক্ষণে ম্যাগ-ফস ও কেলি ফস উভয়ই অদ্বিতীয়। কিন্তু ম্যাগ-ফসে যেমন আক্ষেপিক লক্ষণে এবং গরমে উপশম,—কেলি ফসে তেমনি উহার বিপরীত লক্ষণে কার্যকরী। শূলবেদনায় ইহা কলোসিন্থ এবং বায়ুসঞ্চয়জনিত শূলবেদনায় ইহা ডায়স্কোরিয়ার সহিত প্রতিযোগী। আক্ষেপে বেলেডোনার পর প্রায়ই ব্যবহৃত হয়। ঋতু-শূলে ও প্রসববেদনায় পালস, সিমিসি ও ভাইবার্নামের সমকক্ষ ঔষধ। কিন্তু ম্যাগ ফসের উপশম উষ্ণতায়, আর অপর ঔষধ দুইটির হ্রাস শীতলতায়। শ্লৈষ্মিক বাধক-বেদনার বোরাক্সের সহিত তুলনীয়। স্নায়বিক বেদনায় আর্সের প্রতিযোগী। উভয় ঔষধেই উষ্ণতায় উপশম।

বিষঘ্ন (antidote)—জেলস ও ল্যাকে।

নেট্রাম মিউরিয়েটিকাম

Natrum Muriaticum

ভিন্ন নাম—সোডিয়াম ক্লোরাইড।

সাধারণ নাম—লবণ।

সংক্ষিপ্ত নাম—নেট-মিউর (nat. mur.)।

প্রস্তুত পদ্ধতি—সাধারণ লবণ জলে মিশ্রিত করিয়া উত্তাপ দিলে ইহার দানা সকল প্রস্তুত হয়। শীতল জল অপেক্ষা উষ্ণ জলেই ইহার অধিক ভাগ দ্রব হয়। ইহা পরিস্রুত সুরায় দ্রব্য হয় না। মূল দ্রব্যের সহিত দুগ্ধশর্করা দ্বারা ইহার বিচূর্ণ প্রস্তুত করিতে হয়।

হোমিওপ্যাথিক ও বাইওকেমিক উভয় সম্প্রদায়ের চিকিৎসকগণই নেট্রাম মিউরকে একটি বিশেষ মূল্যবান ঔষধ বলিয়া মনে করেন। খাদ্যের সহিত দৈনিক আমরা যথেষ্ট পরিমাণ লবণ খাইতেছি, অথচ তদ্দ্বারা কোন ভেষজ ক্রিয়াই প্রকাশিত হয় না; কিন্তু যখন সেই মূল দ্রব্যেব অন্তর্নিহিত ভেষজশক্তি প্রকাশিত হইল, তখন তদ্দ্বারা কি অত্যদ্ভুত ফলই না লাভ হইতে লাগিল। বিরুদ্ধবাদী চিকিৎসকেরা শক্তিকৃত নেট্রাম মিউরকে স্থূল লবণ ভাবিয়া, উহার কোন ক্রিয়াই মানব-শরীরে হইতে পারে না বলিয়া তাঁহাদের স্থূল বুদ্ধিরই পরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন।

ক্রিয়া—মনুষ্যশরীরে অজৈব-লবণের (inorganic salt) মধ্যে ক্যালসিয়াম ফসফেট বা ফসফেট অব লাইম ব্যতীত উপর্যুক্ত লবণের ভাগই অধিক। মনুষ্যশরীরে শতকরা ৬০ ভাগ জলীয়াংশ বর্তমান আছে এবং উহা সোডিয়াম ক্লোরাইড-এর সাহায্য ভিন্ন আবশ্যকানুযায়ী শরীরের সর্বত্র পরিচালিত হইতে পারে না। আহার্য বস্তু ও পানীয় হইতে

জলীয়াংশ শোষণপূর্বক ইহা শরীরস্থ কোষসমূহ মধ্যে প্রদান করিয়া তাহাদিগকে আর্দ্র রাখে। ইহা শরীর হইতে অনিষ্টকর পদার্থসমূহকে বহিষ্কৃত করিয়া দেয়; কেন না জলীয় পদার্থের সহিত মিশ্রিত না হইয়া কোন প্রকার ময়লাই শরীর হইতে নিঃসৃত হইতে পারে না।

যদি কোন কারণে শরীরে নেট্রাম মিউরের অভাব হয়, অর্থাৎ সোডিয়াম ক্লোরাইড প্রস্তুত না হয়, তাহা হইলে জলীয়াংশ শোষিত হইতে না পারিয়া উহা শরীরস্থ কোষ মধ্যেই সঞ্চিত হইতে থাকে। ইহার ফলে নানাপ্রকার দুর্লক্ষণ প্রকাশ পায়। সর্দিগরমি রোগে সোডিয়াম ক্লোরাইডের অভাব হইলে, শরীরের অন্যান্য স্থান—বিশেষতঃ গ্রীবাপৃষ্ঠ হইতে জলীয়াংশ শোষিত হইয়া মস্তিষ্কের তলদেশে সঞ্চিত হয় এবং জলীয়াংশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া মস্তিষ্কে চাপ প্রদান করে। এই সময় বিবিধ দুর্লক্ষণ প্রকাশ পায়। আবার সূক্ষ্ম মাত্রায় নেট্রাম মিউর (৬x, বা ৩x) প্রদানের ফলে অতি শীঘ্রই উহা সাম্যভাব ধারণ করে। আমাদের দেশে গ্রীষ্মকালে সাধারণতঃ এই পীড়া প্রকাশ পায়। পল্লীগ্রামের অনেকে এখনও কাঁচা আম দগ্ধ করিয়া লবণ সহ সরবৎ রূপে পান করিয়া থাকেন। আমের অম্লরসের সহিত লবণ ভাল করিয়া মিশ্রিত হয় বলিয়াই ঐ প্রকার ব্যবস্থা। এখানেও ঐ লবণের ব্যবহার। কিন্তু স্থূল মাত্রায় লবণ আহারে কোন ফলই হয় না। পানাত্যয় বা ডিলিরিয়াম ট্রিমেন্স রোগও ইহার স্বল্পতানিবন্ধন সংঘটিত হয় এবং সূক্ষ্ম মাত্রায় এই ঔষধ ব্যবহারে আশ্চর্য ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

এই পদার্থের অভাব হইলে, শোষণের অভাববশতঃ শরীরে জলীয়াংশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তাহা পুর্বেই বিবৃত হইয়াছে। জলীয়াংশ বৃদ্ধি হইলেই শরীরের বর্ণ ফ্যাকাশে, চক্ষু মুখ ছলছল করা, চক্ষু ও নাসিকা হইতে জলপড়া, ক্লান্তি, তন্দ্রা, শোথ প্রভৃতি বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পায়। অসুস্থ রোগী লবণ ভক্ষণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে নেট্রাম মিউরের অভাব

নিঃসন্দেহরূপে অবগত হওয়া যায়। এই অবস্থায় অভাব পুরণার্থ রোগী যদিও অধিক মাত্রায় লবণ ভক্ষণ করে, তদ্দ্বারা তাহার কোন উপকারই হয় না; কেন না শরীরস্থ কোষসমূহ সূক্ষ্ম বলিয়া ঐ প্রকার স্থূল লবণ গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না। এই অবস্থায় সূক্ষ্ম মাত্রায় (উচ্চ শক্তিতে) লবণ ব্যবহার করা প্রয়োজন।

চক্ষুস্থ টিয়ার বা অশ্রুগ্রন্থি এবং লালাগ্রন্থিতে ইহার অভাব হইলে, চক্ষু হইতে জল ও মুখ হইতে লালা পড়ে। ইহার অভাব হইলে জলবৎ তরল উদরাময় সৃষ্ট হয় এবং ঐ সঙ্গে শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর উত্তেজনা থাকিলে উহার সহিত উজ্জ্বল পরিষ্কার শ্লেষ্মা নির্গত হয়। এই লাবণিক পদার্থের অভাবশতঃ কোন কোন স্থানে জলীয়াংশ বৃদ্ধি, আবার কোন কোন স্থানে জলীয়াংশের স্বল্পতা লক্ষিত হয়। যেমন পাকস্থলীর সর্দিবশতঃ জলীয় পদার্থ বমন, নাসিকায় সর্দিবশতঃ নাসিকা হইতে জলবৎ শ্লেষ্মা নির্গমন, নানাস্থানের চর্মে জলপূর্ণ ফোস্কা, অন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে জলীয়াংশের অভাববশতঃ দুর্দমনীয় কোষ্ঠবদ্ধতা ইত্যাদি।

সোডিয়াম ক্লোরাইড শরীরস্থ টিশুর উপর ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া ইউরিয়া নামক পদার্থ নিঃসরণ করে। তজ্জন্য চর্ম ও গ্রন্থিপীড়া ইত্যাদিতে ইহার ব্যবহার হয়। ইহা শুধু শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী নহে—রস, রক্ত, প্লীহা, যকৃৎ ইত্যাদি নানাবিধ যন্ত্রের উপর ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া থাকে। সুতরাং ইহার অভাবে ঐ সমস্ত যন্ত্রের বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। চকচকে পরিষ্কার জিহ্বার উপর জলীয় পদার্থ বা থুথুর ন্যায় পদার্থ দৃষ্ট হইলে ইহার অভাব সম্বন্ধে আর সন্দেহ থাকে না। ইহার অভাবে রক্তাল্পতা, শীর্ণতা, দুর্বলতা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়।

যাহারা কোনপ্রকার রোগ ভোগকালে অধিক মাত্রায় লবণ ভক্ষণ করে, তাহাদের চিকিৎসাকালে অতিরিক্ত লবণ ভক্ষণ নিষিদ্ধ করিয়া সূক্ষ্ম মাত্রায় নেট্রাম মিউর প্রদান করিতে হয়। স্থূল লবণ শরীরের

কোন কার্যেই আসে না, অধিকন্তু উহা স্নায়ুমণ্ডলীর উত্তেজনা আনয়ন করিয়া সূক্ষ্ম মাত্রায় লবণ গ্রহণে বাধা প্রদান করিয়া থাকে। নেট্রাম মিউরের রোগীকে খাদ্যের সহিত প্রচুর পরিমাণে লবণ ভক্ষণ করিতে দিলে উহা সে হজম করিতে পারে না; কারণ মলের সহিত উহা বাহির হইয়া যায়।

সোডিয়াম ক্লোরাইডের অভাববশতঃ শরীরস্থ জলীয়াংশ আকর্ষিত হয় না বলিয়া উদরী ইত্যাদির সৃষ্টি হয়। এই অবস্থায় জল লবণ সংযুক্ত খাদ্য একেবারে বন্ধ করিয়া দিতে হয়। কেন না লবণবিহীন খাদ্যাহারে শরীরে যে নেট্রাম মিউরের অভাব হইয়াছিল, উদরীর জলীয় ভাগ হইতে পূর্বনিঃসৃত নেট্রাম মিউর পুনরায় রক্তে মিশ্রিত হইবার সুযোগ লাভ করিয়া পূর্ব অভাব দূর করে এবং পরে উদরীর জল প্রস্রাব ইত্যাদির দ্বারা নিঃসৃত হইয়া পীড়া আরোগ্য হয়। অতিরিক্ত লবণ আহার করিলে যেরূপ শরীরে নানাপ্রকার পীড়া হয়, অত্যল্প পরিমাণ লবণ আহার করিলেও তদ্রূপ পীড়া হয়। তবে মৎস্য, মাংস ইত্যাদি দ্রব্য ত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র হবিষ্যান্ন গ্রহণ করিতে পারিলে, লবণ ত্যাগ করিলেও চলে বলিয়া আমার বিশেষ ধারণা।

নেট্রাম মিউর গভীরভাবে এবং দীর্ঘকাল কার্যকরী একটি ঔষধ। ইহা সমস্ত শরীরবিধানকে আয়ত্তে আনিয়া স্থায়ী আরোগ্য সাধন করে।

পরিচায়ক লক্ষণ (characteristic symptoms)—

১। একাকী থাকিতে ভালবাসে, কাহারও সহিত কথা কহিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে। মানসিক অবসাদ, মনমরা ভাব, সহজেই অশ্রু-পতনশীল স্বভাব (weeping tendency), সান্ত্বনা দিলে আরও বিরক্ত হয়।

২। স্মরণশক্তির হ্রাস।

৩। উৎকৃষ্ট আহারাদি সত্বেও শিশুদের শীর্ণতা রোগ, বিশেষতঃ গ্রীবাদেশের শীর্ণতা।

৪। প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গের পর প্রবলবেগে শিরঃপীড়া। সূর্যোদয় হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত শিরঃপীড়ার বৃদ্ধি। মনে হয় যেন মস্তক বিদীর্ণ হইয়া যাইবে। যেন সহস্র হাতুড়ি মস্তকে আঘাত করিতেছে। শিরঃপীড়া সহ নিদ্রালুতা। শয়নে, চুপ করিয়া থাকিলে এবং ঘর্ম হইলে উপশম।

৫। বিদ্যালয়ের ছাত্রীদিগের শিরঃপীড়া (ক্যাল্ক-ফস)।

৬। সর্দিগরমির ইহাই প্রধান ঔষধ।

৭। বিকারে রোগী বিড় বিড় করিয়া প্রলাপ বকে (কেলি ফস)।

৮। জিহ্বা পরিষ্কার আঠা আঠা বুদ্বুদযুক্ত থুথুর ন্যায়; মানচিত্রের ন্যায় (mapped)।

৯। যে কোন রোগের সহিত অনিবার্য নিদ্রা যাওয়ার প্রবৃত্তি থাকে। তন্দ্রালুতা।

১০। অত্যন্ত লবণ খাওয়ার স্পৃহা (desire for salt) এবং রুটি ভক্ষণে অনিচ্ছা।

১১। চক্ষের সর্বপ্রকার রোগেই চক্ষু হইতে অজস্র হাজাজনক অশ্রু নির্গত হইলে উৎকৃষ্ট। চক্ষুজ্বালা আছে। একটি জিনিষকে দুইটি দেখায় (double vision) এবং কোন জিনিষের অর্ধভাগ মাত্র দেখা যায় (hemiopia), পড়িতে গেলে অক্ষর সকল নড়িয়া বেড়ায়। আলোক অসহিষ্ণুতা। প্রাতঃকালে রোগ বৃদ্ধি।

১২। সামান্য মাত্র ঠাণ্ডা লাগিলেই সর্দি হয়। নাসিকা হইতে জল পড়ে ও মধ্যে মধ্যে হাঁচি হয়। স্রাবে নাকের কোণ হাজিয়া যায়।

১৩। প্রভূত লালাস্রাব অথবা জলীয় বমন সহ পাকস্থলীর যে কোন

অসুখ। আহারের পর দুর্বলতা ও আলস্য বোধ এবং পাকস্থলী ও যকৃৎ স্থানে একপ্রকার অব্যক্ত যন্ত্রণা ভোগ করে। অতিশয় ক্ষুধার্ত হয়, কিন্তু আহারের পরক্ষণেই পেট ভার হইয়া যায়।

১৪। বিবিধ রোগের সহিত অশ্রুপতন, লালাস্রাব এবং অতি তৃষ্ণা এই ঔষধের উৎকৃষ্ট নির্বাচক লক্ষণ।

১৫। অতিশয় কোষ্ঠবদ্ধতা ও শিরঃপীড়া। মানসিক অবসাদ ও মনমরা ভাব।

১৬। অসাড়ে মল নির্গত হয়; বায়ু নিঃসরণ করিবার সময় মল—কি বায়ু নিঃসরণ হইবে বুঝিতে পারে না। মেজাজ অতিশয় খিট্‌খিটে। তিক্ত ও লবণাক্ত আহারে স্পৃহা। মল জলবৎ, কাল এবং তৎসহ বেদনা, টাটানি ও ক্ষতবৎ বোধ হয়; মল ফেনা ফেনা, থুথুযুক্ত, চকচকে শাদা শ্লেষ্মা, পুনঃপুনঃ কুন্থন থাকে। মল যে স্থানে লাগে হাজিয়া যায়।

১৭। উদরী পীড়ার ভাল ঔষধ, বিশেষতঃ ম্যালেরিয়া ও কুইনাইনের অপব্যবহার হইলে। অতিশয় তৃষ্ণা, কিন্তু প্রস্রাব কম। কোষ্ঠবদ্ধতা।

১৮। সূত্রবৎ কৃমি সহ মুখ দিয়া জল উঠা।

১৯। বহুমূত্রে শর্করাবিহীন, জলবৎ বহুল মূত্রত্যাগ এবং তৎসহ অতিশয় তৃষ্ণা, মুখ দিয়া জল উঠা, শরীর শীর্ণ, মানসিক বিষণ্ণতা। প্রস্রাব ত্যাগের পর জ্বালা। প্রস্রাবের বেগ ধারণ করিতে পারে না।

২০। প্রমেহ রোগের প্রাচীন গ্লীট অবস্থায় জলবৎ স্রাব। প্রস্রাবের পর জ্বালা। নূতনাবস্থায় অতিশয় জ্বালা থাকিলে।

২১। একশিরা হইতে পরিষ্কার জলবৎ স্রাব নিঃসরণ।

২২। নানাপ্রকারের অনিয়মিত ঋতুস্রাব এই ঔষধে দৃষ্ট হয়। ঋতুস্রাব কখনও বন্ধ, কখনও বিলম্বে, কখনও অল্পমাত্রায়, কখনও বা

বহুদিবস স্থায়ী হয় এবং যে স্রাব হয়, তাহা জলবৎ তরল ও জ্বালাজনক। এই সঙ্গে ১ম লক্ষণে বর্ণিত মানসিক লক্ষণ থাকিলে।

২৩। যোনির অভ্যন্তর শুষ্ক হওয়া বশতঃ রতিক্রিয়ায় কষ্ট।

২৪। প্রত্যেক দিন প্রাতঃকালে যোনিদেশে ভারবোধ এবং যোনির ভিতর দিয়া সমস্ত বাহির হইয়া যাইবে এইরূপ বোধ হয়।

২৫। শ্বেতপ্রদরে জননেন্দ্রিয় হইতে জ্বালাজনক তরল স্বচ্ছ স্রাব-নিঃসরণ এবং উহা যে স্থানে লাগে হাজিয়া যায়। স্রাবের পর জ্বালা ও টাটানি নেট্রামের বিশেষত্ব।

২৬। স্বচ্ছ জলের ন্যায় অথবা ফেনিল শ্লেষ্মাযুক্ত বমন। কখনও দুর্গন্ধপুর্ণ অথবা লবণাক্ত জল মুখ দিয়া উঠে।

২৭। সর্বপ্রকার কাশিতে যখন স্বচ্ছ তরল ও ফেনিল শ্লেষ্মা নির্গত হয়। গলা সুড়সুড় করিয়া কাশি (ফেরাম ফস)। কাশিবার সময় মুখ, নাসিকা, বিশেষতঃ চক্ষু হইতে অজস্র অশ্রুপাত এবং প্রস্রাব নির্গত হয় (ফেরাম ফস)। সমুদ্রতীরে অথবা লবণাক্ত স্থানে বাস জন্য কাশির বৃদ্ধি। অতিশয় পিপাসা। জিহ্বা পরিষ্কার ও থুথু দ্বারা আবৃত।

২৮। ক্রোধ; রুটি, অম্লখাদ্য আহার; কুইনাইনের অপব্যবহার; কষ্টিক দ্বারা কোন স্থান দগ্ধ করা; শোক, দুঃখ, ভয়, যন্ত্রণাভোগ প্রভৃতি কারণে পীড়ার উৎপত্তি।

২৯। মুখমণ্ডল তৈল মাখান'র ন্যায় চকচকে দেখায়। রোগীর চেহারা শীর্ণ, বিবর্ণ, রক্তহীন ফ্যাকাশে এবং অতিশয় দুর্বল।

৩০। হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনে সমস্ত শরীরেই উহার ঝাঁকি অনুভব করা যায়। নড়াচড়ায়, বিশেষতঃ বাম পার্শ্বে শয়নে উহার বৃদ্ধি।

৩১। সর্বপ্রকার চর্ম পীড়ায় যখন জলবৎ তরল স্বচ্ছ স্রাব নিঃসৃত হয়, তখন উৎকৃষ্ট।

৩২। বৃশ্চিক, ভীমরুল, বোলতা প্রভৃতি দংশনে বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ প্রয়োগ কর্তব্য।

৩৩। জলবসন্তের প্রধান ঔষধ। চক্ষু ও নাসিকা হইতে জল পড়া এবং তন্দ্রা ও বিড়বিড়ে প্রলাপ থাকিলে। জিহ্বা শুষ্ক, তৃষ্ণা। ঐরূপ লক্ষণযুক্ত হাম।

৩৪। রক্তাল্পতা বা অ্যানিমিয়া পীড়ার উৎকৃষ্ট ঔষধ (ক্যাল্ক-ফস)। শরীর হইতে রস, রক্ত, স্ত্রীলোকদিগের ঋতুঘটিত ও পুরুষদিগের রেতঃ-পাতজনিত পীড়াবশতঃ রক্তহীনতা হইলে। এই সঙ্গে পুর্ববর্ণিত মানসিক লক্ষণ সকল শরীরের শীর্ণতা, শিরঃপীড়া, কোষ্ঠবদ্ধতা, অনিয়মিত ঋতুস্রাব, হৃদ্‌স্পন্দন, কোমরবেদনা, জরায়ুর স্থানচ্যুতি প্রভৃতি লক্ষণ থাকে।

৩৫। সবিরাম জ্বরে শীতাবস্থাই প্রবল। সকলপ্রকার জ্বরই বেলা ১০।১১টার সময় আসা নির্দিষ্ট। যে কোন প্রকার জ্বরই হউক না কেন, যদি ঐ সঙ্গে অতিশয় নিদ্রা ও তন্দ্রালুতা, শিরঃপীড়ায় অজ্ঞানাবস্থা, অত্যন্ত তৃষ্ণা, জলীয় বমন ও চক্ষু হইতে জল পড়া থাকে, তাহা হইলে নেট্রাম মিউর নির্দিষ্ট। কুইনাইনের অপব্যবহার এবং নানাপ্রকার কুচিকিৎসাজনিত জ্বর। ওষ্ঠে মুক্তার ন্যায় জ্বরঠুঁটো বাহির হয়। জিহ্বার জন্য ৮ম লক্ষণ দ্রষ্টব্য। ঘর্ম হইয়া শিরঃপীড়ার ক্রমে ক্রমে উপশম।

৩৬। প্রাতঃকালে, বেলা ১০।১১টার সময়, সমুদ্রতীরে, লবণাক্ত স্থানে বাসে, রৌদ্র লাগায়, উত্তাপে, নড়াচড়ায় ও কুইনাইনের অপ-ব্যবহারে বিবিধ পীড়া।

৩৭। খোলা বাতাসে, শীতল জলে ধুইলে ও দক্ষিণ পার্শ্বে শয়নে পীড়ালক্ষণের হ্রাস।

বিশেষত্ব (peculiarity)—বহুপ্রকার রোগে, বিশেষতঃ শিরঃপীড়া ও জ্বরে অজ্ঞান অচৈতন্য হইয়া থাকিলে ইহা বিশেষ উপযোগী। বহু রোগেই অনিবার্য নিদ্রার স্পৃহা দৃষ্ট হয়। মুখ হইতে

জলীয় লালাস্রাব এবং জিহ্বা পরিষ্কার, সরস বা শুষ্ক এবং থুথুযুক্ত হওয়া ইহার অতি সাধারণ লক্ষণ। কোন স্থানের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর শুষ্কতা (কোষ্ঠবদ্ধতা ইত্যাদি), আবার কোন স্থান হইতে জলীয় স্রাব নিঃসরণ (চক্ষু, মুখ, নাসিকা প্রভৃতি স্থান হইতে) ইহার সিদ্ধিপ্রদ লক্ষণ। মানসিক অবসাদ, বিষণ্ণতা, মনমরা এবং সহজেই অশ্রুপতনশীলা রমণীদিগের ঋতুর নানাপ্রকার অনিয়মিত অবস্থা এবং অন্য নানাবিধ পীড়া আরোগ্য হয়। উৎকৃষ্ট আহারাদি সত্ত্বেও বালকদিগের শীর্ণতা রোগ, বিশেষতঃ গ্রীবাই অধিকতর শীর্ণ এবং ঐ সঙ্গে বিবিধ পীড়া। বামপার্শ্বে শয়ন করিলে হৃদ্‌স্পন্দন, নাড়ী অনিয়মিত এবং বক্ষঃস্থলের স্পন্দনের সহিত সমস্ত শরীরই কম্পিত হওয়া ইহার একটি উৎকৃষ্ট নির্বাচক লক্ষণ। ইহার রোগলক্ষণসমূহ প্রাতঃকালে ১০।১১টার সময়ে, উত্তাপ ও লবণাক্ত স্থানে বৃদ্ধি পায়। ওষ্ঠে মুক্তার ন্যায় জ্বরঠুঁঠো দেখিয়া এই ঔষধ অনেক রোগেই নির্বাচন করা সহজ হইয়া পড়ে। লবণ আহারে অতীব স্পৃহা শ্রবণ করিলেই এই ঔষধের নাম স্মরণ হয়।

মানসিক লক্ষণ (mental symptoms)—রোগী একাকী থাকিতে ভালবাসে (ক্যাল্ক-ফস), কথা বলিতে পর্যন্ত ইচ্ছা করে না, যেন কাহারও সহিত তাহার সম্বন্ধ নাই—সে নিজেই স্বতন্ত্র। একাকী থাকিলে আবার তাহার কান্না পায় ; কেন যে ঐরূপ হয় তাহা সে নিজেই বলিতে পারে না। আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, রোগী যখন মানসিক নানাপ্রকার দুশ্চিন্তা, শোকতাপের জন্য ক্রন্দন করে, তখন তাহাকে সান্ত্বনা দিতে গেলে আরও বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হয়। সান্ত্বনায় তাহার ক্রন্দনও পুর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পায়। জীবনকে সে নিতান্ত ভারস্বরূপ এবং বড়ই নিরানন্দময় মনে করে। এই ক্রন্দনকালীন তাহার হৃদ্‌-স্পন্দনও হয় (ইহার বিষয় যথাস্থানে আলোচনা করা যাইবে)।

মানসিক অবসাদের সহিত অনেক সময় উত্তেজনার লক্ষণও পরিদৃষ্ট

হয়। সামান্য কারণে রোগী ক্রুদ্ধ হয়। দিনে হয়ত কোন ঘটনাবশতঃ ক্রুদ্ধ হইয়াছে, তজ্জন্য রাত্রে নিদ্রাকালে বুক ধড়ফড়ানি, আর দিবসে সেই বিষয় স্মরণ করিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হয়। পূর্বে যদি কেহ কোন প্রকার অন্যায় করিয়া থাকে, তাহাকে দর্শন করিতে পর্যন্ত ইচ্ছা করে না। অত্যন্ত ক্রোধের পর আবার হয়ত হাসিতে থাকে। এত অধিক হাস্য করে যে, হাসিবার সময় তাহার চক্ষু দিয়া অশ্রু নির্গত হয়, মনে হয় যেন ক্রন্দন করিতেছে। ভাল কথা বলিলেও ক্রুদ্ধ হয়।

হিষ্টিরিয়া পীড়ায় পর্যায়ক্রমে হাসি ও কান্না। এখন হয়ত রোগী অত্যন্ত দুঃখিত, কিন্তু পরক্ষণেই অত্যন্ত আহ্লাদিত, যেন তাহার আনন্দ আর ধরে না। অধিক আনন্দিত হওয়ার পর আবার নিরুৎসাহিতার লক্ষণ দৃষ্ট হয়।

স্মরণশক্তি অতিশয় হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। কথা বলিবার ও লিখিবার সময় ভ্রম হয়, মতিরও ভ্রম হয়—এক কথা বলিতে বলিতে অন্য কথার অবতারণা করে। সমস্ত বিষয়েই যেন তাহার ভ্রম হয়। কোন্ সময়ে কি যে বলিবে তাহাও সে স্থির করিতে পারে না। সামান্য মানসিক পরিশ্রমের পরও দুর্বলতা অনুভব করে। মাথার ভিতর যেন কিছু নাই —একেবারে শূন্য বোধ হয়। মন যেন সর্বদা নৈরাশ্যসাগরে ভাসিতেছে। আশা-ভরসাহীন।

ভালবাসায় অপরিতৃপ্ত থাকাবশতঃ অনেক প্রকার রোগের সৃষ্টি হয়। ঋতুকালে মন অতিশয় দুঃখিত হয়, আর প্রাতঃকালেই এই ভাবের বৃদ্ধি হয়।

সফেন বা শুষ্ক জিহ্বা সহ রোগীর মৃদু বা বিড়বিড়ে প্রলাপ।

খারাপ বলিয়া বুঝিতে পারিলেও রোগিনীর ভালবাসা কোন বিবাহিত লোকের উপর, অথবা কোন ভৃত্যের উপর পতিত হয়, নিজে চেষ্টা করিয়াও নিজেকে আয়ত্তে আনিতে পারেন না। নেট্রাম মিউর

প্রয়োগে এই প্রকার মনোবৃত্তির অবসান হয় এবং পরে রোগিনী এই ঘটনা কি করিয়া সংঘটিত হইয়াছিল চিন্তা করিয়া আশ্চর্য হন (ডাঃ কেণ্ট)।

শিরঃপীড়া (headache)—প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গের পর অত্যন্ত বেগে মাথাধরা উপস্থিত হয়। কপাল অত্যন্ত দপদপ করে—**মনে হয় যেন হাতুড়ী দ্বারা আঘাত করিতেছে।** এই বেদনা সময় সময় এত বেশী হয়, যেন রোগী তাহার যন্ত্রণায় উন্মাদ হইয়া যাইবে। শিরঃপীড়ায় মনে হয়, যেন মাথা ফাটিয়া দু'ভাগ হইয়া যাইবে। চক্ষুর অতিরিক্ত ব্যবহার-জনিত শিরঃপীড়া। শিরঃপীড়াসহ অতিশয় অবসন্নতা। মস্তিষ্কে গোলযোগ অনুভব। বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের শিরঃপীড়া নেট্রাম মিউরে আরোগ্য না হইলে ক্যাল্ক-ফস ব্যবহার্য। **যৌবনোন্মুখ বালিকাদিগের শিরঃপীড়া। শিরঃপীড়া সহ নিদ্রালুতা।** মস্তকের ভিতর যেন কি ফুটিতেছে মনে হয়। চক্ষু ঘুরাইলে চক্ষু তারকায় বেদনা অনুভব করে। শিরঃপীড়া সহ কোন স্থানের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর স্রাবশীলতা, আবার কোন স্থানের বা শুষ্কতা দৃষ্ট হয়। শিরঃপীড়া সহ চক্ষু হইতে জল পতন এবং জলবৎ বমনের দ্বারা শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর স্রাবশীলতা, আবার কোষ্ঠবদ্ধতা ইত্যাদির দ্বারা শুষ্কতা বুঝায়। মাথাব্যথার সহিত মনে হয়, যেন জিহ্বা শুষ্ক হইয়া গিয়াছে—অথচ জিহ্বা দেখাইবার জন্য বাহির করিলে উহা শুষ্ক দেখা যায় না, বরং থুথুযুক্ত রসাল (moist) দৃষ্ট হয়। এই সঙ্গে পিপাসা এবং নাড়ীর গতি সবিরাম লক্ষিত হয়। শিরঃপীড়ার প্রারম্ভে চক্ষে দেখিতে পায় না। চক্ষু বন্ধ করিতে বাধ্য হয়। বিনা জ্বরে বেলা ১০টার সময়ে শিরঃপীড়া হইতে পারে। উপর ও নিম্ন ওষ্ঠ ফাটা ইহার অতি প্রয়োজনীয় লক্ষণ। এই লক্ষণ অবলম্বনে বহু রোগী আরোগ্যলাভ করিয়াছে।

শয়নে, স্থির হইয়া থাকিলে, ঘর্মের পর ও ঠাণ্ডা প্রয়োগে শিরঃপীড়ার উপশম হয় এবং উত্তাপে, সঞ্চালনে, মানসিক পরিশ্রমে, প্রাতঃকালে ও নিদ্রাভঙ্গের পর বৃদ্ধি হয়।

সূর্য্যাঘাত বা সর্দ্দিগর্ম্মি (sunstroke)—ইহাই সর্ব্বপ্রধান ঔষধ। ইহার দ্বারা শরীরের জলীয়াংশ সর্ব্বত্র সমভাবে পরিচালিত হয়। অত্যন্ত অবসন্নতা এবং বিকারাদি মস্তিষ্কের লক্ষণসমূহ প্রকাশিত হইবার সম্ভাবনা থাকিলে কেলি ফস সহ পর্য্যায়ক্রমে।

মদাত্যয় (delirium tremens)—ইহাই এই পীড়ার সর্ব্বপ্রধান ঔষধ। এই ঔষধ ব্যবহার করিলে শরীরস্থ জল সর্ব্বত্র সমভাবে সঞ্চালিত হইয়া পীড়া আরোগ্য করে। **যখন রোগী বিড়বিড় করিয়া প্রলাপ বকে, বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে প্রলাপ, হস্ত পদের অস্থিরতা এবং জিহ্বায় থুথুর ন্যায় লালা থাকে, তখন ইহা দ্বিধা না করিয়া প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।** স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য বিদ্যমান থাকিলে ইহার সহিত ২।১ মাত্রা **কেলি ফস** ব্যবহার করিতে হয়।

উন্মাদ (insanity)—মতিভ্রম, কথা বলিবার সময় অনেক ভুল করে, কি বলিবে তাহা স্থির করিতে পারে না। রোগী একা থাকিতে ভালবাসে। পর্য্যায়ক্রমে আনন্দিত ও দুঃখিত, অবসন্ন, কোষ্ঠবদ্ধ ও হাইপোকণ্ড্রিয়া স্বভাবের ব্যক্তি। প্রায়ই প্রধান ঔষধ **কেলি ফসের** সহিত পর্য্যায়ক্রমে দিবার প্রয়োজন হয়।

সন্ন্যাস (apoplexy)—অধিক সময় রৌদ্রে ভ্রমণ, অথবা মদ্যপানজনিত মস্তিষ্কে অত্যধিক রক্তস্রাব নিবন্ধন পীড়ায় উপকারী।

মস্তিষ্ক-ঝিল্লীর প্রদাহ (tubercular meningitis)—তন্দ্রা, বিড়বিড় করিয়া প্রলাপ বকা, চক্ষু ও মুখ দিয়া জল পড়া, কোষ্ঠবদ্ধতা প্রভৃতি লক্ষণে ব্যবহার্য।

মস্তিষ্ক-শূন্যতা (brain fag)—নিদ্রাহীনতা সহকারে ভবিষ্যতে অমঙ্গল হইবার কথা বলে। নৈরাশ্যযুক্ত, কথা বলিতে বলিতে ক্লান্তি এবং বাক্যোচ্চারণে অসমর্থতা। অবসন্নতা।

চক্ষুপীড়াসমূহ (diseases of the eye)—প্রভৃত অশ্রু-পতন সহ চক্ষুর যে কোন রোগ। তরল চক্ষুস্রাব যে স্থানে লাগে হাজিয়া যায়, চক্ষের ও মুখের কোণ ফাটা। চক্ষুর স্নায়ুশূলপীড়ায় চক্ষু হইতে জল পড়ে (ম্যাগ-ফস)। অক্ষিপুটের স্নায়বিক বেদনা বা সিলিয়ারি নিউ-র্যালজিয়া যদি সূর্যোদয়ে আরম্ভ হয় এবং সূর্যাস্ত সময়ে নিবৃত্তি হয়। স্ক্রোফুলাস ধাতুর বালকদিগের, বিশেষতঃ উহাদের চক্ষুরোগে যদি অধিক মাত্রায় কষ্টিক লোশান ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহা হইলে ইহা অধিকতর উপযোগী। এই প্রকার চক্ষুরোগে চক্ষে অত্যন্ত জ্বালা যন্ত্রণা থাকে। রোগী মনে করে, যেন তাহার চক্ষে বালু পড়িয়াছে। চক্ষুর পাতা বুজিয়া যায়, এমন কি তাহা খুলিতে রোগীর বিশেষ কষ্ট হয়। পড়িবার সময় অক্ষর সকল যেন নড়িয়া চড়িয়া বেড়ায়। কোন দ্রব্যের অর্ধ ভাগ (hemiopia) মাত্র দেখিতে পায়, আবার একটি জিনিষকে দুইটি (diplopia or double vision) দেখে। কর্নিয়ার ফোস্কা, প্রাতঃ-কালে চক্ষু জুড়িয়া থাকে। রোগবৃদ্ধির সময়ও ঐ প্রাতঃকাল। চক্ষু নাড়িতে গেলেই বেদনা। চক্ষুপত্রের প্রদাহবশতঃ চক্ষুর পাতা লাল, জ্বালা করে, চুলকায় ও চক্ষু হইতে জল পড়ে। আলোক সহ্য করিতে পারে না। চক্ষুর অস্পষ্ট দৃষ্টি, মনে করে যেন কোন আবরণের মধ্য হইতে দেখিতেছে, চক্ষুর সম্মুখে যেন কৃষ্ণবর্ণ পদার্থ উড়িতেছে দেখিতে পায়, জোনাকি পোকার ন্যায়—অথবা অগ্নির ন্যায় উজ্জ্বল পদার্থ দৃষ্ট হয়।

কোরিয়া (chorea)—পীড়া পুরাতন হইলে। কোন চর্ম-রোগ বসিয়া যাওয়ার ফলে পীড়া। হস্ত পদাদির কম্পন। এই ঔষধের অন্য কোন লক্ষণ থাকিলে।

কর্ণপীড়াসমূহ (diseases of the ear)—কর্ণে স্ফীতি-বশতঃ বধিরতা (কেলি মিউর, কেলি সালফ)। কর্ণ হইতে জলবৎ স্রাব নিঃসরণ। স্রাব জ্বালাজনক ও কান চুলকায়। কর্ণে তীক্ষ্ণ বেদনা,

দপদপানি বেদনা, যেন নাড়ী স্পন্দিত হইতেছে। কর্ণ মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের শব্দ। কুইনাইন সেবনজনিত বধিরতা ও নানাপ্রকার শব্দ।

সর্দি (coryza)—**সর্দিতে নাসিকা ও মুখ দিয়া জল পড়ে এবং তাহার সহিত মধ্যে মধ্যে হাঁচি হয়।** শ্লেষ্মা থুথুর ন্যায়, অথবা লবণাক্ত পাতলা জলের ন্যায়। পর্যায়ক্রমে শুষ্ক ও তরল সর্দি। সামান্য মাত্র ঠাণ্ডা লাগিলেই সর্দি হয়। সর্দিতে নাকের কোণ ও ধারগুলি হাজিয়া যায়। ইহার সর্দির আর একটি বিশেষত্ব এই যে, রোগী নাসিকায় কোন গন্ধ পায় না। ঠাণ্ডায় ও প্রাতঃকালে বৃদ্ধি। জলের ন্যায় তরল রক্তও নির্গত হয় (ফেরাম ফস)।

ইনফ্লুয়েঞ্জা (influenza)—**পুনঃপুনঃ হাঁচি সহ চক্ষু ও মুখ হইতে জল পড়া বিদ্যমানে ইহা উৎকৃষ্ট।** পিপাসা, ঘ্রাণ-শক্তির লোপ ও গলার শুষ্কতা। প্রাতঃকালে বৃদ্ধি।

টনসিল প্রদাহ (tonsillitis)—তরুণ ও পুরাতন টনসিল প্রদাহে যখন মুখ দিয়া লালাস্রাব হয়। টনসিল বিবর্ধিত, কিংবা শিথিল।

গলক্ষত (sore throat)—গলার ভিতরের ক্ষত ও প্রদাহ সহ গলা বা মুখের শুষ্কতা অথবা প্রভূত লালাস্রাব। পুরাতন পীড়ায় গলায় ঢেলার ন্যায় অনুভব। কোন কিছু গিলিবার সময় গলা বন্ধ হইয়া যাইবে মনে হয়। অতিশয় তৃষ্ণা বোধ হয়, জিহ্বা পরিষ্কার এবং বুদ্বুদ-যুক্ত থুথুর ন্যায় লেপ। পাতলা শ্লেষ্মা নির্গত হয়, উহার স্বাদ লবণাক্ত।

ডিপথিরিয়া (diphtheria)—ডিপথিরিয়া পীড়ার সহিত যখন মুখ ফোলা ফোলা ও রক্তহীন ফ্যাকাশে থাকে এবং সেই সঙ্গে তন্দ্রা, মুখ হইতে লালাস্রাব, জলীয় বমন, জলীয় দাস্ত প্রভৃতি লক্ষণ থাকে তখন ইহা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। নিঃশ্বাসপ্রশ্বাসে কষ্ট থাকে। গলমধ্যস্থ পেশীর পক্ষাঘাতবশতঃ কোন খাদ্যদ্রব্য গলনালিতে পড়িলে উহা বিপথে যায়।

গলগণ্ড (goitre)—এই পীড়ার সহিত কোন প্রকার জলীয় লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে ব্যবহার্য।

মুখমধ্যের পীড়াসমূহ (diseases of the mouth) **—সর্বপ্রকার মুখের পীড়াতেই মুখ হইতে লালাস্রাব নির্গত হয়।** পারদ সেবনজনিত লালাস্রাব হইলেও উপযোগী। বালকদিগের মুখমধ্যে শাদা শাদা ক্ষত হইতে (aphthæ) লালাস্রাব (কেলি মিউর সহ)। ঠোঁটে, মুখের কোণে ও জিহ্বায় ফোসুকা পড়ে। ঠোঁট শুষ্ক, ফাটা ফাটা এবং ওষ্ঠে জ্বরঠুঁটো, বিশেষতঃ ঐ সঙ্গে জ্বর থাকিলে। মুখ ও গলনালীর প্রতিশ্যায় সহকারে জলবৎ স্বচ্ছ থুথু নিঃসরণ। সর্বদা মুখ দিয়া জল উঠে—আস্বাদ লবণাক্ত।

মুখমণ্ডল—এই ঔষধের মুখমণ্ডলের বর্ণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য ; কেন না, অনেক সময় মুখমণ্ডলের অবস্থা দেখিয়াই এই ঔষধের বিষয় মনে পড়িয়া যায়। মুখের বর্ণ—হরিদ্রা, নীল, মাটির ন্যায় ও ফ্যাকাশে কিন্তু চকচকে—তেল বা চর্বিমাখানবৎ। মুখমণ্ডলে যেন রক্ত নাই এরূপ বোধ হয়। মুখমণ্ডলে স্নায়ুশূল সহকারে চক্ষু, অথবা মুখ হইতে জল নিঃসরণ। গোঁফের চুল পড়িয়া যায়।

দন্তশূল (toothache)—দন্তশূল সহ চক্ষু হইতে অশ্রু নির্গত হয়। শীতল বায়ুতে অথবা কোন প্রকার ঠাণ্ডা লাগিলেই দন্তশূলের বৃদ্ধি। ছুরিকাবিদ্ধবৎ তীক্ষ্ণ বেদনায় অত্যন্ত কষ্টবোধ হয়। রাত্রিকালে বৃদ্ধি।

দন্তক্ষত (caries of the teeth)—পূর্বোক্তদন্তশূলের লক্ষণ সহ দন্তক্ষত। দন্তের ক্ষতস্থানে নাড়ী স্পন্দনের ন্যায় মনে হয়। ক্ষতস্থান হইতে সহজেই রক্ত পড়ে। দাঁতের গোড়া শিথিল। শীতলতায় বৃদ্ধি।

মেরুদণ্ডের পীড়া (diseases of the spine)—মেরুদণ্ডের বেদনা ও কনকনানি উল্লেখ করিবার বিষয়। নড়াচড়ায়, হাসিতে ও কাশিতে যন্ত্রণার বৃদ্ধি। অনেক রোগের সহিত, বিশেষতঃ স্ত্রীলোক-

দিগের ঋতু সংক্রান্ত ব্যাপারে ঐরূপ অবস্থা দৃষ্ট হয়। পিঠের নীচে কোন কঠিন জিনিষ রাখিয়া চিত হইয়া শুইলে আরাম বোধ হয়।

অজীর্ণতা (indigestion, dyspepsia)—**প্রভূত লালা-স্রাব, অথবা জলবৎ বমন সহকারে পাকস্থলীর যে কোন অসুখ।** অজীর্ণপীড়া সহ পেটে বেদনা, জলবৎ বমন ও মুখ দিয়া জল উঠা থাকিলে অতি উৎকৃষ্ট। যে সমস্ত রোগী এক সময়ে রুটি খাইতে খুব ভালবাসিত, এক্ষণে তাহা খাইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে বা রুটি খাইয়াও তাহাদের আর সহ্য হয় না, এইরূপ অবস্থায় নেট্রাম মিউর বিশেষ উপযোগী। ফল আহারও রোগীর সহ্য হয় না। তিক্ত দ্রব্য, লবণ, লবণাক্ত দ্রব্য ও চিংড়ি মাছ ভক্ষণে অতীব স্পৃহা হয়। **লবণ ভক্ষণের অতীব স্পৃহায়** নেট্রামের অতি উচ্চ শক্তি প্রদান করা কর্তব্য। অতিশয় তৃষ্ণা ইহার একটি বিশেষ লক্ষণ। রোগী আহারান্তে দুর্বল ও আলস্য বোধ করে এবং পাকস্থলী ও যকৃৎ স্থানে একপ্রকার অব্যক্ত যন্ত্রণা অনুভব করে। যন্ত্রণার জন্য পেটের কাপড় ঢিলা করিয়া দিতে বাধ্য হয়। রোগী অতিশয় ক্ষুধার্ত হয় এবং তজ্জন্য দ্রুত ভক্ষণ করে; অথচ ক্ষণপরেই পেট ভার, বেদনা ও নানাপ্রকার কষ্টভোগ করে; কিন্তু পরিপাক হইতে আরম্ভ হইলেই যাবতীয় কষ্ট হ্রাস পাইতে থাকে এবং অবশেষে রোগী সুস্থবোধ করে; ঐ সঙ্গে রোগীর কোষ্ঠবদ্ধ থাকে। পেটে বায়ু জন্মে।

ইহার মাথাব্যথা, মুখের আস্বাদ খারাপ প্রভৃতি লক্ষণও এই সঙ্গে স্মরণ থাকা কর্তব্য। আহারের পর আলস্যবশতঃ রোগী নিদ্রিত হইয়া পড়ে।

কোষ্ঠবদ্ধতা (constipation)—**সরলান্ত্রের দুর্বলতা ও অন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর শুষ্কতা নিবন্ধন কোষ্ঠকাঠিন্য।** এই সঙ্গে জলবৎ বমন, মুখ দিয়া জল উঠা ও অশ্রুপতন থাকিলে এই ঔষধ জোর করিয়াই দেওয়া চলে। তারপর যদি মস্তকে প্রবল শিরঃপীড়া

থাকে, তাহা হইলে ত' কথাই নাই—নেট্রাম মিউরই একমাত্র ঔষধ। বহুদিন ধরিয়া কোষ্ঠকাঠিন্য বা কয়েকদিন বাহ্যে না হওয়া, যখন হয় তখনও সহজে নির্গত হয় না, বড় বড় ন্যাড় বাহ্যে হয়, আর বাহ্যের সময় মলদ্বার ফাটিয়া রক্ত পড়ে এবং মলদ্বারে বেদনা ও জ্বালা করে। দাস্ত যাহা হয় তাহা তৃপ্তিদায়ক নহে। অনেক সময় মল খণ্ড খণ্ড হইয়া নির্গত হয়। রেক্টামের অসাড়তাবশতঃ কোষ্ঠবদ্ধ। এই সঙ্গে মনটা অতিশয় বিষণ্ণ দৃষ্ট হয়, কিন্তু দাস্ত হইবার পর বিষণ্ণতার উপশম হয়।

ক্যাল্ক-ফ্লুওরের কোষ্ঠকাঠিন্যের সহিত এই ঔষধের অনেকটা সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। প্রভেদ নির্ণয়ের জন্য ক্যাল্ক-ফ্লুওর অধ্যায়ে "কোষ্ঠবদ্ধতা" দ্রষ্টব্য।

উদরাময় (diarrhœa)—মল জলবৎ, কাল, তৎসহ বেদনা, টাটানি ও মলদ্বারে ক্ষতবৎ বোধ হয়; মল ফেনা ফেনা বা থুথুযুক্ত, **ডিমের শ্বেতাংশের ন্যায় চকচকে শ্লেষ্মা,** কিছুমাত্র মল থাকে না এবং পুনঃপুনঃ কুন্থন থাকে। অধিক পরিমাণ কুইনাইন সেবনজনিত পূর্বোক্ত প্রকার উদরাময়। মলে রক্ত মিশ্রিত থাকে; মল পরিমাণে অধিক ও জোরে নির্গত হয় (profuse and gushing), অসাড়ে বহির্গত হয় (involuntary), যে স্থানে লাগে হাজিয়া যায় (corrosive), পর্যায়ক্রমে কোষ্ঠবদ্ধতা ও উদরাময়। বালকদিগের পুরাতন উদরাময় সহ **গলদেশের শীর্ণতা,** পেট মোটা, রক্তহীন—**কিন্তু মুখ যেন চকচকে, তেল মাখানবৎ এবং লবণ ও তিক্ত দ্রব্য ভক্ষণে স্পৃহা থাকিলে বিশেষ উপযোগী।** বেদনাহীন উদরাময়।

বাহ্যের পূর্বে (before stool) পেট ডাকে এবং বায়ু নিঃসরণ করিতে ইচ্ছা করে, কিন্তু বায়ু—কি মল নিঃসরণ হইবে তাহা বুঝিতে পারে না।

বাহ্যের পর (after stool) অতিশয় দুর্বলতা অনুভব করে, সর্বদাই মন বিষণ্ণ। জিহ্বা থুথুযুক্ত ও মুখ শুষ্ক।

বাতের সহবর্তী লক্ষণ (accompaniments)—**সর্বদাই মন বিষণ্ণ। কোন সময়েই মন প্রফুল্ল হয় না, সান্ত্বনা দিতে গেলেই ক্রুদ্ধ হয়।** শিশু ও পূর্ণবয়স্ক উভয়েরই মানসিক উত্তেজনা লক্ষিত হয়। **লবণ, লবণাক্ত ও তিক্ত দ্রব্য ভিন্ন** আর কিছুই খাইতে ইচ্ছা করে না, জিহ্বা যেন **স্বাদশূন্য। পিপাসা,** শিরঃবেদনা, **মুখের চতুর্দিকে ফোস্‌কা** প্রভৃতি লক্ষণ দৃষ্ট হয়। জিহ্বা থুথুযুক্ত ও মুখ শুষ্ক। **অতিশয় পৃষ্ঠবেদনা, চাপনে এবং চিত হইয়া শুইলে উপশম।** ডাঃ বেল বলেন যে, গলদেশের শীর্ণতা, মুখের চকচকে বর্ণ এবং আহারের ইচ্ছা ও অনিচ্ছাই এই ঔষধের উৎকৃষ্ট নির্দেশক লক্ষণ।

ওলাউঠা (cholera)—অন্য ঔষধ নির্দেশিত হইলেও যদি অত্যধিক পিপাসা থাকে, তাহা হইতে এই ঔষধ ২।১ মাত্রা দেওয়ার প্রয়োজন হয়। বিকারাবস্থায় তন্দ্রা, বিড়বিড় করিয়া প্রলাপ বকা (কেলি ফস সহ), জিহ্বা সফেন ও শুষ্ক প্রভৃতি লক্ষণ থাকে।

হিক্কা (hiccough)—**অতিরিক্ত কুইনাইন** সেবনজনিত হিক্কা ইহার দ্বারা আরোগ্য হয়। নির্দিষ্ট সময় অন্তর হিক্কার উপস্থিতি।

রোগী-বিবরণ—অতিরিক্ত কুইনাইন সেবনের ফলে এক ব্যক্তি বহুদিন ধরিয়া হিক্কায় ভুগিতেছিলেন, পরে নেট্রাম মিউর সেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হন। এই ব্যক্তি যখন কুইনাইন সেবন করিতেন, তখন তাঁহার হিক্কা উপস্থিত হইত (ডাঃ বার্নেট)।

অর্শ (piles)—অর্শ সহ অন্ত্রের শুষ্কতানিবন্ধন কোষ্ঠকাঠিন্য,—এই সঙ্গে তন্দ্রা ও মুখ হইতে লালা নিঃসরণ হওয়া, গুহ্যদ্বার নির্গমন, শিরঃপীড়া, গুহ্যদ্বারে যন্ত্রণা, বিশেষতঃ মলত্যাগের পর।

উদরী (ascites)—এই পীড়ায় কেলি মিউর ও নেট্রাম মিউর প্রধান ঔষধ। বহু ক্ষেত্রে পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে,

কেবলমাত্র এই দুই ঔষধের মধ্যম শক্তি পর্যায়ক্রমে ব্যবহার করিয়া বহু রোগী আরোগ্যলাভ করিয়াছে। ম্যালেরিয়া জ্বরের পর এবং কুইনাইন সেবনের পর পীড়া হইলে নেট্রাম মিউর অতিশয় উপকারী। রোগী রক্তহীন ও দুর্বল। অতিশয় তৃষ্ণা কিন্তু প্রস্রাব কম, অত্যন্ত কোষ্ঠ-কাঠিন্য, জিহ্বা পরিষ্কার, সরস বা শুষ্ক লক্ষণে উপযোগী।

কৃমি (worms)—সূত্রবৎ কৃমি সহ মুখ দিয়া জল উঠা থাকিলে, অথবা অন্যান্য লক্ষণ থাকিলে বড় কৃমিতেও ব্যবহৃত হয়। শক্তি—১২x।

কামলা (jaundice)—কেলি মিউরই এই পীড়ার প্রধান ঔষধ। কুইনাইন সেবনের পর পীড়া হইলে এই ঔষধ বিশেষ কার্যকরী। এই সঙ্গে অন্যান্য লক্ষণেরও সাদৃশ্য থাকা প্রয়োজন।

যকৃৎ পীড়াসমূহ (affections of the liver)—ম্যালেরিয়া জ্বরের পর অথবা অতিরিক্ত কুইনাইন সেবনের পর যকৃতাদির বৃদ্ধি। প্লীহা ও যকৃৎ স্থানে বেদনা ও উহাদের বিবৃদ্ধি। এই সঙ্গে কোষ্ঠবদ্ধতা ও উদরে টানিয়া ধরা ও খামচান বেদনা।

বহুমূত্র (diabetes)—শর্করাবিহীন জলবৎ প্রচুর মূত্র সহ অতিশয় তৃষ্ণা, মুখে জল উঠা, শরীর শীর্ণ ও মানসিক বিষণ্ণতা। প্রস্রাব ত্যাগের পর প্রস্রাবদ্বার দিয়া শ্লেষ্মা নির্গত হয়। **প্রস্রাব ত্যাগের পর প্রস্রাবদ্বারে জ্বালা,** বেদনা ও চুলকানি। প্রস্রাবের বেগ ধারণ করিতে পারে না, হাসিতে, কাশিতে, হাঁচিতে ও হাঁটিবার সময় অসাড়ে নির্গত হয়। প্রস্রাব অত্যন্ত ঘন ঘন হয়, এমন কি এক ঘণ্টার মধ্যেও কয়েকবার হয়। দিবারাত্রিতে এই প্রকার পুনঃপুনঃ প্রস্রাব হয়; কিন্তু সর্বাপেক্ষা বেশী হয় রাত্রিকালে। প্রস্রাব অতিশয় পরিষ্কার, কিন্তু ইষ্টকচূর্ণের ন্যায় তলানি পড়ে, কখনও প্রস্রাবের বর্ণ কালচে হয়। কেহ নিকটে থাকিলে প্রস্রাব হইতে চাহে না, এমন কি অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিবার পর তবে প্রস্রাব হয়। এই সঙ্গে নেট্রাম

মিউরের মানসিক লক্ষণ বিষণ্ণতা উল্লেখযোগ্য। ডাঃ ওয়াকার, ক্যারে প্রভৃতি চিকিৎসকগণ এই সঙ্গে ২।৩টি ফসফেট একত্রে দিবার উপদেশ প্রদান করেন।

প্রমেহ (gonorrhœa)—পুরাতন প্রমেহ রোগেই এই ঔষধের দ্বারা বিশেষ উপকার হয়। নূতন পীড়ায় বড় প্রয়োজন হয় না, তবে **অতিশয় জ্বালা থাকিলে** ব্যবহৃত হয়। এই জ্বালা কিন্তু প্রস্রাবের পূর্বে ও সময়ে হয় না, পরে হয়। প্রাচীন গ্লীট অবস্থায় স্রাব জলের ন্যায় পরিষ্কার, কখনও বা হরিদ্রাভ। কেবল প্রস্রাবের পরে জ্বালা। **অতিশয় জ্বালা** থাকিলে নূতনাবস্থাতেও ব্যবহৃত হয়। **কেহ নিকটে থাকিলে সহজে প্রস্রাব হইতে চাহে না।** কষ্টিক লোশান অপব্যবহারের পর উপযোগী।

ধাতুদৌর্ব্বল্য (spermatorrhœa)—কোন রমণীর সহিত কথা কহিলে, দর্শন করিলে, অথবা উহাদের বিষয় নাটক নভেলাদিতে পাঠ করিলে, পুরুষাঙ্গ উত্তেজিত না হইয়াও তরল ধাতু নিঃসৃত হয়। উহাকে প্রষ্টেট গ্রন্থি হইতে রসনিঃসরণ বলে। মলত্যাগকালীন, অথবা অন্য সময়ে কুন্থনে পাতলা স্রাব নির্গত হয়। ধাতুতে কোন প্রকার গন্ধ থাকে না এবং উহা দেখিতে জলের ন্যায়। পুরুষাঙ্গ পুনঃপুনঃ উত্তেজিত হইয়াও তরল ধাতু নিঃসৃত হয়। সহবাসের ইচ্ছা থাকে না। সহবাসের পরও স্বপ্নদোষ হয়। শ্বেতপ্রদর ও ঋতুস্রাবযুক্তা স্ত্রীলোকের সহিত সহবাস করিবার পর পুরুষাঙ্গে জ্বালা। স্ত্রীসহবাসকালে লিঙ্গ সবল না হওয়ার জন্য স্ত্রীসম্ভোগ হয় না এবং বীর্যস্খলনও হয় না; বীর্য জমিয়া থাকিয়া উত্তেজনা উৎপাদন করে এবং তজ্জন্য রাত্রিকালে স্বপ্নদোষ হয়। এই প্রকার পুনঃপুনঃ বীর্যপাত হওয়ার ফলে কোমর বেদনা হয় এবং রাত্রিকালীন ঘর্ম ও রোগীর পদদ্বয় অতিশয় দুর্বল হইয়া পড়ে।

উপদংশ (syphilis)—পুরাতন ও তরুণ উপদংশে তরল স্রাব থাকিলে ব্যবহৃত হয়। এই ঔষধের অন্যান্য লক্ষণ থাকা দরকার।

অণ্ডকোষ প্রদাহ (orchitis)—অণ্ডকোষে: জলসঞ্চয়। অণ্ডকোষ চুলকায়, চুলকাইলে তরল স্রাব নিঃসৃত হয় এবং জ্বালা করে। রাত্রিতে চুলকানির বৃদ্ধি।

একশিরা (hydrocele)—একশিরা হইতে যে স্রাব নির্গত হয়, তাহা জলের ন্যায় পরিষ্কার। পুরাতন পীড়ায় ২০০x শক্তি ব্যবহার করা কর্তব্য।

স্বল্পরজঃ, কষ্টরজঃ ইত্যাদি (amenorrhœa)—ঋতুস্রাব পাতলা, জলবৎ, ঋতু বিলম্বে হয়, অতি সত্বর হয়, অল্প মাত্রায় হয়, অধিক মাত্রায় হয়, ঋতু বন্ধ থাকে, বহু বিলম্বে হয়, বহু দিবসস্থায়ী হয়, অনিয়মিত ঋতু, বহু বিলম্বে অল্প পরিমাণে হয়, অথবা ঋতুস্রাবের পরিবর্তে তরল পরিষ্কার শ্লেষ্মাস্রাব হয়। সুতরাং দেখা গেল যে, নেট্রাম মিউরে নানা প্রকৃতির ঋতুস্রাব আছে। কিন্তু এই সঙ্গে কি প্রকার লক্ষণ থাকিলে নির্ভুলভাবে এই ঔষধ প্রয়োগ করা যায়, তাহা অবগত হওয়া কর্তব্য।

ঋতুস্রাবের পূর্বে—রোগিনী অতিশয় বিষণ্ণা ও মনমরা, উত্তেজিতা, দুঃখিতা ও সামান্য কারণে ক্রুদ্ধা হয়; কিন্তু সান্ত্বনা দিলেও শান্ত হয় না। কেহ যদি কোনও কারণে তাহার বিরাগভাজন হয়, তাহা হইলে তাহার ক্ষতি না করিয়া ছাড়ে না, এতই কোপনস্বভাব।

সামান্য কারণে শীত ও ঘর্ম, বিশেষতঃ বগলে ও পৃষ্ঠে। এই সমস্ত রমণী প্রায়ই রক্তহীনা ও শীর্ণা হয় এবং তাহাদের মুখ শুষ্ক দৃষ্ট হয়। বুক ধড়ফড়ানি, উৎসাহ ও উদ্যমহীনতা পরিলক্ষিত হয়।

এই সঙ্গে প্রবল শিরঃপীড়া থাকে। শিরঃপীড়ায় মনে হয় যেন মস্তক

বিদীর্ণ হইয়া দ্বিধা বিভক্ত হইবে। নড়াচড়ায় মাথাব্যথা অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়—সেইজন্য রোগিনী চুপচাপ থাকিতে ভালবাসে। নেট্রামের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে (mucous membrane) অতিশয় জ্বালা ও শুষ্কতা দৃষ্ট হয়। চক্ষের পাতা, জিহ্বা, গাত্র ও মলদ্বার প্রভৃতি স্থানে জ্বালা ও শুষ্কতা দৃষ্ট হয়, অতিশয় জ্বালা ও শুষ্কতার জন্য সেই সমস্ত স্থানে ক্ষত হয় বিশেষতঃ জিহ্বা ও ঠোঁটে। অতিশয় কোষ্ঠবদ্ধ থাকে।

ঋতুস্রাবের সময়—ঋতুস্রাবের পূর্বের মানসিক লক্ষণ ও শিরঃপীড়া দ্রষ্টব্য। ঋতুস্রাব আরম্ভ হইলেও যে মানসিক প্রফুল্লতা দৃষ্ট হয় তাহা নহে, বরং আরও বিষণ্ণা ও দুঃখিতা। পেটের বেদনা হয়। ঋতুস্রাব সহ জননেন্দ্রিয় জ্বালা করে ও চুলকায় এবং তত্রস্থ লোম উঠিয়া যায়।

ঋতুস্রাবের পর—শিরঃপীড়া ও মানসিক লক্ষণ পুর্বের ন্যায়ই থাকে। প্রস্রাবের পর ও স্রাবের পর যোনিমধ্যে অত্যন্ত জ্বালা, চুলকানি বা টনটনানি এবং কোমরে ব্যথা হয়। প্রাতেই আবার লক্ষণ-সকলের বৃদ্ধি দৃষ্ট হয়।

এই সময় রোগিনীর জরায়ুর স্থানচ্যুতিও বেশী হয়, বিশেষতঃ প্রাতঃকালে। ইহার বিষয় পরে দ্রষ্টব্য।

নেট্রাম মিউরে যোনির অভ্যন্তরের শুষ্কতাবশতঃ রতিক্রিয়ায় কষ্ট ও তৎসহ ওভারিতে হুলবিদ্ধবৎ যন্ত্রণা থাকে। যোনির গাত্রে কাঁটা বেঁধার ন্যায় যন্ত্রণা। শক্তি—১২x।

প্রসবান্তিক পীড়া (diseases after delivery)—প্রসবের পর মাতার স্বাস্থ্যের উন্নতি হয় না। তাহার শরীর শীর্ণ ও মানসিক উত্তেজনা দৃষ্ট হয়। লোকিয়া স্রাব বহুদিন ধরিয়া এবং প্রচুর পরিমাণে হয়। স্তনে দুগ্ধ হয় না, আর থাকিলেও তদ্দ্বারা সন্তানের শরীর পুষ্ট হয় না, জননেন্দ্রিয় ও মাথার চুল পড়িয়া যায়। এই সঙ্গে

খাদ্যের আকাঙ্খার বিষয় ও হ্রাস বৃদ্ধির বিষয় অন্যত্র দ্রষ্টব্য। এই অবস্থায় নেট্রাম মিউরে বাঞ্ছিত ফললাভ হয়। জরায়ুর অনিয়মিত সঙ্কোচনের ফলে ভ্যাদাল ব্যথা।

জরায়ুর স্থানচ্যুতি (prolapsus of the uterus)—প্রসববেদনার ন্যায় বেদনা ; প্রত্যেক দিন প্রাতঃকালে জরায়ু বাহির হইবার চেষ্টা করে এবং তজ্জন্য রোগিনী পায়ের উপর পা দিয়া জড়সড় হইয়া বসিতে বাধ্য হয়—(cross her legs and sit close to keep something from coming out through the vagina)। এই সঙ্গে কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে কথাই নাই, নেট্রামে নিশ্চয়ই উপকার হইবে। জরায়ুর স্থানচ্যুতি সহ কটিদেশে বেদনা ও চিত হইয়া শয়নে উহার উপশম বোধ হয়। এতৎসঙ্গে পূর্ববর্ণিত শিরঃপীড়া। রোগিনী ক্রমশঃ দুর্বল ও শীর্ণা হইয়া পড়ে, আর সামান্য কারণে তাহার চক্ষু হইতে জল পড়ে। মধ্যে মধ্যে জলবৎ স্রাব এবং স্রাবে ও প্রস্রাব ত্যাগের পর বা সময়ে জ্বালা।

শ্বেতপ্রদর (leucorrhœa)—জননেন্দ্রিয় হইতে তরল স্বচ্ছ স্রাব নিঃসরণ সহ জ্বালা এবং ঐ স্রাব যে স্থানে লাগে হাজিয়া যায়। শ্বেতপ্রদরের সহিত যোনির শুষ্কতা, টনটনানি ও প্রস্রাবের পর জ্বালা অনুভব। তরল স্বচ্ছ স্রাব নেট্রামের বিশেষত্ব হইলেও, বহুল পরিমাণে শাদা, গাঢ় ও সবুজাভ তরল স্রাবও নিঃসৃত হয় ; কিন্তু উহাতে পূর্বোক্ত প্রকার নিঃসরণ স্থানে জ্বালা ও হাজা আছে। পরন্তু এই জ্বালা ও হাজা ইহার আর একটি বিশেষত্ব। রোগিনীর মানসিক লক্ষণও অল্পবিস্তর থাকে।

বমন (vomiting)—স্বচ্ছ জলবৎ ও ফেনিল শ্লেষ্মাবমন। কখনও বা মুখ দিয়া দুর্গন্ধপূর্ণ জল উঠে। ঐ জলের আস্বাদ লবণাক্ত, অথবা বিস্বাদযুক্ত, কিন্তু অম্লস্বাদযুক্ত নহে।

গর্ভাবস্থায় বমন (morning sickness and vomiting)—উপরে "বমন" অধ্যায়ে বর্ণিত লক্ষণের ন্যায়।

কাশি (cough)—যে কোন প্রকার কাশিই হউক না কেন, যদি উহা **স্বচ্ছ, তরল ও ফেনিল হয়**, তাহা হইলে এই ঔষধই নির্দেশ করে। গলা সুড়সুড় করিয়া কাশি **ফেরাম** দ্বারা উপকার না হইলে এবং আলজিহ্বা বৃদ্ধিবশতঃ ঐরূপ কাশি হইলে **ক্যাল্ক-ফ্লুওর** সহ পর্যায়ক্রমে ব্যবহার্য। **লবণাক্ত শ্লেষ্মাস্রাব**। কাশিবার সময় চক্ষু, নাসিকা ও মুখ দিয়া জল পড়ে এবং মূত্র নিঃসরণও হয় (ফেরাম ফস)। প্রাচীন কাশি—সমুদ্রতীরে অথবা যে কোনও লবণাক্ত স্থানে বৃদ্ধি। স্বরযন্ত্রে, নাসিকা মধ্যে ও গলার শ্লেষ্মা জমিয়া কাশি এবং সেই সঙ্গে স্বরভঙ্গও থাকে। পাকস্থলীর উত্তেজনাবশতঃ দিবা-রাত্র গলা সুড়সুড় করিয়া শুষ্ক উংকাশি। আবার বুকে যখন শ্লেষ্মা জমিয়া ঘড়ঘড় শব্দ হয়, তখনও কাশিলে ভালরূপ শ্লেষ্মা উঠে না। বক্ষে বেদনা, কাশিবার সময় ও দীর্ঘনিঃশ্বাস গ্রহণকালীন বক্ষে সূচী-বিদ্ধবৎ বেদনা। শক্তি—১২x।

ব্রঙ্কাইটিস (bronchitis)—"কাশি" অধ্যায়ে বর্ণিত লক্ষণ থাকিলে। তবে পীড়া প্রাচীনাবস্থার হইলে শ্লেষ্মা স্বচ্ছ ও চটচটে হয় এবং গলার স্বর দুর্বল হয়। ঐরূপ হইলে মধ্যে মধ্যে **ক্যাল্ক-ফস** প্রদান করা কর্তব্য। পুরাতন অবস্থায় উভয় ঔষধই ৩০x শক্তি ব্যবহার করিতে হয়।

নিউমোনিয়া (pneumonia)—নিউমোনিয়া বা ফুসফুস-প্রদাহে প্রথমাবস্থার শেষে এই ঔষধের প্রয়োজন হয়। "কাশি" অধ্যায়ে বর্ণিত লক্ষণ থাকিলে। অত্যধিক পিপাসা লক্ষিত হয়। জিহ্বা পরিষ্কার ও থুথু দ্বারা আবৃত। পর্যায়ক্রমে **ফেরাম ফস** ব্যবহার করিবার আবশ্যক হয়।

ক্ষয়কাশ (phthisis)—"কাশি" অধ্যায়ে বর্ণিত লক্ষণ থাকিলে উৎকৃষ্ট। কাশির সহিত রক্ত উঠে। রক্তহীন দুর্বল ও অতিশয় শীর্ণ শরীর। ক্ষয়কাশগ্রস্ত রোগী স্বাস্থ্য পরিবর্তন মানসে পুরী, ওয়ালটেয়ার প্রভৃতি সমুদ্রতীরবর্তী স্থানে গমন করিয়া থাকে। তাহাতে তাহাদের স্বাস্থ্যের উন্নতিও হইয়া থাকে; কিন্তু ঐ সমস্ত সমুদ্রতীর বা লবণাক্ত স্থানে বাস জন্য রোগবৃদ্ধি হইলে নেট্রাম মিউরই তাহার উৎকৃষ্ট ঔষধ।

ফুসফুসের অন্যান্য পীড়াতে এবং সর্বপ্রকার কাশিতে "কাশি" অধ্যায়ে বর্ণিত লক্ষণ থাকিলে অবশ্য ব্যবহার্য।

রোগী-বিবরণ—রোগীর নাম শ্রী······; বি-এ। নিবাস জলপাইগুড়ি জেলার কোনও গ্রামে, বয়স ৪০-এর কাছাকাড়ি, চেহারা পাতলা ও খর্বকায় এবং মুখের চেহারা রুগ্ন ও দুর্বল। গত ৬।৯।৫০ সালে আমার চিকিৎসাধীনে আসেন এবং আমি নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি লিপিবদ্ধ করি।

পূর্ব ইতিহাস—বাল্যকালে প্রায়ই জ্বর হইত। জ্বর বন্ধ হইবার পর প্রায়ই পেটের অসুখ হইতে থাকে এবং এখনও উহা বর্তমান রহিয়াছে। ৭।৮ বৎসর পূর্বে হঠাৎ একদিন বর্ষাকালে গলা দিয়া রক্ত উঠিতে থাকে, পরের বৎসরও গ্রীষ্মকালে এবং আরও দুই বৎসর বাদে শীতকালে গলা দিয়া রক্ত উঠে। রক্ত উঠিবার সময় সর্দি কাশি, জ্বর ইত্যাদি কোনও উপসর্গ ছিল না। ৪।৫ বৎসর ধরিয়া অ্যালোপ্যাথিক এবং দুই বৎসর ধরিয়া কবিরাজী চিকিৎসা চলিয়াছে। কোনও ফল হয় নাই। বহুকাল ক্যালসিয়াম এবং ক্যালসিয়াম গ্লুকোনেট ইনজেকসন লওয়া হইয়াছে। এক্স-রে পরীক্ষায় উভয় বক্ষই আক্রান্ত এবং যক্ষ্মার প্রথমাবস্থা বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে।

বর্তমান লক্ষণাবলী—পেটের অসুখ বিশেষতঃ আমাশয় লাগিয়াই আছে। প্রত্যহ মলের সহিত সাদা চর্বির ন্যায় একপ্রকার

পদার্থ লাগিয়াই থাকে। ২।১ দিন পরে পরে সাদা কফের ন্যায় আম পড়ে। ২।১ দিন তলপেটে বেদনা হয়। কিছুদিন পর পর মলত্যাগের পর রক্ত পড়ে এবং রক্তামাশয় দেখা যায়। মধ্যে মধ্যে মলের সাহিত কফ মিশ্রিত রক্ত দেখা যায় এবং কখন কখন খুব বেশী দেখা যায়। কোন কোন সময়ে বায়ুর মত একটা পদার্থ ভিতর হইতে গলার কাছে আসিয়া মিলাইয়া যায়। তখন মনে ভয় হয়, এই বুঝি মুখ দিয়া রক্ত উঠিল এবং হৃৎপিণ্ডে ধাক্কা লাগিয়া সমস্ত শরীর ঝিম্‌ঝিম্‌ করিতে থাকে। কিন্তু মুখ দিয়া থুথু ভিন্ন অন্য কিছু বাহির হয় না।

মেজাজ সামান্য খিটখিটে, ব্যাধির জন্য মন বিষণ্ণ। কেবলই মনে হয়, এই বুঝি মুখ দিয়া রক্ত উঠিল। লোকজন পছন্দ করেন না। স্মরণশক্তি বাল্যকাল হইতেই দুর্বল। চুপচাপ থাকিতে ইচ্ছা হয়। অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রম ও শোকের ফলে ব্যাধির উৎপত্তি বলিয়া রোগীর বিশ্বাস।

রোগী লবণ ও জল অধিক পান করেন। উহা না হইলে আহার ভাল চলে না। ডিম, মাংস ইত্যাদি গুরুপাক খাদ্য সহ্য হয় না।

মৈথুনেচ্ছা একটু বেশী। মধ্যে মধ্যে স্বপ্নদোষ হয়। বিবাহিত, দুইটী সন্তানের পিতা। বংশ ইতিহাস উল্লেখযোগ্য নহে।

মলদ্বার দিয়া মধ্যে মধ্যে রক্ত পড়ে, তবে মলদ্বারে কোন বলি নাই। কোষ্ঠকাঠিন্য আছে। মধ্যে মধ্যে পেটে বায়ু হয়।

সর্দি, কাশি খুব কম, তবে সকালের দিকে হাঁচি হয়। হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগিলে সর্দি হয়।

খোলা হাওয়া ভাল লাগে। শীতকাল পছন্দ। শীতকালে বেশী জামা কাপড় ব্যবহার করিতে হয়। সব ঋতুতেই স্নান করেন, স্নান না করিয়া থাকিতে পারেন না। স্নান সহ্য হয়।

টিকা ৫।৬ বার লওয়া হইয়াছে। চর্মরোগের কোন ইতিহাস পাওয়া যায় নাই।

রোগীলিপি উত্তমরূপে পাঠ করিয়া আমি রোগীকে নেট্রাম মিউর ১০০০ দেওয়া স্থির করিলাম। কিন্তু রোগী আমার নিকট হইতে কিছুতেই হোমিওপ্যাথিক মতে চিকিৎসা করাইতে রাজী নহেন জানাইলেন। আরোগ্য হউক বা না হউক তিনি আমার নিকট হইতে বাইওকেমিক মতে চিকিৎসা করাইবেন ইহা দৃঢ়ভাবে জানাইলেন। যাহাই হউক, আমি তদনুসারে ৬।৯।৫০ তারিখে **নেট্রাম মিউর** ২০০x সপ্তাহে দুই মাত্রা করিয়া চারি সপ্তাহের জন্য ব্যবস্থা করিলাম। ডাকযোগে চিকিৎসা চলিবে।

৩।১০।৫০—পেটের ভিতর হইতে বায়ুর ন্যায় গোলার মত যে পদার্থ গলার গোড়ায় উঠিত, ঔষধ সেবনে প্রথমে বৃদ্ধি হইলেও উহা অন্তর্হিত হইয়াছে। বাহ্যে ভাল হইতেছে, তবে মলের মধ্যে সাদা আম আছে। **নেট্রাম মিউর** ২০০x সপ্তাহে একমাত্রা এবং **কেলি মিউর** ৩০x সপ্তাহে তিন মাত্রা হিসাবে।

২।১।৫১—সাদা শ্লেষ্মার মত আম বন্ধ হইয়া গিয়াছে। কাল্‌চে লাল, শক্ত চর্বির মত এবং কোন কোন সময় মুক্ত রংয়ের চর্বির মত মলে দেখা যায়। **নেট্রাম মিউর** ২০০x সপ্তাহে একমাত্রা হিসাবে চারি সপ্তাহ এবং **কেলি ফস** ৩০x এবং **ক্যাল্ক-ফস** ৩০x সপ্তাহে ২ বার করিয়া চারি সপ্তাহ। চারি সপ্তাহ ঔষধ সেবনের পর তিন সপ্তাহ ঔষধ বন্ধ থাকিবে এবং তারপর সংবাদ।

২৪।৩।৫১—যথেষ্ট উপকার হইয়াছে। মানসিক অবস্থা ও রক্ত উঠার ভয় অনেক কম। ঔষধ পূর্ববৎ।

২৫।৮।৫১—দীর্ঘ পাঁচ মাস বাদে সংবাদ পাইলাম। মন ও শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ থাকায় এতদিন সংবাদ দেওয়া রোগী প্রয়োজন বোধ করেন নাই লিখিয়াছেন। আমি রোগীকে ব্যবস্থাপত্র পাঠাইয়া দিলাম এবং উহাতে যে নির্দেশ দেওয়া ছিল, তদনুযায়ী প্রয়োজন বোধে রোগী ঔষধ

খাইবেন। কেবল দরকার হইলে আমাকে জানাইবেন। যেমন, সাদা আমের সহিত রক্তামাশয় দেখা দিলে **ফেরাম ফস ও কেলি মিউর** পর্যায়ক্রমে, হঠাৎ মুখ দিয়া রক্ত উঠিলে **ফেরাম ফস** ৬x ঘন ঘন রক্ত বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত। দরকার হইলে পুর্বের ব্যবস্থা আরও কয়েক সপ্তাহ। পুর্বের কিছু কিছু অবস্থা দেখা দেওয়ায় আবার পুর্বের ব্যবস্থা করা হইল এবং সম্পূর্ণ সুস্থ না হওয়ায় ২৭।৯।৫১ তারিখে আরও তিন সপ্তাহ ঐ ব্যবস্থা করা হয়। রোগীর ইহার পর আর কোনও ঔষধের দরকার হয় নাই। রোগী রোগী-হিসাবে নির্দোষ আরোগ্যলাভের জন্য গত ১৯৫৩ সালের মার্চ মাস হইতে আমার চিকিৎসাধীনে আছেন।

কেবল তরুণ ব্যাধিই যে বাইওকেমিক মতে চিকিৎসা হয় তাহা নহে। বহুদিনকার জটিল পুরাতন ব্যাধিও বাইওকেমিক মতে চিকিৎসা চলে, ইহার প্রমাণ সর্বদাই পাওয়া যায়।

হাঁপানি (asthma)—"কাশি" অধ্যায়ে বর্ণিত শ্লেষ্মা লক্ষণ থাকিলে উৎকৃষ্ট। যে সমস্ত ব্যক্তির হাঁপানি শীতকালে বৃদ্ধি হয়। শ্বাসকষ্ট জন্য **কেলি ফসের** নিম্ন ক্রম (২x, ৩x) সহ পর্যায়ক্রমে। শক্তি—১২x।

হৃৎপিণ্ডের পীড়া (diseases of the heart)—রক্তহীন ব্যক্তির হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন (ক্যাল্ক-ফস, কেলি ফস); হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন এত বৃদ্ধি হয় যে, **সমস্ত শরীরেই উহার ঝাঁকি অনুভব করা যায়।** নড়াচড়ায়, বিশেষতঃ বাম পার্শ্বে শয়নে বৃদ্ধি। হৃৎপিণ্ডের বিবৃদ্ধি। নাড়ীর গতি সবিরাম ও দ্রুত। রক্তসঞ্চালন ক্রিয়া ভাল ভাবে না হওয়ার জন্য হস্ত পদ শীতল। বক্ষের ভিতর শীতলতা অনুভব এবং মনে হয় যেন স্তনপ্রদেশে গুলি (bullet) প্রবেশ করিয়াছে। রক্তহীন, শোক, দুঃখার্ত, দুর্বল ও শোথযুক্ত রোগীর পক্ষে উৎকৃষ্ট। মানসিক পরিশ্রমে বৃদ্ধি। রোগীর মন বিষণ্ণ থাকিলে এই ঔষধ আরও উপযোগী।

বাত (rheumatism)—নানাস্থানে টানিয়া ধরা ও তীক্ষ্ণ বেদনা হয়। কোমরের বেদনায় ইহা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। **কঠিন শয্যায় শয়নে বেদনার উপশম বোধ হয়।** যাহারা সর্বদা বসিয়া মাথা হেঁট করিয়া কাজ করে, তাহাদের কটিবেদনায় উৎকৃষ্ট। কোন-প্রকার জলীয় লক্ষণ বর্তমান থাকিলে। শক্তি—১২x।

পক্ষাঘাত (paralysis)—কোনরূপ মানসিক উচ্ছ্বাসের পর পক্ষাঘাত ; যেন হঠাৎ ক্রুদ্ধ হইবার পর পায়ের তেজ থাকে না, হয়ত একটা হাত পক্ষাঘাতের ন্যায় হইয়া গেল। হস্ত ও পদ ভারী বোধ হয় এবং নাড়িতে পারে না। হস্ত ও নিম্ন শাখা দুর্বল ও কম্পিত হয় ; ক্রমাগত চলাফেরার পর উপশম। হস্ত পদে জ্বালা। এই পীড়ার প্রধান ঔষধ **কেলি ফস**। সবিরাম জ্বরের পর পক্ষাঘাত।

স্নায়ুশূল (neuralgia)—এই পীড়ার প্রধান ঔষধ ম্যাগ-ফস। ইহার বেদনাও **ম্যাগ-ফসের** ন্যায়, তবে এই সঙ্গে জলীয় লক্ষণ থাকে।

বেদনাকালীন চক্ষু ও মুখ দিয়া জলীয় স্রাব। নির্দিষ্ট সময়ে পীড়ার আক্রমণ (ম্যাগ-ফস)। সবিরাম বেদনা, অর্থাৎ কখনও কম কখনও বেশী। সমুদ্রতীরে বা লবণাক্ত স্থানে বাস জন্য পীড়ার বৃদ্ধি বা উৎপত্তি। রাত্রিকালে স্নায়ুর স্পন্দন (কেলি ফস)। প্রাতঃকালে ও শীতল ঋতুতে বৃদ্ধি।

শোথ (dropsy)—নেট্রাম সালফ শোথের সর্বপ্রধান ঔষধ হইলেও, ইহাও একটি উল্লেখযোগ্য ঔষধ। ম্যালেরিয়া জ্বরের পর, কুইনাইন সেবনের পর ও রক্তাল্পতার পর শোথ হইলে ইহা উপকারী। স্থানীয় ও সর্বদৈহিক উভয় প্রকার শোথেই ইহা বিশেষ উপযোগী। শোথের সহিত কোষ্ঠবদ্ধতা ও জিহ্বা পরিষ্কার, থুথুযুক্ত ; ঘর্ম হইলে উহার আস্বাদ লবণাক্ত হয়। **নেট্রাম সালফের** সহিত পর্যায়ক্রমে ব্যবহার করিলে অতি দ্রুত উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়।

চর্মপীড়াসমুহ (diseases of the skin)—**সর্বপ্রকার চর্মপীড়ায় যখন জলবৎ তরল স্বচ্ছ পদার্থ নিঃসৃত হয়,** তখন ইহা অতি উৎকৃষ্ট। দানা সকল জলবৎ তরল স্বচ্ছ পদার্থে পুর্ণ থাকে। দীর্ঘকালস্থায়ী কোন চর্মরোগে চর্ম স্বচ্ছ মোমের ন্যায়—যেন শোথগ্রস্ত হইয়াছে। চর্ম চকচকে দেখায়। চর্ম বা কোন শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর প্রদাহের পর উহা হইতে পুর্বোক্ত প্রকার জলীয় স্রাব নিঃসরণ হয়। কোন স্থানে জলপুর্ণ ফোস্‌কা এবং উহা হইবার পুর্বে উক্ত স্থান জ্বালা করে। চর্ম শুষ্ক।

একজিমা (eczema)—অতিরিক্ত লবণ ভক্ষণবশতঃ একজিমা। একজিমায় শাদা মামড়ী পড়ে। ম্যাড়মেড়ীযুক্ত একজিমা এবং উহা হইতে পুঁজ নির্গত হইয়া চুল জড়াইয়া যায়। কানের পশ্চাতে একজিমা। একজিমার ছাল উঠিয়া যায়।

শীতপিত্ত (urticaria)—অতিশয় চুলকানি। সন্ধিস্থানে, বিশেষতঃ পায়ের সন্ধিস্থানে হইলে ইহা আরও উপকারী। শরীরের স্থানে স্থানে চাকা চাকা দাগ এবং তাহাতে অতিশয় চুলকানি থাকে। সবিরাম জ্বরের সহিত চর্মে ঐ প্রকার হইলে। অতিরিক্ত লবণ জন্য, অথবা সমুদ্রতীর বা লবণাক্ত স্থানে বাস জন্য শীতপিত্ত হইলে। সামান্য পরিশ্রমের পর অথবা রৌদ্রে ভ্রমণের পর চর্মে অতিশয় চুলকানি হইলে।

ফাটা—শরীরের বিভিন্ন স্থানের, মুখমণ্ডলের, হস্ত ও পদের, ঠোঁটের কোণ ইত্যাদি স্থানের ফাটা। নখ ফাটা ফাটা।

দংশন—বোলতা, ভীমরুল, বৃশ্চিক অথবা যে কোন প্রকার দংশনে বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ প্রয়োগ বিহিত।

আঁচিল—হস্ত তালুতে আঁচিল হয়।

দদ্রু—শরীরের বিভিন্ন স্থানে দদ্রু।

খুশকি (dandruff)—মস্তকে শ্বেতবর্ণের খুশকি (কেলি সালফ প্রধান ঔষধ)।

ক্ষত (ulcer)—জিহ্বা ও জরায়ুমুখের ক্ষত ও বা ক্যান্সার। ক্ষতস্থান হইতে পাতলা রক্ত মিশ্রিত জলীয় স্রাব। দুর্বল রক্তহীন ব্যক্তির ক্ষত। ম্যালেরিয়া জ্বরে ঐরূপ ক্ষত হইলে।

বসন্ত (pox)—প্রথমাবস্থায় জ্বরাদির সহিত চক্ষু ও নাসিকা হইতে জল পড়ে। মুখ ও জিহ্বা শুষ্ক এবং অতিশয় পিপাসা। তন্দ্রা ও বিড়বিড় করিয়া প্রলাপ বকা। জলবসন্তের ইহাই প্রধান ঔষধ।

হাম (measles)—পূর্বোক্ত "বসন্ত" অধ্যায়ে বর্ণিত লক্ষণ থাকিলে। ঘন ঘন হাঁচি হয়। জিহ্বা সরস, শুষ্ক বা সফেন।

রক্তাল্পতা (anæmia)—ক্যাল্ক-ফস অ্যানিমিয়ার প্রধান ঔষধ, কিন্তু ইহাও অ্যানিমিয়ার একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। শরীর হইতে রস, রক্ত, স্ত্রীলোকদের ঋতুঘটিত পীড়া এবং পুরুষদিগের রেতঃপাত-জনিত পীড়া হইতে রক্তহীনতা হইলে নেট্রাম মিউর বিশেষ উপযোগী। মাঢ়ী হইতে সর্বদা রক্ত চুয়াইয়া পড়িলে। ইহা পরিণামে স্কার্ভি রোগে পরিণত হয়। এই অবস্থায়ও ইহা উৎকৃষ্ট। মুখশ্রী বিবর্ণ, ফ্যাকাশে, হরিদ্রাভ এবং মলিন। **শরীর অতিশয় শীর্ণ, উৎকৃষ্ট আহারাদি সত্বেও শরীর শুষ্ক হইয়া যায়। এই শুষ্কতা আবার তাহার ঘাড়েই অধিক লক্ষিত হয়।** রোগ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আবার তাহার স্নায়বিক দুর্বলতা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। সামান্য শারীরিক অথবা মানসিক পরিশ্রম করিলেই রোগী অতিশয় ক্লান্তি বোধ করে। আর এই পরিশ্রমের ফলে রোগীর হৃদ্‌স্পন্দনও বৃদ্ধি হয়। বাম বক্ষে কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করে। রোগীর প্রায়ই কোষ্ঠবদ্ধ থাকে।

এই সঙ্গে মানসিক লক্ষণগুলিও উল্লেখযোগ্য ; মন অতিশয় বিষণ্ণ, অবসন্ন, হতাশভাব ও দুঃখিত। রোগীর শোকতাপে বা দুঃখে সহানুভূতি

দেখাইলে সে কাঁদিয়া ফেলে, শুধু তাহাই নহে, বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হয়। আরও বিশেষ কথা এই যে, এই প্রকার ক্রন্দনকালীন রোগীর হৃদ্‌স্পন্দন হয় এবং নাড়ী পর্যন্ত সবিরাম হয়। এই প্রকার হওয়ার কারণ দুর্বলতা ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। কিন্তু এই সময় রোগী পরীক্ষা করিলে মনে হয় যেন উহার হৃৎপিণ্ডের কোন পীড়া হইয়াছে। আর একপ্রকার মানসিক ভাবও নেট্রামে দৃষ্ট হয়। সামান্য কারণে রোগী অতিশয় উত্তেজিত হইয়া পড়ে। এই ক্রুদ্ধাবস্থা তাহার সহজে দূরীভূত হয় না, তাহার ফলে তাহাকে বহুক্ষণ কষ্ট পাইতে হয়। শুধু তাহাই নহে, এই প্রকার অপ্রীতিকর কোন ব্যাপার ঘটিলে রাত্রিকালে নিদ্রার সময় তাহার বুক ধড়ফড় করে। স্মরণশক্তি পর্যন্ত তাহার লোপ পাইতে থাকে ; এজন্য সমস্ত কার্যেই ভুল করিতে থাকে। এই ঔষধের শিরঃপীড়াও এই সঙ্গে উল্লেখযোগ্য। হাতুড়ি মারার ন্যায় শিরঃপীড়া এবং অধ্যয়নে তাহার বৃদ্ধি। পূর্বোক্ত উভয়বিধ মানসিক লক্ষণসমূহ আবার কখনও কখনও পর্যায়ক্রমে দৃষ্ট হয় অর্থাৎ এইমাত্র উত্তেজিত হইতে দেখা গেল, আবার পরক্ষণেই তাহাকে অতিশয় দুঃখিত ও বিষণ্ণ হইতে দেখা গেল। যে সকল মানসিক লক্ষণ এখন বলিতেছি, তাহা "মানসিক লক্ষণ" অধ্যায়েই বর্ণনা করিয়াছি ; কিন্তু এই সমস্ত বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা ভিন্ন শিক্ষার উপায় নাই। আর অ্যানিমিয়ার সহিত এই প্রকার মানসিক লক্ষণ অল্পবিস্তর থাকেই।

যুবতীদিগের অনিয়মিত ঋতুস্রাবও থাকে। ঋতু এককালে হয় না, বহু বিলম্বে হয় ; আবার যখন হয় তখন অত্যল্প পরিমাণে হয়। মানসিক লক্ষণ, 'শিরঃপীড়া ও হৃদ্‌স্পন্দনের বিষয় উপরে বিবৃত হইয়াছে। কিন্তু এই সঙ্গে, আরও যে সমস্ত লক্ষণ থাকে তাহাও অতঃপর বিবৃত হইতেছে। **রোগিনীর জরায়ুর বিচ্যুতি এবং প্রাতেই তাহার বৃদ্ধি। জরায়ুর লক্ষণের সহিত রোগিনীর কোমর বেদনা ও প্রাতঃকালে তাহার বৃদ্ধি দৃষ্ট হয়।** ফলতঃ এই কোমর বেদনার জন্য রোগিনী

অত্যন্ত কষ্টানুভব করে। ঐ কোমর ব্যথা চিত হইয়া শয়ন করিলে, শক্ত বিছানায় শুইলে অথবা বালিশ দ্বারা চাপিয়া শুইলে উপশম হয়। প্রস্রাবের পর জ্বালা থাকে। উপরে বর্ণিত লক্ষণসমূহ দৃষ্টে ঔষধ প্রদান করিলে আশ্চর্য ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। বহুদিন ধরিয়া ম্যালেরিয়া জ্বর ভোগের পর রক্তাল্পতা। জিহ্বা সরস, শুষ্ক, মানচিত্রের ন্যায় ও আড়ষ্ট। মুখ হইতে লালাস্রাব নির্গত হয়। মুখে দুর্গন্ধও হয়। ইহার সহিত শিরঃপীড়া, অনিয়মিত ঋতুস্রাব ও জরায়ুর স্থানচ্যুতি প্রভৃতি থাকিতে পারে এবং উহাদের বিস্তৃত লক্ষণের জন্য অন্যত্র ঐ ঐ বিষয়গুলির বিবরণ দ্রষ্টব্য। বহুদিন ধরিয়া ম্যালেরিয়া জ্বরভোগের পর রক্তাল্পতা। শক্তি—১২x।

হরিৎ-পীড়া (chlorosis)—ক্লোরোসিস বা হরিৎ-পীড়ার লক্ষণসমূহ "রক্তাল্পতা" অধ্যায়ে বর্ণিত লক্ষণের ন্যায়।

শরীর শীর্ণতা (marasmus)—শরীর শীর্ণতা রোগে এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী। পরিপোষণ ক্রিয়ার অভাবেই এই প্রকার শীর্ণতা হয়। শিশু খায় দায়, ক্ষুধাও বেশ পায়, অথচ শরীর শীর্ণ হইয়া যায়। **রীতিমত ক্ষুধা এবং উৎকৃষ্ট আহারাদি সত্ত্বেও যদি শরীর শীর্ণ হইতে থাকে এবং ঘাড়ই অধিকতর শীর্ণ হয়, তাহা হইলে নেট্রাম মিউরই প্রকৃত ঔষধ।** শিশুর জিহ্বা অতিশয় শুষ্ক এবং সেই সঙ্গে পিপাসা, প্রচুর পরিমাণে বহুবার জল পান করে। জল পান করিবার পর রোগী যেন কতকটা সুস্থ হয়। শিশুর প্রায়ই কোষ্ঠবদ্ধতা থাকে, তবে কখন কখন উদরাময়ও থাকে। শক্তি—১২x।

রোগী-বিবরণ—খুলনা সহরে থাকাকালীন গীতাঞ্জলি নামক একটি শিশুর চিকিৎসা করি শিশুটির উদরাময় এবং নিম্নগতিতে ভয়ে জড়াইয়া ধরা লক্ষণ দেখিয়া বোরাক্স ৩০, ২০০, হস্ত পদ ও মাথার উত্তাপ, চর্মরোগ এবং ঠাণ্ডা চাওয়া লক্ষণ দেখিয়া সালফার ২০০, ইত্যাদি কয়েকটি

ঔষধ লক্ষণানুসারে দিই। কিন্তু ১০ হইতে ১৫ বার পাতলা বাহ্যে কোন ক্রমেই কমিল না। আরও ২।৩ জন ভাল হোমিওপ্যাথের সহিতও পরামর্শ করা হইল। কিন্তু তাঁহারা বলিলেন যে, ঔষধ নির্বাচন সঠিক হইয়াছে। সুতরাং আরও উচ্চ শক্তি প্রয়োগ করিতে হইবে। কিন্তু ফল কিছুই হইল না। মেয়েটির শরীর ক্রমেই শীর্ণ হইতে লাগিল, চর্ম শিথিল, সর্বশরীর অপেক্ষা ঘাড়টিই অধিকতর শীর্ণ, সর্বদা খাই খাই করা, মেজাজ খিটখিটে, ক্রন্দনশীল ইত্যাদি লক্ষণ দেখা গেল। মেয়েটির জীবন সম্বন্ধে হতাশ হইলাম। ঐ সঙ্গে জ্বরও হইতেছিল। একদিন শিশুটির মাতা বলিলেন যে, রান্না ঘরে গেলেই লবণ খাইতে চাহে এবং সুযোগ পাইলেই নিজ হস্তে গ্রহণও করে। সুতরাং ঔষধ সম্বন্ধে আর সন্দেহ রহিল না। **নেট-মিউর** ২০০ এক মাত্রা পড়িতেই প্রথমেই উদরাময় ১০।১৫ বার হইতে ২।১ বারে নামিল এবং শেষে শক্ত বাহ্যে হইতে লাগিল। তারপর লক্ষণও কমিয়া গেল।

জ্বর (fever)—সর্বপ্রকার জ্বরে, বিশেষতঃ সবিরাম জ্বরে ইহা একটি মহামূল্য ঔষধ। আর্সেনিক ও কুইনাইনের অপব্যবহারজনিত জ্বরে ইহার তুল্য ঔষধ আর নাই। বহুদিন ধরিয়া জ্বরে ভুগিয়া রোগী জীর্ণ শীর্ণ ও নীরক্ত হইয়া পড়ে।

বিশেষত্ব (peculiarity)—**সর্বপ্রকার জ্বরেই যখন নিদ্রালুতা, অচৈতন্যাবস্থা, জলীয় পদার্থ বমন ও হাতুড়ি মারার ন্যায় শিরঃপীড়া থাকে, তখন ইহা অব্যর্থ।** এই জ্বর যদি **বেলা ১০।১১ টার সময়** আসে এবং সেই সঙ্গে যদি অতিশয় পিপাসা থাকে, তাহা হইলে আর কথা নাই, নিঃসন্দেহে এই ঔষধ প্রয়োগ করিলে হাতে হাতে ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। শুধু মাত্র এই লক্ষণ লিখিলেও, জ্বরে নেট্রাম মিউর নির্বাচনে অধিকাংশ সময়েই বেগ পাইতে হইত না। কিন্তু জ্বরে নেট্রাম মিউর এতই উপকারী এবং এত অধিক ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় যে, বিস্তৃত-

ভাবে লেখা প্রয়োজন। জ্বরের সর্বাবস্থায় জলীয় লক্ষণ থাকিতে পারে; যেমন চোখ মুখ, নাসিকা দিয়া জল পড়া, জলীয় বমন, হাঁচি ইত্যাদি। জ্বরের সর্বাবস্থায় পিপাসা থাকে। শীতাবস্থায় এবং তৎপুর্বে অতিশয় কম্প থাকে। জ্বর সহ গাত্রে শীতপিত্ত (urticaria) বাহির হয়।

জ্বরের কারণ (cause)—কুইনাইনের অপব্যবহার, সিক্ত স্থানে বাস, নূতন কর্ষিত ভূমির নিকট বাস, কোন জলাস্থানের নিকট বাস ও সমুদ্রতীরে বা লবণাক্ত স্থানে বাসজনিত জ্বর। চর্মরোগ বসিয়া যাওয়ার পর সবিরাম জ্বর। দীর্ঘদিন ধরিয়া কোন ম্যালেরিয়াপুর্ণ স্থানে বাস।

জ্বরের সময় (time)—**বেলা ১০।১১টার সময় জ্বর আসাই নেট্রামের বিশেষত্ব।** তবে লক্ষণসমূহের সাদৃশ্য থাকিলে যে কোনও সময় জ্বর আসিতে পারে। প্রাতে ও মধ্যাহ্নের পুর্বে জ্বর আসে, বৈকাল ৪টা হইতে সন্ধ্যা ৭টায় জ্বর আসে; প্রাত্যহিক বা একদিন অন্তর জ্বর; একদিন জ্বর কম—একদিন বেশী; পশ্চাদপসারক প্রকৃতি; তৃতীয় ও চতুর্থ দিনের জ্বর। ইহা পর্যায়নাশক।

জ্বরের পূর্বাবস্থা (prodrome)—অত্যন্ত শীত, আভ্যন্তরীণ শীত, শীত ও কম্পের জন্য ভয় হয়। পিপাসা ও প্রবল শিরঃ-পীড়া আসিয়া রোগীকে আরও কষ্ট দেয়। এমন কি, পিপাসা ও শিরঃপীড়া দেখিয়া রোগী জ্বর আসিতেছে বুঝিতে পারে। বমন ও গা-বমি-বমি। হস্ত পদে বেদনা। পৃষ্ঠে ও কোমরে শীত। অনিবার্য নিদ্রা যাইবার স্পৃহা। জ্বর সহ গাত্রে শীতপিত্ত (urticaria) বাহির হওয়া। মানসিক অবসাদ। হস্ত পদ ও কিডনী স্থানে (kidney) বেদনা।

শীতাবস্থা (chill)—শীত ও কম্পের সহিত অতিশয় শীতল জলের পিপাসা; ৯টা হইতে ১২টা পর্যন্ত শীত। যদি সকাল ৮টার সময় শীত আরম্ভ হয়, তাহা হইলে উহা দ্বিপ্রহর পর্যন্ত থাকে। শীতে দন্ত সিড়সিড়ি। **অতিশয় শিরঃপীড়া, তজ্জন্য অজ্ঞান ও অচৈতন্যভাব;**

মাথার যন্ত্রণায় রোগী এতই অভিভূত হয় যে, কোথায় আছে তাহা বুঝিতে পারে না। শীত কোমর হইতে আরম্ভ হইয়া মেরুদণ্ড বাহিয়া যায়। হস্ত পদের অঙ্গুলি ও কটিদেশ হইতে শীতের উৎপত্তি। শীতাবস্থায় জল পান করিলে সময় সময় জলীয় বমন হয়। ডাঃ লিপি বলেন যে, নেট্রামের শীতাবস্থাই প্রবল। হস্ত পদ বরফের ন্যায় শীতল, সহজে উত্তপ্ত হয় না। ওষ্ঠ ও নখ নীলবর্ণ হইয়া যায়। হস্ত পদে বেদনা।

উত্তাপাবস্থা (heat)—উত্তাপাবস্থায় সর্বাপেক্ষা **অধিক পিপাসা** এবং এই সময় শিরঃপীড়াও অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়। মনে হয়, যেন মস্তকে শত সহস্র হাতুড়ি মারিতেছে। ফলতঃ, এই প্রবল শিরঃপীড়ার জন্য রোগী উন্মত্তপ্রায় হয়, সময় সময় মূর্ছাও যায়। মাথাব্যথার জন্য রোগী ভাল করিয়া দেখিতে পায় না। **শিরঃপীড়ার জন্য রোগী অজ্ঞান অচৈতন্যভাবে পড়িয়া থাকে।** আবার নিদ্রা যাইবারও ইচ্ছা দৃষ্ট হয়। ওষ্ঠে **জ্বরঠুঁটো** উঠে। গাত্রবেদনা হয়।

ঘর্মাবস্থা (sweat)—অত্যন্ত ঘর্ম হয়। **ঘর্মবশতঃ গাত্র-বেদনার নিবৃত্তি,** কিন্তু শিরঃপীড়া দূরীভূত হয় না—কখন কমে, আবার কখন কমেও না। নড়াচড়ায় প্রচুর পরিমাণে ঘর্ম। ঘর্মের পর শরীর অতিশয় দুর্বল ও অলস বোধ হয়। ওষ্ঠে জ্বরঠুঁটো, ঠিক যেন মুক্তার ন্যায়। **হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনে সমস্ত শরীর কম্পিত হইতে থাকে।**

বিজ্বরাবস্থা (apyrexia)—ঘর্ম হইয়া জ্বর ত্যাগ হয় বটে, কিন্তু শরীর গ্লানিশূন্য হয় না। রোগীর আলস্য ও নিস্তেজতা বৃদ্ধি পায়। জ্বরত্যাগের পরও রোগী উদাসীনের ন্যায় চিত হইয়া শয়ন করিয়া থাকে। নড়াচড়া করিতে সে সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক। সর্বদা বিজ্বরাবস্থা হয় না; শরীর অতিশয় দুর্বল ও ক্ষীণ, গাত্রচর্ম হরিদ্রাভ—অথবা ফ্যাকাশে। প্লীহা ও যকৃৎ বিবৃদ্ধি এবং তথায় সূচিবিদ্ধবৎ বেদনা। কোষ্ঠবদ্ধতা এবং উদরাময়ও থাকিতে পারে। ঘর্মাবস্থাতেও পিপাসা থাকে।

জরঠুঁটো ও ঠোঁটের কোণে ক্ষত। আহারের পর পেটভার। প্রস্রাব ঘোলা এবং বালুকণার ন্যায় তলানি পড়ে।

বৃদ্ধি (aggravation)—"জ্বরের কারণ" দ্রষ্টব্য, উহাতে সমস্ত বিষয় লিখিত হইয়াছে। মানসিক পরিশ্রমে, কোনপ্রকার তাপে ও শয়নে বৃদ্ধি।

হ্রাস (amelioration)—মুক্ত বায়ুতে, উঠিয়া বসিলে, আহার না করিলে এবং শীতল জলে ধুইলে উপশম হয়।

নেট্রাম সালফ—কেবল নিদ্রালুতা লক্ষণ ধরিয়া অনেকে নেট্রাম মিউর ব্যবস্থা করিয়া থাকেন; কিন্তু তাহা কর্তব্য নহে। কারণ, এই ঔষধেও নিদ্রালুতা লক্ষণ আছে। তবে প্রভেদ এই যে, নেট্রাম মিউরে জলীয় লক্ষণ (চক্ষু, নাসিকা ইত্যাদি হইতে তরল জল পড়া) সহ নিদ্রালুতা, আর নেট্রাম সালফে পৈত্তিক লক্ষণ (পিত্তবমি, পিত্তদাস্ত ইত্যাদি) সহ নিদ্রালুতা। এতদ্ব্যতীত মুখের আস্বাদ তিক্ত ও জিহ্বার বর্ণও দ্রষ্টব্য।

নাড়ী (pulse)—**বাম পার্শ্বে শয়ন করিলে নাড়ী অনিয়মিত** (irregular) **ও সবিরাম** (intermittent) হয়। নাড়ীর গতি কখনও দ্রুত (rapid), কখনও বা মন্থরগতিবিশিষ্ট (weak) হয়। **বক্ষঃস্পন্দনের সহিত সমস্ত শরীর স্পন্দিত হয়।**

রোগী-বিবরণ—ইং ১৯৬১ সালের প্রথম ভাগ। দক্ষিণ কলিকাতার ঢাকুরিয়া হইতে শ্রীমতী······মজুমদার তাহার জ্বর চিকিৎসার জন্য আমার চেম্বারে আসেন। রোগিনীর বয়স ২৪।২৫ বৎসর হইবে। ৩।৪ দিন হইতে জ্বর, বেলা ১১।১২টার সময় হইতে অত্যন্ত শীতকম্প সহ জ্বর আসে এবং ঐ সঙ্গে অতিশয় কষ্টকর বিদীর্ণ হইবার ন্যায় শিরঃপীড়া, কোষ্ঠবদ্ধ, জলের পিপাসা উল্লেখযোগ্য নহে, জ্বর সন্ধ্যার পর হইলে বিচ্ছেদ হইয়া যায়। অন্যান্য লক্ষণ উল্লেখযোগ্য নহে।

ঔষধ নেট্রাম মিউরই নির্বাচন করিলাম। কিছুকাল পূর্বে এই

রোগিনীর ধাতুগত ঔষধ হিসাবে নেট্রাম মিউর নির্বাচন ও প্রয়োগ করিয়া প্রভূত ফললাভ করি। এই জ্বর ম্যালেরিয়া হইতে পারে, কিন্তু এই মুহূর্তে আমার উহা অবগত হইয়া কোন লাভ নাই। এখন এই ৯½টা বেলার সময় নেট্রাম-মিউর প্রয়োগ করা সঙ্গত হইবে কিনা চিন্তা করিতে লাগিলাম। কারণ ঔষধের বৃদ্ধি এবং রোগিনীর রোগের বৃদ্ধি একই সময়ে হইলে ব্যাধির বৃদ্ধির আশঙ্কা করা অমূলক নহে। অপর পক্ষে ঔষধটি সন্ধ্যার পর প্রয়োগ করিলে ঐরূপ আশঙ্কার কোন কারণ ঘটে না। অবশ্য রোগিনী এই ব্যবস্থায় আরও একদিন জ্বরে ভুগিবেন। যাহা হউক **নেট্রাম মিউর** ২০০ একমাত্রা তখনই প্রয়োগ করিলাম।

পরের দিন প্রাতঃকালে সংবাদ পাইলাম যে, জ্বর আর আসে নাই এবং ঐ সঙ্গে অন্য কোন উপসর্গও নাই। আর ঔষধ দিতে হয় নাই।

সান্নিপাতিক জ্বর (typhoid fever)—উপরে সর্ব-প্রকার জ্বরের লক্ষণই বিবৃত হইয়াছে। টাইফয়েড জ্বরের জন্যও ঐ সমস্ত লক্ষণ দ্রষ্টব্য। প্রথমাবস্থায় **ফেরাম ফসের** সহিত পর্যায়ক্রমে ব্যবহার করিলে প্রায়ই পীড়া আরোগ্য হয়। যখন রোগী বিড়বিড় করিয়া প্রলাপ বকে, অতিশয় নিদ্রালুতা, এমন কি—ডাকিলে ২।১টি কথার উত্তর দিয়া পুনরায় নিদ্রিত হইয়া পড়ে (কেলি ফস সহ পর্যায়ক্রমে)। হস্ত পদাদির কম্পন ও বিছানার কাপড় টানা। জিহ্বা শুষ্ক ও অতিশয় তৃষ্ণা।

নিদ্রা (sleep)—এই ঔষধের নিদ্রার লক্ষণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই নিদ্রার লক্ষণ ধরিয়া বহুবিধ রোগের চিকিৎসা করা যায়। **মস্তিষ্কে জলীয় পদার্থের সঞ্চয় হেতু অতিনিদ্রা। সর্বদাই নিদ্রা, যেন না ঘুমাইয়া থাকা যায় না।** দিবসে নিদ্রা যাইবার প্রবল ইচ্ছা, কিন্তু রাত্রিকালে প্রবল ইচ্ছা সত্ত্বেও নিদ্রা হয় না। নিদ্রাবস্থায় কথা বলে। রাত্রিতে পর্যাপ্ত নিদ্রা গেলেও প্রাতঃকালে

ক্লান্তি ও আলস্যভাব। ঝগড়া, বিবাদ, মারামারি, খুন, অগ্নিদাহ ও নানাপ্রকার সুন্দর স্বপ্ন দর্শন করে। আরও একটি আশ্চর্য লক্ষণ এই যে, রাত্রিকালে দস্যু তস্করের স্বপ্ন দর্শন করিয়া জাগরিত হইয়াও তাহার সে ভ্রম দূরীভূত হয় না—সে তন্ন তন্ন করিয়া গৃহাদি অনুসন্ধান করে এবং পরে নিজের ভ্রম বুঝিতে পারে। জাগ্রত হইয়াও স্বপ্নের বিষয় সত্য মনে করে।

জিহ্বা (tongue)—ডাঃ লিপি বলেন যে, **জিহ্বাতে ঝিঁঝি ধরা এবং নাসিকা, ওষ্ঠ ও জিহ্বাতে চিটচিট করা** নেট্রামের অতি উৎকৃষ্ট লক্ষণ। তিনি ঐ লক্ষণ দ্বারা যকৃতের প্রাচীন বেদনা, পাকস্থলীর গোলযোগ প্রভৃতি রোগ এই ঔষধের অতি উচ্চ শক্তি দ্বারা আরোগ্য করিয়াছেন। **জিহ্বা মানচিত্রের ন্যায়** (mapped), **জিহ্বা পরিষ্কার আঠা আঠা এবং বুদ্বুদযুক্ত থুথুর ন্যায়।** জিহ্বার অগ্রভাগে ফোস্‌কা ও ক্ষতবৎ। জিহ্বা কঠিন, শুষ্ক, অসাড়বৎ, পক্ষাঘাতগ্রস্তের ন্যায় এবং তজ্জন্য কথা ভার ও কষ্টকর। শিশুদের বিলম্বে কথা বলিতে শেখা। জিহ্বার আস্বাদ লবণাক্ত। জল পান করিলে লবণাক্ত, তিক্ত, অম্লাস্বাদ অথবা কোন স্বাদই পায় না। আবার মুখ হইতে লালাস্রাব। জিহ্বায় চুল থাকার অনুভূতি।

বৃদ্ধি (aggravation)—প্রাতঃকালে, বেলা ১০।১১টার সময়ে, লবণাক্ত স্থানে—বা সমুদ্রতীরে, সূর্য অথবা অগ্ন্যুত্তাপে, গ্রীষ্মকালে, বর্ষাকালে, শয়নে, মানসিক পরিশ্রম করায়, লেখাপড়ায়, কথা বলায়, সঞ্চালনে, নিদ্রার পর, পুর্ণিমায়, চাপনে, কুইনাইন ব্যবহারের পর, হৃৎপিণ্ডের পীড়ায়, বামপার্শ্বে শয়নে।

হ্রাস (amelioration)—খোলা বাতাসে, শীতল জলে স্নান করিলে, উদর পুর্ণ করিয়া আহার না করিলে, দক্ষিণ পার্শ্বে শয়নে, কোমর বেদনায় কঠিন শয্যায় শয়নে হ্রাস।

সম্বন্ধ (relation)—যুবতীদের ঋতুকালীন শীরঃপীড়ায় ক্যাল্ক-ফসের সহিত ইহার বিশেষ সাদৃশ্য আছে। জিহ্বায় চুল থাকার অনুভূতিতে নেট্রাম মিউর ও সাইলিসিয়া উভয়ই ব্যবহৃত হয়। বিড়বিড় করিয়া প্রলাপ বকা লক্ষণে কেলি ফস ও নেট্রাম মিউর উভয়ই প্রায়ই পর্যায়ক্রমে ব্যবহৃত হয়।

শক্তি (potency)—আমি সাধারণতঃ ১২x শক্তিই ব্যবহৃত করি এবং তাহাই সর্বাপেক্ষা ফলপ্রদ বলিয়া মনে হয়। তন্নিম্ন শক্তি ব্যবহার না করাই ভাল। ৩০x, ৬০x, ২০০x শক্তিও সর্বদা ব্যবহার হয়।

তুলনাযোগ্য হোমিওপ্যাথিক ঔষধ—ইহার পরি-পূরক ঔষধ,—এপিস ও আর্জে-নাইট্রিক নেট্রাম মিউরের পর প্রায়ই প্রাচীন পীড়াক্ষেত্রে সিপিয়া ও সালফারের প্রয়োজন হয়। অতিরিক্ত লবণ আহারের কুফলে এই ঔষধের ন্যায় ফসফরাসেরও প্রয়োজন হয়। সমুদ্র স্নানের মন্দফলে নেট্রামের ন্যায় আর্সও ব্যবহৃত হয়। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর শুষ্কতায় এলুমিনা ও ব্রাইও তুলনীয়। ঋতুস্রাবের সময় শিরঃপীড়ায় যুবতীদের ক্যাল্ক-ফস ও ফেরাম ফস এবং কীটপতঙ্গাদির দংশনে লিডামের সহিত ইহার তুলনা হয়।

বিষঘ্ন (antidote)—আর্স ও ফস।

নেট্রাম ফসফরিকাম

Natrum Phosphoricum

অ্যান্টিসাইকোটিক

ভিন্ন নাম—সোডিয়াম ফসফেট, নেট্রাম ফসফেট ইত্যাদি।

সাধারণ নাম—ফসফেট অফ সোডা।

সংক্ষিপ্ত নাম—নেট-ফস (nat. phos.)।

প্রস্তুত পদ্ধতি—কার্বনেট অফ সোডিয়াম সহ অর্থোফস-ফরিক অ্যাসিড মিশ্রিত করিয়া, কিংবা অস্থি ভস্ম করিয়া ইহা প্রস্তুত করিতে হয়। ইহার স্বচ্ছ দানাসমূহে শতকরা ১২ অংশ জল থাকে। ইহা পরিস্রুত সুরায় দ্রব হয় না—৬ অংশ শীতল জল ও ২ অংশ উষ্ণ জলে দ্রব হয়। বিচূর্ণ পদ্ধতিতে ইহার শক্তি প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া—ডাঃ শুসলার এই ঔষধ যেরূপ বিস্তৃতভাবে ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন, হোমিওপ্যাথিক মতে ইহার তাদৃশ প্রচলন হয় নাই। রক্ত, পেশী, অস্থি, গ্রন্থি, স্নায়ু, মস্তিষ্ক, উদর, ফুসফুস প্রভৃতির উপর এই ঔষধ বিশেষ কার্য করিয়া থাকে। মানব-শরীরে ল্যাকটিক অ্যাসিড নামক পদার্থ সর্বদাই বিদ্যমান থাকে। ল্যাকটিক অ্যাসিডের সহিত এই লাবণিক পদার্থ মিশ্রিত হইয়া উহাকে কার্বনিক অ্যাসিড ও জল এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া দেয়। ল্যাকটিক অ্যাসিডের উপর নেট্রাম ফসের বিশেষ প্রভাব বিদ্যমান থাকায়, ল্যাকটিক অ্যাসিডের আধিক্যবশতঃ যে সমস্ত পীড়ার উৎপত্তি হয়, নেট্রাম ফসের আভ্যন্তরীণ প্রয়োগই তথায় একমাত্র আরোগ্যের উপায়। নেট্রাম ফস কোলেষ্টা-রিনকে পিত্তনালীস্থ শ্লেষ্মা ও পিত্তের সহিত ঘনীভূত হইতে দেয় না। যদি কোনও কারণে কোলেষ্টারিন ঘনীভূত হইয়া যায়, তাহা হইলে **পিত্তভাব বা পিত্ত বিকৃতিবশতঃ পিত্তশূল, কামলা, শিরঃপীড়া**

তৈলাক্ত খাদ্যসমূহ ভক্ষণজনিত অজীর্ণ প্রভৃতি বহুবিধ পীড়া উপস্থিত হয়। এই সমস্ত অবস্থা উপস্থিত হইলে নেট্রাম ফসের অভাব অবগত হইয়া নেট্রাম ফসই প্রয়োগ বিহিত। বলা বাহুল্য, নেট্রাম ফস উপযুক্ত মাত্রায় থাকিলে ঐ সমস্ত পীড়া উৎপন্ন হইতেই পারে না।

পূর্বেই বলিয়াছি যে, রক্তে ফসফেট অফ সোডা উপযুক্ত পরিমাণে থাকিলে ল্যাকটিক এসিড হইতে কার্বনিক অ্যাসিড ও জল প্রস্তুত হইয়া কার্বনিক অ্যাসিডকে ফুসফুস পথে নিষ্ক্রান্ত করিয়া দেয়। কিন্তু যদি কোনও কারণে ফসফেট অফ সোডার অভাব হইয়া থাকে, তাহা হইলে যথোপযুক্ত ক্রিয়ার অভাবে ল্যাকটিক অ্যাসিড শরীর হইতে নির্গত হইতে না পারিয়া অবিকৃত অবস্থায় থাকিয়া গিয়া শরীরে **অম্লের ভাগ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।** শরীরে অম্লের ভাগ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে অজীর্ণ ও বিবিধ আন্ত্রিক পীড়ার সৃষ্টি হয়। **যাবতীয় বাত** (gout and rheumatism) ইহার অভাবনিবন্ধন উৎপন্ন হয়। অম্লোদ্গার, অম্লবমন, মুখে অম্লজল উঠা, অম্লগন্ধ মল, জিহ্বায় ও যে কোন স্থানে সোনার ন্যায় হরিদ্রাভ ময়লা যে কোন রোগের সহিতই দৃষ্ট হইবে, তাহাতেই এই ঔষধ ফলপ্রদ হইবে। এক কথায় **ইহা অম্ললক্ষণ সহ যাবতীয় রোগের মহৌষধ।**

রক্তস্থ শর্করার (sugar) সহিত ফসফেট অফ সোডার বিশেষ সম্বন্ধ আছে। কোনও কারণে রক্তে শর্করার অংশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে ফসফেট অফ সোডা রক্ত হইতে উহা বহিষ্কৃত করিয়া দেয়। কিন্তু যদি কোনও কারণে রক্ত হইতে উহা নিষ্ক্রান্ত হইতে না পারে, তাহা হইলে বহুমূত্র রোগের সৃষ্টি হয়। এইজন্য নেট্রাম ফস **বহুমূত্র রোগের প্রধান ঔষধ।**

এই লাবণিক পদার্থের অভাব হইলে মানসিক লক্ষণেরও বিশেষ

তারতম্য দৃষ্ট হয়। রাত্রিতে ভয় ভয় করা এবং কোন দুর্ঘটনা ঘটিবে বলিয়া আশঙ্কা করা। যে পীড়ার সহিত উক্ত প্রকার লক্ষণ থাকিবে তাহাতেই এই ঔষধ ফলপ্রদ হইবে।

স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, অ্যালবুমেনের সহিত ফসফেট অফ লাইমের যে সম্বন্ধ, অম্লের সহিত ফসফেট অফ সোডারও সেইরূপ সম্বন্ধ। দেহে অম্ল সঞ্চিত হইতে থাকিলে এবং উহা নির্গত হইতে অসমর্থ হইলে সাধারণে উহাকে **অম্লের পীড়া** বা **অম্লের আধিক্যবশতঃ পীড়া** বলিয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ফসফেট অফ সোডার ন্যূনতাবশতঃই ঐ প্রকার হইয়া থাকে। যে কার্য ৫ জনে করিলে সুসম্পন্ন হয়, তাহা যদি কোনও কারণে ৩ জনের অনুপস্থিতিবশতঃ ২ জনের দ্বারা নিষ্পন্ন করিতে হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই ঐ দুইজনের অতিরিক্ত এবং অস্বাভাবিকভাবে পরিশ্রম করিতে হইবে। কিন্তু তজ্জন্য কার্য বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইয়াছে বলা যায় না, প্রকৃতপক্ষে কার্যকারকদের অভাবই উহার কারণ। সুতরাং কার্য যেরূপ কার্যকারকের সংখ্যা হ্রাসবশতঃ সঞ্চিত হয়, অম্লও তদ্রূপ সোডিয়াম ফসফেটের ন্যূনতানিবন্ধন সঞ্চিত হয়।

পরিচায়ক লক্ষণ (characteristic symptoms)—

১। মানসিক উদ্বেগ, খিটখিটে ও উত্তেজিত প্রকৃতি। স্মরণশক্তির অল্পতা। রাত্রিকালে ভীতিজনক উৎকণ্ঠা। রাত্রে নিদ্রাভঙ্গের পর গৃহের সামগ্রীকে মনুষ্য বলিয়া মনে করে।

২। প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গের পরই মস্তকের শিখরদেশে বেদনা এবং তৎসহ জিহ্বায় সরের ন্যায় হরিদ্রাবর্ণের লেপ। টক বমন অথবা পাকস্থলীর বিশৃঙ্খলা সহ অম্ললক্ষণ।

৩। জিহ্বার পশ্চাৎভাগের আর্দ্রতা সহ সরের ন্যায় হরিদ্রাবর্ণের ময়লা দ্বারা আবৃত হওয়া এই ঔষধের বিশেষ পরিচায়ক লক্ষণ।

৪। ইহার সর্বপ্রকার স্রাবই হরিদ্রাবর্ণের সরের ন্যায় এবং কোন স্থানে ক্ষত হইলে তাহার উপর যে মামড়ী পড়ে, তাহার বর্ণও সোনার ন্যায়।

৫। এই ঔষধের অম্ললক্ষণ একটি অতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য লক্ষণ এবং যে সমস্ত রোগের সহিত অম্লবমন, অম্লোদ্গার, মুখে জল উঠা, বুক-জ্বালা, স্রাবে ও ঘর্মে অম্লগন্ধ ইত্যাদি অম্ললক্ষণ থাকে; তাহাতেই ইহা বিশেষ সাফল্যের সহিত ব্যবহৃত হয়।

৬। টনসিলাইটিস, গলক্ষত, গলগণ্ড, গণ্ডমালা, রক্তহীনতা প্রভৃতি রোগের ৪র্থ ও ৫ম লক্ষণে বর্ণিত লক্ষণের ন্যায় থাকিলে বিশেষ প্রয়োজনীয়। গণ্ডমালায় (scrofula) ক্ষত হইবার পুর্বে ব্যবহৃত হয়।

৭। সর্বপ্রকার কৃমির উপদ্রবে ইহাই প্রধান ঔষধ। বালকেরা রাত্রিকালে দাঁত কাটে। কৃমির জন্য অস্থির নিদ্রা। নাক খোঁটা ও চুলকান।

৮। ৩য় (জিহ্বার বর্ণ) লক্ষণ সহ যে কোন প্রকার অজীর্ণ পীড়া। শিশুদিগের পেটকামড়ানি সহ অম্লগন্ধযুক্ত দাস্ত ও বমন। অম্ল অথবা কৃমিবশতঃ শিশুদের পেট কামড়ায়; কামড়ানি সহ সবুজ রংয়ের তরল বাহ্যে এবং ছানার ন্যায় জমাট দুগ্ধবমন। তৈলাক্ত দ্রব্য ও কাঁচা ফল ভক্ষণ সহ্য হয় না।

৯। কৃমিজাত ওলাউঠার প্রধান ঔষধ। ভেদ বমনের অম্লগন্ধ এবং উহাতে অতিশয় কষ্ট।

১০। কৃমিবশতঃ বালকদিগের শয্যামূত্র (নেট্রাম মিউর, কেলি মিউর), মূত্রাশয়ের পক্ষাঘাতবশতঃ ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব (কেলি ফস সহ); মূত্রাশয়ের পেশীগুলির দুর্বলতাবশতঃ মূত্রবেগ ধারণে অসমর্থ (ফেরাম ফস সহ)।

১১। প্রস্রাব বন্ধ থাকিলে, অথবা পুনঃপুনঃ প্রস্রাব ত্যাগেচ্ছা

সহ প্রমেহ পীড়া। হরিদ্রাবর্ণের পুঁজস্রাব। অম্লধর্মাক্রান্ত প্রস্রাব। প্রস্রাবকালীন জ্বালা। পিত্তশীলা।

১২। অম্ল ও অজীর্ণলক্ষণ সহ স্বপ্নদোষ। শুক্রতারল্য। অধিক দিন-ব্যাপী অপরিমিত ইন্দ্রিয়সেবার ফলে হস্ত, পদ, কোমর প্রভৃতি স্থানে দুর্বলতা ও বিবিধ কুফল।

১৩। অনিয়মিত ঋতুস্রাব—কাল পুর্ণ হইবার পুর্বে এবং দীর্ঘকাল-স্থায়ী। স্রাবের বর্ণ ও গন্ধের জন্য ৪র্থ ও ৫ম লক্ষণ দ্রষ্টব্য। ঐ প্রকার স্রাবযুক্ত শ্বেতপ্রদর।

১৪। যোনী বা জরায়ু হইতে অম্লধর্মাক্রান্ত স্রাবনিঃসরণ হওয়ার ফলে বন্ধ্যাত্ব।

১৫। অম্ললক্ষণযুক্ত অজীর্ণপীড়া সহ ক্ষয়কাশিতে ইহাই প্রধান ঔষধ। শ্লেষ্মা ফেলিবার সময় উহা ওষ্ঠে লাগিয়া জিহ্বায় ও মুখে ক্ষত।

১৬। সন্ধিবাত। হস্ত ও পদের দুর্বলতা ও ক্লান্তি। বাতজ্বর সহ অম্লগন্ধ ঘর্ম।

১৭। অজীর্ণ ও অম্ললক্ষণসহ রেকাইটিস পীড়া (ক্যাল্ক-ফস সহ)।

১৮। অম্ল ও কৃমিলক্ষণ সহ জ্বর।

বিশেষত্ব (peculiarity)—নেট্রাম ফসের নাম করিলে প্রথমেই মনে পড়িয়া যায় ইহার অম্লনাশক ক্ষমতার বিষয় এবং যে কোন পীড়ার সহিত অম্ললক্ষণ থাকিবে তাহাতেই ইহা বিশেষ উপযোগিতার সহিত ব্যবহৃত হইবে। তারপর কৃমিজনিত যাবতীয় উপসর্গেই ইহা একমাত্র ঔষধ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যে কোন স্থান হইতে সরের ন্যায় হরিদ্রাবর্ণ স্রাব নিঃসৃত হইলেই এই ঔষধের নাম স্মরণ হয়। জিহ্বাতেই ঐরূপ বর্ণের লেপ ইহার প্রকৃতিসিদ্ধ লক্ষণ। শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, বাত ও প্রমেহ রোগে অন্য ঔষধ দিবার পুর্বে ইহার বিষয় একবার চিন্তা করিয়া দেখা কর্তব্য। যদিও লক্ষণানুসারে

ঔষধ নির্বাচন করা কর্তব্য, তাহা হইলেও ঐ সমস্ত রোগে অনেক সময় এই ঔষধের লক্ষণ দৃষ্ট হয়।

মানসিক লক্ষণ (mental symptoms)—মানসিক উদ্বেগ, আশা ভরসাহীন, কোন দুর্ঘটনা ঘটিবে বলিয়া সন্দেহ হয়। রাত্রিতে নিদ্রাভঙ্গের পর গৃহস্থিত আসবাবপত্রকে মনুষ্য বলিয়া মনে করে এবং পার্শ্বস্থ গৃহে কোনও মনুষ্য চলাফেরা করিতেছে মনে করিয়া ভীত হয়। রোগী অতিশয় উত্তেজিত, খিটখিটে এবং সামান্য কারণে ভীত হয়। স্বপ্নদোষের পর মন অতিশয় বিমর্ষ হয়। স্মরণশক্তি অতিশয় হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। জিহ্বায় যেন একটা চুল রহিয়াছে এরূপ বোধ হয়। রাত্রিকালে আসন্ন বিপদের ভয়ে ভীত হওয়া এই ঔষধের একটা বিশেষ লক্ষণ। **মন অতিশয় অবসন্ন**। সহজেই চমকাইয়া উঠে।

শিরঃপীড়া (headache)—**প্রাতঃকালে নিদ্রা হইতে উঠিবার পরই মস্তকের উপরিভাগে বেদনা এবং তৎসহ জিহ্বার পশ্চাৎভাগে সরের ন্যায় হরিদ্রাবর্ণের লেপ।** আবার ঐ সঙ্গে যদি **অম্ললক্ষণ** থাকে, তাহা হইলে আর কথা নাই—নেট্রাম ফস অবশ্য প্রয়োগ করা কর্তব্য। মস্তকের উপরিভাগে ভারবোধ বা বেদনা অনুভূত হয়। পাকস্থলীর প্রায়ই বিশৃঙ্খলা দৃষ্ট হয়। অম্লবমনের সহিত শিরঃপীড়া। শিরঃপীড়া সহকারে গা-বমি করে এবং মুখ দিয়া অম্ল জল উঠে। নড়াচড়া করিলে এবং উঠিলে পড়িয়া যাইবে মনে হয়। মস্তক উত্তপ্ত, চক্ষুর উপর ও সম্মুখকপাল ভার বোধ হয়। ঘন ও বাসি টক দুগ্ধ গ্রহণের পর পরবর্তী শিরঃপীড়া। অম্ললক্ষণ সহ অর্ধশিরঃশূল। **মানসিক পরিশ্রমে,** আলোকে, সঞ্চালনে, শব্দে ও নিদ্রাভঙ্গের পর যন্ত্রণার বৃদ্ধি—খোলা বাতাসে হ্রাস।

সন্ন্যাস (apoplexy)—প্রস্রাব বন্ধ হইয়া পীড়া হইলে এবং ঐ সঙ্গে চক্ষু ও মুখ রক্তবর্ণ থাকিলে **ফেরাম ফস** সহ পর্যায়ক্রমে।

চক্ষুপীড়াসমূহ (diseases of the eye)—চক্ষুপ্রদাহে **চক্ষু হইতে সোনার ন্যায় হরিদ্রাবর্ণ পিচুটি নিঃসরণ** এবং প্রাতে চক্ষু জুড়িয়া থাকা। চক্ষুমধ্যে বালুকার অস্তিত্ব অনুভব হয় (কেলি মিউর, নেট্রাম মিউর) এবং মনে হয় চক্ষুর উপর একটা আবরণ আছে (ক্যাল্ক-ফস, নেট মিউর)। তজ্জন্য ভাল দেখিতে পাওয়া যায় না। চক্ষুতে বেদনা এবং **লেখাপড়ার কার্য করিতে গেলে** চক্ষু বেদনার বৃদ্ধি। গ্যাসের আলোক সহ্য করিতে পারে না, চক্ষের চতুর্দিকে আলোকময় পদার্থ দর্শন করে। **কৃমির জন্য টেরা বা বক্রদৃষ্টি** (ম্যাগ-ফস সহ পর্যায়ক্রমে), চক্ষুর সম্মুখে জোনাকি পোকার ন্যায় **উজ্জ্বল** আভাযুক্ত আলোক দৃষ্ট হয়। শক্তি—৬x।

কর্ণপীড়াসমূহ (diseases of the ear)—পাকস্থলীর গোলযোগ বা অম্ললক্ষণ সহ এক কর্ণ আরক্ত, উত্তপ্ত, **জ্বালা** করে ও চুলকায়। কর্ণের পাতা এত চুলকায় যে, তথা হইতে রক্ত নিঃসৃত হয়। কর্ণের বাহিরে ক্ষত এবং উহা হইতে **হরিদ্রাবর্ণের পুঁজস্রাব** ও মামড়ী পড়ে। শয়নের পর কর্ণে জলপতনের ন্যায় শব্দ। কর্ণে নানা-প্রকার শব্দ—**গর্জনধ্বনি,** ঘণ্টাধ্বনি ও গুনগুন ধ্বনি। কর্ণের ভিতরে ও বাইরে **ছুঁচফোটার ন্যায় যন্ত্রণা।**

সর্দি (coryza)—নাসিকা হইতে **হরিদ্রাবর্ণের** গাঢ় শ্লেষ্মা-নিঃসরণ। মস্তকে ঠাণ্ডা লাগিয়া ঐ প্রকার সর্দি। প্রাতঃকালে নাসিকা হইতে দুর্গন্ধ অনুভূত হয়। **নাক চুলকায়**; কৃমির জন্যও নাক খুঁটে। ঐ সঙ্গে জিহ্বায় হরিদ্রাবর্ণের সরের ন্যায় লেপ থাকিতে পারে।

দন্তের পীড়া (diseases of the teeth)—দন্তমাঢ়ী হইতে রক্ত নির্গত হয়। জিহ্বা হলদে লেপাবৃত। দাঁতগুলি ক্ষয় হইয়া যায়। দন্তমূলের শিথিলতা। রাত্রিকালে দাঁতে **জ্বালা,** যন্ত্রণা এবং বাহ্য উত্তাপে তাহার উপশম। জিহ্বার আস্বাদ **টক,** তিক্ত ও লবণাক্ত।

কৃমি (worms)—সকল প্রকার কৃমির জন্যই নেট্রাম ফস প্রধান ঔষধ; কেন না শারীরিক রক্তে এই পদার্থের অভাব হইলেই কৃমি উৎপাদিত হয়। দন্তোদ্গমকালীন পেটের অসুখ। বালকদিগের নিদ্রাকালীন দাঁতকাটা। শক্তি—৩x, ২x।

পিন ওয়ার্মের জন্য ২০ গ্রেন নেট-ফস এক পোয়া ঈষদুষ্ণ জল সহ মিশ্রিত করিয়া গুহ্যদ্বারে পিচকারি দিতে হয়।

কৃমির আরও কয়েকটি ঔষধ আছে; সুতরাং তাহাদের প্রভেদও জানা দরকার।

কেলি মিউর—ক্ষুদ্র, শ্বেতবর্ণ, সূত্রবৎ কৃমি সহকারে গুহ্যদ্বারে কণ্ডূয়ন। জিহ্বা শ্বেত ময়লাবৃত।

নেট্রাম মিউর—ইহাতে সূত্রবৎ কৃমি আছে, কিন্তু তৎসহ মুখ দিয়া জল উঠা লক্ষণ থাকা চাই। মুখ দিয়া জল উঠা এবং এই ঔষধের অন্য লক্ষণ থাকিলে বড় কৃমিতেও ব্যবহৃত হইতে পারে।

ফেরাম ফস—কৃমি সহ জ্বর, অথবা অন্য কোন প্রদাহের লক্ষণ থাকিলে। অজীর্ণ ভুক্তদ্রব্য বমন অথবা মলের সহিত নির্গমন। ঐ সঙ্গে মুখ বা মলদ্বার দিয়াও কৃমি নির্গত হইতে পারে।

সাইলিসিয়া—নেট-ফসের ন্যায় কৃমি জন্য শূলবেদনা এই ঔষধেও আছে। নেট-মিউরের ন্যায় মুখে জল উঠাও আছে, আবার ম্যাগ-ফসের ন্যায় পেটবেদনা ও উত্তাপে উপশম বোধ হওয়া লক্ষণও ইহাতে আছে। শূলবেদনাকালে হস্ত হরিদ্রা বা নীলবর্ণ হয়। ফিতা কৃমি ও 'র' ওয়ার্ম।

টনসিল প্রদাহ (tonsillitis)—টনসিলের সর্দিবশতঃ টনসিল ও জিহ্বায় **হরিদ্রাবর্ণের লেপ** থাকিলে অত্যুৎকৃষ্ট। **মুখের আস্বাদ অম্ল।**

গলক্ষত (sore throat)—গলায় ক্ষতবৎ বেদনা। গলা ও

টনসিল হরিদ্রাবর্ণের ময়লা দ্বারা আবৃত। **জিহ্বায়ও পীতবর্ণের লেপ।** তরল দ্রব্য পানে বৃদ্ধি, কিন্তু কঠিন দ্রব্য ভক্ষণে বেদনার হ্রাস।

ডিফথিরিয়া (diphtheria)—তালুতে ও জিহ্বায় **হরিদ্রাবর্ণের** লেপ। নাসিকার পশ্চাৎদিক হইতে গাঢ় হরিদ্রাবর্ণের শ্লেষ্মা নির্গত হয়, বিশেষতঃ রাত্রিকালে। এই জন্য নিদ্রাভঙ্গ হইয়া যায় এবং শ্লেষ্মা পরিষ্কার না করিয়া কিছুতেই থাকিতে পারে না। অম্ল লক্ষণ বিদ্যমান থাকিতে পারে। শক্তি—৩x।

অজীর্ণ (dyspepsia)—**অম্লোদ্গার, মুখের অম্লজল উঠা, মুখের অম্লাস্বাদ, বুকজ্বালা ইত্যাদি অম্ললক্ষণ সহ যে কোন প্রকার অজীর্ণ পীড়া।** ঐ সঙ্গে এই ঔষধের প্রকৃতিসিদ্ধ জিহ্বার বর্ণ (হরিদ্রাবর্ণ) থাকিলে। আহারের পর পাকস্থলীর কোন একটি স্থানে বেদনা (ক্যাল্ক-ফস, ফেরাম ফস)। আহারের দুই ঘণ্টা পরে পেটে বেদনা। গা-বমি-বমি করা। অম্লবমন, কফিচূর্ণের ন্যায় কাল বমন (ক্যাল্ক-ফস, অথবা ফেরাম ফস সহ পর্যায়ক্রমে)। **শিশুদিগের পেট-কামড়ানি সহ সবুজবর্ণের তরল বাহ্যে, ছানার ন্যায় জমাট দুগ্ধবমন ও অম্লগন্ধযুক্ত দাস্ত বা বমি। অম্ল অথবা কৃমিবশতঃ শিশুদিগের পেটকামড়ানি।** পেট ফাঁপে।

দুগ্ধের সহিত অধিক মাত্রায় চিনি খাওয়ানবশতঃ অম্ল। তৈলাক্ত খাদ্য মোটেই সহ্য হয় না, খাইলেও অজীর্ণপীড়া। আর তৈলাক্ত দ্রব্য, দুগ্ধ, চর্বি ও রুটি রোগী খাইতে চাহে না, সহ্যও হয় না। বিয়ার নামক মদ্য পান করিলে কিন্তু পীড়ার হ্রাস হয়। দুগ্ধ, মৎস্য, ডিম্ব, শীতল, ঝাঁঝাল অম্লাস্বাদযুক্ত খাদ্য ভক্ষণে প্রবল ইচ্ছা জন্মে। **ক্ষুধা কখনও অত্যধিক,** এমন কি—কাকের ন্যায় ঘন ঘন, **কখনও বা কম।** আহারের পর অনেক লক্ষণের বৃদ্ধি। গর্ভিণীদিগের প্রাতঃকালীন অম্লবমন। শক্তি—তরুণাবস্থায় ৩x ; সাধারণতঃ ৬x, ১২x, ২৪x, ৩০x ব্যবহৃত হয়।

বমন (vomiting)—অজীর্ণ অথবা কৃমিবশতঃ বমন। ছানার ন্যায় জমাট দুগ্ধবমন, দধির ন্যায় বমন, অম্লবমন এবং এই সঙ্গে হরিদ্রা-বর্ণের পনিরবৎ জিহ্বার বর্ণ থাকিলে। গর্ভাবস্থায় অম্লবমন। শক্তি—৩x, ৬x।

হিক্কা (hiccough)—অম্ল অথবা কৃমিবশতঃ হিক্কা। **ম্যাগ-ফসই** এই রোগের প্রধান ঔষধ। ম্যাগ-ফসের সহিত এই ঔষধ নিম্ন ক্রমে (৩x) দেওয়া কর্তব্য।

অন্ত্রের পীড়াসমূহ (diseases of the intestine)—পীড়ার সহিত অম্লবমন, অম্লোদ্গার, মলে অম্লগন্ধ প্রভৃতি **অম্ললক্ষণ** থাকিলে **ফেরাম ফস** সহ পর্যায়ক্রমে ব্যবহার্য। অজীর্ণকর দ্রব্য ভক্ষণজনিত ঐ সমস্ত অম্ললক্ষণ। শক্তি—৬x, ১২x।

উদরাময় (diarrhœa)—**সবুজবর্ণ অম্লগন্ধযুক্ত** মল, অথবা হরিদ্রাবর্ণের তরল মল এবং তৎসহ ছানার ন্যায় পদার্থসমূহ ভাসে ও তাহাতে অম্লগন্ধ থাকে। **উদরে বায়ু** জমিয়া পেটকামড়ানি, বা বেদনা সহকারে উক্ত প্রকার অম্লগন্ধযুক্ত মল অথবা জমাট দুগ্ধবমন। ঐ সমস্ত লক্ষণযুক্ত উদরাময় শিশুদের প্রায়ই দৃষ্ট হয়। পুনঃপুনঃ বাহ্যের বেগ হয়, অথবা উদরাময় সহ অতিশয় কুন্থন সহকারে **জেলির ন্যায় শ্লেষ্মাস্রাব** (কেলি মিউর)। কৃমির লক্ষণ সহ সর্বপ্রকার উদরবেদনা পর্যায়ক্রমে কোষ্ঠবদ্ধতা ও উদরাময়। গুহ্যদ্বার চুলকায় ও নাক খোঁটে বা চুলকায়। বাহ্যে করিবার পূর্বে মলদ্বার অতিশয় দুর্বল ও আলগা বোধ হয়। বায়ুনিঃসরণের জন্য বেগ দিতে ভয় হয়; কেন না বায়ু-নিঃসরণকালে অনেক সময় মল নিঃসৃত হইয়া যায়। কাঁচা ফল আহার-জনিত উদরাময়। মলত্যাগের পূর্বে সরলান্ত্রের দুর্বলতা এবং মল-ত্যাগের সময়ে ও পরে মলদ্বারে জ্বালা।

ওলাউঠা (cholera)—কৃমিজনিত কলেরার প্রধান ঔষধ।

ভেদ ও বমনে অম্লগন্ধ থাকিলে এবং অল্প অল্প ভেদ ও বমনে অতিশয় কষ্ট থাকিলে এই ঔষধ ব্যবহার্য। প্রস্রাব বন্ধ হইলে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী ; এমন কি, পীড়ার প্রথমাবস্থা হইতে এই ঔষধ ব্যবহৃত হইলে প্রস্রাব বন্ধ হইতে পারে না। মূত্রবিকারে **ফেরাম ফস** সহ পর্যায়ক্রমে। শক্তি—৩x।

কোষ্ঠবদ্ধ (constipation)—বালকদিগের কোষ্ঠবদ্ধ, কখন বা ঐ সঙ্গে উদরাময় থাকে। দুগ্ধের সহিত অধিক মাত্রায় এই ঔষধ সেবন করিতে দিলে প্রায়ই কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় ; বিশেষতঃ বালকদিগের সরলান্ত্রের নিষ্ক্রিয়তা। শক্তি—১x শক্তির ৯।১০ গ্রেন।

শূলবেদনা (colic pain)—**কৃমি বা অম্ললক্ষণবশতঃ শূল-বেদনা।** অম্ললক্ষণযুক্ত দাস্ত ও বমনের সহিত শূলবেদনা। রেনাল কলিক। শূলবেদনার প্রধান ঔষধ **ম্যাগ-ফসের** সহিত পর্যায়ক্রমে। শক্তি—৩x।

মূত্রবিকার (uræmia)—প্রস্রাব বন্ধই এই পীড়ার প্রধান লক্ষণ। প্রথমাবস্থায় চক্ষু ও মুখ রক্তবর্ণ, প্রস্রাবের ন্যূনতা এবং জ্বরাদি থাকিলে এই সঙ্গে **ফেরাম ফস** পর্যায়ক্রমে ব্যবহার করিলে অতি শীঘ্র উপকার হয়।

মূত্রপাথরি (stone in the bladder)—সর্বদাই প্রস্রাব ত্যাগেচ্ছা, প্রস্রাবের বেগ ধারণের ক্ষমতা নাই। প্রস্রাব ত্যাগ করিতে করিতে হঠাৎ বন্ধ হইয়া যাওয়া এবং তজ্জন্য প্রস্রাব করিতে কুন্থন দিতে হয়। প্রস্রাব ত্যাগকালে জ্বালা। অম্লধর্মাক্রান্ত প্রস্রাব অথবা অন্য অম্ললক্ষণ বিদ্যমান। মূত্রত্যাগের প্রবৃত্তি রাত্রে, পুরুষের সহবাসের পর, আহারের পর ও নিদ্রাকালে। মূত্র অন্য সময়ে অল্প, কিন্তু প্রাতঃকালে ও রাত্রিকালে প্রচুর পরিমাণে হয়। মূত্র মেঘবর্ণের, বিবর্ণ, দুর্গন্ধ ও তলায় শ্লেষ্মাযুক্ত।

শয্যামূত্র (enuresis)—কৃমিবশতঃ পীড়া হইলে ইহাই প্রধান

ঔষধ। কৃমিবশতঃ পীড়া হইলে নেট্রাম মিউর ও কেলি মিউরও ব্যবহৃত হয়, অবশ্য উহাদের লক্ষণ থাকা চাই। মূত্রাশয়ে পক্ষাঘাতবশতঃ ফোঁটা ফোঁটা করিয়া প্রস্রাব হইলে নেট্রাম ফস সহ কেলি ফস ব্যবহৃত হয়। মূত্রাশয়ের পেশীসমূহের দুর্বলতাবশতঃ মূত্রবেগ ধারণে অক্ষম হইলে ফেরাম ফস ও নেট্রাম ফস প্রধান ঔষধ। শক্তি—৩x।

নেফ্রাইটিস (nephritis)—ব্রাইট্‌স ডিজিজও এই পীড়ার অন্তর্গত। সম্পূর্ণরূপে প্রস্রাব বন্ধ হইয়া গেলে এই ঔষধ প্রদান করিতে হয় ; কেন না ইহার দ্বারা প্রস্রাব জন্মাইতে সাহায্য হইয়া থাকে।

বহুমূত্র (diabetes)—অম্ললক্ষণ বর্তমান থাকিলে উপকারী। এই রোগের প্রধান ঔষধ নেট্রাম সালফ।

প্রমেহ (gonorrhœa)—কেলি মিউর এই পীড়ার প্রধান ঔষধ ; কিন্তু ডাঃ শুসলারের মতে ইহাই প্রধান ঔষধ। হরিদ্রাবর্ণের গাঢ় স্রাব। প্রস্রাব বন্ধ থাকিলে এবং পুনঃপুনঃ প্রস্রাব ত্যাগেচ্ছা থাকিলে। শক্তি—৩x, ৬x. ; কিন্তু পুরাতন হইলে—২০০x।

স্বপ্নদোষ (night pollution)—অতিরিক্ত শুক্রক্ষয় জন্য পরিপাক যন্ত্রের দুর্বলতাবশতঃ অজীর্ণ এবং তৎসহ অম্ললক্ষণ থাকিলে এই ঔষধ অবশ্য প্রদান করা কর্তব্য। বিনা স্বপ্নে স্বপ্নদোষ হয়, আবার অতিশয় স্পষ্ট স্বপ্ন দর্শন করিয়াও স্বপ্নদোষ হয়। স্বপ্নদোষের পর শরীর ও কোমর অতিশয় দুর্বল হয়। বহুদিন ধরিয়া ঘন ঘন ঐরূপ হইতে থাকিলে শুক্রনিঃসরণের পরক্ষণে হস্ত ও পদের কম্পন পর্যন্ত হয়, হাঁটুতে বল পাওয়া যায় না এবং অণ্ডকোষ ও প্রিপিউস ইত্যাদি স্থান চুলকায়। প্রাতঃকালে ও রাত্রিতে ঘন ঘন যন্ত্রণাদায়ক লিঙ্গোদ্রেক। হস্ত-মৈথুনাদিবশতঃ অতিরিক্ত দুর্বলতা নিবারণের জন্য **ক্যাল্ক-ফস** অতি উত্তম (ক্যাল্ক-ফস অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য)। শক্তি—৩০x হইতে ২০০x পর্যন্ত ব্যবহার্য। শুক্রতারল্যে—৬০x।

অপরিমিত ইন্দ্রিয়চালনাবশতঃ পীড়া (diseases from excessive venery)—বালকদিগের অপরিণত বয়সে হস্ত-মৈথুনাদির ন্যায় পরিণতবয়স্কদিগের অতিরিক্ত স্ত্রীসহবাসও স্বাস্থ্যের পক্ষে ভীষণ ক্ষতিকারক।

স্ত্রীসহবাসের পর পুরুষাঙ্গের মুখ জ্বালা করে এবং চুলকায়। যে স্থানে শুক্র লাগে সেই স্থানই চুলকায়। সহবাসের পরও স্বপ্নদোষ হয়। **সহবাসের পর** বিনা স্বপ্নে অজ্ঞাতসারে শুক্রনিঃসরণ। সঙ্গমেচ্ছার হ্রাস অথবা আধিক্য। রাত্রিতে শয়নকালে পুরুষাঙ্গের উত্তেজনা। স্পার্মেটিক কর্ডে বেদনাবোধ। অতিরিক্ত স্ত্রীসহবাসের পর পৃষ্ঠবেদনা। অন্যান্য বিষয় স্বপ্নদোষ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

ঋতুস্রাব (menstruation)—জরায়ু ও যোনি হইতে **অম্লগন্ধ স্রাব বা পীতবর্ণ জলবৎ তরল স্রাবনিঃসরণ। সরের** ন্যায় পীতবর্ণ ঋতুস্রাব। অনিয়মিত ঋতুস্রাব সহ **অম্লাস্বাদ, কিংবা অম্লগন্ধযুক্ত বমন।** ঋতু অতি শীঘ্র শীঘ্র নিয়মিত সময়ের ৪।৫ দিন, অথবা আরও পূর্বে হয়। ঋতুর পূর্বে উত্তেজনা ও অনিদ্রা লক্ষিত হয়। স্রাবের বর্ণ ফ্যাকাশে ও জলবৎ তরল। ঋতু **দীর্ঘকালস্থায়ী।** ঋতুকালে কটিদেশে ও পৃষ্ঠদেশে বেদনা।

শ্বেতপ্রদর (leucorrhœa)—শ্বেতপ্রদরের স্রাবও পীতবর্ণ জলবৎ বা সরের ন্যায় পীতবর্ণ; কিন্তু সেই স্রাব **অম্লধর্মাক্রান্ত** ও তীক্ষ্ণ হওয়া চাই। উক্ত স্রাব যে স্থানে লাগে তথায় চুলকায় ও ক্ষত হয়।

জরায়ুর স্থানচ্যুতি (displacement of the uterus)—বাতবেদনার সহিত জরায়ুর স্থানচ্যুতি হইলে এই ঔষধে উপকার হয়। জরায়ু অতিশয় দুর্বল বোধ হয়। মলত্যাগের পর জরায়ু বাহির হইয়া যাইবে মনে হয়।

বন্ধ্যাত্ব (sterility)—যোনি হইতে **অম্লস্রাব** নিঃসৃত হইলে পুরুষের নিঃসৃত বীর্যের শুক্রকীট নষ্ট হওয়া বশতঃ সন্তানাদি না হইলে ইহাই উত্তম ঔষধ।

কাশি (cough)—সন্ধ্যার সময় শুষ্ক কাশি, প্রাতঃকালে গয়ার উঠে। গয়ার পুঁজের ন্যায়, দুর্গন্ধযুক্ত, সবুজাভ, হরিদ্রাভ ও লবণাক্ত। জলপানের পর, সন্ধ্যায়, শয়নে ও শীতের সময় কাশির বৃদ্ধি।

ক্ষয়কাশি (phthisis)—ডাঃ শুসলার বলেন যে, নেট্রাম ফসই যক্ষ্মাকাশির একমাত্র ঔষধ। **অম্ল ও অজীর্ণাদি** পীড়ার সহিত এই রোগ হইলে ইহাই প্রধান ঔষধ। শ্লেষ্মা ফেলিবার সময় উহা ওষ্ঠে, মুখে ও জিহ্বায় লাগিয়া ক্ষতবৎ বেদনা বোধ হয়। স্বরভঙ্গ। জলপান করিলে কাশি বৃদ্ধি হয়। বক্ষঃস্থলে শূন্য বোধ হয়, বিশেষতঃ আহারের পর। যক্ষ্মাপীড়ায় বক্ষঃস্থল পূর্ণ ও ভারী বোধ হয়। বক্ষঃস্থলে বেদনা অনুভূত হয়। ফুসফুস পচিতে আরম্ভ করিলেও ইহা ফলপ্রদ (কেলি ফস, সাইলি)।

হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন (palpitation of the heart)—অজীর্ণ পীড়াবশতঃ হৃৎপিণ্ডের অনিয়মিত ক্রিয়া ও হৃৎস্পন্দন। **এই কম্পন আবার আহারের পর বৃদ্ধি হয়।** সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিলে বুক কাঁপে (কেলি ফস)। সন্ধ্যায়, আহারের পর, বাম পার্শ্বে শয়নে, ঝড় বজ্রের সময় ও শব্দে বৃদ্ধি। হৃৎপিণ্ডে যন্ত্রণা।

রক্তহীনতা (anæmia)—ক্যাল্ক-ফস এই পীড়ার প্রধান ঔষধ। তবে **অম্ললক্ষণযুক্ত অজীর্ণ পীড়াবশতঃ** রক্তহীনতা হইলে ইহাই প্রধান ঔষধ। উক্ত লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবহার করিলে জীর্ণশক্তি বৃদ্ধি করিয়া পীড়া আরোগ্য করিয়া থাকে। অম্লোদ্গার, জিহ্বায় হরিদ্রা-বর্ণের লেপ, পদদ্বয়ে ভারবোধ প্রভৃতি ইহার লক্ষণ। টিউবারকুলার ও স্ক্রফুলা ধাতু। শক্তি—৩০x (অবস্থানুসারে নিম্নশক্তিও ব্যবহৃত হয়)।

গণ্ডমালা (scrofula)—ডাঃ শুসলারের মতে ক্ষতের পূর্ব পর্যন্ত ইহাই প্রধান ঔষধ, কিন্তু ক্ষত হইলে **ম্যাগ-ফসই** প্রধান ঔষধ। তবে অধিক দিন ধরিয়া রোগভোগ হইতে থাকিলে অন্য ঔষধেরও লক্ষণ আসিয়া পড়ে। গ্রে টিউবার্কল হইলে এবং অম্ললক্ষণ থাকিলে ইহাই একমাত্র ঔষধ। শক্তি—উচ্চ ক্রম।

গলগণ্ড (goitre)—ক্যাল্ক-ফসই প্রধান ঔষধ; তবে ডাঃ ওয়াকার বলেন যে, ইহাই প্রধান ঔষধ। অম্ললক্ষণ বর্তমান থাকা চাই। জিহ্বায় হরিদ্রাবর্ণের লেপ। অন্যান্য গ্রন্থিপীড়াতেও পূর্বোক্ত লক্ষণে উপযোগী। শক্তি—উচ্চ ক্রম।

সর্বপ্রকার বাত (gout, rheumatism)—সর্বপ্রকার তরুণ ও পুরাতন সন্ধিবাতে এই ঔষধ বিশেষ উপযোগিতার সহিত ব্যবহৃত হয়। শরীরে ল্যাকটিক অ্যাসিডের বৃদ্ধিবশতঃ যে বাতের পীড়া হয়, তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। সন্ধিস্থানের বাতে ইহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঔষধ। হাতের কব্জি, হাঁটু, পায়ের গোড়ালি, ঘাড়, মেরুদণ্ডের নিম্ন সন্ধি ও অন্যান্য সন্ধিস্থানে বেদনা। হস্ত ও পদদ্বয় অতিশয় দুর্বল বোধ হয়। ক্লান্তিবশতঃ হস্ত ও পদদ্বয় নড়াচড়া করিতে পারা যায় না। নেট্রাম ফসের অন্যান্য পীড়ার ন্যায় এই পীড়াতেও অম্ললক্ষণ বর্তমান থাকে। ফলতঃ **অম্ললক্ষণ** বর্তমান থাকিলে সর্বপ্রকার পীড়াতেই প্রায় দ্বিধাশূন্য চিত্তেই এই ঔষধ ব্যবহার করা চলে। বাতজ্বরের সহিত অম্লগন্ধ ঘর্ম থাকিলে এই ঔষধের সহিত **ফেরাম ফস** পর্যায়ক্রমে দিতে হয়। এই ঔষধের বাতপীড়ায় হস্ত পদের সন্ধিসমূহের কষ্টকর যন্ত্রণাই বেশীর ভাগ দৃষ্ট হয়। হস্তের অঙ্গুলি এবং পায়ের পাতা পর্যন্ত বেদনাক্রান্ত হয়। সন্ধিস্থানসমূহ ফোলে, অসাড় হয় এবং বেদনা করে। বেদনা হৃৎপিণ্ডেও স্থানান্তরিত হয়। বাত সহ ঘোর লালবর্ণের প্রস্রাব (ফেরাম ফস)।

রেকাইটিস (rachitis)—যদিও ক্যাল্ক-ফস এই পীড়ার প্রধান ঔষধ, কিন্তু অম্ললক্ষণের বিদ্যমানতায় এবং খাদ্যদ্রব্য উত্তমরূপে জীর্ণ না হওয়ার জন্য পীড়া হইলে ইহাই প্রধান ঔষধ; তবে এই সঙ্গে **ক্যাল্ক-ফস** পর্যায়ক্রমে, অথবা মধ্যে মধ্যে ২।১ মাত্রা করিয়া ব্যবহার করিতে হয়। কেহ কেহ বলেন যে, শরীরের ল্যাকটিক অ্যাসিডের বৃদ্ধি-বশতঃই এই রোগ জন্মিয়া থাকে ; সুতরাং ইহাই প্রধান ঔষধ।

চর্মপীড়াসমূহ (diseases of the skin)—সর্বপ্রকার চর্মপীড়ায় পনিরবৎ পীতবর্ণ বা মধুর ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট স্রাব নিঃসৃত হইলে। ক্ষতের উপর সোনার ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট মামড়ী। এরিথিমায় ত্বকের উপর লালবর্ণের দাগড়া দাগড়া দাগ হয়, **মশক দংশনের ন্যায় সমস্ত শরীরে লাল দাগ ও চুলকানি** এবং শিশুদের **মস্তকের পামা** বা দদ্রুরোগ। এরিথিমায় ফেরাম ফস সহ পর্যায়ক্রমে ব্যবহার করিতে হয়। জিহ্বায় হরিদ্রাবর্ণের লেপ অথবা অন্য কোন অম্ললক্ষণ থাকিলে। রাত্রিকালে ও শয্যার গরমে বৃদ্ধি।

ক্ষত (ulcer)—পাকস্থলী, অথবা অন্ত্রের ক্ষতের সহিত কফি চূর্ণের ন্যায় কাল অথবা অম্লবমন। সর্বপ্রকার ক্ষত হইতে সরের ন্যায় পীতবর্ণের স্রাব, উপদংশীয় ক্ষত। জিহ্বায় সরের ন্যায় লেপ। জিহ্বায় ক্যান্সার।

দগ্ধ হওয়া (burns and scalds)—ফেরাম ফস ও কেলি মিউর-ই অবস্থাবিশেষে প্রধান ঔষধ। কোন কোন স্থান দগ্ধ হইয়া ক্ষত হইলে যদি উহা হইতে হরিদ্রাবর্ণের পুঁজ নির্গত হয়, তাহা হইলে এই ঔষধ বিশেষ ফলপ্রদ। শক্তি—৩x, ৬x।

প্লীহা (spleen)—অম্ল ও অজীর্ণলক্ষণের বিদ্যমানতা সহ বিবর্ধিত প্লীহায় এই ঔষধ উপকারী। শক্তি—৩x, ৬x।

জ্বর (fever)—জ্বরে এই ঔষধ সর্বদা ব্যবহৃত হয় না। তবে

অম্লবমন, অম্লঘর্ম ও কৃমির উপদ্রব থাকিলে জ্বরে ব্যবহৃত হয়। ঐ সঙ্গে প্লীহা অতিশয় বিবর্ধিত থাকিলে ইহা আরও উপযোগী। বাতজ্বর সহ অম্লঘর্ম। সর্বদা আলস্যভাব। জিহ্বার বর্ণ দ্রষ্টব্য।

জিহ্বা (tongue)—**জিহ্বার পশ্চাৎভাগ আর্দ্র, হরিদ্রাবর্ণ সরের ন্যায় ময়লা দ্বারা আবৃত হওয়া** এই ঔষধের বিশেষ লক্ষণ। জিহ্বার উপর যেন চুল রহিয়াছে এইরূপ বোধ হয় (নেট্রাম মিউর, সাইলি)। জিহ্বার উপর জলপূর্ণ ফুসকুড়ি (ক্যাল্ক-ফস, নেট্রাম মিউর, সাইলি)।

নিদ্রা (sleep)—**কৃমির জন্য অস্থির নিদ্রা।** সর্বদাই তন্দ্রার ভাব হয়, কিন্তু ভাল নিদ্রা হয় না। ১২।১টা রাত্রি পর্যন্ত নিদ্রা হয় না—পরে হয়। সহবাসের ও মৃত্যু সম্বন্ধীয় স্বপ্ন দেখে। স্বপ্ন—**ভীতিপূর্ণ,** বিরক্তিকর ও বুকচাপ। নিদ্রাকালীন চমকান, নাসিকা, গুহ্যদ্বার চুলকান, দাঁতকাটা ইত্যাদির বিষয় ইতিপুর্বেই লিখিত হইয়াছে।

রোগের কারণ (causes of diseases)—অতিরিক্ত মিষ্ট ভক্ষণ, তিক্ত ও তৈলাক্ত দ্রব্য ভক্ষণজনিত পীড়ায় বিশেষ উপকারী।

বৃদ্ধি (aggravation)—ইহার সমস্ত লক্ষণই সাময়িক; এক এক সময়ে এক এক প্রকার রোগের বৃদ্ধি হয়। যেমন—বজ্রাঘাতকালে কোন কোন বেদনা, সহবাস দ্বারা কতকগুলি; অধিকাংশ লক্ষণ **প্রাতঃকালে, সন্ধ্যাকালে ও রাত্রিতে** বৃদ্ধি পায়। **খোলা হাওয়া** রোগী পছন্দ করে না। ঠাণ্ডায় ও বাম পার্শ্বে শয়নে অনেক লক্ষণের বৃদ্ধি। **অম্লদ্রব্য, সির্কা, চর্বি,** দুগ্ধ, ফল ও ঠাণ্ডা খাদ্যে পাকস্থলীর অবস্থা খারাপ হয়। স্নানে অপ্রবৃত্তি।

হ্রাস (amelioration)—উল্লেখযোগ্য নহে। তবে অনেক লক্ষণ আহারের পর উপশম প্রাপ্ত হয়।

শক্তি (potency)—সর্বাপেক্ষা অধিক ব্যবহৃত হয় ৩x শক্তি,

তাহার পরই ৬x শক্তি। ১২x, ৩০x, ৬০x, ও ২০০x শক্তিও বেশ ব্যবহৃত হয়।

তুলনাযোগ্য হোমিওপ্যাথিক ঔষধ—শিশুদিগের অম্লগন্ধি মলে নেট্রাম ফস বাইওকেমিক মতে একমাত্র ঔষধ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ক্যাল্ক-কার্বের সহিত ইহার তুলনা হয়, অধিকতর অম্লগন্ধযুক্ত বাতেতে রিউমের সমকক্ষ। সর্বাঙ্গ চুলকানিতে আর্টিকা-ইউ, ডলিকাস ও সালফারের সহিত ঔষধটির তুলনা হয়। অম্ল লক্ষণের প্রাধান্যযুক্ত গেঁটে বাতে ইহার সহিত কলচি, লাইকো ও বেনজো-এর তুলনা হয়।

বিষঘ্ন (antidote)—এপিস ও সিপিয়া।

নেট্রাম সালফিউরিকাম

Natrum Sulphuricum

*অ্যান্টিসোরিক, *অ্যান্টিসাইকোটিক ও অ্যান্টিসিফিলিটিক

ভিন্ন নাম—সোডিয়াম সালফেট, সোডি সালফাস।

সাধারণ নাম—সালফেট অফ সোডা, গ্লবার্স সল্ট।

সংক্ষিপ্ত নাম—নেট-সালফ (nat sulph,)।

প্রস্তুত পদ্ধতি—সাধারণতঃ সমুদ্রজলে এবং লবণাক্ত হ্রদে ইহা পাওয়া যায়। উহা ভিন্ন সাধারণ লবণের সহিত সালফিউরিক অ্যাসিড মিশ্রিত করিয়া বিশুদ্ধ দানা সকল প্রস্তুত করা যায়। বিশুদ্ধ দানা সকল হইতে দুগ্ধশর্করা সহ চূর্ণ প্রস্তুত করা হইয়া থাকে।

ক্রিয়া—শারীরিক কোষে নেট্রাম সালফের অস্তিত্ব দৃষ্ট হয় না, কেবল কোষমধ্যস্থ তরল পদার্থে উহা আছে দেখা যায়। শরীর হইতে অপ্রয়োজনীয় জলীয়াংশকে বহির্গত করিয়া দেওয়াই ইহার কার্য এবং ইহার দ্বারা দেহস্থিত রস ও জলের সমতা রক্ষিত হয়। **নেট্রাম ফস** কি প্রকারে শরীরে জল প্রস্তুত করিয়া থাকে, তাহা নেট্রাম ফস অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। ঐ জল সোডিয়াম ক্লোরাইড বা **নেট্রাম মিউরের** দ্বারা সমস্ত বিধানে পরিব্যাপ্ত হয় এবং নেট্রাম সালফের দ্বারা শরীরস্থ উদ্বৃত্ত বা অপ্রয়োজনীয় জল শরীর হইতে নিঃসৃত হইয়া যায়। **নেট্রাম মিউর** ও নেট্রাম সালফ উভয়েই জল আকর্ষণ করিয়া থাকে ; কিন্তু নেট্রাম মিউর জল আকর্ষণ করিবার পর উহা শরীরের নির্মাণ কার্যে যে স্থানে যাহা দরকার তাহা প্রদান করিয়া থাকে, আর নেট্রাম সালফ বাকী অনাবশ্যকীয় জলটুকু শরীর হইতে নিঃসৃত করিয়া দেয়। ধামনিক রক্ত চলাচলের ব্যতিক্রম হইলে **নেট্রাম মিউর,** আর শৈরিক রক্ত চলাচলের ব্যতিক্রম হইলে নেট্রাম সালফ উপযোগী।

যখন নেট্রাম সালফের ন্যূনতা হয় অর্থাৎ অনাবশ্যকীয় জলীয়াংশ নিঃসৃত হইতে না পারে, তখন রক্ত দূষিত হয় এবং নানাপ্রকার পীড়ার উদ্ভব হয়। জ্বর, ওলাউঠা, শোথ, নাসিকা হইতে সবুজ বা হরিদ্রাভ সবুজবর্ণের শ্লেষ্মা নির্গত হয়। নেট্রাম মিউর ও সালফার এই উভয় ঔষধের একত্র সংমিশ্রণের জন্যই ম্যালেরিয়া জ্বরে ইহা এত সুফল-প্রদ। কেমন করিয়া শরীরে জলীয়াংশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া জ্বরাদি উৎপন্ন হয় সে সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। (১) পূর্বেই বলিয়াছি যে, **নেট-ফসের** ক্রিয়া দ্বারা শরীরে জল উৎপন্ন হয় এবং **নেট্রাম মিউর** দ্বারা উহা সর্বশরীরে সঞ্চালিত হইয়া অবশিষ্ট অনাবশ্যকীয় জলটুকু নেট্রাম সালফের দ্বারা শরীর হইতে বহির্গত হইয়া যায়। কিন্তু যদি নেট্রাম সালফের অভাববশতঃ ঐ অনাবশ্যকীয় জলটুকু বহির্গত না হয়, তাহা হইলে শরীরে জলীয়াংশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। (২) সূর্যোত্তাপে জলাশয়ের জল বাষ্প হইয়া বায়ুর সহিত মিশ্রিত হইলে অথবা বর্ষাকালের বায়ু সর্বদাই আর্দ্র থাকায়, তখন ঐ বায়ু নিঃশ্বাস পথে গমন করে বলিয়া জলীয় দ্রব্যও শরীরে প্রবেশ করে। সুস্থ অসুস্থ প্রত্যেকেরই শরীরে অহরহ এই প্রকার ক্রিয়া হইতেছে ; কিন্তু যখন শরীর সুস্থ থাকে, অর্থাৎ নেট্রাম সালফ উপযুক্ত পরিমাণে থাকে, তখন অপ্রয়োজনীয় জলীয়াংশ বহির্গত হইয়া যায়। বাষ্পে জলীয়াংশ অত্যধিক পরিমাণে থাকিলে অনেকের পক্ষে, বিশেষতঃ দুর্বল ধাতুর ব্যক্তির পক্ষে সহ্য করা অসম্ভব হইয়া পড়ে ; অর্থাৎ উহাদের শরীরে যথা প্রয়োজনীয় নেট্রাম সালফ না থাকায়, প্রবিষ্ট জলীয় পদার্থ প্রকৃতি কর্তৃক যে কোন সুবিধা-জনক দ্বার দিয়া নির্গত হইতে চেষ্টা করে। বলা বাহুল্য, রক্তে জলীয়াংশও এই সময় বৃদ্ধি পায়। উহা মলদ্বার দিয়া বহির্গত হইলে পিত্ত উদরাময় বা ওলাউঠা, নাসিকা দিয়া বহির্গত হইলে সর্দি, মুখ দিয়া বহির্গত হইলে পিত্তবমন ইত্যাদি নানা নামের রোগলক্ষণ প্রকাশিত

হয়। জ্বরের সময় যে কম্পন অনুভূত হয় উহা আর কিছুই নহে, শরীরে জলীয়াংশ বৃদ্ধির ফলে রক্তসঞ্চালনযন্ত্র, পেশী ইত্যাদির ভিতর কম্পনই বহির্দেশে প্রকাশ পায়। কিছুক্ষণ কম্প হইবার পর জ্বরের বেগ বৃদ্ধি হয়, ইহা সকলেই অবগত আছেন। কম্পনের পরই রক্ত চর্মপথে ধাবিত হয় বলিয়া গাত্রোত্তাপ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং হৃৎপিণ্ডে যখন রক্ত ধাবিত হয়, তখন নাড়ীর পূর্ণতা, দ্রুততা ইত্যাদি সম্পাদিত হয়। শারীরিক রক্তে অক্সিজেন হ্রাসপ্রাপ্ত হয় বলিয়া রক্ত চর্মপথে ধাবিত হয় এবং চর্মে বাহ্য বায়ু স্পর্শে অক্সিজেনও ভিতরে প্রবেশ করে। সর্বাপেক্ষা অধিক অক্সিজেন শরীরে প্রবেশ করে নিঃশ্বাস পথে। জ্বরে যে ঘন ঘন শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়া হয়, উহার কারণ আর কিছুই নহে, শরীরে অক্সিজেনের অল্পতাবশতঃ বাহির হইতে অক্সিজেন গ্রহণ করিবার উহা প্রকৃতিরই একটা উপায়। শরীরে যখন অনেকটা অক্সিজেন প্রবেশ করে, তখন ঐ অনাবশ্যকীয় জলের কতকাংশ ঘর্মরূপে নির্গত হইয়া জ্বর ত্যাগ হইয়া যায়। সুতরাং ঘন ঘন নিশ্বাসপ্রশ্বাসও আর পড়ে না। কিন্তু পুনরায় ক্রমশঃ ঐ জলীয়াংশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে এবং কয়েক ঘণ্টা অথবা কয়েকদিন পরে জ্বর প্রকাশ পায়। এইজন্য সর্বপ্রকার জ্বরেই নেট-সালফের অভাব লক্ষিত হয় বলিয়া সূক্ষ্ম মাত্রায় উহা একক অথবা পর্যায়ক্রমে দিতে হয়। এই সমস্ত কারণে বর্ষাকালের বিবিধ পীড়ায়, আর্দ্র বায়ু বা জলাশয়ের নিকটে স্যাঁতসেঁতে মৃত্তিকায় বাস করার জন্য যে সমস্ত পীড়া হয়, তাহাতেই এই ঔষধ বিশেষ উপকারী। বলিতে কি বর্ষাকালের বিবিধ পীড়ায় ইহাই আমাদের প্রধান অবলম্বন।

পিত্তের উপর এই ঔষধের আশ্চর্য ক্রিয়া লক্ষিত হয় এবং ইহা পিত্তের সমতা রক্ষা করে। পিত্তবিকৃতিবশতঃ যে কোনও পীড়া হউক না কেন, তাহাতেই ইহা অব্যর্থ। কোন রোগের সহিত

পিত্তবমন, পিত্তবাহ্যে, মুখের আস্বাদ তিক্ত, জিহ্বায় সবুজাভ ধূসর (greenish grey)—বা সবুজাভ বাদামী—বা পাংশুটে (greenish brown) বর্ণের লেপ থাকিলে ইহাকে নিঃসন্দেহে নির্বাচন করা যায়।

ইহা রক্তরোধক গুণযুক্ত; এইজন্য স্ত্রীলোকদিগের জরায়ু, নাসিকা ইত্যাদি স্থান হইতে রক্তস্রাবে ইহা ফলপ্রদ।

পরিচায়ক লক্ষণ (characteristic symptoms)—

১। পিত্তাধিক্যজনিত লক্ষণ সহ যে কোনও রোগে উৎকৃষ্ট। মুখের তিক্তাস্বাদ, পিত্তবমন, পিত্তভেদ, জিহ্বায় পিত্তজ কোটিং ইত্যাদি সমস্তই পিত্তাধিক্যের লক্ষণ।

২। জিহ্বায় সবুজাভ ধূসর (greenish grey) বা সবুজাভ বাদামী বা পাংশুটে বর্ণের (greenish brown) লেপ ইহার প্রকৃতিসিদ্ধ লক্ষণ।

৩। অধিক পিত্তবৃদ্ধিবশতঃ মানসিক উত্তেজনা ও আত্মহত্যা করিতে ইচ্ছা। জীবন-ধারণে বিতৃষ্ণা। অতিশয় খিটখিটে এবং বিষণ্ণ। প্রাতঃকালে লক্ষণ সকলের বৃদ্ধি।

৪। মস্তকে আঘাত বা পতনের ফলে মানসিক পীড়া।

৫। হাইড্রোজেনয়েড কনষ্টিটিউশান ধাতুর রোগীর অর্থাৎ যে সমস্ত রোগীর আর্দ্রতা একেবারেই সহ্য হয় না, বর্ষাকালে ও শুষ্ক বায়ু হইতে আর্দ্র বাতাসের পরিবর্তনে যাহাদের পীড়ার উৎপত্তি হয়, তাহাদের যাবতীয় রোগের ইহা মহৌষধি। শুধু তাহাই নহে, জলজ উদ্ভিদ্, ফল বা মৎস্য খাইলেও অসুখ হয়। সাইকোটিক ধাতুর রোগীদেরও ইহা উপযুক্ত ঔষধ। প্রাতঃকালে রোগের বৃদ্ধি ইহার আর একটি উৎকৃষ্ট লক্ষণ। জলে ভিজিয়া নানাপ্রকার পীড়া।

৬। নাসিকা হইতে গাঢ় হরিদ্রাবর্ণের শ্লেষ্মানিঃসরণ এবং কিছুক্ষণ

থাকিবার পর উহা সবুজবর্ণ ধারণ করে। আর্দ্র বাতাস সহ্য হয় না এবং সর্দি হয়।

৭। পিত্তবৃদ্ধিবশতঃ মুখ স্যাবা বা কামলার ন্যায় হরিদ্রাবর্ণ, ফ্যাকাশে বা রক্তহীন।

৮। ১ম ও ২য় লক্ষণ সহ যে কোনও অজীর্ণপীড়া। পেটে বায়ু জমিয়া শূলবেদনা। সীসক ব্যবহার হেতু শূলবেদনা। পেটের ভিতর অহরহ গড়গড় শব্দ করে। প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গের পর দুই এক পদ হাঁটিতে আরম্ভ করিলেই অত্যন্ত বাহ্যের বেগ হয় এবং তজ্জন্য অতিশয় তাড়াতাড়ি পায়খানায় দৌড়াইতে হয়। তরল মলত্যাগের পর মনে আনন্দের উদয় হয়।

৯। যকৃতের বেদনা বামদিকে শয়নে, হস্ত স্পর্শনে ও আর্দ্র বায়ুতে বৃদ্ধি। ১ম ও ২য় লক্ষণ দ্রষ্টব্য। যকৃতে রক্তাধিক্য (ফেরাম ফস)। বিরক্তিবশতঃ কামলা।

১০। ১ম ও ২য় লক্ষণে বর্ণিত লক্ষণ থাকিলে ওলাউঠায় ব্যবহৃত হয়। ইহা ওলাউঠার প্রতিষেধক।

১১। বহুমূত্রপীড়ায় মূত্রের শর্করা কমাইতে এই ঔষধের প্রভূত ক্ষমতা আছে। লিথিক অ্যাসিডের তলানি প্রস্রাবে থাকে। সুরকি গুঁড়ার ন্যায় এবং বালুর ন্যায় তলানি প্রস্রাবে থাকে। প্রস্রাবের সহিত অতিশয় পিত্ত নিঃসৃত হয়।

১২। জ্বালা যন্ত্রণাবিহীন পুরাতন গনোরিয়া রোগে ঘন হরিদ্রাভ বা সবুজাভ স্রাব নিঃসৃত হয়। লুপ্ত প্রমেহপীড়া।

১৩। ঋতুস্রাবের পূর্বে, অথবা সময়ে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব। অধিক পরিমাণে ঋতুস্রাব নির্গত হয় এবং নিঃসৃত হইবার সময়ে যে যে স্থানে লাগে সেই স্থানসমূহ চুলকায়, জ্বালা করে এবং সেই সেই স্থানে ফুস্কুড়ির মত হয়। ঐরূপ লক্ষণযুক্ত শ্বেতপ্রদর।

১৪। কাশির কষ্টে বিছানার উপর উঠিয়া বসিতে বাধ্য হয় এবং উপশম আশায় হস্ত দ্বারা বক্ষঃস্থল চাপিয়া ধরে। বাম ফুসফুসের নিম্নে ক্ষতবৎ বেদনা থাকা এই ঔষধের একটি উল্লেখযোগ্য লক্ষণ। দড়ির ন্যায় গাঢ় সবুজবর্ণের শ্লেষ্মা নির্গত হয়। বর্ষাকালে ও আর্দ্র বায়ুতে পীড়ার উৎপত্তি বা বৃদ্ধি। এই সমস্ত লক্ষণ হাঁপানি, নিউমোনিয়া, সাধারণ কাশি ইত্যাদি যে কোনও ফুসফুসের পীড়া সহ থাকিবে, তাহাতেই এই ঔষধ দ্বারা সুফল ফলিবে। প্রাতঃকালে কাশির বৃদ্ধি। পিত্তলক্ষণ থাকিলে আরও উপযোগী।

১৫। বেরিবেরি ও শোথ পীড়ার প্রধান ঔষধ। বর্ষাকালে এবং স্যাঁতসেঁতে স্থানে বাস জন্য পীড়া।

১৬। জ্বরের সহিত পিত্তলক্ষণ থাকিলে।

বিশেষত্ব (peculiarity)—এই ঔষধের বিষয় স্মরণ হইলেই পিত্তবৃদ্ধিজনিত লক্ষণের বিষয়ই স্মরণ হয়। ফলতঃ যে কোন রোগের সহিতই হউক না কেন, যদি মুখে তিক্তাস্বাদ, পিত্তবমন, পিত্তভেদ, সবুজাভ কটা—অথবা পাংশুটে বর্ণের লেপযুক্ত জিহ্বা, মুখ চক্ষু হরিদ্রাবর্ণ ইত্যাদি পিত্তবৃদ্ধিজনিত লক্ষণ থাকে, তাহাতেই এই ঔষধ ব্যবহার করিলে নিশ্চয়ই উপকার হইবে। যে কোন স্থান হইতেই হউক না কেন, সবুজাভ—অথবা হরিদ্রাবর্ণের স্রাব নিঃসৃত হওয়া ইহার বিশেষ লক্ষণ। বর্ষাকালে ও আর্দ্র বায়ুতে পীড়ালক্ষণের বৃদ্ধি বা উৎপত্তি হইলে, ইহা সর্বপ্রকার রোগেই সুন্দর কাজ করে।

মানসিক লক্ষণ (mental symptoms)—**পিত্তাধিক্য-বশতঃ মানসিক উত্তেজনা,** অধিক পিত্ত নিঃসরণ হইলে উত্তেজনা অতিশয় বৃদ্ধি পায় এবং তজ্জন্য আত্মহত্যা করিতেও দ্বিধা বোধ করে না। নিজের জীবনের প্রতি বিন্দুমাত্রও মমতা থাকে না, মনে করে তাহার সমস্ত সাধই পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। রোগী অতিশয় বিষণ্ণ, খিটখিটে,

কথা বলিতে চাহে না এবং কাহারও কথা শুনিতে চাহে না। সঙ্গী চাহে না। **মানসিক অবসাদ এত বেশী যে, উৎকৃষ্ট গীতবাদ্যেও রোগিনী দুঃখিত হইয়া পড়ে।** পাতলা মল নিঃসরণের পর মনে আনন্দ হয়। মনের দুঃখে ক্রন্দন করে। **মস্তকে বাহ্য আঘাত-বশতঃ বিবিধ জটিল মানসিক পীড়া।** আঘাত বা পতনের ফলে নানাপ্রকার মস্তিষ্করোগ। **প্রাতঃকালে এবং আর্দ্র বায়ুতে সকল প্রকার রোগলক্ষণের বৃদ্ধি** ইহার একটি প্রধান লক্ষণ।

শিরঃপীড়া (headache)—মস্তকের উপরিভাগে অতিশয় দপদপানি (pulsating) ও জ্বালাজনক শিরঃপীড়া। পিত্তবমন, পৈত্তিক মলযুক্ত অতিসার, মুখের তিক্তাস্বাদ, সবুজাভ বাদামী—বা পাংশুটে লেপবিশিষ্ট জিহ্বা ইত্যাদি **পৈত্তিক লক্ষণযুক্ত শিরঃপীড়া।** শিরঃপীড়া সহ উদরবেদনা ও গা-বমি-বমি করা। মস্তকের নিম্নভাগে অতিশয় বেদনা, মনে হয় যেন মস্তকের নিম্নাংশে কোন কিছু চিবাইতেছে —বা সাঁড়াশি দ্বারা অস্থি সকল গুঁড়া করিয়া ফেলিতেছে। সম্মুখ কপালে এত বেদনা যে, মনে হয় উহা বিদীর্ণ হইয়া যাইবে। আহারের পর ঐ ভাবের বৃদ্ধি। শিরঃপীড়া সহ শিরঃঘূর্ণন ও তন্দ্রা; উহার দ্বারা পাণ্ডু বা কামলা হইবার পুর্বলক্ষণ প্রকাশিত হয়। অতিরিক্ত পিত্ত-নিঃসরণ হইলেও মাথা ঘোরে ও মানসিক উত্তেজনা আসে। মস্তিষ্কে আঘাত লাগা বা পতনজনিত মস্তিষ্কের যে কোন পীড়া। মনে হয়, যেন মস্তিষ্ক শিথিল হইয়া গিয়াছে; দ্বিপ্রহরের পুর্বেও চুপ করিয়া থাকিলে এই লক্ষণের বৃদ্ধি। সবিরাম বা স্বল্পবিরাম জ্বরের সহিত মাথা ভার বোধ হওয়া। পিত্তাধিক্যজনিত সর্বপ্রকার শিরঃপীড়ার ইহাই একমাত্র ঔষধ।

মেরুমজ্জা-ঝিল্লীর প্রদাহ (spinal meningitis)—ডাঃ কেণ্টের মতে এই রোগের ইহাই একমাত্র ঔষধ। ইহার দ্বারা

অত্যল্প সময়ের মধ্যে মস্তিষ্কের রক্তাধিক্য হ্রাস হয়। **মস্তিষ্কের নিম্নদেশে ভয়ানক চর্বণবৎ বা আকর্ষণবৎ বেদনা।** বেদনার প্রবলতায় রোগীর মস্তক যেন পশ্চাৎদিকে টানিয়া আনে। মস্তকে অতিশয় রক্তসঞ্চয়, প্রলাপ বকা ও মধ্যে মধ্যে আক্ষেপিক লক্ষণ। টঙ্কারের সময়ে শরীর পশ্চাৎভাগে ধনুকের ন্যায় বক্র হইয়া যায়।

সন্ন্যাস (apoplexy)—রোগাক্রমণের পূর্বে মস্তকে অতিশয় রক্তসঞ্চয় বা পৈত্তিক লক্ষণ থাকিলে এই ঔষধ ফলপ্রদ।

অর্দ্ধ-শিরঃশূল (hemicrania)—পৈত্তিক লক্ষণযুক্ত আধ-কপালে মাথা ধরা। ম্যালেরিয়া বা ভিজে স্যাঁতসেঁতে স্থানে বাস জন্য পীড়া।

চক্ষুপীড়াসমূহ (diseases of the eye)—চক্ষের কঞ্জাংটাইভা হরিদ্রাবর্ণ। চক্ষের পাতায় **বড় বড় ফোস্কার ন্যায় মাংসাঙ্কুর জন্মে** এবং সেই সঙ্গে অশ্রুপতন ও চক্ষুজ্বালা। প্রমেহ বা সাইকোসিস বিষ হইতে উদ্ভূত অক্ষিপুটে (পাতায়) পূর্বোক্ত প্রকার মাংসোদ্ভেদ। পুরাতন চক্ষুপ্রদাহ সহ গ্র্যানুলার লিডস। চক্ষু হইতে সবুজবর্ণ পুঁজনিঃসরণ ও তৎসহ ভয়ানক আলোকাতঙ্ক। প্রাতে চক্ষুর পাতা পিচুটিতে জুড়িয়া থাকে (নেট্রাম মিউর, নেট্রাম ফস) এবং আলোকের দিকে তাকাইতে পারে না। কর্নিয়ায় দাগ হয়। প্রাতে চক্ষুপত্রের প্রান্তভাগ চুলকায়। বৈকালের পর হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত চক্ষু শুষ্ক বোধ হয় ও জ্বালা করে।

কর্ণপীড়াসমূহ (diseases of the ear)—কর্ণশূল (ম্যাগ-ফস, সাইলি)। রোগী মনে করে যেন কর্ণবিবর হইতে কোনও দ্রব্য বাহির হইয়া যাইতেছে। কর্ণের ভিতর বিদ্যুদ্বৎ খোঁচা বোধ হয়। ঠাণ্ডা ও আর্দ্র স্থানে বা আর্দ্র বায়ুতে থাকিলে বৃদ্ধি। সন্ধ্যায় কর্ণে পক্ষীর ডাকের ন্যায় শব্দ। দক্ষিণ কর্ণে যন্ত্রণার আধিক্য।

সর্দি (coryza)—নাসিকা বন্ধ, **নাসিকার ভিতরে শুষ্কতা ও জ্বালা।** নাসিকা হইতে গাঢ় হরিদ্রাভ শ্লেষ্মানিঃসরণ এবং উহা রৌদ্রের তাপে অথবা বাতাসে কিছুক্ষণ থাকিবার পর সবুজবর্ণ ধারণ করে। নাসিকার পাতা চুলকায়। প্রাতঃকালে নাসিকা হইতে গাঢ় সবুজাভ শ্লেষ্মা নির্গত হয়। **বাতাস পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই সর্দি লাগে; বর্ষাকালে পীড়ার বৃদ্ধি বা আরম্ভ।** ঠাণ্ডা আর্দ্র স্থানে বাস জন্য সর্দি।

নাসিকা হইতে রক্তস্রাব (bleeding from the nose)—ঋতুর সময়ে, পূর্বে অথবা পরিবর্তে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব হইলে এই ঔষধে উপকার হয়। প্রায়ই বৈকালের দিকে এই প্রকার হয়। এই ঔষধে রক্তরোধের বিশেষ ক্ষমতা আছে। শক্তি—নিম্ন ক্রমে ভাল ফল হয়।

মুখাকৃতি (appearance of the face)—অনেক সময় মুখের চেহারা দেখিয়া এই ঔষধ নির্বাচন করা সহজ হইয়া পড়ে। পিত্তাধিক্যজনিত মুখ ন্যাবার ন্যায় হরিদ্রাভ, ফ্যাকাশে, রক্তহীন ও হরিদ্রাবর্ণ।

মুখের রোগ (diseases of the mouth)—মুখে তিক্তাস্বাদ, বিস্বাদ, সর্বদাই মুখে আঠা আঠা শাদা শ্লেষ্মা জমিয়া থাকে বলিয়া উহা তুলিয়া ফেলিবার জন্য ওয়াক উঠে ও গলা খাঁকারি দিতে হয়। জিহ্বায়, মুখে ও গলার মধ্যে লঙ্কার ঝালের ন্যায় জ্বালা বোধ হয়।

জিহ্বা (tongue)—**জিহ্বার গোড়ার দিকে মলিন সবুজাভ বাদামী বা পাংশু বর্ণের লেপ।** জিহ্বা চটচটে, জিহ্বার অগ্রভাগে জ্বালা ও ফোসকা পড়ে (ক্যাল্ক-ফস, নেট-মিউর)। **জিহ্বায় তিক্তাস্বাদ** কিংবা আস্বাদহীন (কেলি সালফ, নেট-মিউর)। জিহ্বার উপরে কাদার ন্যায় ময়লা। জিহ্বা লালবর্ণ।

দন্তশূল (toothache)—দন্তশূলে তামাকের ধূম লাগিলে, অথবা তামাক সেবন করিলে, শীতল জল বা শীতল বায়ুতে আরাম বোধ করিলে ইহা উৎকৃষ্ট। রাত্রিতে, বিশেষতঃ শয্যায় শয়নাবস্থায়, নিদ্রাভঙ্গ হইলে এবং গরম জল পানে দন্তশূলের বৃদ্ধি। মাষক দোষগ্রস্ত ধাতুর দন্তমূল শিথিল।

ডিপ্থিরিয়া (diphtheria)—এই পীড়ায় যখন সবুজাভ রংয়ের বমি হয়, মুখে তিক্তাস্বাদ ও মুখ দিয়া তিক্ত জল উঠা লক্ষণ থাকে, তখন ব্যবহার্য। গলনালী মধ্যে বেদনা ও ক্ষত বোধ হয়। কঠিন বস্তু গিলিতে পারে না। **ঢোঁক গিলিতে গেলে মনে হয় যেন গলায় একটা পুঁটুলির মত রহিয়াছে** (নেট্রাম ফস, সাইলি)।

অজীর্ণতা (dyspepsia)—**পিত্তবমন, পিত্তভেদ, মুখে তিক্তাস্বাদ, জিহ্বায় পিত্তজ কোটিং** (greenish grey or greenish brown) **ইত্যাদি পিত্তবৃদ্ধি লক্ষণসহ যে কোনও প্রকার অজীর্ণপীড়া।** জিহ্বায় সবুজাভ বাদামী অথবা সবুজাভ পাংশু-বর্ণের লেপ থাকিলে পিত্তবৃদ্ধি বুঝিতে পারা যায় এবং এই অবস্থায় নেট্রাম সালফ উপকারী; কিন্তু জিহ্বায় যখন শাদাবর্ণের ময়লা থাকে, তখন পিত্তনিঃসরণ কম বুঝিতে পারিয়া **কেলি মিউর** প্রদান করিতে হইবে। সুতরাং পিত্তবিকৃতি হইলেই যে নেট্রাম সালফ প্রদান করিতে হইবে তাহা নহে; পিত্তনিঃসরণ অধিক হইতে থাকিলেই কেবল দেওয়া যায়। পেটে অত্যধিক বায়ুর সঞ্চার হইয়া শূলবেদনা, বেদনার প্রকৃতি কর্তনবৎ (cutting pain), প্রাতঃকালে পাকস্থলী শূন্য হইলে এই বেদনার আধিক্য। বায়ুনিঃসরণে উদরে কষ্ট এবং উদ্গার তুলিলে শূন্যতার উপশম। প্রথমে মাথা ভার হইয়া অম্ল বা লবণাক্ত জল বমন হয় এবং পরে অবসন্নতা বোধ হয়। উদরের স্থানে স্থানে বায়ু জমে ও পেটবেদনা করে। প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে

শীতল পানীয়ের জন্য অতীব স্পৃহা। সীসক ব্যবহার হেতু শূলবেদনা (lead colic; ১x বা ২x ক্রম ঘন ঘন ব্যবহার্য)। পাকস্থলী অত্যন্ত স্ফীত ও ভার বোধ হইলে প্রশ্বাস ফেলিতে কষ্ট হয় এবং বমনের ভাব হয়। আহার করিতে ইচ্ছা করে না, আহার করিবার কালে মাথা ঘোরে এবং পরে বমনের ভাব হয়। সন্ধ্যাকালে উদর হইতে উর্দ্ধদেশ পর্যন্ত বেদনা হয় এবং নিঃশ্বাসের কষ্ট অনুভূত হয়। গলা বাহিয়া অম্ল উদ্গার উঠে ও বুক জ্বালা করে। শাকসব্জি সহ্য হয় না। রুটি ও মাংসে অপ্রবৃত্তি। শক্তি—৬x।

উদরাময় (diarrhœa)—**সবুজবর্ণের পিত্তসংযুক্ত ভেদ বা বমি।** জিহ্বার লক্ষণ দ্রষ্টব্য। প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গের পর ২।১ পা চলিবার পরই বাহ্যের বেগ হয় এবং তাড়াতাড়ি পায়খানায় যাইতে হয়। প্রাতঃকালে ঐ প্রকার ২।১ বার তরল দাস্ত হয়, আর হয়ত সমস্ত দিবারাত্রের মধ্যেও হয় না। **ক্যাল্ক-ফসের** ন্যায় এই ঔষধেরও মলত্যাগকালীন প্রচুর বায়ুনিঃসরণ হওয়ার লক্ষণ আছে। নেট্রাম সালফে সাতিশয় পেট ডাকা ও পেটে ভুটভাট বা হড়হড় গড়গড় শব্দ করা লক্ষণ আছে। তবে পেটের ঐ ডাক দক্ষিণ দিকের তলপেটেই (ileocecal region) অধিক। পুরাতন উদরাময়ে যখন যকৃৎ আক্রান্ত হইয়া দক্ষিণ দিকের পেটে বেদনা হয় এবং উহাতে স্পর্শও সহ্য হয় না। **বর্ষাকালে, আর্দ্র বাতাসে, প্রাতঃকালে, পাকা ঘরের নীচের তলায় বা স্যাঁতসেঁতে স্থানে বাস জন্য পীড়ার উৎপত্তি বা বৃদ্ধি হইলে অতি উৎকৃষ্ট।** আহারের পরও রোগ বৃদ্ধি হয়। বৃদ্ধদিগের উদরাময়ের অধিকাংশ সময়েই এই ঔষধের প্রয়োজন হয় এবং তাহাতে অতি সত্বর পীড়া আরোগ্য হয়। বালকদিগের অনেক সময় হরিদ্রাবর্ণ তরল দাস্ত দৃষ্ট হয় এবং পাকস্থলীতে অম্ল জন্মে। শ্লেষ্মাধিক্য ধাতুতে এই ঔষধ সুন্দর কাজ করে। তরল মলত্যাগের

পর মনে আনন্দ হওয়া এই ঔষধের নির্বাচক লক্ষণ। আন্ত্রিক টিউবার-কুলোসিস পীড়ার প্রথমাবস্থায় এই ঔষধে আশ্চর্য ফল হয়। **ম্যাগ-ফসের** মত জোরে পিচকারি দিয়া দাস্ত হয়। মলত্যাগের পর গুহ্য-দ্বার জ্বালা করে (নেট্রাম মিউর, সাইলি) এবং কুটকুট করে। তরল মলও কুন্থন দিয়া ত্যাগ করিতে হয় (সাইলি)। বাহ্যের পূর্বে পেট কামড়ায় এবং বাহ্যের পর উহার উপশম। শক্তি—১২x এবং পুরাতন হইলে—৩০x ও ২০০x।

রোগী-বিবরণ—সহরের জনৈক চিকিৎসকের অনেকদিন ধরিয়া উদরাময় ছিল। পূর্বে টিউবওয়েলের জল ব্যবহার করিতেন; এখন স্থান পরিবর্তন ও ক্লোরিন মিশ্রিত সহরের কলের জল ব্যবহার করিয়া উদরাময় কিছুতেই আরোগ্য হইতেছে না। লিভারের দোষজনিত অনিয়মিত পায়খানা বাল্যকাল হইতেই ছিল। অনেকপ্রকার চিকিৎ-সাতেও কোন ফল হয় নাই। প্রাতে নিদ্রাভঙ্গের পরই বাহ্যের বেগ হইত। মলের সহিত বায়ুনিঃসরণ, পেটের ডাক, বেশী পাতলা বাহ্যের দিন পিচকারীর ন্যায় বেগে মলনিঃসরণ, মলে আম ছিল এবং নরম মলও সময়ে সময়ে কুন্থন দিয়া নিঃসরণ করিতে হইত। সকাল হইতে স্নানের সময় পর্যন্ত ২।৩ বার বাহ্যে হইত এবং অন্য সময়েও ২।১ বার হইত। রাত্রিতে বড় একটা হইত না। বাহ্যের পরই শরীরে বেশ আরাম বোধ হইত। মনে হইত আর বাহ্যে হইবে না এবং ঐ সময়ে কাজকর্মেও বেশ উৎসাহ আসিত। যাহা হউক, **নেট্রাম সালফ** ২০০ এক মাত্রা দেওয়ায় আশাতিরিক্ত ফললাভ হইল। একেবারে আরোগ্য হইতে সময় লাগিয়াছিল; কারণ, নিমিত্ত কারণ বা উত্তেজক কারণ যে জল তাহার ব্যবহার বন্ধ করা সম্ভব ছিল না। কিছুদিন পরে অবশ্য ভাল হইয়া যান। এই রোগীকে কাঁচা বেল পোড়া প্রাতে খালি পেটে সামান্য ইক্ষুগুড় সহ খাইতে দিয়া যথেষ্ট ফল পাওয়া গিয়াছিল এবং তৎপরে

বহু রোগীক্ষেত্রে ঐ ব্যবস্থায় চমৎকার ফললাভ হইয়াছে। এই রোগী কবিরাজী চিকিৎসাও কিছুদিন করান, কিন্তু সুফল হয় নাই।

যকৃৎপীড়াসমূহ (diseases of the liver)—মুখে তিক্তাস্বাদ, পিত্তবমন, পিত্তময় মল, মুখ ও চক্ষু হরিদ্রাবর্ণ, জিহ্বায় পিত্তজ কোটিং এবং দক্ষিণ স্কন্ধে বেদনা থাকিলে এই ঔষধ উপযোগী। যকৃতে রক্তাধিক্য ও বিরক্তিবশতঃ কামলা (jaundice)। যকৃৎ স্ফীত ও বিবর্ধিত এবং সামান্য স্পর্শেও বেদনা বোধ হয়। যকৃতে তীক্ষ্ণ খোঁচামারার ন্যায় বেদনা করে ও টাটায়। মানসিক পরিশ্রমের পর যকৃৎ উত্তেজিত হইলে **কেলি ফস** সহ পর্যায়ক্রমে। **বামদিকে শয়নে যকৃৎবেদনার বৃদ্ধি। বর্ষাকালে ও আর্দ্র বায়ুতেও পীড়ার বৃদ্ধি।** যকৃতের সর্বপ্রকার পীড়ায় অন্য ঔষধ নির্দেশিত হইলেও, এই ঔষধ মধ্যে মধ্যে ২।১ মাত্রা করিয়া দিতে হয়।

রোগী-বিবরণ—(১) ১লা আগষ্ট ১৯৪৮ সাল বৈকাল বেলায় শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রনাথ সরকার এম-এ, বি-এল, এম-এল-এ মহোদয়ের খুলনার বাসায় তাঁহার দেড় বৎসর বয়স্ক পুত্রকে দেখিতে আহূত হইলাম। ছেলেটি দুই সপ্তাহ ধরিয়া জ্বরে ভুগিতেছে। চিকিৎসা হোমিওপ্যাথিক মতে হইয়াছে, কিন্তু অবস্থার কোন পরিবর্তন লক্ষিত হয় নাই। ঔষধ ক্যামোমিলা, অ্যাকোনাইট, আর্সেনিক, লাইকো, ইপিকাক ইত্যাদি পড়িয়াছে।

জ্বর ২৪ ঘণ্টাই থাকে—তবে খুব বেশী নহে, হ্রাস বৃদ্ধি হয় কিনা বুঝা যায় না, কাশি, বমি, কান্নাকাটি আছে। কপাল কুঞ্চিত, প্রস্রাব লাল, **বমির সহিত হরিদ্রাবর্ণের পিত্ত** থাকিতে দেখা গিয়াছে। পূর্বে সমস্ত দিন কান্নাকাটি করিত এবং সমস্ত রাত্রি ভাল থাকিত। কিন্তু এখন তাহা নাই। শীত নাই। বাহ্যের কোন বিশেষত্ব নাই।

ঔষধ—**নেট্রাম সালফ** ৬x ছয় মাত্রা দুই দিনের। ২৪ ঘণ্টা পরে

সংবাদ—জ্বর বন্ধ হইয়া গিয়াছে এবং বমিও আর হয় নাই। সম্পূর্ণ সুস্থ হইতে আরও ২।১ মাত্রা ঔষধ দিয়াছি মাত্র।

(২) ১৯৬১ সালের এপ্রিল মাসের শেষ সপ্তাহ। ১৫।১৬ বৎসরের জনৈকা বালিকা জণ্ডিস বা কামলা চিকিৎসার জন্য আসিয়াছে। উত্তর কলিকাতার কোন সহরতলীতে থাকে। দুই সপ্তাহ হইতে ব্যাধির সূত্রপাত। চক্ষুদ্বয়, মুখমণ্ডল, প্রস্রাব, হাতের তালু ইত্যাদি হরিদ্রাবর্ণের হইয়াছে। মল সাদাটে, আহারে রুচি নাই। মুখের স্বাদ নাই এবং জিহ্বার বর্ণও উল্লেখযোগ্য নহে। অন্য কোন লক্ষণই পাওয়া গেল না।

চেলিডোনিয়াম θ দৈনিক ৪ মাত্রা করিয়া দিয়া ৪ দিনেও কোন ফল পাওয়া গেল না। কেলি মিউর ৬x দিয়াও কোন ফল পাওয়া যায় নাই। অতঃপর লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম যে, বরাবরই বালিকার মুখমণ্ডল বিষণ্ণ প্রকৃতির। গৃহে মানসিক শান্তি নাই। **নেট-সালফ** ৬x, তিন মাত্রা করিয়া দুই দিন দিতেই লক্ষণীয় পরিবর্তন দেখা গেল। ৩।৪ দিনের মধ্যে মল হরিদ্রাবর্ণের হইল, প্রস্রাবের বর্ণ অনেকটা পরিষ্কার হইল এবং রোগিনীর আহারের রুচি ও আহারের পরিমাণ বৃদ্ধি হইল। পরে ঐ ঔষধেরই ১২x শক্তি এক মাত্রা করিয়া ব্যবস্থা করায় অত্যল্প দিনের মধ্যে রোগিনী সম্পূর্ণ সুস্থ হইল।

মন্তব্য—মানসিক লক্ষণ না পাইলে এই রোগিনীর জন্য নেট-সালফ নির্বাচন করা সম্ভব হইত কিনা সন্দেহ। অন্যান্য ক্ষেত্রের ন্যায় এক্ষেত্রেও ঔষধের মাত্রা মাত্র এক গ্রেন ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

পিত্তশিলা—(gallstone)—ইহাই এই পীড়ার প্রধান ঔষধ। পিত্তবমন, পিত্তভেদ, কোষ্ঠবদ্ধতা, মুখে তিক্তাস্বাদ ইত্যাদি পিত্তলক্ষণ থাকিলে এই ঔষধ উৎকৃষ্ট। **ক্যাল্ক-ফস** সেবনে নূতন পাথরি হওয়া বন্ধ হয় বলিয়া অনেক সময় উভয় ঔষধ পর্যায়ক্রমে ব্যবহার করিতে

হয়। পাথরি পিত্তনালী হইতে নির্গত হইবার সময় যদি অতিশয় আক্ষেপিক বেদনা হয়, তাহা হইলে এই ঔষধের সহিত **ম্যাগ-ফস** পর্যায়ক্রমে ব্যবহার করিতে হয়। শক্তি—৩x (উষ্ণ জলের সহিত)।

রোগী-বিবরণ—ইংরাজী ১৯৫০ সালের……তারিখে প্রাতঃকালে খুলনা সহরের নিকটবর্তী টুটপাড়ার শ্রীশ্রীকান্ত মণ্ডল তাঁহার স্ত্রীকে একবার অবিলম্বে দেখিয়া আসিবার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করিলেন। কারণ রোগিনী লিভারের তীব্র বেদনায় মরণাধিক যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন। আমিও অবিলম্বে রওনা হইলাম। শুনিলাম যে, অ্যালোপ্যাথিক মতে খুলনা সহরের চিকিৎসা তাঁহার শেষ হইয়াছে। অ্যালোপ্যাথিক ডাক্তারবাবুরা নানাপ্রকার ঔষধ দিয়াছেন। কিন্তু উহাতে কিছুমাত্র ফল না হওয়ায় অবশেষে মর্ফিয়া ইনজেকশান দেন। তাহাতে অল্প সময়ের জন্য যন্ত্রণার উপশম হয়। শেষ পর্যন্ত কলিকাতা হইতে এক্স-রে পরীক্ষার দ্বারা রোগ নির্ণয়ের উপদেশ দেন। অর্থাৎ আমাদের সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াছি এবং তাহার পারিশ্রমিকও গ্রহণ করিয়াছি,—এখন সুনামের সহিত আর অর্থ উপার্জন করা সম্ভব নহে, সুতরাং আমাদের নিকট হইতে অন্যত্র সরিয়া পড়। যাহা হউক, জনৈক অভিজ্ঞ, অর্থাৎ বহু রোগী দেখা হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসককে ডাকা হয়। তিনিও হোমিওপ্যাথিক ঔষধ দ্বারা কোনও সুবিধা করিতে না পারিয়া অ্যালোপ্যাথিক নানাপ্রকার বেদনানাশক বটিকা প্রয়োগ করেন। শেষ পর্যন্ত আমাকে ডাকা হয়। আমি রোগিনীকে পরীক্ষা করিয়া নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি সংগ্রহ করিলাম।

এক বৎসর হইতেই শরীর খারাপ—অম্ল অজীর্ণ ইত্যাদি মধ্যে মধ্যে হয়। গত ১০।১২ দিন হইতে লিভারে অসহ্য উন্মাদকর বেদনা, গত ৩।৪ দিন হইতে উহার তীব্রতা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে, দিবারাত্র সর্বদা বেদনা। বেদনা কি রকম তাহা ভাষায় প্রকাশ করিয়া বলা যায় না—

ফাটিয়া যায়, কামড়ায় ইত্যাদি প্রকৃতির। কোন পার্শ্বেই শয়ন করা যায় না। অস্থির ভাব—একবার দাঁড়ান, একবার এ-পাশ একবার ওপাশ করা, ৪।৫টি উঁচু বালিশের উপর ঈষৎ হেলান দিয়া কিছুক্ষণ থাকা যায়, অতিশয় পিপাসা--কিন্তু অল্প পরিমাণে জল খান, কোষ্ঠবদ্ধ, জিহ্বার স্বাদ তিক্ত, তিক্ত বমন, বিবমিষা, অক্ষুধা, মৃত্যুকামনা, অতিশয় বিষণ্ণ প্রকৃতির ইত্যাদি লক্ষণ ছিল।

নেট-সালফ ৬x—প্রতি ঘণ্টায় এক মাত্রা করিয়া সেবনের উপদেশ দিলাম। সন্ধ্যার সময় সংবাদ পাইলাম যে, বেদনা এখন ২৫।৩০ মিনিট অন্তর অন্তর ধরিতেছে—পুর্বের ন্যায় অবিরত বেদনা থাকে না। ঐ ঔষধ অধিক সময় অন্তর সেবনের উপদেশ থাকিল। কিন্তু বেদনা না ধরিলে ঔষধ বন্ধ থাকিবে।

পরের দিন—কয়েক দিবস পরে গত রাত্রিতে মধ্যে মধ্যে নিদ্রা হইয়াছে। বেদনা না থাকিলে বিছানায় শুইতে পারেন। বমি বা বিবমিষা নাই। ২ দিন পরে একবার শক্ত বাহ্যে হইয়াছে। ঔষধ নেট-সালফ ৩০x দুই মাত্রা।

তৃতীয় দিন—বেদনা আর ধরে নাই। খুব ক্ষুধা হইয়াছে। ডাবের জল ভিন্ন এখন বার্লি, ফল ইত্যাদি পথ্য দেওয়া হইতেছে। ঔষধ বন্ধ।

চতুর্থ দিন—সর্ববিষয়ে ভাল। বৈকালে একটু জ্বর হইতেছে। জিহ্বার স্বাদ এখনও তিক্ত আছে। বুক পিঠ 'ফাটায়' খুব কষ্ট পাইতেছেন। লিভার পরীক্ষায় আকৃতি অনেক ছোট দেখিতে পাইলাম। ৩।৪ দিন পুর্বে যকৃৎ প্রদেশে হাত ছোঁয়ান যাইত না। অদ্য টিপিয়া পরীক্ষা করিতে পারিলাম। **চেলিডোনিয়াম** ৩০ তিন মাত্রা ও পরে ২০০ এক মাত্রা দিয়া রোগিনীর চিকিৎসা শেষ করিলাম এবং অন্নপথ্য দিলাম।

এইরূপ একটি কঠিন রোগিনীর উন্মাদকর যন্ত্রণার সম্পূর্ণ উপশম নেট-সালফের কয়েক মাত্রার দ্বারা মাত্র ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই সম্পন্ন হইল। এক সপ্তাহ মধ্যেই রোগিনী সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াছেন বলিয়া মত প্রকাশ করা একমাত্র হোমিওপ্যাথের পক্ষেই সম্ভব হইল।

এই রোগিনীর বিবরণটী গ্রন্থকারের "মানসিক লক্ষণের মেটিরিয়া মেডিকা" নামক পুস্তক হইতে উদ্ধৃত।

পেরিটোনাইটিস (peritonitis)—অন্ত্রের আবরক-ঝিল্লীর নাম পেরিটোনিয়াম। উক্ত ঝিল্লীর প্রদাহ হইলে তাহাকে পেরিটোনাইটিস বলে। উক্ত ঝিল্লীর প্রদাহ সহ মুখে তিক্তাস্বাদ ইত্যাদি পিত্ত-লক্ষণ বর্তমানে ইহা উপযোগী। উদরে জলসঞ্চয়; কিন্তু উদরাময় থাকা সত্ত্বেও যদি ঐ জল না কমে তাহা হইলে এই ঔষধ প্রয়োগ করা কর্তব্য। প্রথমাবস্থায় প্রবল জ্বর ইত্যাদি থাকিলে **ফেরাম ফস** সহ পর্যায়ক্রমে ব্যবহার্য।

রক্তামাশয় (dysentery)—পিত্তলক্ষণ বর্তমান থাকিলে ইহা ব্যবহৃত হয়। এই পীড়ার প্রধান ঔষধ "কেলি মিউর"।

ওলাউঠা (cholera)—ওলাউঠা আক্রমণের প্রাদুর্ভাব কালে প্রত্যহ এই ঔষধের ৩x চূর্ণ ২।১ মাত্রা করিয়া সেবন করিলে পীড়া আক্রমণের ভয় থাকে না। প্রথমাবস্থায় এই ঔষধ ব্যবহার করিলে সহজে রোগারোগ্য ঘটিয়া থাকে। পিত্তবমন, পিত্তভেদ, মুখে জল উঠা ও জিহ্বায় পিত্তজ কোটিং থাকিলে বিশেষ উপযোগী। বালকদিগের উদরাময় ও ওলাউঠায় সাধারণতঃ ক্যাল্ক-ফস, ফেরাম ফস ও নেট্রাম ফস —এই তিনটি ঔষধের বেশী প্রয়োজন হয় না। শক্তি—৩x।

কোষ্ঠবদ্ধতা (constipation)—মল কঠিন, গুটলে গুটলে এবং উহাতে রক্ত ও শ্লেষ্মা মিশ্রিত থাকে। **তরল মলও কুন্থন দিয়া নির্গত করিতে হয়।** মলত্যাগকালীন দুর্গন্ধযুক্ত বায়ুনিঃসরণ। মল-

ত্যাগের সময় ও পরে গুহ্যদ্বার চুলকায় ও কুটকুট করে। অধিক মাত্রায় এই ঔষধ খাওয়াইলে জোলাপের কার্য করে (নেট-ফস)।

শূলবেদনা (colic)—"অজীর্ণতা" অধ্যায়ে সমস্ত লক্ষণ বিবৃত হইয়াছে। শক্তি—১x, ২x ও ৩x।

ভগন্দর (fistula in ano)—গুহ্যাভ্যন্তর লালবর্ণ, ক্ষতস্থান ও পুঁজের বর্ণ সবুজ এবং অন্য কোন পিত্তলক্ষণ থাকিলে। অধিক-দিনস্থায়ী পীড়া। শক্তি—৩০x ও ২০০x; নিম্ন ক্রমেও উপকার হয়।

অর্শ (piles)—অর্শ সহ পিত্তলক্ষণ ও জিহ্বার লক্ষণ থাকিলে উপকার হয়। অনেক রক্তস্রাবী অর্শ রোগীই এই ঔষধের দ্বারা আরোগ্য হইয়াছে। প্রধান ঔষধ **ক্যাল্ক-ফ্লুওর** সহ পর্যায়ক্রমে।

বহুমূত্র (diabetes)—ইহাই এই পীড়ার প্রধান ঔষধ। অন্য কোন ঔষধ নির্বাচিত হইলেও এই ঔষধ ২।১ মাত্রা করিয়া দিতে হয়। মূত্রের শর্করা হ্রাস করিতে এই ঔষধ অদ্বিতীয়। **প্রস্রাবের তলানিতে (sediment) বহু পরিমাণে লিথিক অ্যাসিড পড়ে; ঐ তলানি দেখিতে ইষ্টকচূর্ণের ন্যায় এবং যে পাত্রে প্রস্রাব করে তাহার চারিধারে উহা লাগিয়া থাকে। প্রস্রাবে অতিশয় পিত্ত নিঃসৃত হয়।** প্রস্রাবের তলায় বালুকার ন্যায় দৃষ্ট হয়। অধিক পরিমাণে প্রস্রাব নিঃসৃত হয়। যকৃৎ বিকৃতিবশতঃ পীড়া হইলে অনেক সময় এই ঔষধের সহিত **কেলি মিউর** ব্যবহার করিবার প্রয়োজন হয় এবং তাহাতেই পীড়া আরোগ্য হয়। রাত্রিতে স্বল্প পরিমাণে পুনঃপুনঃ প্রস্রাব।

একশিরা (hydrocele)—অণ্ডকোষ মধ্যে জল বা রক্ত সঞ্চিত হয়। লিঙ্গেও শোথ হয়। **নেট্রাম মিউর** সহ পর্যায়ক্রমে। শক্তি—৩০x।

ইহা **কোরণ্ড** পীড়ার প্রধান ঔষধ এবং অনেকগুলি রোগী এই ঔষধের উচ্চ ও নিম্ন ক্রমে ভাল হইয়া গিয়াছে।

প্রমেহ (gonorrhœa)—তরুণ পীড়ায় এই ঔষধের প্রয়োজন হয় না। ডাঃ ন্যাশ বলেন যে, পুরাতন দুর্দমনীয় গনোরিয়া রোগে, যখন স্রাব ঘন ও ঈষৎ সবুজ হয় এবং জ্বালা যন্ত্রণা না থাকে, তখন উহা উৎকৃষ্ট। অ্যালেনের মতে **সবুজাভ হরিদ্রাবর্ণ এবং বেদনাবিহীন গাঢ় স্রাবে** ইহা সুন্দর ঔষধ। পুরাতন অথবা লুপ্ত প্রমেহপীড়া। এই সঙ্গে কোন পিত্তলক্ষণ বর্তমান থাকিলে আরও উপযোগী। লিঙ্গ ও অণ্ডকোষ চুলকায় এবং চুলকাইবার পর জ্বালা করে। প্রাতে লিঙ্গ উত্তেজিত হয় এবং সহবাসেচ্ছা প্রবল হয়। লিঙ্গমণির পার্শ্বে আঁচিল এবং উহা হইতে সবুজাভ পুঁজনিঃসরণ হয়। শক্তি—৩x চূর্ণ পুনঃপুনঃ।

উপদংশ (syphilis)—পুরাতন উপদংশপীড়া। **গুহ্যদ্বার ও লিঙ্গে আঁচিল।**

ঋতুস্রাব (menstruation)—ঋতুর পূর্বে, অথবা সময়ে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব। অত্যন্ত অধিক পরিমাণে ঋতুস্রাব। যে স্থান দিয়া নিঃসৃত হয় এবং ঐ স্রাব যে স্থানে লাগে সেই স্থান চুলকায়, জ্বালা করে ও ফুস্কুড়ি মতন হয়। **নেট্রাম মিউরেও** জ্বালাজনক স্রাব আছে; কিন্তু ঐ স্রাব অতিশয় পাতলা এবং তৎসহ মনমরা, দুঃখিত, ক্রন্দনশীল ইত্যাদি মানসিক লক্ষণ দ্বারাই ঐ ঔষধ নির্বাচন করিতে হয়। ঋতুস্রাব যখন পরিমাণে অল্প হয় তখন আবার ঐ সঙ্গে শূলবেদনা উপস্থিত হয়। প্রাতঃকালীন উদরাময় অথবা কোষ্ঠবদ্ধ।

শ্বেতপ্রদর (leucorrhœa)—শ্বেতপ্রদরের স্রাব যেখানে লাগে তথায় জ্বালা করে ও হাজিয়া যায় এবং ফুস্কুড়ির মত হয়।

বমন (vomiting)—গর্ভাবস্থায় অথবা অন্য সময় পিত্ত-বমন। মুখে তিক্তাস্বাদ। জিহ্বার লক্ষণ দ্রষ্টব্য। বমন প্রাতঃকালেই অধিক হয়।

মূত্রাবরোধ (retention of the urine)—প্রষ্টেট গ্রন্থির বিবৃদ্ধিবশতঃ প্রস্রাব বন্ধ হইলে এই ঔষধের সহিত পর্যায়ক্রমে **ম্যাগ-ফস** ব্যবহারে বেশ ফলপ্রাপ্ত হওয়া যায়। শক্তি—উভয় ঔষধই ৬x।

যক্ষ্মাকাশি (phthisis)—ডাঃ শুসলারের মতে **নেট-ফসই** এই পীড়ার প্রধান ঔষধ। ক্ষয়কাশির সহিত পিত্তলক্ষণ থাকিলে এই ঔষধ উপকারী। সবুজাভ পাতলা অথবা গাঢ় শ্লেষ্মানিঃসরণ।

সর্বপ্রকার কাশি (all kinds of cough)—নেট্রাম সালফের কাশি তাদৃশ শুষ্ক নহে, বরং তরল; কিন্তু কাশিবার সময় রোগী কাশির কষ্টে বিছানার উপর তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসে এবং কাশির কষ্টের উপশমপ্রাপ্তি আশায় উভয় হস্তে বক্ষঃস্থল চাপিয়া ধরে। **বাম ফুসফুসের নিম্নতর অংশে বেদনা ও ক্ষতবৎ বোধ এই ঔষধের নিশ্চিত নির্বাচক লক্ষণ।** দড়ির মত সবুজবর্ণের গাঢ় পুঁজবৎ শ্লেষ্মানিঃসরণ হয়। বর্ষাকালে এবং আর্দ্র বায়ুতে রোগের বৃদ্ধি। নিউমোনিয়া, সাধারণ কাশি, হাঁপানি, যক্ষ্মা ইত্যাদি কোনও শ্বাসযন্ত্রের পীড়ায় এবং এই সকল লক্ষণ থাকিলে এই ঔষধ ফলপ্রদ হইবে। পিত্তলক্ষণ এবং এই ঔষধের নির্দিষ্ট জিহ্বালক্ষণ থাকিলে এই ঔষধ আরও উপযোগী হইবে। মাষকদোষগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের নিউমোনিয়া ইত্যাদিতে অনেক সময় এই ঔষধ প্রদান না করিলে আরোগ্য হয় না। শক্তি—৬x, ১২x।

হাঁপানি (asthma)—সর্বপ্রকার কাশি অধ্যায়ে সমস্ত বিষয়ই বর্ণিত হইয়াছে, সুতরাং পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। হাঁপানি কাশির সহিত গলা ঘড়ঘড়ি। শ্বাসপ্রশ্বাসে কষ্টের জন্য রোগী বিছানায় উঠিয়া বসিতে বাধ্য হয় এবং ঠাণ্ডা হাওয়ার জন্য দরজা জানালা সব খুলিয়া দেয়। বহুদিনস্থায়ী সর্দি হইতে যে সমস্ত হাঁপানি পীড়া হয়। ভোর

৩।৪টার সময় আর্দ্র বায়ু ও বর্ষাকালে পীড়ার বৃদ্ধি। প্রাতঃকালীন উদরাময়। বালকদিগের মাষকদোষগ্রস্ত মাতা পিতা হইতে জাত আর্দ্র হাঁপানির উৎকৃষ্ট ঔষধ।

সাইলিসিয়া—"সাইলিসিয়া" অধ্যায়ে নেট্রাম সালফের প্রভেদ বিস্তৃতভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে বলিয়া এস্থলে পুনরুল্লেখ করা হইল না।

হৃৎপিণ্ডের পীড়া (diseases of the heart)—হৃদ্‌প্রদেশে ভার ও যাতনাবোধ এবং তজ্জন্য উন্মুক্ত বায়ুতে যাইতে চাহে।

গ্রন্থিবাত (gout)—তরুণ ও প্রাচীন উভয় প্রকার গেঁটে-বাতেই ইহা প্রধান ঔষধ। ধনী ব্যক্তিদিগের গেঁটেবাতে ইহা অধিকতর উপযোগী। বাত সহ পিত্তলক্ষণ থাকিলে। তরুণ পীড়ায় প্রথমাবস্থায় ফেরাম ফস সহ পর্যায়ক্রমে ব্যবহার্য। শক্তি—৬x।

কটিবাত (lumbago)—গ্রন্থিবাতের লক্ষণ বর্তমান থাকিলে কেলি ফস পর্যায়ক্রমে ব্যবহৃত হয়।

বেরিবেরি (beriberi)—ইহাই এই পীড়ার প্রধান ঔষধ। ইতঃপূর্বেই বিবৃত হইয়াছে যে, শারীরিক রক্তে জলীয় অংশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলেই রক্ত দূষিত হয় এবং ক্রমশঃ হৃৎপিণ্ড, স্নায়ুমণ্ডলী ইত্যাদি বিবিধ যন্ত্র আক্রান্ত হয়। সেইজন্য এই ঔষধে সুন্দর কার্য হয়। তবে ইহার সহিত শ্বাসকষ্ট অত্যধিক থাকিলে **কেলি সালফ** এবং হৃদ্‌কম্প থাকিলে **কেলি ফস** ইত্যাদি যখন যে লক্ষণ থাকে, তখনই এই ঔষধের সহিত পর্যায়ক্রমে ব্যবহার করিতে হয়। শক্তি—তরুণাবস্থায় ৩x, ৬x এবং পুরাতনাবস্থায় ১২x বা ৩০x।

প্লেগ (plague)—প্লেগের চিকিৎসায় এই ঔষধ বড় একটা ব্যবহৃত হয় না; তবে পিত্তবমনাদি পিত্তলক্ষণ থাকিলে ২।১ মাত্রা অন্য ঔষধের মধ্যে দেওয়া যাইতে পারে।

বসন্ত (pox)—গুটিকা উঠিবার পূর্বে অনেক সময় রোগীর

পিত্তবমন ইত্যাদি দৃষ্ট হয় এবং ঐ সঙ্গে এই ঔষধের জিহ্বার লক্ষণ থাকিলে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়। তবে জ্বরাদি প্রবল থাকিলে প্রথমাবস্থায় ফেরাম ফস সহ পর্যায়ক্রমে প্রদান করিতে হয়।

শোথ (dropsy)—ইহাই শোথপীড়ায় প্রধান ঔষধ। ইহা ব্যবহারে শরীর হইতে অনাবশ্যকীয় জল বাহির হইয়া যায়। স্থানীয় (local) শোথেও ইহা উপকারী। বর্ষাকালে এবং আর্দ্র বা স্যাঁত-সেঁতে স্থানে বাস জন্য পীড়া। পিত্তজনিত কোন লক্ষণ থাকিলে অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। শক্তি—১২x, ৩০x।

প্লীহাপীড়া (diseases of the spleen)—স্যাঁতসেঁতে স্থানে বা ম্যালেরিয়া আক্রান্ত স্থানে বাস জন্য পীড়া। মুখের তিক্তাস্বাদ, পিত্তজ কোটিংযুক্ত জিহ্বা ইত্যাদি পিত্তলক্ষণ ঐ সঙ্গে থাকিলে উপযোগী। শক্তি—৬x, ১২x, ৩০x।

সেপটিসিমিয়া (septicæmia or pyæmia)—ইহাই এই পীড়ার প্রধান ঔষধ। শক্তি—৩x।

বিসর্প (erysipelas)—এরিসিপেলাসের ইহাই প্রধান ঔষধ। আক্রান্ত স্থান স্ফীত, লালবর্ণ, চকচকে হইলে এবং টাটানি বা চিড়িক মারার ন্যায় বেদনা থাকিলে ব্যবহৃত হয়। এই সঙ্গে পিত্তজনিত কোন লক্ষণ থাকিলে ইহা অতি উৎকৃষ্ট। লালবর্ণ এরিসিপেলাসের প্রধান ঔষধ **ফেরাম ফস**, বিশেষতঃ এই সঙ্গে জ্বর,, আক্রান্ত স্থান উত্তপ্ত ইত্যাদি লক্ষণ থাকিলে। শক্তি—৩x, ৬x।

চর্মপীড়াসমূহ (diseases of the skin)—যে কোন প্রকার চর্মপীড়া হউক না কেন, যদি উহা হইতে জলবৎ হরিদ্রাভ পুঁজ নিঃসৃত হয়, তাহা হইলে উপযোগী। ক্ষতস্থানের উপর যে মামড়ী পড়ে তাহাও হরিদ্রাভ এবং আর্দ্র। ত্বকপীড়া সহ পিত্তলক্ষণ বর্তমান থাকিলে। ফোস্‌কা পড়িলে উহার মধ্য হইতে যদি হরিদ্রাবর্ণ রস নির্গত

হয়। দীর্ঘকালস্থায়ী নালীক্ষত হইতে জলবৎ পাতলা পুঁজ পড়ে। ক্ষতের চতুর্দিকে সবুজাভাযুক্ত বর্ণ দৃষ্ট হয়।

এই ঔষধের আর একটি বিশেষত্ব এই যে **গাত্রাবরণ উন্মুক্ত করিলেই চুলকাইতে আরম্ভ করে**; ম্যালেরিয়া ও কামলা হইতে এইরূপ চুলকানি হইলে ইহাই প্রকৃত ঔষধ।

শরীরের বহু স্থানে আঁচিল। প্রাচীন উপদংশবশতঃ বিবিধ চর্ম্মপীড়া। নখের চতুর্দিকে পুঁজোৎপত্তিপ্রবণতা। হস্ত-তালুতে চর্ম্মপীড়া।

শীতপিত্ত রোগে শরীরের নানাস্থানে লাল অথবা শাদাবর্ণের দাগড়া দাগড়া দাগ হয়, চুলকায় ও পরে অতিশয় জ্বালা করে।

জ্বর (fever)—সবিরাম ও স্বল্পবিরাম জ্বরের ইহাই প্রধান ঔষধ। অন্য কোন ঔষধ নির্দেশিত হইলেও মধ্যে মধ্যে ২।১ মাত্রা করিয়া এই ঔষধ দিতেই হয়। রক্তে জলীয়াংশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া কেমন করিয়া জ্বর হয়, তাহা এই প্রবন্ধের প্রথমেই "ক্রিয়া" অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে—পাঠ করিলেই নেট-সালফের উপকারিতা উপলব্ধি হইবে। **বর্ষাকালের** জ্বরে অনেক সময় এই ঔষধ একাকী জ্বর আরোগ্য করিয়া থাকে। শাস্ত্রসম্মত না হইলেও দেখা গিয়াছে যে, সবিরাম বা স্বল্পবিরাম জ্বরে অনেক সঠিকভাবে কোন ঔষধ নির্বাচন করা না গেলে, **ফেরাম ফস** ৬x ও নেট্রাম সালফ ৬x পর্যায়ক্রমে ব্যবহার করিলে, অতি সত্বরই জ্বর বিচ্ছেদ হইয়া রোগী ভাল হইয়া যায়।

অবশ্য ইহার যে, কোনও কারণ নাই বা বিষয়টি যুক্তিহীন' তাহা নহে। কেন, তাহাই সংক্ষেপে বলি। আমরা ইতঃপূর্বে "ক্রিয়া" অধ্যায়ে দেখিয়াছি যে, বর্ষাকালে আর্দ্র বায়ু অথবা অন্য যে কোন কারণেই হউক না কেন, শরীরে জলীয় বাষ্প প্রবেশ করিলে নেট-সালফ অতিরিক্ত জল-টুকু শরীর হইতে নির্গত করিয়াই দেয়। এক কথায় অতিরিক্ত জলটুকু

শরীর হইতে নির্গত করাই নেট-সালফের কার্য। জলীয় বাষ্প শরীরে প্রবেশ করিয়াই ফুসফুস ও রক্তবহা নাড়ীতে প্রবেশ করে। নেট্রাম সালফের সহিত অক্সিজেনের এবং অক্সিজেনের সহিত নেট্রাম সালফের নিকট সম্পর্ক আছে। যদি কোনও কারণে রক্তে অত্যধিক জলীয় ভাগ বৃদ্ধি পায় এবং নেট্রাম সালফ নিঃশ্বাস দ্বারা গৃহীত বায়ুর সহিত যথেষ্ট পরিমাণে অক্সিজেন প্রাপ্ত না হয়, তাহা হইলে এই অতিরিক্ত জলীয় অংশও দূরীভূত হয় না এবং রক্তে অক্সিজেনের পরিমাণও হ্রাস হইয়া পড়ে। সুতরাং বাধ্য হইয়াই নেট্রাম সালফ রক্তস্থ ফেরাম ফস হইতে উহার কিয়দংশ গ্রহণ করিয়া থাকে। অতএব জলীয় অংশ বৃদ্ধি হইলেই যদি সত্বর ঐ জলীয়াংশটুকু শরীর হইতে বহির্গত হইয়া না যায়, তাহা হইলে ফেরাম ফসের অভাব হইয়া যায়। এই জন্যই জ্বরের প্রাথমিক অবস্থায় নেট্রাম সালফ ও ফেরাম ফস পর্যায়ক্রমে ব্যবহৃত হইলে শীঘ্রই জ্বর বিরাম হইয়া রোগী আরোগ্য হইয়া যায়। অধিক বিলম্ব হইলে কেলি মিউর, নেট্রাম মিউর ইত্যাদি অন্যান্য লাবণিক পদার্থেরও অভাব হইতে থাকে ; কেন না, একের সহিত অন্যের সম্বন্ধ আছে।

জ্বরের সময়—ভোর ৩।৪টা, একদিন অন্তর, দুই দিন অন্তর, অথবা দৈনিক আসে এরূপ সবিরাম এবং স্বল্পবিরাম জ্বর।

জ্বরের কারণ—আর্দ্র অথবা স্যাঁতসেঁতে স্থানে বাস, জলের ধারে বাস, শুষ্ক হইতে আর্দ্র ঋতুর পরিবর্তনে, বর্ষাকালের জলীয় বাতাস প্রভৃতি।

জ্বর সহ শীতকম্প, পিপাসা, গাত্রবেদনা ও টাটানি এবং আড়ামোড়া ভাঙ্গা লক্ষণ থাকে। জ্বর সহ হস্ত পদাদির জ্বালা এবং মুখে তিক্তাস্বাদ, জিহ্বায় সবুজাভ কটা বা পাংশুবর্ণের লেপ, পিত্তবমন, পিত্তভেদ, চোখ মুখ হরিদ্রাবর্ণ **ইত্যাদি পিত্তলক্ষণ থাকিলে অব্যর্থ**। পীত জ্বর (yellow fever)। সন্ধ্যাকালে এবং রাত্রিতে শীত ও উত্তাপ। রাত্রিতে

প্রভৃত ঘর্ম। পুরাতন জ্বর ও প্লীহা যকৃৎ সংযুক্ত জ্বর। জ্বর বিচ্ছেদের সময় অতিশয় ঘর্ম নিঃসৃত হয়। নিম্নাঙ্গগুলিতে কনকনে বেদনা—সঞ্চালনে তাহার উপশম। পায়ের তলায় জ্বালা ও উত্তাপ।

পিত্তজনিত লক্ষণই এই ঔষধ নির্বাচনের প্রধান সহায়, ইহা প্রথম হইতে বহুবারই বিবৃত হইয়াছে। শক্তি—৩x, ৬x, পুরাতন জ্বরে ৩০x।

রোগী-বিবরণ—(১) উলুবেড়িয়া (হাওড়া) সহরের খোকন-বাবু; এগার মাস বয়স, কান্নাকাটি একেবারেই করে না, ২।৩ দিন হইতে উচ্চ গাত্রোত্তাপ। ৪।৫ দিন পূর্ব হইতে খুব সর্দি কাশি সহ শ্বাসকষ্ট ছিল। বক্ষঃ পরীক্ষায় বক্ষের সর্বত্র রাল্‌স পাওয়া গেল।

ইং ১৯৫০ সালের আগষ্ট মাসে **ফেরাম ফস** ১২x পাঁচ মাত্রা এবং **নেট-সালফ** ৬x, ৫ মাত্রা তিন দিনের জন্য পর্যায়ক্রমে ব্যবহার করিতে দিলাম। তিন দিন পরে সংবাদ পাইলাম যে, ঔষধ ব্যবহারের দ্বিতীয় দিন হইতে আর জ্বরে বেগ না দিয়া জ্বর ছাড়িয়া গিয়াছে। কাশি সামান্য আছে এবং সর্বদিকে ভাল। **নেট-সালফ** ৬x আরও ৪ মাত্রা দুই দিনের জন্য দিলাম। বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি যে, ছেলেটি দিনের অধিকাংশ সময়েই ঠাণ্ডা মেঝেতে থাকিত এবং অনেক সময় প্রস্রাবে সিক্ত জামাও গায়ে দিয়া থাকিত। আর ঔষধ দিতে হয় নাই।

(২) ইংরাজী ১৯৪৮ সালের অক্টোবর মাসের প্রথমে খুলনার উকিল শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ ভৌমিকের পৌত্র চারি বৎসর বয়স্ক শ্রীমান আশীষকে পরীক্ষা করি। ভয়ানক সর্দি, সর্দি পাকিয়া গিয়াছে, মুখ ফোলা ফোলা, যেন রস হইয়াছে, শরীর সামান্য গরম হয়। শ্লেষ্মাজনিত নাড়ী মোটা। পরীক্ষায় অন্য কোন বিশেষ লক্ষণ সংগ্রহ করিতে পারিলাম না। সুস্থাবস্থায় সে অস্বাভাবিক চঞ্চল এবং সর্বদা

ঠাণ্ডা চাহে বা ঠাণ্ডা স্থানে শয়ন করিতে চাহে। আহারের দিকে কোন বিশেষত্ব পাওয়া গেল না। হোমিওপ্যাথিক মতে ১০।১২ দিন ঔষধ দেওয়া হয়, কিন্তু বিশেষ কোনও উপকার পাওয়া যায় নাই। হঠাৎ একদিন জ্বর বৃদ্ধি হইয়া ১০২ ডিগ্রী উঠিল। জ্বরের বৃদ্ধির সময় চুপ করিয়া শুইয়া থাকা ভিন্ন আর কোনও লক্ষণ পাওয়া গেল না। রোগীর অভিভাবক অতিশয় ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন।

৮।১০।৪৮—**নেট্রাম সালফ** ৬x তিন মাত্রা দিলাম। এই ঔষধ দেওয়ার পরদিন সংবাদ পাইলাম যে, জ্বর এক ডিগ্রী কমিয়াছে মাত্র। কিন্তু জ্বর কোন সময়ে ছাড়ে না। ঐ ঔষধই দৈনিক তিন মাত্রা করিয়া দেওয়ায় জ্বর ছাড়িয়া পরদিন হইতে আর জ্বর আসে নাই। আরও ২ দিন দুই মাত্রা করিয়া ঐ ঔষধ প্রয়োগ করিতেই রোগীর মুখের রস কমিয়া স্বাভাবিক ভাব ধারণ করিল এবং সর্দিও সম্পূর্ণভাবে অন্তর্হিত হইল।

বাইওকেমিক ঔষধ যথাসময়ে প্রয়োগ না করিলে এই রোগী নিশ্চয়ই হাতছাড়া হইয়া চলিয়া যাইত। বাইওকেমিক ঔষধ দেওয়ার পুর্বদিন জনৈক অ্যালোপ্যাথিক এম-বি ডাক্তারের নিকটও পরামর্শ লওয়া হয়।

নিদ্রা (sleep)—পিত্তলক্ষণ সহকারে তন্দ্রা ও ক্লান্তি (এই অবস্থা প্রায়ই পাণ্ডু বা কামলা রোগের পুর্বে দৃষ্ট হয়)। প্রাতঃকালে অতি আলস্যবোধ ও নিদ্রালুতা। ঐ সময় কোন কার্য করিতেই ইচ্ছা করে না। দ্বিপ্রহর ও সন্ধ্যাকালে ভাল থাকে।

সুনিদ্রা হয় না। শয়ন করিয়া নিদ্রিত হইবামাত্র কেবলই নানাপ্রকার স্বপ্ন দেখিতে থাকে। স্বপ্নে সাঁতার কাটা, কলহ ও মারামারি করা, উড়া, জলে ডুবা ইত্যাদি বিবিধ স্বপ্ন দর্শন করিয়া থাকে।

প্রতিষেধক ক্ষমতা—ইহা যে **কলেরার** প্রতিষেধক তাহা ইতঃপুর্বেই বিবৃত হইয়াছে। এই ঔষধ ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব কালে

প্রত্যহ প্রাতে ৩x শক্তির এক মাত্রা করিয়া সেবন করিলে পীড়ার হস্ত হইতে নিষ্কৃতিলাভ করা যায়। পীড়ার প্রারম্ভে ২।১ মাত্রা করিয়া দিলে পীড়া সহজসাধ্য হইয়া যায়।

কলেরার ন্যায় **বসন্তরোগের** প্রাদুর্ভাব কালেও ঔষধটি ঐ একই ভাবে সেবন করিয়া মারাত্মক বসন্তপীড়ার হস্ত হইতে নিষ্কৃতিলাভ করা যায়, ইহা পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে।

অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসার ভক্তদের ভিতর দেখা যায় যে, যাহাতে **জ্বরের** আক্রমণ না হয়, তজ্জন্য পূর্ব হইতেই তাঁহারা কুইনাইন ব্যবহার করিয়া থাকেন। সর্বদা কুইনাইনের দ্বারা সুফল না দর্শিলেও, কুইনাইনের জ্বর বন্ধ করিবার ক্ষমতা আছে। কুইনাইন যে জ্বর বন্ধ করে, তাহার কারণ কুইনাইনে অত্যল্প পরিমাণে নেট্রাম সালফ ও ফেরাম ফস এই দুই উপাদান বর্তমান আছে। নেট্রাম সালফ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিলে সকলেই দেখিবেন, ইহার জ্বরের আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার প্রভূত ক্ষমতা আছে। বর্ষাকালে যখন চতুর্দিকে জ্বরের প্রাদুর্ভাব হইতে থাকে, তখন প্রত্যহ একমাত্রা হিসাবে বা ২।১ দিন অন্তর এই ঔষধ ব্যবহার করিলে জ্বরের হস্ত হইতে নিষ্কৃতিলাভ করা সম্ভব। বর্ষাকালে সর্বদা নিঃশ্বাস সহ জলীয় বায়ু শরীরে প্রবেশ করে এবং এই লাবণিক পদার্থের অভাব হইলে অতিরিক্ত জলীয় অংশটুকু শরীর হইতে নির্গত হইতে না পারিয়া জ্বর হইয়া থাকে। কিন্তু পূর্ব হইতেই এই ঔষধটি ব্যবহার করিলে সে ভয় থাকে না। যাঁহারা জলপ্রণালীর নিকট বাস করেন, তাঁহাদের ঐরূপ ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন।

বৃদ্ধি (aggravation)—প্রাতঃকালে, আর্দ্র বায়ুতে, বর্ষাকালে, সমুদ্র তীরবর্তী ও স্যাঁতসেঁতে স্থানে বাসে, জলের মধ্যে অথবা ধারে উৎপন্ন শাকসব্জী আহারে, শীতল জল পানে, বাম পার্শ্বে শয়নে, স্থির হইয়া বসিয়া থাকিলে, স্পর্শ করিলে, বিশ্রামে ও মৎস্যাহারে পীড়া লক্ষণের বৃদ্ধি।

হ্রাস (amelioration)—শুষ্ক বায়ু, শুষ্ক স্থানে বাস, চাপনে (বেদনার), মুক্ত বায়ুতে, বসিলে ও অবস্থান পরিবর্তনে (কাশির) রোগলক্ষণের হ্রাস হয়।

শক্তি (potency)—আমরা সাধারণতঃ ৬x শক্তি ব্যবহার করি। ৩x, ১২x, ৩০x ও ২০০x শক্তি সর্বদা ব্যবহৃত হয়।

তুলনাযোগ্য হোমিওপ্যাথিক ঔষধ—ধাতুগত সাইকোটিক ব্যাধির চিকিৎসায় থুজা ইহার অনুপূরক। একটি ঔষধ ব্যবহারের পর আশানুরূপ ফল না পাইলে প্রায়ই অপরটি ব্যবহৃত হয়। উভয়ের হ্রাস বৃদ্ধির মধ্যেও সাদৃশ্য রহিয়াছে। নেট-সালফ আর্সেরও পরিপূরক। সাইকোটিক রোগীতে আর্স তরুণ ব্যাধির চিকিৎসার ন্যায় কার্য করে। নেট্রাম মিউর ও সালফের অনেক লক্ষণ ঔষধটির ভিতর দেখা যায়। কাশিতে ব্রাইওর সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে। প্রাথমিক অবস্থায় কষ্টকর শুষ্ক ও উত্তেজক কাশিতে, যখন বুকে হাত দিয়া না কাশিলে বুক যেন ছিঁড়িয়া বাহির হইয়া যাইবে মনে হয় তখন ব্রাইও, আর নেট্রাম সালফ শেষের দিকে যখন কাশি ঘন, ঐরূপ শুষ্ক নহে, কিন্তু কষ্ট লাঘবের জন্য বুকে হাত দিয়া কাশিতে হয়, তখন ব্যবহৃত হয়। চক্ষুর পুরাতন উপসর্গে গ্র্যাফাইটিসের সহিত তুলনীয়।

সাইলিসিয়া

Silicea

* * অ্যাণ্টিসোরিক, * * অ্যাণ্টিসাইকোটিক ও অ্যাণ্টিসিফিলিটিক।

ভিন্ন নাম—সিলিকা (সিলিকন, বালুকা হইতে এই ঔষধ প্রস্তুত হয় বলিয়া কেহ কেহ ইহাকে 'সিলিকা' বলিয়া থাকেন), সিলিসিক অক্সাইড।

সাধারণ নাম—কোয়ার্টস (স্ফটিক), পিওর ফ্লিণ্ট (pure flint)।

সংক্ষিপ্ত নাম—সিলিকা।

প্রস্তুত পদ্ধতি—সিলিকা ও কার্বনেট অফ সোডা উভয়কে একত্রে মিশ্রিত করিয়া উত্তাপে দ্রবীভূত করিয়া লইতে হয়। পরে উহা ছাঁকিয়া হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড সহ অধঃপাতিত করিতে হয়। এই পদার্থ দেখিতে শাদা এবং তাহাতে কোনও স্বাদ বা গন্ধ থাকে না। দুগ্ধশর্করার সহিত চূর্ণ প্রস্তুত নিয়মানুযায়ী চূর্ণ প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়।

ফ্লিণ্ট নামক প্রস্তরকে পরিষ্কার ও দগ্ধ করিয়া লবণ সহযোগে দ্রবীভূত করিয়া লইলেই এই ঔষধ প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া—নানাপ্রকার শস্য, ঘাস, বৃক্ষ ও লতা পাতাদির মধ্যে এই পদার্থ প্রচুর পরিমাণে থাকিলেও, মনুষ্য শরীরে ইহার পরিমাণ নিতান্ত অল্প। মনুষ্যের চুল, নখ ও ত্বকের মধ্যে এই পদার্থের অস্তিত্ব অন্যান্য স্থান অপেক্ষা অধিক পরিমাণে লক্ষিত হয়। তবে রক্ত, মাংস, মস্তিষ্ক, স্নায়ু, মূত্র, পিত্ত প্রভৃতির উপরেও ইহার ক্রিয়া দৃষ্ট হয়। সাধারণ বালুকার কোন ভেষজ গুণ নাই, ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন। সাধারণ লবণ সম্বন্ধেও একথা বলা চলে। কিন্তু হোমিওপ্যাথিক

নিয়মানুযায়ী ট্রাইটুরেশান বা ডাইলিউশান করিলে ইহার অন্তর্নিহিত যে অসীম শক্তির বিকাশ হয়, তাহা অ্যালোপ্যাথগণের ধারণারও অতীত। মানবদেহস্থ সংযোজক তন্তুর মধ্যে ইহার অস্তিত্ব বর্তমান আছে। শরীরস্থ অণ্ডলাল ও সৌত্রিক পদার্থ মধ্যে ইহার ক্রিয়া দৃষ্ট হয়। মৃত্তিকার উপরের আবরণেও ইহা আছে। বৃক্ষাদি মৃত্তিকা হইতে রস গ্রহণ করে বলিয়া বৃক্ষাদিও এই ধাতব পদার্থ গ্রহণ করিয়া থাকে। তজ্জন্য বৃক্ষাদির ত্বকে ইহা বহু পরিমাণে দৃষ্ট হয়। ঘাস ইত্যাদির শক্ত হওয়ার কারণও এই ধাতব পদার্থ। **হস্ত, বিশেষতঃ পদের ঘর্ম বন্ধ হইয়া যে সমস্ত পীড়া হয়, তাহাতে ইহা বিশেষ উপযোগী।** সাইলিসিয়া প্রয়োগ করিলে প্রথমে রুদ্ধ ঘর্ম পুনঃ প্রকাশিত হইয়া পীড়া আরোগ্য করে এবং পরে ঘর্মও আরোগ্য হইয়া যায়। ঘর্মরোধের ফলে বাত, পক্ষাঘাত, ছানি, হিষ্টিরিয়া, এপিলেপ্সি প্রভৃতি পীড়ার প্রধান ঔষধ। যে সমস্ত শিশুর **মস্তকপৃষ্ঠে প্রভুত পরিমাণে ঘর্ম হইয়া বালিশ ভিজিয়া যায়,** তাহাদের যে কোন পীড়ায় ইহা বিশেষ উপযোগী।

শরীর হইতে পুঁজ বাহির করিতে এবং অতিরিক্ত পুঁজস্রাব হ্রাস করিতে ইহার অদ্ভুত ক্ষমতা দৃষ্ট হয়। যে সমস্ত স্থানে পুঁজোৎপত্তি হয়, সেই সমস্ত স্থানেই ইহার ক্রিয়া সর্বাধিক। নালীক্ষতের নাম শুনিলেই এই ঔষধের নাম স্মরণ হইয়া থাকে। পুঁজোৎপত্তির সম্ভাবনা হইলেই যেরূপ এই ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয়, আবার বহুদিন ধরিয়া পুঁজ (দুর্গন্ধজনক) নিঃসৃত হইতে থাকিলেও তদ্রূপ ইহা প্রয়োগ করা ভিন্ন উপায় থাকে না। প্রদাহে এই ঔষধ ফেরাম ফস ও কেলি মিউরের পরে এবং ক্যাল্ক-সালফের পূর্বে ব্যবহৃত হয়। শরীরে সাইলিসিয়া উপযুক্ত পরিমাণে থাকিলে স্ফোটকাদি শীঘ্রই পাকিয়া যায় এবং ক্ষতস্থানও শুষ্ক হইয়া যায়। কিন্তু ইহার অভাব হইলে স্ফোটকাদি পাকেও না এবং উহার স্ফীতি ও কাঠিন্য বহুদিন পর্যন্ত বর্তমান থাকে। কোন স্থান হইতে

পুঁজ নিঃসৃত হইতে থাকিলেও যদি ঐ সমস্ত স্থানের স্ফীতি বর্তমান থাকে, তাহা হইলে সাইলিসিয়াই উপযুক্ত ঔষধ। এই অবস্থায় এই ঔষধ দিলে সঞ্চিত রসাদি হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া ক্ষতস্থান শুষ্ক হইয়া যায়। কিন্তু রসাদি হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াও যদি পুঁজ নিঃসৃত হইতে থাকে, তাহা হইলে আর সাইলিসিয়া দ্বারা উপকার হইবে না, তখন ক্যাল্ক-সালফই প্রকৃত ঔষধ। ক্যাল্ক-সালফ দ্বারা ক্ষতাদি শীঘ্রই শুষ্ক হইয়া যায়।

খারাপ বীজে টীকা দেওয়ার ফলে যে সমস্ত পীড়া জন্মে, তাহাতে ইহা উপযোগী। পারদাদি বাহির করিয়া দিতে সাইলিসিয়া অতি উত্তম ঔষধ। শরীর হইতে কোন জিনিষ বাহির করিয়া দিতে ইহার অসীম ক্ষমতা দৃষ্ট হয়। শরীরের ভিতর কাঁটা, ছুঁচ ইত্যাদি ফুটিলে সাইলিসিয়া সেবনে বাহির হইয়া যায়। সেইজন্য ইহা স্ফোটককে যেরূপ পাকায় (It ripens a boil—"Tissue Remedies" by *Dewey and Boericke.* অ্যালেনের "Keynotes", ইত্যাদি অনেক বইয়ে ফোড়া পাকার কথা আছে, অথচ কেহ কেহ তাহা স্বীকার করেন না), সেইরূপ স্ফোটক পাকিলে ছুরিকার ন্যায় পুঁজ বাহির করিয়া দেয়।

ইহার অভাব হইলে নখগুলি ভাঙ্গিয়া যায় এবং উহার চতুষ্পার্শে পুঁজ জমে। ইহার অভাবে শরীরের চর্ম অসুস্থ হয় এবং সামান্য আঁচড় লাগিলেও তাহাতে পুঁজোৎপত্তি ও ক্ষত হয়।

কোন সংযোজক তন্তুতে সাইলিসিয়ার অভাব হইলে স্থান শুষ্ক হইতে থাকে। মস্তিষ্কে ঐরূপ হইলে ধারণাশক্তির ব্যতিক্রম হয়। রোগী সামান্য গোলমালও সহ্য করিতে পারে না। সামান্য উত্তেজনায় মন অস্থির হয়।

সাইলিসিয়ার কার্য ধীর এবং পরীক্ষার সময় ইহার লক্ষণগুলিও ধীরে ধীরে প্রকাশ পাইয়াছিল। সুতরাং যে সমস্ত পীড়া ক্রমশঃ প্রকাশ পাইতে থাকে, তাহাতে ইহা উপযোগী। ইহা দীর্ঘকাল ও গভীরভাবে কার্যকরী ঔষধ, এমন কি ইহার দ্বারা বংশগত দোষ পর্যন্ত দূর হইতে পারে।

রোগলক্ষণসমূহ রাত্রিকালে, পুর্ণিমার সময়, উন্মুক্ত বায়ুতে বৃদ্ধি ও উত্তাপে উপশমিত হইলে এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী।

পরিচায়ক লক্ষণ (characteristic symptoms)—

১। সাইলিসিয়ার শিশু স্ক্রোফুলাস ও রিকেটিক ধাতুর (scrofulous and rachitic constitution)। তাহার মস্তকটি প্রায়ই বৃহৎ, ব্রহ্মরন্ধ্রচয় ও মস্তকের অস্থির সংযোজক স্থানসমূহ বহুদিন পর্যন্ত অযুক্তাবস্থায় থাকে এবং তাহার মাথায় প্রভূত পরিমাণে ঘর্ম হয়। মাথায় এত ঘর্ম হওয়া সত্ত্বেও সে মস্তক আচ্ছাদিত না করিয়া থাকিতে পারে না। মুখমণ্ডল বৃদ্ধের ন্যায়, বুদ্ধি স্থুল, পেট মোটা ও হাত পা সরু সরু।

২। পায়ে দুর্গন্ধজনক ঘর্ম এবং পায়ের ঘর্ম লুপ্ত হইয়া যে কোনও প্রকার পীড়ায় অব্যর্থ।

৩। ঠাণ্ডায় অনাবৃত থাকিলে, বিশেষতঃ মস্তকটি এবং অমাবস্যায়, পুর্ণিমায় ও রাত্রিকালে সকল পীড়ালক্ষণের বৃদ্ধি।

৪। উত্তাপে, বিশেষতঃ মস্তকটি আচ্ছাদিত করিয়া রাখিলে সকল পীড়ালক্ষণের হ্রাস।

৫। রোগীর মেজাজ খিটখিটে, যেন সে রাগিয়াই আছে।

৬। টীকা দেওয়ার কুফলবশতঃ যে সমস্ত পীড়া হয়, তাহাতে ইহা উপযোগী। প্রস্তরখোদকদিগের বিবিধ পীড়ায়, বিশেষতঃ ফুসফুস সংক্রান্ত পীড়ায় ইহা ফলপ্রদ।

৭। শিরঃপীড়ায় উপর দিকে চাহিলে রোগী সম্মুখের দিকে হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া যাইবে বলিয়া মনে হয়। যে শিরঃপীড়া ঘাড় হইতে আরম্ভ করিয়া মাথার উপরিভাগ পর্যন্ত বিস্তৃত হয় এবং ঐ বেদনা দক্ষিণ চক্ষুর উপরে আসিয়া স্থিত হয়। যৌবনকালের কোন কঠিন পীড়ার পরবর্তী কষ্টদায়ক শিরঃপীড়া। হ্রাস বৃদ্ধির জন্য ৩য় এবং ৪র্থ লক্ষণ দ্রষ্টব্য।

৮। ইহা পুঁজোৎপত্তি করণের জন্য, পুঁজোৎপত্তি হইলে উহা বিদীর্ণ করিবার জন্য এবং বিদীর্ণ হইবার পর ক্ষত শুষ্ক করিবার একমাত্র ঔষধ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহার সর্বপ্রকার স্রাবই গাঢ় হরিদ্রা-বর্ণের, অথবা পাতলা জলবৎ কলতানির ন্যায়, কিন্তু অতিশয় দুর্গন্ধযুক্ত। ইহা অস্থিক্ষত, নালীক্ষত, ভগন্দর, কানপাকা ইত্যাদির মহৌষধ। ঠাণ্ডা এবং উন্মুক্ত বায়ুপ্রবাহ সহ্য হয় না।

৯। শিশুরা স্তনদুগ্ধ, গোদুগ্ধ অথবা অন্য যাহাই পান করুক না কেন বমন করিয়া ফেলে। বমন অম্লস্বাদযুক্ত অথবা জমা জমা ছানার ন্যায়।

১০। অতিশয় রাক্ষুসে ক্ষুধা অথবা ক্ষুধাহীনতা। আহারের পর পেটকামড়ানি ও মুখ দিয়া জল উঠা। গরম খাদ্য এবং রান্না করা কোন খাদ্যই রোগী খাইতে চাহে না শীতল খাদ্য ও কাঁচা ফল মূল খাইতে ভালবাসে। দুগ্ধ ও মাংস সহ্য হয় না।

১১। উদরাময়ে অতিশয় দুর্গন্ধযুক্ত পাতলা মল। টীকা দেওয়ার মন্দ ফলে উদরাময়। পরিবর্তনশীল পাতলা মল। শিশু উদর পুরিয়া ভাল ভাল খাদ্য আহার করিয়াও শীর্ণ হইয়া পড়ে এবং অজীর্ণতাবশতঃ তাহার মলে খাদ্যকণা দৃষ্ট হয়।

১২। অতিশয় কোষ্ঠবদ্ধ। মল কতকটা বাহির হইয়া পুনরায় ভিতরে ঢুকিয়া যায়।

১৩। অতিরিক্ত স্ত্রীসহবাসে অথবা হস্তমৈথুনের কুফলস্বরূপ বিবিধ পীড়া।

১৪। সর্বদা শীতল জলের মধ্যে কার্যকারিণীদিগের অতিরিক্ত রজঃস্রাব। স্রাব যে স্থানে লাগে হাজিয়া যায় এবং তাহাতে অতিশয় দুর্গন্ধ থাকে। সন্তানকে স্তন্যদান করিবার সময়ে যোনিদ্বার দিয়া উজ্জ্বল রক্তস্রাব।

১৫। দুর্গন্ধজনক, জ্বালাকারক, দুগ্ধের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট শ্বেত প্রদরস্রাব।

১৬। সর্বপ্রকার কাশি অথবা শ্বাসযন্ত্রের পীড়ায় প্রচুর পরিমাণে দুর্গন্ধবিশিষ্ট গাঢ় হরিদ্রাবর্ণ বা সবুজাভ হরিদ্রাবর্ণের পুঁজের ন্যায় নিষ্ঠীবন। যক্ষ্মাক্রান্ত ব্যক্তিদিগের অতিশয় দুর্বলকর নৈশঘর্ম। হাঁপানি কাশির সহিত শ্বাসকষ্ট। শয়নে, প্রাতঃকালে ও শীতল জল পানে পীড়ার বৃদ্ধি। অমাবস্যা ও পুর্ণিমায় হাঁপানির বৃদ্ধি।

১৭। কাঁটা, ছুঁচ, অস্থিখণ্ড ইত্যাদি শরীর মধ্যে থাকিলে ইহা সেবনে উহা বাহির হইবার সাহায্য করে।

বিশেষত্ব (peculiarity)—সাইলিসিয়ার নাম শুনিলে নালীক্ষত, স্ফোটক, কার্বাঙ্কল, কানপাকা, ভগন্দর ইত্যাদি হইতে পুঁজস্রাব হ্রাস করিবার অদ্ভুত ক্ষমতার কথাই মনে হয়। বস্তুতঃ এই অধিকারে ইহার তুল্য ক্ষমতাশালী ঔষধ আর দ্বিতীয় নাই। কোন ক্ষত হইতে বহুদিন ধরিয়া পুঁজ নিঃসৃত হইতে থাকিলে এই ঔষধ ব্যবহারে যেমন তাহা বন্ধ হয়, আবার কোন স্থান পাকিবার উপক্রম হইলে ইহা তেমনি চতুঃপার্শ্বস্থ অকার্যকরী পদার্থসমূহকে পুঁজরূপে এক স্থানে সঞ্চিত করে এবং পরে বিদীর্ণ করিয়া বাহির করিয়া দেয়। এক্ষেত্রে ইহা ছুরিকার কার্য করে।

যদি শিশুর মাথা সার, পেট মোটা, হাত পা সরু সরু, হাড় কোমল বা বক্র, মাথায় ও পায়ে দুর্গন্ধজনক ঘাম, মুখমণ্ডল বৃদ্ধের ন্যায়, বুদ্ধিও স্থুল, স্বভাব খিটখিটে—এই ধাতুর ("শারীরিক আকৃতি" অধ্যায় দ্রষ্টব্য) থাকে, তাহা হইলে এই ঔষধ সমস্ত রোগেই প্রয়োগ করা যায়।

রোগলক্ষণসমূহ পুর্ণিমা বা অমাবস্যায়, রাত্রিকালে, অনাবৃত থাকিলে—বিশেষতঃ মস্তকটি ও পদঘর্ম লুপ্ত হইলে বৃদ্ধি এবং উত্তাপে,

বিশেষতঃ মস্তকটি কাপড় দ্বারা জড়াইয়া রাখিলে উপশম—এই ঔষধের বিশেষ উল্লেখযোগ্য লক্ষণ।

পারদদোষ দূর করিতে ইহার অত্যদ্ভুত ক্ষমতা দৃষ্ট হয়।

ইহার সমস্ত প্রকার স্রাবই গাঢ় হরিদ্রাবর্ণ—অথবা পাতলা যাহাই হউক না কেন, তাহাতে দুর্গন্ধ থাকিবেই থাকিবে। অতিশয় দুর্বলতার সহিত যক্ষ্মাগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের রাত্রিকালীন প্রভূত ঘর্মে এই ঔষধের নামই প্রথমে স্মরণ হয়।

শারীরিক আকৃতি—সাইলিসিয়ার শিশুর মুখমণ্ডল সুন্দর কিন্তু শুষ্ক, মলিন, বৃদ্ধের ন্যায়, অথবা বানরের ন্যায় চিমড়ে দেখা যায়। বুদ্ধিরহিত বলিয়া শুধু তাহার মুখমণ্ডল যে বৃদ্ধের ন্যায় দেখায় তাহা নহে, তাহার শরীরের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দশাও ঐ প্রকার। শিশুর **নিম্নোদরটি বৃহৎ**, হাঁটু সরু সরু, পায়ের গোড়ালি দুর্বল এবং অনেক বিলম্বে হাঁটিতে শিখে। ভাল ভাল খাদ্য খাইলেও শিশু পরিপোষণের অভাবে শীর্ণ হইয়া যায় (ক্যাল্ক-ফস)। শারীরিক বা মানসিক কোন বিষয়েই শিশুর বৃদ্ধি দেখা যায় না। অতিশয় দুর্বলতা ও ক্লান্তিবশতঃ রোগী শুইয়া থাকিতে চাহে।

শিশু স্ক্রোফুলাস ও রিকেটিক ধাতুর (scrofulous and rachitic constitution)। মস্তক বৃহৎ, ব্রহ্মরন্ধ্রচয় (fontanelles) ও মস্তকের অস্থির সংযোগস্থলনিচয় খোলা থাকে এবং অনেক দিন পর্যন্ত জোড়া লাগে না (open fontanelles and sutures)। মস্তকে প্রভূত পরিমাণে ঘর্ম হয় (ক্যাল্কেরিয়া রোগীর ঘর্ম-মস্তকের উপরে, আর সাইলিসিয়া রোগীর ঘর্ম অত্যন্ত নিম্নের দিকে—*Allen's Keynotes*। মস্তক আবৃত না রাখিয়া পারে না। এই রোগীদের শরীর অতিশয় দুর্বল, চর্ম শুষ্ক, অপরিষ্কার ও কোমল, মুখমণ্ডল ফ্যাকাশে এবং মাংসপেশী সকল শিথিল থাকে। রোগীর স্বভাব বড় খিটখিটে ও

উত্তেজনশীল, আর রোগী বড় একগুঁয়ে। পায়ে অত্যন্ত দুর্গন্ধজনক ঘর্ম হয় এবং তাহা বন্ধ হইয়া নানাপ্রকার পীড়া হয়। ঠাণ্ডায় ও অমাবস্থায় সকল প্রকার রোগের বৃদ্ধি হয়। ক্যাল্কেরিয়া ফসের সহিত এই ঔষধের অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য আছে। উভয় ঔষধের প্রভেদ ক্যাল্ক-ফস অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

ক্যাল্কেরিয়া ফ্লুওরিকার সহিত সাইলিসিয়ার প্রভেদ

ক্যাল্কেরিয়া ফ্লুওরিকা	সাইলিসিয়া
১। বৃদ্ধের পক্ষে বিশেষ উপযোগী।	১। শিশুর পক্ষে বিশেষ উপযোগী।
২। স্ক্রোফুলা ধাতুর পক্ষে উপযোগী; কিন্তু ইহার শারীরিক আকৃতির বিশেষত্ব নাই।	২। স্ক্রোফুলা ধাতুর পক্ষে বিশেষ উপযোগী এবং ইহার শিশুর শারীরিক আকৃতির এক বিশেষত্ব আছে (পুর্বে বর্ণিত হইয়াছে)।
৩। অবসন্ন ও অর্থনাশ হইবার ভয়ে ভীত।	৩। উত্তেজিত, বিক্ষিপ্তচিত্ত এবং সময়ে সময়ে অবসন্ন।
৪। চক্ষুর তারা প্রসারিত।	৪। চক্ষুর তারা সঙ্কুচিত।
৫। রাত্রির প্রথম ভাগে অনিদ্রা।	৫। রাত্রির শেষভাগে অনিদ্রা।
৬। অত্যন্ত ক্ষুধার্ততা।	৬। ক্ষুধার্ততা ও অগ্নিমান্দ্য-বোধ উভয়বিধ অবস্থা দৃষ্ট হয়।
৭। গৃহে থাকিলে শরীরে ঘর্ম হয়।	৭। গৃহে থাকিলে ঘর্মের উপশম হয়।

ক্যাল্কেরিয়া ফ্লুওরিকা	সাইলিসিয়া
৮। ঠাণ্ডায় ক্ষতের উপশম।	৮। গরমে ক্ষতের উপশম।
৯। স্যাঁতসেঁতে ভিজা আবহাওয়ার পরিবর্তনে ও ঠাণ্ডা বাতাসে বৃদ্ধি এবং উত্তাপে ও উষ্ণ বাহ্য প্রয়োগে উপশম।	৯। শীতল ভিজা আবহাওয়ায় ইহারও বৃদ্ধি, কিন্তু শুষ্ক ও শীতল আবহাওয়ায় উপশম; কতক লক্ষণ উত্তাপে উপশম।
১০। বক্ষঃরোগে ঠাণ্ডায় বৃদ্ধি এবং রোগী গরম চাহে।	১০। বক্ষঃরোগে ঠাণ্ডায় বৃদ্ধি, কিন্তু রোগী ঠাণ্ডা খাদ্য, শীতল পানীয় চাহে।
১১। চুলকাইলে আরাম রোধ।	১১। চুলকাইলে বৃদ্ধি।
১২। বাতবেদনা বিশ্রামে বৃদ্ধি এবং সঞ্চালনে ও উত্তাপে হ্রাস।	১২। বাতবেদনা ঠাণ্ডায় বৃদ্ধি এবং উত্তাপে ও বিশ্রামে হ্রাস।

মানসিক লক্ষণ (mental symptoms)—কোন কার্যেই রোগীর মন বসে না। সংসারে এমন কোন কার্য নাই, যাহা তাহার করিতে ইচ্ছা হয়। যদি কোন সময়ে কোন কার্য সম্পাদন করিবার জন্য গ্রহণ করে, সে অধিকক্ষণ সে কার্য করিতে পারে না—সামান্য করিয়াই ক্লান্ত হইয়া পড়ে। কার্য আরম্ভ করিবার পুর্বে ভয়, কিন্তু কার্যে লাগিয়া গেলে সে উহা ভাল ভাবে সম্পন্ন করিয়া ফেলে। বিবেচনাশক্তি ও স্মরণশক্তি উভয়ই তাহার কম থাকে। মানসিক পরিশ্রম করিতে মোটেই পারে না। সামান্য লেখাপড়ার কাজ করিলে অতিশয় শ্রান্ত হইয়া পড়ে। চিন্তাশক্তিও তাহার হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। স্কুলের বালক বালিকারা কোন বিষয় মুখস্থ বলিতে পারে না, কেবল ভুল হইতে থাকে।

রোগী অতিশয় অবসাদগ্রস্ত, ভীতচিত্ত ও আশা ভরসা শূন্য। এই ঔষধ ব্যবহার করিলে রোগী আবার আশান্বিত হয় এবং তাহার শারীরিক ও মানসিক ক্লান্তি দূরীভূত হয়। রোগী সর্বদাই দুঃখিত থাকে, কাহারও কথা শুনিতে তাহার ইচ্ছে করে না, নিজেও কিছু বলে না। চুপচাপ করিয়া থাকিতেই সে ইচ্ছা করে। কেহ কথা বলিলে, সামান্য শব্দ বা গোলমাল হইলে রোগী অতিশয় বিরক্তি বোধ করে। রোগীর স্বভাবও খিটখিটে, সব সময় যেন সে রাগিয়াই আছে—সামান্য কারণেই তাহার মাথা গরম হইয়া যায়।

কোন কোন রোগী কেবল কাঁদে। আত্মহত্যা করিতেও ইচ্ছুক হয়। গৃহত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে বলিয়া ভীত হয়।

রোগীর অনেক লক্ষণ পূর্ণিমার সময় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

শিরঃপীড়া (headache)—**যে শিরঃপীড়া ঘাড় হইতে আরম্ভ করিয়া মাথার উপরিভাগ পর্যন্ত বিস্তৃত হয় এবং বেদনা দক্ষিণ চক্ষুর উপরে আসিয়া স্থির হয়,** তাহাতে এই ঔষধ অতিশয় সুফলপ্রদ। উপরের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে রোগী সম্মুখের দিকে পড়িয়া যাইবে বলিয়া মনে হয়। **যৌবনকালের কোন কঠিন পীড়ার পরবর্তী শিরঃপীড়ায়** ইহা অতিশয় উপকারী। এইরূপ শিরঃপীড়ার সহিত প্রায়ই গা-বমি-বমি থাকে। শিরঃপীড়ার সময় মাথার ভিতর দপদপ করিতে থাকে, মনে হয় যেন মাথা ফাটিয়া যাইতেছে, বা কিছুতে আঘাত করিতেছে, মস্তকে কোন চাপ সহ্য হয় না। **মস্তকের ত্বকে অতিশয় স্পর্শদ্বেষ। শিশুদিগের মস্তকে ঘর্ম হয়** (ক্যাল্ক-ফস)।

শিরঃপীড়া প্রাতঃকালে আরম্ভ হইয়া সমস্ত দিন সমভাবে থাকে, কিন্তু সন্ধ্যা হইতে ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়া রাত্রিকালে অত্যন্ত কষ্টদায়ক হইয়া উঠে। মস্তকে কাপড় জড়াইয়া গরম করিয়া রাখিলে মাথাধরার উপশম বোধ হয়—মস্তকে ঠাণ্ডা লাগিলেই বৃদ্ধি হয়। মানসিক পরিশ্রমে, গোলমালে,

আলোকে, শীতল বাতাসে, নড়াচড়ায়, বসিলে বা হাঁটিলে শিরঃপীড়ার বৃদ্ধি এবং বিশ্রামে, উত্তপ্ত গৃহে, মস্তক কষিয়া বাঁধিলে ও মস্তকে উত্তাপ দিলে শিরঃপীড়ার উপশম হয়।

অর্দ্ধকপালে (hemicrania)—পীড়া রাত্রিকালে বৃদ্ধি হয়। বৃদ্ধ বয়সের পীড়ায় বিশেষ উপযোগী। দক্ষিণ পার্শ্বের শিরঃপীড়া। উপরে "শিরঃপীড়া" অধ্যায়ে সমস্ত বিবৃত হইয়াছে। কেলি ফস প্রধান ঔষধ।

মস্তিষ্কশূন্যতা (brain-fag)—মানসিক পরিশ্রম করার বিন্দুমাত্রও ক্ষমতা নাই। সামান্য চিন্তা বা লেখাপড়ার কাজ করিলেই অবসন্ন হইয়া পড়ে। নড়াচড়ায়, চক্ষু উপরের দিকে চাহিলে এবং মাথা অবনত করিলে পীড়ার বৃদ্ধি। অন্যান্য লক্ষণের জন্য প্রয়োজন হইলে "মানসিক লক্ষণ" ও "শিরঃপীড়া" অধ্যায় পাঠ করা যাইতে পারে। শক্তি—১২x।

মৃগী (epilepsy)—রাত্রিতে, একাদশীতে, বিশেষতঃ অমাবস্যা ও পুর্ণিমায় পীড়া হইলেই এই ঔষধ বিশেষ উপকারী। তড়কা হইবার পুর্বে শরীর ঠাণ্ডা বোধ হয়।

কোরিয়া (chorea)—আক্ষেপ। নিদ্রাকালে ভয়ানক স্বপ্ন দেখিয়া ভীত ও জাগরিত হয়। মুখমণ্ডল পাণ্ডুবর্ণ বা রক্তহীন, চক্ষুতে নানাপ্রকার আক্ষেপ, চক্ষু যেন ছুটিয়া বাহির হইবে এবং চক্ষু নানাপ্রকারে ঘোরায়। কৃমির লক্ষণ দৃষ্ট হইলে নেট্রাম ফস সহ পর্যায়ক্রমে।

স্নায়ুশূল (neuralgia)—অতিশয় জীর্ণ শীর্ণ শরীর, ভালরূপে পরিপোষণ হয় না। স্নায়ুশূল শীঘ্র আরোগ্য হইতে চাহে না। রাত্রিতে বেদনা বৃদ্ধি। প্রধান ঔষধ ম্যাগ-ফসের সহিত পর্যায়ক্রমে।

মেরুমজ্জার উত্তেজনা (spinal irritation)—শারীরিক আকৃতির সহিত সাদৃশ্য হইলে। মস্তিষ্কে ঘর্ম। কৃমির উত্তেজনাবশতঃ হইলে নেট-ফস সহ পর্যায়ক্রমে। পদঘর্ম।

চক্ষুপীড়াসমূহ (diseases of the eye)—**অশ্রুস্রাবী গ্রন্থির** (lachrymal glands) পীড়াসমূহের মধ্যে ইহাই প্রধান ঔষধ। লাক্রিম্যাল ফিশ্চুলা। শীতল ও উন্মুক্ত বায়ুপ্রবাহ সহ্য হয় না, চক্ষু দিয়া জল পড়ে।

চক্ষুপ্রদাহ ও রেটিনার প্রদাহ। কর্নিয়া ক্ষতে (corneal ulcers) ক্রমশঃ শ্লাফ পড়িয়া ক্ষয় হইয়া ছিদ্র হইলে এবং অ্যান্টিরিয়ার চেম্বারে পুঁজ জমিলে সাইলিসিয়া উপকারী। চক্ষুতে আঁইশের ন্যায় পদার্থ জন্মে। কর্নিয়ার ক্ষত হইতে পচা গন্ধ নির্গত হয়। চক্ষু হইতে গাঢ় পীতবর্ণের স্রাব নিঃসৃত হয়। বহুকাল হইতে আলোক অসহ্য।

চক্ষু অতিশয় দুর্বল, তজ্জন্য চক্ষুপত্র ঘন ঘন পতিত হয়। দৃষ্টিশক্তিও খুব দুর্বল, তজ্জন্য কোন জিনিষের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে মনে হয় যেন কুয়াশার মধ্য হইতে দেখিতেছে। **পদঘর্ম** বন্ধ হইয়া হঠাৎ দৃষ্টিদৌর্বল্য। পাঠ করিবার সময় অক্ষরসমূহ লেপাবৃত দেখায়। শক্তি—১২x, পুরাতন হইলে ২৪x ও ৩০x।

আঞ্জনি (hordeolum or stye)—আঞ্জনিতে অতিশয় বেদনা ও স্ফীতি থাকিলে প্রথমাবধি ফেরাম ফস সহ সাইলিসিয়া পর্যায়ক্রমে ব্যবহার করিলে অন্য ঔষধের সাহায্য ব্যতীতও আরোগ্য হইয়া যায়। চক্ষুর পাতায় জলপূর্ণ অর্বুদে সাইলিসিয়ার উচ্চ শক্তি প্রদান করা ভাল।

ছানি (cataract)—**পদঘর্ম বিলুপ্ত হইয়া** ছানি হইলে ইহাই একমাত্র ঔষধ।

কর্ণপ্রদাহ ও কানপাকা (otitis and otorrhœa) —বাহ্য ও মধ্যকর্ণের প্রাদাহিক স্ফীতি। কর্ণে শূলবেদনা, দপদপানি ও কর্তনবৎ বেদনা। প্যারটিড গ্রন্থির স্ফীতি ও তথায় শক্ত হওয়া। কর্ণের চতুষ্পার্শ্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফোটক। প্রদাহের প্রথমাবস্থায় ফেরাম

ফসের সহিত পর্যায়ক্রমে সেবন করিতে দিলে পুঁজ হওয়া বন্ধ হয় এবং যন্ত্রণাও নিবারিত হয়। ইহার পরের অবস্থায় যখন কর্ণ স্ফীত ও বেদনাযুক্ত হয়—কিন্তু তখনও পুঁজ হয় নাই, এইরূপ অবস্থায় কেলি মিউরের সহিত পর্যায়ক্রমে এই ঔষধ সেবন করিতে দিলে সকল কষ্টের লাঘব হয়। পুঁজ হইলে সাইলিসিয়া সর্বাপেক্ষা অধিক উপযোগী। কর্ণে স্নায়বিক শূলবেদনা হইলেও ম্যাগ-ফসের সহিত এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়। কানের ভিতর পিপীলিকা প্রবেশ করিয়া যেন ফরফর শব্দ করিতেছে মনে হয়। শ্রবণশক্তির অল্পতা। পূর্ণিমার সময় শ্রবণশক্তির হীনতা বা আধিক্য। স্নান করার ফলে কর্ণে প্রদাহ।

কানপাকায় সাইলিসিয়া বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঔষধ। পুরাতন কানপাকায় ইহা অধিক উপযোগী। যদি কর্ণের পুঁজ গাঢ়, পীতবর্ণ, দধির ন্যায় চাপ চাপ, জলবৎ তরল, রক্তমিশ্রিত ও দুর্গন্ধযুক্ত হয়, তাহা হইলে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়। শীতল বায়ুপ্রবাহে পুঁজ বৃদ্ধি হয়। এইসঙ্গে শারীরিক আকৃতির সাদৃশ্য থাকিলে ত' কথাই নাই।

সর্দি (coryza)—সর্দির পুরাতন অবস্থায় নাসিকা হইতে দুর্গন্ধজনক হরিদ্রাবর্ণ পুঁজের ন্যায় এবং কখনও বা রক্তমিশ্রিত স্রাব নিঃসৃত হয়। নাসিকার অভ্যন্তর ভাগ অতিশয় শুষ্ক এবং উহার চতুঃপার্শ্বে ক্ষয় হয়; নাসিকা হইতে রক্তস্রাব। নাসিকার অভ্যন্তরভাগ লালবর্ণ দৃষ্ট হয়। নাসিকার কণ্ডুয়ন (কৃমিজনিত হইলে নেট-ফস)।

নাসিকাক্ষত (ozæna)—স্ক্রোফুলাস শিশুদিগের নাসিকাক্ষত। **মস্তকে ও পদে বহুল পরিমাণে দুর্গন্ধজনক ঘর্ম।** নাসিকার মধ্যস্থ অস্থির আবরণ (periosteum) আক্রান্ত হইয়া তথা হইতে দুর্গন্ধজনক স্রাব নিঃসৃত হয়। উপদংশজনিত নাসিকার অস্থিতে ক্ষত ও দুর্গন্ধজনক পুঁজ নিঃসৃত হয়। স্পর্শ করিলে বেদনা বোধ হয়। নাকের হাড়গুলি নষ্ট হইয়া পচিতে থাকে।

দন্তশূল (toothache)—ভয়ানক কষ্টকর দন্তশূল। দন্তবেদনা শীতলতা অথবা উত্তাপ প্রয়োগে কিছুতেই হ্রাসপ্রাপ্ত হয় না, উহাতে বেদনার বৃদ্ধি হয়। বেদনা রাত্রিতে ও আহারের সময় অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়। রাত্রিতে অধিক বেদনা হয় বলিয়া নিদ্রা যাইতে পারে না। ডাঃ কেণ্ট বলেন যে, দন্তবেদনা শীতলতায় বৃদ্ধি ও উত্তাপে উপশমপ্রাপ্ত হয়। আমার মনে হয় যে, পীড়া জটিল বা পুরাতন হইলে রোগী কিছুতেই উপশম পায় না। **পায়ের ঘর্ম লোপবশতঃ** দন্তশূলের উদ্ভব। দন্ত লম্বা ও শিথিল বোধ হয়। দন্তের বেদনা খুব অভ্যন্তরে বোধ হয়। যখন অন্য কোন ঔষধে দন্তশূল নিবারিত না হয়, তখন ইহাই উপযুক্ত ঔষধ। প্রাদাহিক দন্তশূলে পর্যায়ক্রমে ফেরাম ফস সহ।

দন্তমাড়ীর প্রাদাহিক বেদনায় (gingivitis and gumboil)—ফেরাম ফস সহ পর্যায়ক্রমে ব্যবহারের কথা পুর্বেই বলিয়াছি ; কিন্তু যদি ফেরামের অবস্থা উত্তীর্ণ হইয়া দন্তমাড়ী স্ফীত হয়, তাহা হইলে কেলি মিউর একক, অথবা পর্যায়ক্রমে ব্যবহার করিতে হয়। উহাতে উপকার না হইলে এবং যদি পুঁজ হইবার আশঙ্কা থাকে, অথবা পুঁজ জমিয়া থাকে, তাহা হইলে সাইলিসিয়া ব্যবহারে শীঘ্রই পুঁজোৎপত্তি হইয়া স্ফোটক বিদীর্ণ হইয়া পীড়া আরোগ্য হয়।

দন্তক্ষত (caries of the teeth)—ইহাই প্রধান ঔষধ, তবে অন্যান্য ঔষধের লক্ষণ থাকিলে এই ঔষধের সহিত পর্যায়ক্রমে ব্যবহার করা যাইতে পারে। সাইলিসিয়ার সর্বপ্রকার ক্ষতেই দুর্গন্ধজনক স্রাব থাকে। দন্তের এনামেল বা মিনা উঠিয়া দন্ত খসখসে হয় এবং পরে ক্ষত হয়।

দন্তোদ্গমকালীন পীড়া (dentition and its effects)—ক্যাল্ক-ফসই এই অবস্থার প্রধান ঔষধ। স্ক্রোফুলাস শিশুদিগের পীড়া। মস্তকে ও পদে প্রভূত ঘর্ম। ক্যাল্ক-ফসের সহিত পর্যায়ক্রমে।

টনসিল প্রদাহ (tonsillitis)—টনসিল প্রদাহে পুঁজোৎপত্তির সম্ভাবনা হইলে এই ঔষধ প্রয়োগে শীঘ্র পুঁজ জন্মিয়া ফাটিয়া নিঃসৃত হয়। নিঃসৃত হইবার পরও ক্ষত শুষ্ক হইবার জন্য এই ঔষধের প্রয়োজন হয়। তবে যদি শীঘ্র শুষ্ক না হয়, তাহা হইলে ক্যাল্ক-সালফ প্রয়োগ করিতে হয়। গিলিবার সময় বেদনা বোধ হয়। মনে হয় যেন টনসিলে একটা পিন বিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। ক্ষত হইতে গাঢ় হরিদ্রা বর্ণের পুঁজস্রাব। পুঁজে দুর্গন্ধ থাকে। পাতলা পুঁজও নিঃসৃত হয়। ঠাণ্ডা লাগার পর পীড়া—অন্য ঔষধে উপকার না হইলে।

বমন (vomiting)—শিশুরা দুগ্ধ পান মাত্র বমন করে। মাতৃদুগ্ধ পান করিলেও ঐরূপ বমন করে (ফেরাম ফস, ক্যাল্ক-ফস)। শিশু মাতৃস্তন্য পান করিতে চাহে না। দুগ্ধ পানে উদরাময় হয়। বমন অম্লস্বাদযুক্ত নহে।

অজীর্ণতা (dyspepsia)—পুরাতন অজীর্ণপীড়ায় অম্লোদ্গার, বুকজ্বালা ও শীতানুভব থাকিলে (ক্যাল্ক-ফস, নেট্রাম ফস)। পেটকামড়ানির সহিত মুখ দিয়া জল উঠা ও বমন। পেটকামড়ানি প্রায়ই আহারের পর হয়। আহারের পর বমন। দুগ্ধ পানে উদরাময় হয়। অতিশয় ক্ষুধার উদ্রেক, কেবল খাই খাই করে, এমন কি আহারের পরই আবার খাইতে চাহে। রাত্রিকালে ক্ষুধার জন্য নিদ্রা পর্যন্ত হয় না। ক্ষুধার সময় না খাইলে হাত পা কাঁপিতে থাকে। ক্ষুধার বৃদ্ধি প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালেই অধিক দৃষ্ট হয়। আহারের পর বা পূর্বে মুখ দিয়া জল উঠে।

অতিশয় ক্ষুধার বিষয় উপরে বিবৃত হইয়াছে ; কিন্তু ক্ষুধামান্দ্যও এই ঔষধের আর একটি লক্ষণ। প্রাতঃকালে মুখ তিক্ত বোধ হয়। রান্না করা কোন খাদ্যই খাইতে চাহে না। গরম খাদ্য রোগী খাইতে চাহে না। ঠাণ্ডা ও কাঁচা ফল মূল ভক্ষণে স্পৃহা। মৎস্য ও মাংস

খাইতেও তাহার স্পৃহা হয় না—খাইলেও সহ্য হয় না। বিয়ার নামক মদ্য পান করিতে ইচ্ছা।

উদরাময় (diarrhœa)—শিশুদিগের মস্তকে দুর্গন্ধজনক ঘর্ম সহ দুর্গন্ধযুক্ত পাতলা উদরাময়। মলের গন্ধে যেন নাড়ী উঠিয়া যায়। উদর কঠিন, স্ফীত ও বেদনাযুক্ত। টীকা দেওয়ার পরবর্তী উদরাময়। উদর পুরিয়া ভাল ভাল খাদ্য খায়, অথচ ক্রমশঃ শীর্ণ হইয়া যায় (নেট্রাম মিউর)। খাদ্যদ্রব্য ভাল হজম হয় না, এমন কি যাহা খায় তাহাই অজীর্ণাবস্থায় মলের সহিত বাহির হইয়া যায়। স্ক্রোফুলাস শিশু। মধ্যে মধ্যে দুর্গন্ধপূর্ণ বায়ু নিঃসরণ হয়। **পরিবর্তনশীল পাতলা মল**—এক এক সময় এক এক প্রকারের মলত্যাগ হয়। ঠাণ্ডা হাওয়ায় উদরাময়ের বৃদ্ধি। কখনও ক্ষুধায় খাই খাই করে, কখনও বা ক্ষুধা বোধ হয় না। কিন্তু খাইলেই বমি হইয়া যায়। রন্ধন করা খাদ্য আহার করিতে চাহে না, ভাল নিদ্রা হয় না।

রোগীতত্ত্ব—খুলনা সহরে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের একটি জটিল রোগীর চিকিৎসার জন্য আহূত হই। রোগী ৩।৪ বৎসরের শিশু, ৬।৭ মাস ধরিয়া পেটের পীড়ায় ভুগিয়া জীর্ণ শীর্ণ হইয়া গিয়াছে। সমস্ত প্রকার মতের চিকিৎসা করিয়াও কোনও ফল হয় নাই। শিশু পূর্বে হৃষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ঠ ছিল, কিন্তু বর্তমানে মাথাটি দেহের তুলনায় বড়, পেট ডাগরা, হাত পা সরু সরু, সর্বদাই খাই খাই—অথচ খাইলে জীর্ণ হয় না, মস্তকে দুর্গন্ধপূর্ণ ঘর্ম এবং মুখের বর্ণ ফ্যাকাশে দৃষ্ট হইল। মলে মড়াপচা দুর্গন্ধ ও শিশু অত্যন্ত খিটখিটে স্বভাবের। মধ্যে মধ্যে একাদশী বা অমাবস্যা তিথিতে জ্বরের আবির্ভাব। মলের বর্ণ সর্বদা এক প্রকার থাকে না। **সাইলিসিয়া** ২০০ এক মাত্রায় এক মাসের মধ্যে রোগীর চেহারা সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হইয়া সে নূতন মানুষ হইয়া গেল। এক মাত্রায় এত বড় পরিবর্তন বিশ্বাস করা যায় না।

রক্তামাশয় (dysentery)—শ্লেষ্মা ও রক্তমিশ্রিত মল। আমাশয়ও এই ঔষধে ভাল হইতে পারে, কিন্তু মলে অতিশয় দুর্গন্ধ থাকা চাই। "শারীরিক আকৃতি" অধ্যায়ে বর্ণিত লক্ষণ থাকিলে যে কোনও রোগে এই ঔষধ ফলপ্রদ হইবে।

কোষ্ঠবদ্ধতা (constipation)—**সরলান্ত্রের দুর্বলতা-বশতঃ** সহজে মল নিঃসৃত হইতে চাহে না—**মল অনেক কষ্টে কতকটা নিঃসৃত হইয়া পুনরায় ভিতরে ঢুকিয়া যায়। ঋতুর পূর্বে বা পরে প্রায় সব ক্ষেত্রেই কোষ্ঠবদ্ধ থাকে।** সরলান্ত্রে অনেকদিন মল জমিয়া থাকে। দুর্গন্ধ বায়ু নিঃসৃত হয়। শুষ্ক মলত্যাগের পর মলত্যাগে জ্বালাবোধ।

কৃমি (worms)—কৃমির জন্য শূলবেদনা (নেট-ফস), মুখে জল উঠে (নেট-মিউর)। পেটে বেদনা ও উত্তাপে তাহার উপশম (ম্যাগ-ফস)। শূলবেদনাকালে হস্ত হরিদ্রা ও নীলবর্ণ হয়। ফিতা কৃমি ও "ম" ওয়ার্ম।

ওলাউঠা (cholera)—"উদরাময়ের" লক্ষণ দ্রষ্টব্য।

ভগন্দর (fistula in ano)—বক্ষঃলক্ষণের বিদ্যমানতা সহ ভগন্দর। ক্ষতে পুঁজসঞ্চয়। ভ্রমণকালে গুহ্যদ্বারে তীব্র সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা এবং উত্তাপে তাহার উপশম। শক্তি—২০০x সর্বোৎকৃষ্ট, ৩০x এবং ৬০x শক্তিও সুন্দর।

প্রমেহ (gonorrhœa)—বহুকালস্থায়ী প্রমেহপীড়ায় গাঢ় দুর্গন্ধজনক পুঁজস্রাব হইলে। কুন্থনে প্রস্রাবদ্বার দিয়া পুঁজ বা রক্তমিশ্রিত পুঁজ, কিংবা সূতার ন্যায় পদার্থ নিষ্ক্রান্ত হয়। রোগী সর্বদাই শীতানুভব করে, এমন কি ব্যায়াম করিলেও শীত যায় না। রোগীর সর্বদাই প্রস্রাব করিবার ইচ্ছা হয়, কিন্তু অল্প পরিমাণে প্রস্রাব হয়।

উপদংশ (syphilis)—পুরাতন উপদংশ সহ স্থানীয়

(local) কঠিনতা। ক্ষতের চতুর্দিকস্থ স্থান উচ্চ, বেদনাযুক্ত ও প্রদাহিত এবং ঐ স্থান হইতে পাতলা রক্তমিশ্রিত দুর্গন্ধযুক্ত পুঁজস্রাব। বাগীতে পুঁজ জন্মিলে। **পারদদোষ দূর করিতে ইহার অদ্বিতীয় ক্ষমতা আছে।** অধিক পারদ সেবনে শরীরে দাগ হইলে এই ঔষধ সেবনে তাহা দূর হয়।

রেতঃস্খলন (spermatorrhœa)—অতিরিক্ত হস্তমৈথুন অথবা অতিরিক্ত স্ত্রীসহবাসের কুফলস্বরূপ পীড়াসমূহ "রেতঃস্খলনের" অন্তর্গত। স্ত্রীলোকের বিষয় আলোচনা করিলে, অথবা কোন স্ত্রীলোক দর্শন করিলে প্রষ্টেটিক রসক্ষরণ হয়। মলত্যাগ করিবার সময় কুন্থনেও ঐ প্রকার প্রষ্টেটিক রস নিঃসৃত হয়। সর্বদাই কেবল স্ত্রীলোকের বিষয় চিন্তা হয় এবং রাত্রিকালে স্বপ্নদোষ হয়। স্ত্রীসহবাসের পর অতিশয় পরিশ্রান্ত এবং হস্ত পদ দুর্বল বোধ হয়, জননেন্দ্রিয়ের দুর্বলতাবশতঃ সহবাস করিবার ইচ্ছা থাকে না। অতিরিক্ত উত্তেজনাবশতঃ দিবারাত্র স্ত্রীসহবাস সম্বন্ধীয় চিন্তা যেমন করে, আবার তদ্বিপরীত অবস্থা—অর্থাৎ সহবাসের ইচ্ছারহিত লক্ষণও দৃষ্ট হয়।

মূত্রযন্ত্রের রোগ (urinary complaints)—কিডনীতে পুঁজোৎপাদন। পুঁজ ও শ্লেষ্মামিশ্রিত প্রস্রাব। প্রস্রাবে ইউরিক অ্যাসিড বা লালবর্ণ বালুর ন্যায় তলানি (sediment) পড়ে।

অণ্ডকোষপ্রদাহ (orchitis)—অণ্ডকোষ প্রদাহিত হইবার পর উহাতে পুঁজসঞ্চয়ের সম্ভাবনা হইলে ৬x শক্তি দ্বারা শীঘ্র পুঁজোৎপত্তি হইয়া নির্গত হইয়া যায়; পরে উচ্চ ক্রম। পুরাতন পীড়ায় উচ্চ শক্তি।

একশিরা ও কোরণ্ড (hydrocele and elephantiasis of the scrotum)—অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় পীড়াবৃদ্ধি হইলে উৎকৃষ্ট। গণ্ডমালা ধাতুগ্রস্ত বালকদিগের পীড়া। পুষ্টির অভাবে

শরীর ক্রমশঃ শীর্ণ হইয়া যায়। মস্তকে দুর্গন্ধ ঘর্ম, অণ্ডকোষে শোথ ও চুলকানি। শক্তি—৩০x।

ঋতুস্রাব (menstruation)—**ঋতুস্রাবের সহিত অথবা তাহার পূর্বে সর্বক্ষেত্রেই কোষ্ঠবদ্ধতা দৃষ্ট হয়;** ঋতুস্রাবকালীন সর্বাঙ্গ শীতল বোধ হয়। **যাহারা সর্বদা শীতল জলের মধ্যে থাকিয়া কার্য করে, তাহাদের অতিরিক্ত ঋতুস্রাব।** ঋতুস্রাব খুব অধিক পরিমাণে হয় এবং ঐ স্রাব এত তীক্ষ্ণ যে, যে স্থানে লাগে সে স্থান হাজিয়া যায় ও জ্বালা করে। ২।৩ মাস অন্তরও ঋতুস্রাব হয়। **ঋতুকালীন দুর্গন্ধজনক পদঘর্ম।** যোনিদ্বার জ্বালা করে, চুলকায় এবং উপরিস্থ চুল উঠিয়া যায়। ঋতুকালে উদরবেদনা। অতিরিক্ত পুরুষ সহবাসেচ্ছা জন্মে। সন্তানকে স্তন্যপান করাইবার সময়েও ঋতু হয় বা যোনিদ্বার দিয়া রক্ত নিঃসৃত হয়।

স্তনের বোঁটাটি মনে হয় যেন স্তনেই ঢুকিয়া গিয়াছে।

শ্বেতপ্রদর (leucorrhœa)—অম্লাত্মক ও দুগ্ধবৎ সাদা স্রাব। এত তীক্ষ্ণ যে, যে স্থানে লাগে হাজিয়া যায় ও জ্বালা করে। স্রাবের পরিমাণ অত্যন্ত বেশী।

ঠুনকা (mastitis)—সাধারণ স্ফোটকের ন্যায় চিকিৎসা। "স্ফোটক" অধ্যায় দ্রষ্টব্য। ইহা স্তনের খুব ভাল ঔষধ। সময়মত প্রদত্ত হইলে যন্ত্রণার সহিত সমস্ত রোগ আরোগ্য হয়।

গর্ভাবস্থা (pregnancy)—ডাঃ কেণ্ট বলেন যে, যে স্থলে স্ত্রীলোকেরা এত দুর্বল যে, গর্ভস্রাবের প্রবণতা থাকে, অথবা কিছুতেই গর্ভ হয় না, তাহাদের পক্ষে এই ঔষধটি প্রযোজ্য হয়। মনে হয় যেন যন্ত্রাদি শ্রান্ত হইয়া গিয়াছে এবং কার্যগুলি করিতে সমর্থ নহে।

কেহ কেহ বলেন যে, যখন কিছুতেই সন্তান প্রসব হয় না, তখন সাইলিসিয়া উচ্চ শক্তি প্রয়োগ করিলে অতি শীঘ্রই সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়।

জরায়ুর অর্বুদ (tumour of the uterus)—ফ্যালোপিয়ান টিউব (fallopian tube) অর্থাৎ ডিম্বকোষ হইতে জরায়ুব্যাপী নলের মধ্যে পুঁজসঞ্চয় এবং জলসঞ্চয় এই ঔষধের দ্বারা আরোগ্য হয়। জরায়ুর এক পার্শ্বে একটি অর্বুদ বা ডেলার ন্যায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে এবং জলের ন্যায় বা পুঁজের ন্যায় অথবা রক্তমত তরল স্রাব হঠাৎ স্রোতোবেগে প্রচুর নির্গত হইতে থাকে ; এইভাবে অর্বুদ ও ডেলাটি অদৃশ্য হইয়া যায়, কিন্তু কিছুদিন পরে পুনরায় পুর্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়।

রিকেট (rachitis)—"শারীরিক আকৃতি" এই সঙ্গে অবশ্য দ্রষ্টব্য। এই পীড়ার সহিত রোগীর মস্তকে প্রচুর পরিমাণে ঘর্ম ও উদরাময়ের মলে অতিশয় দুর্গন্ধ থাকিলে উপযোগী। ক্যাল্ক-ফসেও ঐ প্রকার লক্ষণ আছে এবং অন্যান্য অনেক লক্ষণ উভয়েরই একপ্রকার। উভয় ঔষধের প্রভেদ ক্যাল্ক-ফস অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য। উভয়ের মস্তকে ঘর্ম থাকিলেও সাইলিসিয়ার ন্যায় পদঘর্ম ক্যাল্ক-ফসে নাই। তারপর sensitiveness to touch—অর্থাৎ স্পর্শাধিক্য সাইলিসিয়ায় আছে, কিন্তু ক্যাল্কেরিয়ায় নাই।

সর্বপ্রকার কাশি (all kinds of cough)—শীতল জল পানে, প্রাতঃকালে ও রাত্রিতে শয়নকালে কাশির বৃদ্ধি। গলনালীতে শুষ্কভাবের জন্য গলা সুড়সুড় করিয়া কাশি (tickling cough), কাশির সহিত স্বরভঙ্গ। গলা ঘড়ঘড় করে এবং কাশিলে সহজেই শ্লেষ্মা উঠে। কাশিবার সময় মনে হয়, যেন গলায় একগাছি চুল রহিয়াছে। কথা কহিলেও কাশি বৃদ্ধি পায়। কাশিবার সময় বক্ষে বেদনা। স্বরযন্ত্রের কোন পীড়ায় পুঁজসঞ্চয়। প্রভূত পরিমাণে গাঢ় হরিদ্রা বা সবুজাভ হরিদ্রাবর্ণের শ্লেষ্মানিঃসরণ। দুর্গন্ধযুক্ত গয়ার। এই সমস্ত লক্ষণ থাকিলে শ্বাসযন্ত্র সম্বন্ধীয় যাবতীয় পীড়াতেই এই ঔষধ ফলপ্রদ হইবে। প্রস্তর খোদাইকারকদিগের কাশিতে উৎকৃষ্ট।

যক্ষ্মাকাশি (phthisis)—"সর্বপ্রকার কাশি" অধ্যায়ের লক্ষণসমূহ দ্রষ্টব্য। **জলপূর্ণ পাত্রে গয়ার ফেলিলে উহা ডুবিয়া যায়। ক্ষয়কাশির সহিত অতিশয় দুর্বলতা ও রাত্রিকালীন ঘর্ম** (ক্যাল্ক-কস, নেট-মিউর)। পদতলে জ্বালা ও ঘর্ম। কোষ্ঠবদ্ধ। ইহা পীড়ার শেষাবস্থার ঔষধ। ক্ষয়কাশির প্রাথমিক অবস্থায় যখন ফুসফুস ব্যাপকভাবে আক্রান্ত হয় না, তখন এই ঔষধটি উপযোগী হয়। যদি ধাতুগতভাবে লক্ষণগুলি মিলিয়া যায়, তাহা হইলে ঔষধটি রোগের তলদেশে যায় এবং রোগী আরোগ্যপ্রাপ্ত হয়। ইহা একটি অতিশয় গভীর ক্রিয়াশীল ঔষধ। এই স্থানে একটি বিষয় বলিয়া রাখা ভাল। সাধারণ চিকিৎসাপুস্তকগুলিতে লিখিত হইয়াছে যে, ক্ষয়রোগীর শেষাবস্থায় ভিন্ন প্রথমাবস্থায় ঔষধটি ব্যবহার করা অতিশয় বিপজ্জনক। কিন্তু আমি উহার বিপরীত অবস্থার বর্ণনা দিতে চাই। ক্ষয়রোগীর পক্ষে সাইলিসিয়া মারাত্মক হয় কোথায় ?

শরীরাভ্যন্তরে যদি কোন বাহ্য দ্রব্য, যেমন—চোঁচ, কাঁটা প্রভৃতি থাকে, তাহা হইলে তাহার চতুষ্পার্শ্বে পুঁজোৎপত্তিকরণের ক্ষমতা এই ঔষধের আছে। শরীরের ভিতর কোন অজানিত স্থানে একটা কাঁটা বা ছুঁচ অথবা ঐরকম কিছু প্রবেশ করিয়া উহার চতুষ্পার্শ্বে পুঁজ জন্মাইলে তাহা নির্গত করাইবার ক্ষমতা একমাত্র এই ঔষধেরই আছে। যদি রোগীর মর্মস্থলে রক্তশিরাসমাচ্ছন্ন স্থানে কোন কিছু হইয়া থাকে এবং সাইলিসিয়ার লক্ষণ থাকে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই বাহ্য বস্তুটির চতুষ্পার্শ্বে পুঁজ উৎপাদন করিয়া উহাকে নিঃসৃত করাইয়া দিবে ; কিন্তু রোগী হয়ত তাহা সহ্য করিতে সমর্থ হইবে না। এই সমস্ত কারণে যদি ক্ষয়রোগের গুটিকাগুলি ফুসফুসে ব্যাপকভাবে বিস্তৃত হইয়া থাকে এবং সাইলিসিয়ার লক্ষণ থাকে, তাহা হইলে খুব উচ্চ ক্রমে ও ঘন ঘন ঔষধটি প্রয়োগ না করাই বুদ্ধিমানের কর্তব্য হইবে। কেন না, ঐরূপ অবস্থায় উচ্চ শক্তির

ঔষধটি প্রয়োগ করিলে ফুসফুসের কোষগুলিতে স্ফোটক জন্মাইয়া গুটিকাগুলি বহির্গত হইবে বটে, কিন্তু রোগী আর বাঁচিবে না। তজ্জন্য লক্ষণ থাকিলেও ঐরূপ অবস্থায় নিম্নক্রমের ঔষধ দেওয়াই ভাল; কারণ, যক্ষ্মার অগ্রবর্তী অবস্থায় রোগীটিকে রোগী হিসাবে আরোগ্য করিতে যাইতে নাই। কেবল একটু জোড়াতালি দিয়া কোনও মতে রোগীর মরণকে যন্ত্রণাশূন্য করিয়া যাইতে হয়। অতএব দেখা যাইতেছে যে, প্রথমাবস্থা অপেক্ষা শেষাবস্থায় ঔষধটি প্রয়োগ করা বিষয়ে সাবধান হইতে হইবে। কিন্তু **ক্যাল্কেরিয়া ঔষধগুলিতে** সে ভয় নাই; উহা ফুসফুসের গুটিকাগুলির চতুষ্পার্শে পুঁজোৎপত্তি করে না, বরং গুটিকাগুলিকে আকুঞ্চিত করিয়া কোষবদ্ধ করে এবং গুটিকাগুলিকে আরও কঠিনাবস্থায় পরিণত করে।

আমি জানি যে, আমার এক উপাধিধারী চিকিৎসক বন্ধু ঔষধের গতি ও শক্তির বিষয় অবগত না হইয়া একটি ক্ষয়কাশির রোগীর মৃত্যুর কারণ হইয়াছিলেন। গ্রন্থকারের "হোমিওপ্যাথিক ঔষধের শক্তি ও মাত্রা" নামক পুস্তকে বিষয়টি বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে।

শয়ন করিলেই ভীষণ কাশি এবং দলা দলা ঘন হরিদ্রাবর্ণ গয়ার উঠে (violent cough when lying down, with thick yellow lumpy expectoration.—*Boericke*)।

হাঁপানি (asthma)—হাঁপানি পীড়ার সহিত অতিশয় শ্বাসকষ্ট, বিশেষতঃ শয়নে তাহার বৃদ্ধি (নেট্রাম সালফ)। শ্বাসকষ্ট লাঘবের জন্য রোগী উন্মুক্ত বায়ুতে যাইতে চাহে; তজ্জন্য রোগী জানালার ধারে মুখ দিয়া বসিয়া থাকে। সাঁইসুঁই শব্দ; আর্দ্র হাঁপানিতে ঘড়ঘড়ে মোটা শব্দ এবং সঞ্চালনে অক্ষমতা। অতিশয় পরিশ্রম, উত্তপ্ত হওয়ায় এবং লুপ্ত প্রমেহ হইতে পীড়ার উদ্ভব। পুরাতন প্রমেহগ্রস্তদিগের বা মাষকদোষগ্রস্ত মাতা পিতার সন্তানদিগের হাঁপানি। অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় পীড়াবৃদ্ধি। শ্বাসকষ্ট জন্য কেলি ফস পর্যায়ক্রমে। শক্তি—১২x, কেলি ফস—৩x।

নেট্রাম সালফ—সাইলিসিয়ার ন্যায় নেট্রাম সালফেও পুরাতন মাষকদোষগ্রস্তদিগের বা মাষকদোষগ্রস্ত মাতা পিতার সন্তানদিগের হাঁপানি, শ্বাসকষ্ট লাঘবের জন্য উন্মুক্ত বায়ুতে যাওয়ার ইচ্ছা এবং আর্দ্র আবহাওয়ায় পীড়ার বৃদ্ধি আছে। সাইলিসিয়ার কাশি শুষ্ক হইলেও নেট্রাম সালফের ন্যায় তরল কাশিও আছে। কিন্তু নেট্রাম সালফের কাশির সময় বক্ষে, বিশেষতঃ বাম বক্ষে এত বেদনা হয় যে, কাশির চোটে উঠিয়া বসিতে বাধ্য হয়; কিন্তু সাইলিসিয়ায় সেরূপ কিছু নাই। সাইলিসিয়ায় নড়াচড়ায় কাশি বৃদ্ধি, নেট্রাম সালফে সঞ্চালনে সমস্ত লক্ষণেরই উপশম। আর্দ্র আবহাওয়ায় পীড়াবৃদ্ধির প্রধান ঔষধ নেট্রাম সালফ; এমন কি, যে সকল লোক জলপ্রণালীর নিকট বাস করিয়া কিংবা জলজ উদ্ভিদ ভক্ষণ করিয়া পীড়াগ্রস্ত হয় তাহাদের পক্ষে নেট্রাম সালফই একমাত্র ঔষধ। সেজন্য ডাঃ ফ্যারিংটন বলিয়াছেন যে,—"You will find Natrum sulph. especially indicated for ailments which are either aggravated or dependent upon dampness of the weather or dwelling in damp houses"—*Clinical Materia Medica. Page 694*। যে সমস্ত পীড়া আর্দ্র আবহাওয়ায় অথবা স্যাঁতসেঁতে ভিজা গৃহে বাস হেতু বৃদ্ধি হয়, সে সমস্ত পীড়ার জন্য বিশেষ করিয়া নেট্রাম সালফ উপযোগী। শুধু ভিজা আবহাওয়ায় বৃদ্ধি, অথবা ভিজা আবহাওয়াই পীড়ার উত্তেজক কারণ—কেবলমাত্র এই ইতিহাসে নেট্রাম সালফ ব্যবহৃত হইতে পারে; কিন্তু সাইলিসিয়ার অন্য লক্ষণ না থাকিলে কেবলমাত্র ঐ লক্ষণে উহা ব্যবহৃত হইতে পারে না। সাইলিসিয়ার কাশি প্রথমে শুষ্ক—পরে সরল, নেট্রাম সালফের কাশি প্রথম হইতেই সরল। সাইলিসিয়ায় কোষ্ঠবদ্ধ হওয়া স্বভাব, নেট্রাম সালফে উদরাময় হওয়া স্বভাব। সাইলিসিয়ায় শুইলেই ভয়ানক কাশি (violent cough when lying down—*Boericke*), তজ্জন্য উঠিয়া

বসে; নেট্রাম সালফেও বিছানায় উঠিয়া বসে, কিন্তু সে কাশির চোট সামলাইবার জন্য (springs upon bed the cough hurts so—*Boericke*)। নেট্রাম সালফে কাশির সময় বক্ষ ধরিয়া রাখে, বিশেষতঃ বেদনাক্রান্ত পার্শ্ব। বাম বক্ষেই সাধারণতঃ বেদনা হয়। ডাঃ ন্যাশ বাম বক্ষের বেদনাকে একটি উৎকৃষ্ট লক্ষণ বলিয়া মনে করেন। সাইলিসিয়ার কাশি রাত্রিতে শুইবার পর, পুর্ণিমার সময় ও কথা কহিলে বৃদ্ধি হয়, আর নেট্রাম সালফের কাশি অতি প্রত্যুষে এবং আর্দ্র সন্ধ্যা-বায়ুতে বৃদ্ধি হয়।

হৃদ্‌স্পন্দন (heart beat)—সামান্য নড়াচড়া করিলে হৃদ্‌স্পন্দন এবং নাড়ী লুপ্ত হয়।

বাত (rheumatism)—পুরাতন বাত, বিশেষতঃ উহা যদি বংশানুক্রমিক হয়, তাহা হইলে এই ঔষধ বিশেষ ফলপ্রদ। সন্ধিস্থানের বাত বেদনায় ইহা অধিক উপযোগী। সাইলিসিয়ার বেদনা রাত্রিকালে এবং ঠাণ্ডায় বৃদ্ধি হয়। আক্রান্ত স্থানে কাপড় জড়াইয়া রাখিলে বা উত্তাপে উপশম—আবরণ উন্মুক্ত করিলেই বৃদ্ধি হয়।

স্নায়ুশূল (neuralgia)—অতিশয় কষ্টকর স্নায়ুশূল। যে সমস্ত স্নায়ুশূল অনেক প্রকার ঔষধেও আরোগ্য হইতে চাহে না। ঠাণ্ডা বা উত্তাপে কিছুতেই উপশম হয় না। রাত্রিতে অতিশয় বৃদ্ধি হয়। মধ্যে মধ্যে প্রধান ঔষধ **ম্যাগ-ফস** দিতে হয়। মুখের ডানদিকে আক্রমণ করে। ডাঃ কেণ্ট বলেন যে, উষ্ণতায় উপশম ও শীতলতায় বৃদ্ধি।

পক্ষাঘাত (paralysis)—মেরুদণ্ডের কোন পীড়ার সহিত পক্ষাঘাত থাকিলে ইহা উপযোগী। সাইলিসিয়ায় রোগীর কোষ্ঠকাঠিন্য ও স্পর্শাধিক্য অধিক থাকে। গাত্রে হস্ত স্পর্শ করিলে বা জোরে শব্দ করিলে চমকাইয়া উঠে। শীতলতায় রোগ-লক্ষণের বৃদ্ধি এবং উত্তাপে উপশম।

কণ্টকাদি নিঃসরণের ক্ষমতা—এই ঔষধের বিশেষ উল্লেখযোগ্য লক্ষণ। শরীরাভ্যন্তরে মাছের কাঁটা, ছুঁচ বা কোন কণ্টক

বিঁধিলে অথবা ভগ্ন অস্থিখণ্ড ভিতরে আবদ্ধ হইয়া থাকিলে, এই ঔষধ উহা নির্গত করাইতে বিশেষ সাহায্য করিয়া থাকে।

রোগী-বিবরণ—ইং ১৯৩৫ সালের সমসাময়িক ঘটনা। পাবনা জেলার গোপালপুরের জনৈক ব্রাহ্মণ যুবকের ৮।৯ বৎসর বয়স্ক একটি ছেলের পায়ের তলায় একটি কাঁটা ফুটিয়া পা-খানি বড়ই যন্ত্রণাপ্রদ হইয়া উঠিল। পা-খানি অস্ত্র করিয়া কাঁটা বাহির করা স্থির হইল; কিন্তু কাঁটা ফুটার কোন নির্দিষ্ট স্থান খুঁজিয়া না পাওয়ায় কোথায় অস্ত্র করা হইবে, তাহা লইয়াই মহা সমস্যা উপস্থিত হইল। আমার নিকট আসিলে আমি ২।৩ মাত্রা **হিপার সালফার** ৩০ ব্যবস্থা করি; তাহাতে জ্বর এবং বেদনা একেবারে অন্তর্হিত হইয়া গেল এবং ছেলেটি হাঁটিয়া বেড়াইতে সমর্থ হইল। এই অবস্থায় ৪।৫ দিন ঔষধ বন্ধ করিয়া **সাইলিসিয়া** ৩০ দুই মাত্রা দেওয়া হইল। তাহাতে স্থানটি প্রথমে শাদা হইয়া ২।১ দিনের মধ্যেই প্রায় ১॥ ইঞ্চি আকারের একটি কণ্টক পায়ের তলা হইতে উপর দিক দিয়া (এক পার্শ্ব) নিঃসৃত হইয়া গেল। ঔষধের এইরূপ অদ্ভুত ক্রিয়া দর্শন করিয়া ছেলের পিতা অতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। তিনি বলিলেন যে, অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসার উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে ছেলেটির যে কি ধরণের চিকিৎসা হইত এবং তাহার যে কত কষ্ট ভোগ করিতে হইত, তাহা স্মরণ করিলে হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হয়। সবেমাত্র এক্স-রে'র কথা শুনা যাইতেছে। কিন্তু তাহাও এখান হইতে প্রায় ৬০ মাইল দূরে পাবনা সহরে। আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন লোক ভিন্ন উহার সাহায্য লাভ করা সাধারণের পক্ষে সম্ভব নহে। এক্ষেত্রে ৪।৫ মাত্রা হোমিওপ্যাথিক ঔষধে যাহা করিয়াছে, তাহা জীবনে বিস্মৃত হইবার নহে। ছেলের পিতা একজন অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসক; এই ঘটনার পর হইতে তিনি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় দীক্ষা গ্রহণ করিলেন।

হায়! অ্যালোপ্যাথিক সার্জ্জারীর এত উন্নতি সত্বেও কিন্তু একজন অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসককে সার্জ্জারীর ব্যাপার লইয়া অ্যালোপ্যাথি ত্যাগ করাইল।

প্লেগ (plague)—কদাচিৎ প্রয়োজন হয়। তবে বিউবনিক প্লেগে আক্রান্ত গ্রন্থিতে পুঁজ জন্মিলে আবশ্যক হয়।

শারীরিক তাপহীনতা—শরীরে তাপের অভাবশতঃ সর্বদা শীত শীত অনুভূত হয়। শারীরিক পরিশ্রম করিলেও শরীর গরম হয় না।

স্ফোটক (abscess)—শারীরিক যে কোন গ্ল্যাণ্ড এবং টিশুতে প্রদাহ, স্ফীতি ও পুঁজ জন্মাক না কেন, তাহাতেই ইহার উৎকৃষ্ট অধিকার রহিয়াছে। টিশু কোমল অথবা কঠিন হউক, পেরিয়ষ্টিয়াম, অস্থি, গ্ল্যাণ্ড, টেণ্ডন, ফুসফুস, অন্ত্রপথ প্রভৃতি যে কোন স্থান হউক না কেন এবং তাহাতে স্ফোটক, নালীক্ষত অথবা যে কোনপ্রকার ক্ষতই জন্মাক না কেন, সাইলিসিয়ার দ্বারা আশাতিরিক্ত উপকার প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। সাইলিসিয়া স্ফোটকাদিতে পুঁজসঞ্চয় করিতেও যেরূপ পারে, আবার স্ফোটকাদি হইতে নিঃসৃত পুঁজের পরিমাণও তদ্রূপ হ্রাস করিয়া ক্ষত শুষ্ক করিয়া ফেলিতে পারে। এখন কোন্ ক্ষেত্রে কি কি লক্ষণে সাইলিসিয়া প্রয়োগ করিতে হইবে তাহাই বলিতেছি।

কোন স্থানে প্রদাহ হইলে (স্ফোটক, ব্রণ, কার্বাঙ্কল ইত্যাদিতে) উহার নিবারণকল্পে **ফেরাম ফস** প্রয়োগ করিতে হয় এবং তাহাতে অনেক সময় পীড়া আরোগ্যও হইয়া যায়; সুতরাং আর কোন ঔষধের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু যদি প্রদাহ উপশমিত হইয়াও স্ফীতি বর্তমান থাকে, তখন **কেলি মিউর** প্রদান করিলে রস রক্তাদি আশোষিত হইয়া সমস্ত উপসর্গের শান্তি হয়; কিন্তু তাহা না হইলে এই ঔষধই প্রয়োগ করিতে হয়। শরীরে সাইলিসিয়ার অল্পতা হইলে স্ফোটকাদিতে

পুঁজ জন্মে না এবং শীঘ্র আরোগ্য হইতে চাহে না। এই সময় এই ঔষধ প্রয়োগ করিলে শীঘ্র শীঘ্র স্ফোটকে পুঁজ জন্মিয়া থাকে এবং স্ফোটক বিদীর্ণ করিয়া সঞ্চিত পুঁজ নিঃসৃত হইয়া শীঘ্রই ক্ষত স্থান শুষ্ক করিয়া ফেলে। যে পর্যন্ত স্ফোটকাদির চতুষ্পার্শ্বের কঠিনতা দুরীভূত না হয়, সে পর্যন্ত ইহা ব্যবহার করিতে হয়। সাইলিসিয়া ব্যবহারের পর যখন সঞ্চিত রসাদি নিঃসৃত হইয়া গিয়াও ক্ষত শুষ্ক হইতে না চাহে, তখন ক্যাল্ক-সালফের প্রয়োজন হয়। এই অবস্থায় সাইলিসিয়া দিলে বৃথা সময় নষ্ট হয়। অনেক দিন ধরিয়া কোন স্থান হইতে যদি পুঁজ নিঃসৃত হইতে থাকে, কিছুতেই বন্ধ হইতে না চাহে, তাহা হইলে সাইলিসিয়ার দ্বারা তাহা আরোগ্য হয়,—অবশ্য পুঁজে দুর্গন্ধ থাকা চাই। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, এই ঔষধ দ্বিতীয়াবস্থা অতিক্রম করিয়া তৃতীয়াবস্থার উপক্রমে উপকারী, অর্থাৎ ইহা তৃতীয়াবস্থার ঔষধ। ফেরাম ফস ও কেলি মিউরের পর এবং ক্যাল্ক-সালফের পূর্বে ব্যবহৃত হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে প্রথমাবস্থাতেই ফেরাম ফসের সহিত এই ঔষধ পর্যায়ক্রমে দিতে হয় এবং তাহাতে না পাকিয়া প্রায়ই প্রথমাবস্থাতেই পীড়া আরোগ্য হইয়া যায়। আঙ্গুলহাড়া রোগে অনেক সময় ঐ প্রকারে ঔষধ দিলে শীঘ্র রোগ আরোগ্য হয়।

ক্যাল্ক-সালফের সহিত সাইলিসিয়ার প্রভেদ ক্যাল্ক-সালফের "সর্ব প্রকার ক্ষত" অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য। নালীক্ষতে প্রায়ই সাইলিসিয়া ভিন্ন অন্য ঔষধের প্রয়োজন হয় না এবং উত্তেজিত স্নায়ুমণ্ডলও ইহার দ্বারা শান্ত হয়।

ক্ষত হইতে গাঢ় হরিদ্রাবর্ণ দুর্গন্ধযুক্ত পুঁজস্রাব হয়। পাতলা জলের ন্যায় পুঁজ বাহির হয়। কিন্তু পুঁজ পাতলাই হউক, অথবা গাঢ়ই হউক তাহাতে অতিশয় দুর্গন্ধ থাকে। ক্যাল্ক-সালফের পুঁজও অনেকটা সাইলিসিয়ার ন্যায়, তবে ক্যাল্ক-সালফের পুঁজে দুর্গন্ধ নাই, সাইলিসিয়াতে আছে। ক্যাল্ক সালফের পুঁজে প্রায়ই রক্তের ছিট থাকে।

চর্মে সামান্য আঁচড় লাগিলেই উহা পাকিয়া উঠে। গভীর স্থানের পুঁজোৎপত্তিতে ভাল ঔষধ। কখন কখন কোন স্থান স্ফীত হইয়া অনেক দিন ধরিয়া উহাতে পুঁজ জন্মে না এবং বেদনাও থাকে না; কিন্তু স্থানটি অত্যন্ত শক্তভাব ধারণ করে। ঐ সকল স্থানে ক্যাল্ক-ফ্লুওর অথবা সাইলিসিয়া কিংবা উভয় ঔষধই পর্যায়ক্রমে ব্যবহার করিতে হয়।

শক্তি—পুঁজোৎপত্তির জন্য ৬x ক্রম। যতক্ষণ স্ফোটকাদির চতুর্দিকে রস রক্তাদি সঞ্চিত হইয়া থাকে ততক্ষণ তাহা নিঃসৃত করিবার জন্য নিম্ন ক্রমই ভাল। কিন্তু পুঁজোৎপত্তি হইলে এবং স্ফোটকাদি বিদীর্ণ হইবার পর ১২x, ৩০x প্রভৃতি উচ্চ ক্রম প্রদান করাই বিধেয়। পুরাতন পীড়াতেও উচ্চ ক্রম দিতে হয় এবং ঐ সব স্থলে দৈনিক ২।১ মাত্রাই যথেষ্ট। কিন্তু তরুণ স্ফোটকাদি বিদীর্ণ করিবার জন্য এবং কার্বাঙ্কলে ৩।৪ ঘণ্টা অন্তর নিম্ন ক্রমের (৬x) ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয় এবং বাহ্যিক প্রয়োগের জন্য ঐ ঔষধেরই ৩x চূর্ণ উষ্ণ জলের সহিত ব্যবহার করিতে হয়।

রোগী-বিবরণ—ইং ১৯৩৫ সালে পাবনা জেলার পরমানন্দপুর নামক গ্রামে একটি মুসলমান যুবতীর তলপেটে একটি বৃহৎ স্ফোটক হয়। বহির্দেশ পরীক্ষা করিলে শক্ত অনুভূত হয়, কিন্তু অভ্যন্তর প্রদেশে ক্রমশঃ স্ফোটকটি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছিল। এই সঙ্গে রোগিনীর জ্বর ও প্রদাহিত স্থানে অতীব্র বেদনা ছিল। এই রোগিনীর কবিরাজী, অ্যালোপ্যাথিক, টোটকা ইত্যাদি বহু চিকিৎসা হয়। অবশেষে অস্ত্রোপচার করা স্থির হয়, কিন্তু স্থানীয় চিকিৎসকেরা সাহসী হন না। তৎপরে রোগিনীকে আমার নিকটে চিকিৎসার্থ আনা হয়। আমি আশ্বাস দিয়া ৩ দিনের জন্য দৈনিক **ক্যাল্ক-ফ্লুওর** ৬x দুই মাত্রা এবং **সাইলিসিয়া** ৬x দুই মাত্রা করিয়া সেবন করিতে দিই। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তৃতীয় দিনে স্ফোটক দিয়া আপনা হইতেই প্রায় দেড় সের পরিমাণ পুঁজ নিঃসৃত

হইয়া সমস্ত উপসর্গ উপশমিত হয়। পরে **সাইলিসিয়া** ১২x দেওয়ায় ক্ষত শুষ্ক হইয়া যায়।

অস্থিপীড়া (diseases of the bone)—অস্থিপীড়ায় সাইলিসিয়া বিশেষ উপযোগী; কিন্তু সাইলিসিয়ার রোগীর আক্রান্ত স্থানে ঠাণ্ডা সহ্য হয় না। ঠাণ্ডা জল ও ঠাণ্ডা বাতাস কিছুই তাহার সহ্য হয় না—আক্রান্ত স্থানে লাগিলেই কষ্ট হয়। শিশুদের মেরুদণ্ডের অস্থির বক্রতায় (curvature of the spine) ইহা বিশেষ কার্যকরী ঔষধ। স্ক্রোফুলাস (scrofulous) শিশুদিগের অস্থিপীড়ায় ইহা উল্লেখযোগ্য ঔষধ। সাইলিসিয়ার নির্দিষ্ট ক্ষত হইতে জলবৎ পাতলা দুর্গন্ধজনক পুঁজ নির্গত হয়। হরিদ্রাবর্ণের গাঢ় দুর্গন্ধজনক পুঁজও নিঃসৃত হয়। ক্ষত খুব অভ্যন্তরে বোধ হয়। কেরিজ (caries) সহ ক্ষত এবং উহাতে জ্বালা থাকে। ক্ষতের চতুর্দিকে কঠিন এবং উহাতে তীক্ষ্ণ, দুর্গন্ধজনক এবং রক্তমিশ্রিত পুঁজ নির্গত হয়। ক্ষতের পুঁজ যে স্থানে লাগে সে স্থানে আবার ক্ষত হয়। অস্থি পচিয়া যায় এবং উহাতে টাটানি ও বেদনা থাকে। অস্থির বক্রতা ও কোমলতা। উপদংশ পীড়াবশতঃ নানাপ্রকার ক্ষত। টিবিয়া অস্থির পীড়া।

হিপজয়েণ্টের পীড়া (diseases of the hipjoint)—"অস্থিপীড়া" দ্রষ্টব্য। ঐ প্রকার পুঁজস্রাবে উপকারী। প্রথমাবস্থায় **ফেরাম ফস** সহ পর্যায়ক্রমে ব্যবহার করিলে পুঁজ হয় না। পুঁজ হইলেও ইহার দ্বারা শীঘ্র পুঁজ বন্ধ হইয়া ক্ষতাদি শুষ্ক হইয়া যায়। আক্রান্ত স্থানে জ্বালা, চুলকানি ও হুলবিদ্ধবৎ বেদনা।

পায়ের গাঁটের পীড়া (diseases of the ankle-joint)—গোড়ালি হইতে পায়ের তলা পর্যন্ত বেদনা এবং গোড়ালি বা পায়ের কব্জির অতিশয় দুর্বলতা বোধ হয়,—মনে হয় যেন উহাতে কিছুমাত্র বল নাই। পায়ের তলায় জ্বালা করে, বিশেষতঃ রাত্রিকালে।

ক্ষত, নালীক্ষত, ক্যান্সার ইত্যাদি (ulcer, sinus, cancer etc.)—"স্ফোটক" অধ্যায় দ্রষ্টব্য। জরায়ু ও মুখের ক্যান্সার।

নখকুনি (ingrowing of the nails)—স্ফোটকের ন্যায় চিকিৎসা। অধিক বেদনা থাকিলে ফেরাম ফস সহ পর্যায়ক্রমে। নখ খসখসে এবং সহজেই ভাঙ্গিয়া যায়।

চর্মপীড়াসমূহ (diseases of the skin)—চর্মরোগের সহিত "শারীরিক আকৃতির" সাদৃশ্য থাকিলে উৎকৃষ্ট। পদঘর্ম বন্ধ হইয়া পীড়া অথবা চর্মপীড়ার সহিত পদঘর্ম চলিতে থাকা। যে কোন স্থান হইতেই হউক, গাঢ় হরিদ্রাবর্ণ দুর্গন্ধজনক পুঁজস্রাব হইলে। পুঁজের সহিত রক্ত মিশ্রিতও থাকে। ব্রণ, চিলব্লেন পীড়া, শিশুদের মস্তকের ক্ষত (ক্যাপ-সালফ), কুষ্ঠ, সামান্য আঘাতেই পীড়া, সমস্ত শরীরই চুলকাইতে থাকে, মনে হয় যেন শরীরে পোকা চলিতেছে। রাত্রিতে চুলকানির বৃদ্ধি। একজিমা পীড়ায় আঁইশবৎ শল্ক উঠা। ঠোঁট খসখসে, চর্ম উঠে এবং ফাটিয়া যায়।

স্রাব লুপ্ত হেতু বিবিধ পীড়া—পদঘর্ম, কর্ণপুঁজ, নালীক্ষত ইত্যাদি লুপ্ত হওয়া অবধি প্রতিশ্যায়িক স্রাব, অর্বুদ, মস্তিষ্ক-ভ্রান্তি, জ্বর, পুরাতন পাকাশয়প্রদাহ ইত্যাদি বিবিধ পীড়ার সৃষ্টি হয়। অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, উহার পূর্ব ইতিহাসে ঐ সব রোগের স্রাব লোপ করার কাহিনী ছিল; কেহ কেহ বলিবেন যে, তাহার কর্ণস্রাব বা নালীক্ষতটি বাহ্য ঔষধ প্রয়োগে আরোগ্য হওয়ার পর হইতে এত বৎসর হইল তাহার বক্ষঃসংক্রান্ত লক্ষণগুলি কষ্ট দিতেছে। লক্ষণগুলি মিলিয়া গেলে সাইলিসিয়া পূর্বলুপ্ত স্রাবটি ফিরাইয়া আনিবে এবং রোগীকে সুস্থ করিবে।

জ্বর (fever)—স্ফোটক, অস্থিপীড়া, নালীক্ষত ইত্যাদির সহিত

জ্বর থাকিলে সাইলিসিয়া বিশেষ উপযোগিতার সহিত ব্যবহৃত হয়। সাইলিসিয়ার জ্বরের একটি বিশেষত্ব এই যে, **রোগীর সমস্ত দিন ধরিয়া শীত শীত ভাব থাকে**। ২।১টা লক্ষণের উপর নির্ভর না করিয়া যাহাতে উপযুক্ত ক্ষেত্রে সাইলিসিয়া নির্বাচিত হইতে পারে, তজ্জন্য ইহার যাবতীয় লক্ষণ শ্রেণীবদ্ধভাবে বিবৃত হইল।

কারণ (cause)—**পদঘর্ম রুদ্ধ হইয়া** জ্বর হইলে সাইলিসিয়া তাহার একমাত্র ঔষধ।

বৃদ্ধি (aggravation)—**অমাবস্যায়, শয়নে, পূর্ণিমায়,** মস্তক অনাবৃত রাখিলে ও শীতলতায়।

হ্রাস (amelioration)—উষ্ণতায়, বিশেষতঃ মস্তক আচ্ছাদন করিয়া রাখিলে।

প্রকার (type)—জ্বরের পালার কোন ঠিক নাই—সকল সময়েই আসিতে পারে।

সময় (time)—বৈকাল হইতে সমস্ত রাত্রি; রাত্রিতে নিদ্রা যাইবার পর জ্বর, কখন যে আসে তাহা রোগী বলিতে পারে না; বেলা ১০টা হইতে রাত্রি ৮টা; মধ্যরাত্রি হইতে পরদিন সকাল ৮টা পর্যন্ত; বেলা ১২টা হইতে ১টার ভিতর শীতশূন্য জ্বর। পূর্ণিমার সময় জ্বর হইয়া ২।১ দিন থাকে।

শীতাবস্থা (chill)—পিপাসা নাই। **প্রত্যেকবার নড়াচড়া করিলেই শীত বোধ হয়। সমস্ত দিন ধরিয়া শীত।** উত্তপ্ত গৃহেও এই শীতের নিবৃত্তি নাই। অনাবৃত হইয়া মোটেই থাকিতে পারে না। সমস্ত শরীরের উত্তাপ অতিশয় হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। আভ্যন্তরীণ শীত বোধ হয়। বিছানা হইতে হাত পা বাহির করিলেই শীত। **শীত সহ অস্বাভাবিক ক্ষুধা।** হাঁটু হইতে পায়ের তলা পর্যন্ত বরফের ন্যায় শীতল। নাসিকা অত্যন্ত ঠাণ্ডা। **সন্ধ্যাকালে** কম্পযুক্ত শীত।

উত্তাপাবস্থা (heat)—**অতিশয় পিপাসা,** বিশেষতঃ বৈকালে, সন্ধ্যাকালে ও রাত্রিতে। অধিক্ষণস্থায়ী উত্তাপ, বিশেষতঃ মস্তকে। উত্তাপাবস্থায় মুখমণ্ডল ঘোর রক্তবর্ণ। বৈকালে ও রাত্রিতে যে জ্বর আসে, তাহাতে অতিশয় তৃষ্ণা ও শ্বাসকষ্ট অনুভূত হয়। জ্বরে কম্প না হইয়া সারাদিনই উত্তাপ ভোগ করে।

ঘর্মাবস্থা (sweat)—অতিশয় ঘর্ম। সামান্য পরিশ্রমেই ঘর্ম। **সমস্ত রাত্রি ধরিয়া সর্বাঙ্গে প্রচুর ঘর্ম হয়।** সর্বাপেক্ষা অধিক ঘর্ম হয় মস্তকে, মুখে ও বুকে। **পদদ্বয়ে দুর্গন্ধজনক ঘর্ম** এই ঔষধের একটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য লক্ষণ। সাইলিসিয়ার ঘর্মে অতিশয় **দুর্গন্ধ**, কখনও অম্লগন্ধ থাকে। ঘর্মের জন্য রোগী অতিশয় দুর্বলতা অনুভব করে। যক্ষ্মারোগে **অতিশয় দুর্বলতার সহিত নৈশঘর্ম** থাকিলে সাইলিসিয়া বিশেষ উপযোগিতার সহিত ব্যবহৃত হয়। সাধারণতঃ বেলা ১০টা হইতে রাত্রি ৮টা, বৈকাল ৩টা হইতে ৫টা এবং রাত্রি ১১টা হইতে প্রাতঃকাল পর্যন্ত ঘর্ম হয়।

নাড়ী (pulse)—নাড়ী প্রথমে দ্রুত, অচাপ্য ও অনিয়মিত—কিন্তু পরে ধীর গতিবিশিষ্ট হয়।

জিহ্বা (tongue)—জিহ্বা কঠিন এবং ক্ষতযুক্ত। **জিহ্বায় যেন চুল রহিয়াছে এইরূপ বোধ হয়।** জিহ্বা কটা বা বাদামী বর্ণের শ্লেষ্মা দ্বারা আবৃত। জিহ্বায় ক্যান্সার। উষ্ণ খাদ্যে অনিচ্ছা, কিন্তু শীতল খাদ্য আগ্রহের সহিত ভক্ষণ করে।

নিদ্রা (sleep)—যক্ষ্মাক্রান্ত ব্যক্তিদিগের রাত্রিকালীন অনিদ্রা। নিদ্রাবস্থায় শরীরে অতিশয় ঘর্ম হয়। নিদ্রাবস্থায় ভ্রমণ করে, বিশেষতঃ পূর্ণিমার সময়। নৌকা ভ্রমণের স্বপ্ন দেখে। দস্যু, তস্কর, জলাশয় ও নানাপ্রকার ভীতিজনক স্বপ্ন দর্শন করে। নিদ্রাবস্থায় কথা বলে। নাসিকাধ্বনি করে। নিদ্রাবস্থায় হস্ত পদের উৎক্ষেপণ। মস্তকে

রক্তাধিক্য অথবা উত্তপ্ত হওয়ার জন্য অনিদ্রা। চমকা ঘুম। সন্ধ্যা-কালে নিদ্রা হয়, কিন্তু অর্ধ রাত্রির পর আর নিদ্রা হয় না। নিদ্রিত হইবার প্রবল ইচ্ছা সত্বেও নিদ্রা যাইতে পারে না।

রোগের কারণ (causes of diseases)—**টীকা দিবার পর নানাপ্রকার পীড়ায়** এই ঔষধ উত্তম ফলপ্রদ। প্রস্তর খোদাই-কারকদিগের পীড়া। শুক্র বা জীবনীশক্তি রক্ষক তরল পদার্থের অতিরিক্ত নিঃসরণবশতঃ, **চরণে ঘর্ম বসিয়া যাওয়ার ফলে** এবং মস্তকে, কিংবা পৃষ্ঠে ঠাণ্ডা লাগিবার ফলে পীড়া।

বৃদ্ধি (aggravation)—ঠাণ্ডায়, **অনাবৃত থাকিলে—বিশেষতঃ মস্তক, শয়নে, পূর্ণিমায়,** ঋতুকালে, অমাবস্যায়, **পদঘর্ম লোপের ফলে,** রাত্রিকালে, উষ্ণ খাদ্যে, পায়ে ঠাণ্ডা লাগায়, নড়াচড়ায় এবং মানসিক পরিশ্রমে। রোগী শীতার্ত। অতিরিক্ত ঠাণ্ডা বা গরম উভয়ই সহ্য হয় না—মাঝামাঝি অবস্থা চাহে।

হ্রাস (amelioration)—উত্তাপে বিশেষতঃ মস্তকে কাপড় জড়াইলে, শীতল খাদ্যে (যাবতীয় রোগের উপশম হইলেও পাকাশয়ের লক্ষণসমূহ বৃদ্ধি হয়), গ্রীষ্মকালে এবং ব্যাটারী ব্যবহার করিলে। মেসমেরাইজ্‌ড্‌ হইতে স্পৃহা।

সম্বন্ধ (relation)—ক্যাল্ক-ফস ও কেলি মিউরের পর ব্যবহৃত হয়। আঙ্গুলহাড়া ও স্থানবিশেষে স্ফোটকে ফেরাম ফসের সহিত পর্যায়ক্রমে ব্যবহার হয়।

শক্তি (potency)—সর্বদাই ১২x শক্তি ব্যবহৃত হয়। পুঁজোৎপত্তির জন্য ৬x ভাল। পুঁজ জন্মিলে ১২x শক্তি এবং অবস্থা বিশেষে তদূর্ধ্ব ক্রমসমূহ। ২৪x, ৩০x, ৬০x ও ২০০x শক্তি অনেক সময় ব্যবহৃত হয়।

তুলনাযোগ্য হোমিওপ্যাথিক ঔষধ—পরিপূরক

ঔষধ—থুজা, পালস ও স্যানিকু, ফ্লু-এসি। পালসেটিলার পুরাতন ক্ষেত্রে সাইলিসিয়ার প্রয়োজন হয়। অস্থির কোন উপসর্গে মার্কের সহিত তুলনীয়, কিন্তু মার্কের পরে ঔষধটি ব্যবহৃত হয় না। গো-বীজে টীকার কুফলে সাধারণতঃ সাইলি, থুজা, কেলি মিউর, সালফার ও ম্যালেণ্ড্রিনাম ব্যবহৃত হয়। শিরঃপীড়ায় স্পাইজি, স্যানগুইনে ও জেলস-এর সহিত তুলনীয়। আঙ্গুলহাড়ায় এবং নখকোণ বৃদ্ধিতে সাইলিসিয়া ব্যর্থ হইলে প্রায়ই গ্র্যাফাইটিসে সুফল হয়। পুঁজের ক্ষেত্রে সাইলির সহিত ক্যাল্ক-সালফের সাদৃশ্য আছে। তবে ক্যাল্ক-সালফ শেষের দিকে পুঁজশোষণের জন্য ব্যবহৃত হয়। বিস্তৃত পার্থক্য ঐ ঐ প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য।

বিষঘ্ন (antidote)—মার্কিউরিয়াস।

পরিশিষ্ট

কয়েক বৎসর পূর্বে ভন ডার গজ নামক জার্মান দেশীয় একজন চিকিৎসক মহামতি শুসলারের দ্বাদশটি টিশু রেমেডি ভিন্ন আরও ৭২টি ঔষধের উল্লেখ করিয়া একখানি পুস্তক লিখিয়াছেন। ঔষধগুলি যদিও তিনি হোমিওপ্যাথিক পুস্তক হইতে গ্রহণ করিয়াছেন, তথাপি তিনি তাঁহার পুস্তকে ব্যবহারযোগ্য লক্ষণাবলী প্রদান করেন নাই। শুসলারের দ্বাদশটি ঔষধ যে স্থলে বিফল হয়, সে স্থলে তিনি উক্ত ঔষধসমূহ ব্যবহার করিতে বলিয়াছেন। উক্ত ঔষধসমূহ শরীরস্থ কোষসমূহে মধ্যে মধ্যে দৃষ্ট হয় মাত্র, সর্বদা থাকে না। সুতরাং উহা ব্যবহার করিয়া সুফল লাভের আশা নাই। আর আমরা এই দ্বাদশটি ঔষধের দ্বারাই চিকিৎসা কার্য চলিতে পারে বলিয়া বিশ্বাস করি। কিছুদিন পূর্ব হইতে দেখিতেছি যে, ২।৩টি বাইওকেমিক ঔষধ মিশ্রিত করিয়া এক একটি ঔষধ প্রস্তুত হইতেছে এবং তাহার দ্বারা সুফল হইতেছে। যেমন সাইলিসিয়া ও নেট্রাম মিউরের সংযোগে সিলিকা-মেরিনা ; নেট্রাম ফস, সাইলিসিয়া ও ক্যাল্কেরিয়া ফ্লুওরিকামের সংযোগে নেট্রাম-সিলিকা-ফ্লুওরিকাম ইত্যাদি ঔষধ প্রস্তুত হইতেছে। আমরা ঐ প্রকার মিশ্রিত ঔষধ না কিনিয়া প্রয়োজনানুযায়ী ঔষধ পর্যায়ক্রমে ব্যবহার করি, অথবা মিশ্রিত করিয়া লই। তবে কেহ কেহ বলেন যে, ঐ প্রকার ঔষধেও ফল হয়।

রোগ নির্ঘণ্ট

(Therapeutics Index)

অ

অজীর্ণ—ক্যাল্ক-ফ্লুওর ৪৮, ক্যাল্ক-ফস ৭৬, ক্যাল্ক-সালফ ১০১, ফেরাম ফস ৪৮, ২১০, কেলি মিউর ১৫৭, ৩০৮, কেলি ফস ১৮৭, কেলি সালফ ২০৯, ম্যাগ-ফস ২১০, ২২৭, নেট-মিউর ২১০, ২৫৬, নেট-ফস ২৮৯, নেট-সালফ ৩০৮, সাইলি ৩৪১।

অণ্ডকোষের পীড়াসমূহ—ক্যাল্ক-ফ্লুওর ৪৪, ক্যাল্ক-ফস ৪৪, ৮৫, ক্যাল্ক-সালফ ১০১, ফেরাম ফস ১২৫, কেলি মিউর ১৫৯, নেট-মিউর ৪৪, ৮৫, ২৬১, সাইলি ৩৪৪।

অনিদ্রা—("নিদ্রা দ্রষ্টব্য")—ফেরাম ফস ১৩৭, ১৯৯, কেলি ফস ১৩৭, ১৯৯।

অন্ত্রবৃদ্ধি বা হার্নিয়া—ক্যাল্ক-ফস ৪২, ফেরাম ফস ৪২।

অন্ত্রের পীড়াসমূহ—ফেরাম ফস ২৯০, নেট-ফস ২৯০।

অন্যান্য স্ত্রীব্যাধি—ফেরাম ফস ১২৬।

অপরিমিত ইন্দ্রিয়চালনাবশতঃ পীড়া—ক্যাল্ক-ফস ৮৩, নেট-ফস ২৯৩।

অর্ধ শিরঃশূল—ক্যাল্ক-ফস ৭৩, ফেরাম ফস ১১৬, কেলি ফস ১৮২, ৩৩৭, নেট-সালফ ৩০৬, সাইলি ৩৩৭।

অর্শ—ক্যাল্ক-ফ্লুওর ৪৩, ১২২, ১৫৯, ২১১, ২২৯, ৩১৬, ফেরাম ফস ৪৩, ১২২, কেলি মিউর ১৫৯, কেলি সালফ ২১১, ম্যাগ-ফস ২২৯, নেট-মিউর ২৫৮, নেট-সালফ ৩১৬।

অস্থিপীড়া—সাইলি ৩৫৫।

অর্বুদ—ক্যাল্ক-ফ্লুওর ৪৬।

আ

আঁচিল—নেট-মিউর ২৭০।

আঘাত বা আঘাতজনিত পীড়া—ফেরাম ফস ১২৯, ১৬৬, কেলি মিউর ১৬৬।

আক্ষেপ, তড়কা, শূল ইত্যাদি—ক্যাল্ক-ফস ৭৮, ম্যাগ-ফস ৭৮, ২৩১, ২৩৬।

আক্ষেপিক ক্রুপ—"ক্রুপ" দ্রষ্টব্য।

আঞ্জনি—ফেরাম ফস ৩৩৮, সাইলি ৩৩৮।

আমাশয়—("রক্তামাশয়")—ক্যাল্ক-সালফ ১০০, ফেরাম ফস ১২২, ১৫৮, কেলি মিউর ১০০, ১২২, ১৫৮, ২২৮, ম্যাগ-ফস ১৫৮, ২২৮।

আরক্ত জ্বর—ফেরাম ফস ১৬৯, কেলি মিউর ১৬৯।

আস্বাদ—ম্যাগ-ফস ২৩৯।

অ্যানিমিয়া ও ক্লোরোসিস—("হরিৎপীড়া" দ্রষ্টব্য)—ক্যাল্ক-ফস ৭৮।

অ্যাপেণ্ডিসাইটিস—ফেরাম ফস ১৩৫, ১৬৭, কেলি মিউর ১৩৫, ১৬৭।

ই

ইনফ্লুয়েঞ্জা—নেট-মিউর ২৫৪।

ইরিসিপেলাস—(বিসর্প দ্রষ্টব্য) ফেরাম ফস ১৩৩।

উ

উত্তাপাবস্থা—নেট-মিউর ২৭৬, সাইলি ৩৫৮।

উদরাময়—ক্যাল্ক-ফস ৭৫, ৩০৯, ক্যাল্ক-সালফ ১০০, ফেরাম ফস ১২১, ১৮৭, কেলি মিউর ১৫৭, কেলি ফস ১৮৭, কেলি সালফ ২১০,

ম্যাগ-ফস ১৮৭, ২২৮, ৩০৯, নেট-মিউর ২৫৭, নেট-ফস ২৯০, নেট-সালফ ১৮৭, ৩০৯, সাইলি ৩৪২।

উদরী—ক্যাল্ক-ফ্লুওর ৪৮, কেলি মিউর ২৫৮, নেট-মিউর ২৫৮।

উন্মাদ—কেলি ফস ১৮২, ২৫২, নেট-মিউর ২৫২।

উপদংশ—ক্যাল্ক-ফ্লুওর ৪৪, ক্যাল্ক-সালফ ১০২, ফেরাম ফস ১২৬, কেলি মিউর ১২৬, ১৬০, ৩৪৩, কেলি ফস ১৯১, কেলি সালফ ২১১, নেট-মিউর ২৬১, নেট-সালফ ৩১৭, সাইলি ১০২, ৩৪৩।

ঋ

ঋতুস্রাব—ক্যাল্ক-ফস ৮০, ক্যাল্ক-সালফ ১০৪, ফেরাম ফস ১২৬, কেলি মিউর ১৬১, কেলি সালফ ২১১, ম্যাগ-ফস ২৩২, নেট-মিউর ২৬১, ৩১৭, নেট-ফস ২৯৩, নেট-সালফ ৩১৭, সাইলি ৩৪৫।

এ

একজিমা—ক্যাল্ক-ফস ১৬৪, কেলি মিউর ১৬৪, নেট-মিউর ২৭০।

একশিরা—নেট-মিউর ২৬১, ৩১৬, নেট-সালফ ৩১৬, সাইলি ৩৪৪।

এম্ফাইসিমা—ক্যাল্ক-ফ্লুওর ৫০, ফেরাম-ফস ৫০, ১৩৩।

ও

ওজিনা—ক্যাল্ক-ফ্লুওর ৪৯, কেলি ফস ৪৯, সাইলি ৪৯।

ওলাউঠা—ক্যাল্ক-ফস ২৮৮, ফেরাম ফস ১২১, ১৮৯, ২১৬, ২৯০, ৩১৫, কেলি ফস ১২১, ১৮৮, কেলি সালফ ১৮৯, ২১৬, ম্যাগ-ফস ২২৯, নেট-মিউর ১৮৯, ২৫৮, নেট-ফস ২৯০, ৩১৫, নেট-সালফ ৩১৫, সাইলি ৩৪৩।

ঔ

ঔষধের ক্রিয়াহীনতা—ক্যাল্ক-ফস ৯১, ১৭০, কেলি মিউর ১৭০।

ক

কটিবাত—ক্যাল্ক-ফ্লুওর ৫০, ক্যাল্ক-ফস ৮৮, ফেরাম ফস ১২৮, কেলি ফস ৩১৯, নেট-সালফ ৩১৯।

কর্ণপীড়াসমূহ—ক্যাল্ক-ফ্লুওর ৪৯, ক্যাল্ক-ফস ৭২, ক্যাল্ক-সালফ ১০০, ফেরাম ফস ১১৯, ৩৩৮, কেলি মিউর ১৪৭, ৩৩৮, কেলি ফস ১৮৪, ২২৬, কেলি সালফ ২০৮, ম্যাগ-ফস ২২৬, ৩৩৮, নেট-মিউর ২৫৩, নেট-ফস ২৮৭, নেট-সালফ ৩০৬, সাইলি ৭২, ১০০, ৩৩৮।

কণ্টকাদি নিঃসরণের ক্ষমতা—সাইলি ৩৫০।

কষ্টরজঃ—("স্বল্পরজঃ" দ্রষ্টব্য) ক্যাল্ক-ফ্লুওর ৪৫, ক্যাল্ক-ফস ৮০, ফেরাম ফস ১২৬, ১৯২, কেলি মিউর ১৬০, কেলি ফস ৮০, ১৯২, ম্যাগ-ফস ১২৬, ২৩২, নেট-মিউর ২৬১।

কামলা—কেলি মিউর ২৫৯, নেট-মিউর ২৫৯।

কার্যপূরক ঔষধ—ক্যাল্ক-ফস ৯১, কেলি মিউর ১৭০।

কাশি—("সর্বপ্রকার কাশি" দ্রষ্টব্য)—ক্যাল্ক-ফ্লুওর ৪৯, ২৬৪, ফেরাম ফস ১৩৪, ২৬৪, কেলি ফস ১৯৬, ম্যাগ-ফস ২৩৩, নেট-মিউর ৪৯, ২৬৪, নেট-ফস ২৯৪।

কৃমি—ফেরাম-ফস ২৮৮, কেলি মিউর ১৫৯, ২৮৮, নেট-মিউর ২৫৮, ২৮৮, ৩১৩, নেট-ফস ১৫৯, ২৮৮, ৩৪৩, ম্যাগ-ফস ৩৪৩, সাইলি ২৮৮, ৩৪৩।

কোরণ্ড—নেট-সালফ ৩১৬, সাইলি ৩৪৪।

কোরিয়া—ক্যাল্ক-ফস ২৩৫, ম্যাগ-ফস ২৩৫, নেট-মিউর ২৫৩, নেট-ফস ৩৩৭, সাইলি ৩৩৭।

কোষ্ঠবদ্ধতা—ক্যাল্ক-ফ্লুওর ৪৩, ২৫৬, ক্যাল্ক-ফস ৮৬, ক্যাল্ক-সালফ ১০১, ফেরাম ফস ১২২, কেলি মিউর ৪৪, ১৫৯, কেলি ফস ১৯০,

কেলি সালফ ২১০, ম্যাগ-ফস ২৩০, নেট-মিউর ৪৩, ২৫৬, নেট-ফস ২৯১, ৩১৫, নেট-সালফ ৪৩, ৩১৫, সাইলি ৪৩, ৩৪৩।

ক্যান্সার—ক্যাল্ক-ফ্লুওর ৫২, ফেরাম ফস ৫২, কেলি ফস ১৯৭, সাইলি ৫২।

ক্রিয়া—ক্যাল্ক-ফ্লুওর ৩৫, ক্যাল্ক-ফস ৫৫, ক্যাল্ক-সালফ ৯৩, ফেরাম ফস ১০৭, কেলি মিউর ১৪০, কেলি ফস ১৭২, কেলি সালফ ২০৪, ম্যাগ-ফস ২২০, নেট্রাম মিউর ২৪১, নেট্রাম ফস ২৮১, নেট-সালফ ২৯৯, সাইলি ৩২৭।

ক্রুপ—("ঘুংড়ি কাশি" দ্রষ্টব্য)—ক্যাল্ক-সালফ ১০৩, কেলি মিউর ১০৩, ২৩৩, ম্যাগ-ফস ২৩৩।

ক্ষত—("সর্বপ্রকার ক্ষত" দ্রষ্টব্য)।

ক্ষয়কাশি—ক্যাল্ক-ফস ৮৩, ৩১৮, ক্যাল্ক-সালফ ১০৩, ফেরাম ফস ১৩৩, কেলি ফস ১৯৫, ২৯৪, ম্যাগ-ফস ২৩৩, নেট-মিউর ২৬৫, ৩৪৭, নেট-ফস ২৩৩, ২৯৪, ৩১৮, নেট-সালফ ৩১৮, সাইলি ২৯৪, ৩১৮, ৩৪৭।

খ

খুশকি—কেলি সালফ ২০৮, নেট-মিউর ২৭১।

গ

গণ্ডমালা—ম্যাগ-ফস ২৯৫, নেট-ফস ২৯৫।

গর্ভ ও প্রসববেদনা—("প্রসববেদনা" দ্রষ্টব্য)—ক্যাল্ক-ফ্লুওর ৪৬, ৮২, ক্যাল্ক-ফস ৮১, কেলি ফস ৪৬, ৮১, সাইলি ৩৪৫।

গর্ভস্রাব—ক্যাল্ক-ফ্লুওর ৪৬, ১৯৪, কেলি ফস ৪৬, ১৯৪।

গর্ভাবস্থায় বমন—("বমন" দ্রষ্টব্য)।

গলক্ষত—ফেরাম ফস ১২৩, কেলি ফস ১৮৫, ম্যাগ-ফস ২২৭, নেট-মিউর ২৫৪, নেট-ফস ২৮৮।

গলগণ্ড—ক্যাল্ক-ফ্লুওর ৪৮, ক্যাল্ক-ফস ৪৮, ৭৮, ২৯৫, কেলি মিউর ৪৮, নেট-মিউর ৪৮, ২৫৫, নেট-ফস ২৯৫।

গুহ্যদ্বার বিদারণ—ক্যাল্ক-ফ্লুওর ৪২।

গ্রন্থিবাত ("বাত" দ্রষ্টব্য)—ফেরাম ফস ৩১৯, নেট-সালফ ৩১৯।

গ্রন্থিপীড়াসমূহ—কেলি-মিউর ১৬০।

গ্রন্থিস্ফীতি—ক্যাল্ক-ফ্লুওর ১৬০, ক্যাল্ক-সালফ ১০১, ফেরাম ফস ১৬০, কেলি মিউর ১৬০, সাইলি ১০১।

ঘ

ঘর্মাবস্থা—নেট-মিউর ২৭৬, সাইলি ৩৫৮।

ঘুংড়ি কাশি বা ক্রুপ—ফেরাম ফস ১৬২, কেলি মিউর ১৬২, ১৯৫, কেলি ফস ১৯৫, ম্যাগ-ফস ১৬২ ("ক্রুপ" দ্রষ্টব্য)।

চ

চক্ষুপীড়াসমূহ—ক্যাল্ক-ফস ৭২, ক্যাল্ক-সালফ ৯৯, ফেরাম ফস ১১৮, কেলি মিউর ১৪৬, কেলি ফস ১৮৩, কেলি সালফ ২০৮, ম্যাগ-ফস ২২৫, নেট-মিউর ২৫৩, নেট-ফস ২৮৭, নেট-সালফ ৩০৬, সাইলি ৩৩৮।

চর্মপীড়াসমূহ—ক্যাল্ক-ফ্লুওর ৫২, ক্যাল্ক-ফস ৯০, ক্যাল্ক-সালফ ১০৪, ৩৫৬, ফেরাম ফস ১৬৪, ২৯৬, কেলি মিউর ১৬৪, কেলি ফস ১৯৯, কেলি সালফ ২১৭, ম্যাগ-ফস ২৩৮, নেট-মিউর ১৬৪, ২৫৩, ২৭০, নেট-ফস ১৬৪, ২৯৬, নেট-সালফ ৩২০, সাইলি ৩৫৬।

ছ

ছানি—ক্যাল্ক-ফ্লুওর ৪১, ৭২, ১৪৭, ক্যাল্ক-ফস ৪১, ৭২, কেলি মিউর ৪১, ৭২, ১৪৭, সাইলি ৩৩৮।

জ

জরায়ুর অর্বুদ—সাইলি ৩৪৬।

জরায়ুর প্রদাহ—কেলি মিউর ১৬১।

জরায়ুর স্থানচ্যুতি—ক্যাল্ক-ফ্লুওর ৪৪, ৮০, ক্যাল্ক-ফস ৪৫, ৮০, কেলি ফস ৪৫, ৮০, নেট-মিউর ৪৫, ২৬৩, নেট-ফস ২৯৩।

জিহ্বা—ক্যাল্ক-ফ্লুওর ৫২, ক্যাল্ক-ফস ৯০, ২৯৭, ৩০৭, ক্যাল্ক-সালফ ১০৫, ফেরাম ফস ১৩৭, ১৭০, কেলি ফস ২০২, কেলি মিউর ১৭০, কেলি সালফ ২১৮, ২৯৭, ম্যাগ ফস ২৩৯, নেট-মিউর ২৭৯, ২৯৭, ৩০৭, নেট-ফস ২৯৭, নেট-সালফ ৩০৭, সাইলি ২৯৭, ৩৫৮।

জ্বর—ক্যাল্ক-ফ্লুওর ৫৩, ক্যাল্ক-ফস ৯০, ক্যাল্ক-সালফ ১০৫, ফেরাম ফস ৯০, ১৩৭, ২০১, ২১৮, ৩২১, কেলি মিউর ১৬৯, কেলি ফস ২০১, কেলি সালফ ২১৮, ম্যাগ-ফস ২৩৮, নেট-মিউর ২০১, ২৭৪, নেট-ফস ২৯৬, নেট-সালফ ৩২১, সাইলি ৩৫৬।

ট

টনসিলপ্রদাহ—ক্যাল্ক-ফ্লুওর ৫০, ক্যাল্ক-ফস ৮৪, ১২৩, ক্যাল্ক-সালফ ১০০, ১২৩, ৩৪১, ফেরাম ফস ১২৩, ১৪৮, কেলি মিউর ১২৩, ১৪৮, ম্যাগ-ফস ২২৭, নেট-মিউর ২৫৪, নেট-ফস ২৮৮, সাইলি ৩৪১।

টীকাজনিত কুফল—কেলি মিউর ১৬৪, সাইলি ১৬৪, ৩২৯।

ঠ

ঠুনকো—("স্তনগ্রন্থিপ্রদাহ")—কেলি ফস ১৯৫, সাইলি ৩৪৫।

ড

ডিফথিরিয়া—ক্যাল্ক-ফ্লুওর ৪৭, ৮৪, ক্যাল্ক-ফস ৮৪, ফেরাম ফস ১৩২, ১৫০, কেলি মিউর ৪৭, ১৩২, ১৫০, কেলি ফস ১৮৬, নেট-

মিউর ২৫৪, নেট-ফস ২৮৯, ৩০৮, নেট-সালফ ৩০৮, সাইলি ৩০৮।

ডিম্বকোষ প্রদাহ—ফেরাম ফস ১২৬।

ত

তড়কা, আক্ষেপ ইত্যাদি—("আক্ষেপ" দ্রষ্টব্য)।

তালুমূল প্রদাহ—("টনসিলপ্রদাহ" দ্রষ্টব্য)—কেলি ফস ১৮৫।

দ

দংশন—নেট-মিউর ২৭০।

দগ্ধ হওয়া—ফেরাম ফস ১৩১, ১৬৬, ২৯৬, কেলি মিউর ১৩১, ১৬৬, ২১৭, ২৯৬, কেলি সালফ ২১৭, নেট-ফস ২৯৬।

দক্রু—নেট-মিউর ২৭০।

দন্তক্ষত—ক্যাল্ক-ফ্লুওর ৪১, নেট-মিউর ২৫৫, সাইলি ৩৪০।

দন্তক্ষয়—ক্যাল্ক-ফ্লুওর ৪১।

দন্তনির্গমনকালীন পীড়া—ক্যাল্ক-ফস ৭৪, ফেরাম ফস ১১৯।

দন্তবেদনা—ক্যাল্ক-ফ্লুওর ৪১, ক্যাল্ক-ফস ৭৪, ২২৬, ফেরাম ফস ১১৯, ২২৭, ৩৪০, কেলি ফস ১৮৫, কেলি সালফ ২০৯, ২২৬, ম্যাগ-ফস ৭৪, ২২৬, নেট-মিউর ২৫৫, নেট-ফস ২৮৭, নেট-সালফ ৩০৮, সাইলি ৩৪০।

দন্তমাঢ়ীর প্রাদাহিক বেদনা—কেলি মিউর ৩৪০, ফেরাম ফস ৩৪০, সাইলি ৩৪০।

দন্তমাঢ়ীর স্ফীতি—ক্যাল্ক-সালফ ১০৪।

দন্তমাঢ়ীর রক্তস্রাব—ফেরাম ফস ১১৯, কেলি ফস ১৮৫।

দন্তশূল—("দন্তবেদনা" দ্রষ্টব্য)।

দন্তস্ফোটক—কেলি মিউর ১৪৮, সাইলি ১৪৮।

দন্তোদ্গমকালীন পীড়া—ক্যাল্ক-ফ্লুওর ৪১, ৭৪, ক্যাল্ক-ফস ৪১, ৭৪, ৩৪০, সাইলি ৩৪০।

দুগ্ধজ্বর—ফেরাম ফস ১২৭, ১৬১, কেলি মিউর ১২৭, ১৬১।

দুর্বলতা—ক্যাল্ক-ফস ৮৮, ২০০, কেলি ফস ৮৮, ২০০।

ধ

ধনুষ্টঙ্কার—কেলি মিউর ১৬৭, কেলি ফস ১৬৭, ম্যাগ-ফস ১৬৭, ২৩৭।

ধাতুদৌর্বল্য—নেট-মিউর ২৬০।

ধাতুস্খলন—কেলি ফস ১৯১, সাইলি ৩৪৪।

ন

নখকুনি—ফেরাম ফস ৩৫৬, সাইলি ৩৫৬।

নাড়ী—নেট-মিউর ২৭৭, সাইলি ৩৫৮।

নাসিকা হইতে রক্তস্রাব—ক্যাল্ক-ফস ৭৪, ফেরাম ফস ১২৪, ১৮৪, কেলি ফস ১৮৪, নেট-সালফ ৩০৭।

নাসিকাক্ষত—সাইলি ৩৩৯।

নাসিকার সর্দি—("সর্দি" দ্রষ্টব্য)।

নিউমোনিয়া—("ফুসফুসপ্রদাহ" ও "কাশি" দ্রষ্টব্য)—ফেরাম ফস ২৬৪, নেট-মিউর ২৬৪।

নিদ্রা—ক্যাল্ক-ফ্লুওর ৫৩, ক্যাল্ক-ফস ৯০, কেলি মিউর ১৭০, কেলি সালফ ২১৮, ম্যাগ-ফস ২৩৯, নেট-মিউর ২৭৮, নেট-ফস ৯০, ২৯৭, নেট-সালফ ৩২৪, সাইলি ৩৫৮ ("অনিদ্রা" দ্রষ্টব্য)।

নেজাল পলিপাই বা নাসিকার্শ—ক্যাল্ক-ফস ৭৩।

নেফ্রাইটিস—নেট-ফস ২৯২।

প

পক্ষাঘাত—ক্যাল্ক-ফস ৮৯, কেলি ফস ১৮৩, ২৩৫, ২৬৯, ম্যাগ-ফস ২৩৫, নেট-মিউর ২৬৯, সাইলি ৩৫০।

পরিচায়ক লক্ষণ—ক্যাল্ক-ফ্লুওর ৩৭, ক্যাল্ক-ফস ৫৭, ক্যাল্ক-সালফ ৯৪, ফেরাম ফস ১১০, কেলি মিউর ১৪১, কেলি ফস ১৭৪, কেলি সালফ ২০৬, ম্যাগ-ফস ২২৩, নেট্রাম মিউর ২৪৪, নেট্রাম ফস ২৮৩, নেট্রাম সালফ ৩০২, সাইলি ৩৩০।

পাকস্থলীর পীড়াসমূহ—ফেরাম ফস ১২০, কেলি ফস ১৮৬।

পাকাশয়ের শূলবেদনা—ম্যাগ-ফস ২২৮।

পাকাশয়ের ক্ষত—ক্যাল্ক-সালফ ১০০।

পাথুরি—ম্যাগ-ফস ২৩২।

পায়ের গাঁটের পীড়া—সাইলি ৩৫৫।

পিত্তশিলা—ক্যাল্ক-ফস ৮৬, ৩১২, ম্যাগ-ফস ৩১২, নেট-সালফ ৩১২।

পুরাতন টনসিলপ্রদাহ—("টনসিলপ্রদাহ" দ্রষ্টব্য)।

পেরিটোনাইটিস—ফেরাম ফস ৩১৫, নেট-সালফ ৩১৫।

প্রতিষেধক ক্ষমতা—নেট-সালফ ৩২৪।

প্রদর—ক্যাল্ক-সালফ ১০৪।

প্রভেদ—ক্যাল্ক-সালফ ও কেলি সালফ ২১৩, ক্যাল্ক-ফ্লুওর ও সাইলি ৩৩৪।

প্রমেহ—ক্যাল্ক-ফস ৮৭, ক্যাল্ক-সালফ ১০১, ফেরাম ফস ৮৭, ১২৫, কেলি মিউর ১২৫, ১৫৯, ২৯২, কেলি ফস ১৯১, কেলি সালফ ২১১, নেট-মিউর ৮৮, ১২৫, ২৬০, নেট-ফস ১৫৯, ২৯২, নেট-সালফ ৩১৭, সাইলি ৩৪৩।

প্রলাপ—ফেরাম ফস ১১৭।

প্রসববেদনা—("গর্ভ ও প্রসববেদনা" দ্রষ্টব্য)—কেলি ফস ১৯৩, ম্যাগ-ফস ২৩৩।

প্রসবান্তিক পীড়া—ফেরাম ফস ১২৭, নেট্রাম মিউর ২৬২।

প্রষ্টেট গ্রন্থির পীড়া—ম্যাগ-ফস ২৩২, নেট্রাম সালফ ২৩২।

প্রস্রাবযন্ত্রের পীড়াসমূহ—কেলি ফস ১৯০।

প্রাতর্বমন—ফেরাম ফস ১২৭, নেট্রাম ফস ১২৭।

প্রাদাহিক পীড়া—ফেরাম ফস ১১৭।

প্রুরাইটাস—ক্যাল্ক-ফস ৮২।

প্লীহা ও যকৃতের পীড়া—ক্যাল্ক-ফ্লুওর ৪৭, ফেরাম ফস ১৩৬, কেলি মিউর ১৬৭, কেলি ফস ১৯৭, নেট-ফস ২৯৬, নেট-সালফ ৩২০।

প্লেগ—ফেরাম ফস ১৩৬, কেলি মিউর ১৬৫, কেলি ফস ১৯৭, নেট-সালফ ৩১৯, সাইলি ৩৫২।

ফ

ফাটা—নেট-মিউর ২৭০।

ফুসফুস প্রদাহ—("কাশি" ও "নিউমোনিয়া" দ্রষ্টব্য)—ফেরাম ফস ১৩৩, কেলি ফস ১৯৫, কেলি সালফ ২১২।

ব

বধিরতা—কেলি মিউর ১৪৭।

বন্ধ্যাত্ব—নেট-ফস ২৯৪।

বমন—ফেরাম ফস ১২১, কেলি মিউর ১৫৯, কেলি ফস ১৮৬, নেট-মিউর ২৬৩, ২৬৪, নেট-ফস ২৯০, নেট-সালফ ৩১৭, সাইলি ৩৪১।

বয়ঃব্রণ—ক্যাল্ক-ফস ৭৩, কেলি মিউর ১৬৪।

বসন্ত—ক্যাল্ক-সালফ ১০২, ফেরাম ফস ১৩৬, ১৬৫, ২১৭, ৩১৯, কেলি মিউর ১০২, ১৩৬, ১৬৫, কেলি সালফ ২১৭, নেট-মিউর ১৩৬, ২৭১, নেট-সালফ ৩১৯।

বহুমূত্র—ক্যাল্ক-ফস ৮৬, কেলি মিউর ৩১৬, কেলি ফস ৮৬, ১৯৭, ফেরাম ফস ৮৬, নেট-মিউর ২৫৯, নেট-ফস ২৯২, নেট-সালফ ১৯৭, ২৯২, ৩১৬।

বাগী—ক্যাল্ক-ফ্লুওর ৪৪, কেলি মিউর ১৬০।

বাত—ক্যাল্ক-ফ্লুওর ৫২, ১৬৩, ক্যাল্ক-ফস ৮৯, ১২৮, ২১৬, ২৩৫, ক্যাল্ক-সালফ ১০৪, ফেরাম ফস ১২৮, ১৬৩, ২৯৫, কেলি মিউর ১৬৩, কেলি ফস ১৯৮, কেলি সালফ ১২৯, ২১৭, ২৩৫, ম্যাগ-ফস ২৩৫, নেট-মিউর ২৬৯, নেট-ফস ২৯৫, নেট-সালফ ৮৯, সাইলি ৩৫০।

বিলম্বিত ঋতুস্রাব—"ঋতুস্রাব" দ্রষ্টব্য।

বিশেষত্ব—ক্যাল্ক-ফ্লুওর ৩৯, ক্যাল্ক-ফস ৬২, ক্যাল্ক-সালফ ৯৬, ফেরাম ফস ১১৪, কেলি মিউর ১৪৫, কেলি ফস ১৭৭, কেলি সালফ ২০৭, ম্যাগ-ফস ২২২, নেট্রাম মিউর ২৪৮, নেট্রাম ফস ২৮৫, নেট্রাম সালফ ৩০৪, সাইলি ৩৩২।

বিসর্প—("ইরিসিপেলাস" দ্রষ্টব্য)—ফেরাম ফস ৩২০, কেলি মিউর ১৬৫, নেট-সালফ ৩২০।

বৃদ্ধি—ক্যাল্ক-ফ্লুওর ৫৩, ক্যাল্ক-ফস ৯১, ক্যাল্ক-সালফ ১০৫, ফেরাম ফস ১৩৮, কেলি মিউর ১৭০, কেলি ফস ২০২, কেলি সালফ ২১৮, ম্যাগ-ফস ২৩৯, নেট্রাম মিউর ২৭৯, নেট্রাম ফস ২৯৭, নেট্রাম সালফ ৩২৫, সাইলি ৩৫৭, ৩৫৯।

বেদনা—ফেরাম ফস ১৩২।

বেরিবেরি—কেলি ফস ৩১৯, কেলি সালফ ৩১৯, নেট-সালফ ৩১৯।

ব্রঙ্কাইটিস—("শ্বাসনলীপ্রদাহ" দ্রষ্টব্য)—ক্যাল্ক-ফস ২৬৪, নেট-মিউর ২৬৪।

ব্রাইটস পীড়া—ক্যাল্ক-ফস ৮৭, ১৯১, কেলি ফস ১৯১।

ভ

ভগন্দর—ক্যাল্ক-ফ্লুওর ৪২, ক্যাল্ক ফস ৮৫, ক্যাল্ক-সালফ ৪২, ১০১, নেট-সালফ ৩১৬, সাইলি ৮৬, ৩৪৩।

ভগ্ন হইয়া জোড়া না লাগা—ক্যাল্ক-ফ্লুওর ৭০, ক্যাল্ক-ফস ৬৯, সাইলি ৬৯।

ভেরিকোজ শিরা—ক্যাল্ক-ফ্লুওর ১৩৬, ফেরাম ফস ১৩৬।

ম

মদাত্যয়—ফেরাম-ফস ১৮৩, কেলি ফস ১৮৩, ২৫২, নেট-মিউর ১৮৩, ২৫২।

মস্তকে খুশকি—কেলি সালফ ২০৮।

মস্তকের অস্থিপীড়া—ক্যাল্ক-ফ্লুওর ৩৯।

মস্তকে ক্ষত—ক্যাল্ক-সালফ ৯৭।

মস্তিষ্কশূন্যতা—ক্যাল্ক-ফস ৭১, কেলি ফস ৭২, ১৮২, নেট-মিউর ২৫২, সাইলি ৩৩৭।

মস্তিষ্কাবরক-ঝিল্লীপ্রদাহ—ফেরাম ফস ১১৭, ১৪৬, কেলি মিউর ১৪৬, ২৫২, কেলি ফস ১৮২, নেট-মিউর ২৫২।

মস্তিষ্কে জলসঞ্চয়—ক্যাল্ক-ফস ৬৯, কেলি মিউর ১৪৬।

মানসিক লক্ষণ—ক্যাল্ক-ফ্লুওর ৩৯, ক্যাল্ক-ফস ৬৪, ক্যাল্ক-সালফ ৯৬, ফেরাম ফস ১১৫, কেলি মিউর ১৪৬, কেলি ফস ১৭৮, কেলি সালফ ২০৭, ম্যাগ-ফস ২২৪, নেট-মিউর ২৪৯, নেট-ফস ২৮৬, নেট-সালফ ৩০৪, সাইলি ৩৩৫।

মুখক্ষত—কেলি মিউর ১৪৮, নেট্রাম মিউর ১৪৮।

মুখমণ্ডল—নেট-মিউর ২৫৫।

মুখরোগ—কেলি সালফ ২০৯, নেট-মিউর ২৫৫, নেট-সালফ ৩০৭।

মুখাকৃতি—নেট-সালফ ৩০৭।

মূত্রপাথুরি—নেট-ফস ২৯১।

মূত্রবিকার—ফেরাম ফস ২৯১, নেট-ফস ২৯১।

মূত্রসম্বন্ধীয় পীড়াসমূহ—কেলি মিউর ১৫৯, সাইলি ৩৪৪।

মূত্রস্থলীর আক্ষেপ—ম্যাগ-ফস ২৩২।

মূত্রাবরোধ—ফেরাম ফস ১২৫, ম্যাগ-ফস ৩১৮, নেট-সালফ ৩১৮।

মূত্রাশয়প্রদাহ—ক্যাল্ক-সালফ ১০২, কেলি সালফ ২১১।

মৃগী—কেলি মিউর ১৬৭, ম্যাগ-ফস ১৬৭, ২৩৫, সাইলি ৩৩৭।

মেরুদণ্ডের পীড়া—নেট-মিউর ২৫৫।

মেরুমজ্জার উত্তেজনা—নেট-ফস ৩০৯, সাইলি ৩৩৭।

মেরুমজ্জা-ঝিল্লীর প্রদাহ—নেট-সালফ ৩০৫।

য

যকৃতের পীড়া—("প্লীহা ও যকৃতের পীড়া" দ্রষ্টব্য)—ক্যাল্ক-সালফ ১০১, ফেরাম ফস ১২৩, কেলি মিউর ১৫৭, কেলি ফস ৩১১, নেট-মিউর ২৫৯, নেট-সালফ ৩১১।

যক্ষা—("ক্ষয়কাশি" দ্রষ্টব্য)।

র

রক্তপ্রদর—ক্যাল্ক-ফ্লুওর ৪৫, ১২৬, ফেরাম ফস ১২৬, কেলি ফস ৪৫, ১৯২।

রক্তস্রাব—ক্যাল্ক-ফস ১৮৬, ফেরাম ফস ১৮৬, কেলি মিউর ১৬৮, কেলি ফস ১৬৮, ১৮৬।

রক্তামাশয়—("আমাশয়" দ্রষ্টব্য)—কেলি ফস ১৮৮, কেলি মিউর ৩১৫, ম্যাগ-ফস ২২৮, নেট-সালফ ৩১৫, সাইলি ৩৪৩।

রক্তাল্পতা—ক্যাল্ক-ফস ১৩৪, ২০২, ২৭১, ২৯৪, ফেরাম ফস ১৩৪, ২০২, কেলি ফস ২০২, নেট-মিউর ২০২, ২৭১, নেট-ফস ২৯৪।

রক্তোৎকাশ—ফেরাম ফস ১৩৫।

রিকেট—ক্যাল্ক-ফস ৬৪, ২৯৬, ৩৪৬, নেট-ফস ৬৪, ২৯৬, সাইলি ৬৪, ৩৪৬।

রেতঃস্খলন—("ধাতুস্খলন" দ্রষ্টব্য)—সাইলি ৩৪৪।

রোগী-বিবরণ—ক্যাল্ক-ফ্লুওর ৪০, ৪৪, ৪৭, ৫০, ক্যাল্ক-ফস ৬৫, ৬৬, ৬৮, ৭৫, ক্যাল্ক-সালফ ৯৯, ফেরাম ফস ১২২, কেলি মিউর ১৪৯,

১৫১, ১৫৪, ১৫৫, ১৫৮, ১৬৮, কেলি ফস ১৮৯, ১৯৩, ১৯৪, ১৯৬, নেট-সালফ ৩১০, ৩১১, ৩১২, ৩১৩, ৩২৩, কেলি সালফ ২১৪, ম্যাগ-ফস ২২৯, ২৩০, ২৩৪, ২৩৬, ২৩৭, নেট্রাম মিউর ২৫৮, ২৬৫, ২৭৩, ২৭৭, সাইলি ৩৪২, ৩৫১, ৩৫৪।

রোগের কারণ—নেট-ফস ২৯৭, সাইলি ৩৫৯, ৩৫৯।

শ

শয্যামূত্র, অসাড়ে মূত্রত্যাগ ইত্যাদি—ক্যাল্ক-ফস ৮৭, ফেরাম ফস ১২৪, ২৯১, কেলি ফস ১২৪, ২৯১, নেট-ফস ১২৫, ২৯১।

শরীর শীর্ণতা—ক্যাল্ক-ফস ৬৯, নেট-মিউর ৬৯, ২৭৩।

শারীরিক আকৃতি—ক্যাল্ক-ফস ৬২, ৩৩৩, ফেরাম ফস ১১৪, সাইলি ৬২, ৩৩৩।

শারীরিক তাপহীনতা—সাইলি ৩৫২।

শিরঃপীড়া—ক্যাল্ক-ফস ৭০, ২৫১, ক্যাল্ক-সালফ ৯৭, ফেরাম ফস ১১৬, কেলি মিউর ১৪৬, কেলি ফস ১৮০, কেলি সালফ ২০৮, ম্যাগ-ফস ২২৫, নেট-মিউর ২৫১, নেট-ফস ২৮৬, নেট-সালফ ৩০৫, সাইলি ৩৩৬।

শিশু বমন—ক্যাল্ক-ফস ৭৭, নেট-ফস ৭৭, সাইলি ৭৭।

শিশুরা সর্বদাই খাই খাই করে—ক্যাল্ক-ফস ৭৭।

শীতপিত্ত—নেট-মিউর ২৭০।

শীতাবস্থা—নেট-মিউর ২৭৫, সাইলি ৩৫৭।

শূলবেদনা—কেলি ফস ১৯০, কেলি সালফ ২১০, ম্যাগ-ফস ২১০, ২৩০, ২৯১, নেট-ফস ২৯১, নেট-সালফ ৩১৬।

শোথ—কেলি মিউর ১৬৫, নেট-মিউর ২৬৯, নেট-সালফ ১৬৫, ২৬৯, ৩২০।

শ্বাসনলীপ্রদাহ—("ব্রঙ্কাইটিস" দ্রষ্টব্য)—ফেরাম ফস ১৩২, ২১২, কেলি সালফ ২১২।

শ্বেতপ্রদর—ক্যাল্ক-ফস ৮২, কেলি-মিউর ৮২, ১৬১, কেলি ফস ১৯২, কেলি সালফ ২১২, নেট-মিউর ২৬৩, নেট-ফস ২৯৩, নেট-সালফ ৩১৭, সাইলি ৩৪৫।

স

সতর্কতা—ক্যাল্ক-ফস ৬১, ফেরাম ফস ১১৪, কেলি ফস ১৭৮।

সন্ন্যাস—ফেরাম ফস ১১৭, ১৮২, ২৮৬, কেলি ফস ১৮২, নেট-মিউর ২৫২, নেট-ফস ২৮৬, নেট-সালফ ৩০৬।

সবিরাম জ্বর—("জ্বর" দ্রষ্টব্য)।

সম্বন্ধ—ক্যাল্ক-ফ্লুওর ৫৩, কেলি ফস ২০৩, কেলি সালফ ২১৮, ম্যাগ-ফস ২৩৯, নেট-মিউর ২৮০, সাইলি ৩৫৯।

সর্দি—ক্যাল্ক-ফ্লুওর ৪৯, ক্যাল্ক-ফস ৭৩, ক্যাল্ক-সালফ ১০২, ফেরাম ফস ৭৩, ১২৩, ২০৯, কেলি মিউর ১৪৭, কেলি ফস ১৮৪, কেলি সালফ ২০৯, ম্যাগ-ফস ২২৬, নেট-মিউর ১২৩, ২৫৪, নেট-ফস ২৮৭, নেট-সালফ ৩০৭, সাইলি ৩৩৯।

সর্বপ্রকার কাশি—("কাশি" দ্রষ্টব্য)—ক্যাল্ক-ফস ৮৩, ক্যাল্ক-সালফ ১০২, কেলি মিউর ১৬২, কেলি সালফ ১৬২, ফেরাম ফস ১৬২, নেট-সালফ ৩১৮, সাইলি ৩৪৬।

সর্বপ্রকার ক্ষত—ক্যাল্ক-সালফ ৯৭, ফেরাম ফস ১৩৬, কেলি মিউর ১৬৬, নেট-মিউর ২৭১, নেট-ফস ২৯৬, সাইলি ৯৮, ৩৫৬।

সর্বপ্রকার মস্তিষ্কবিকৃতি, প্রলাপ ইত্যাদি—ক্যাল্ক-ফস ৭০, কেলি ফস ৭০।

সান্নিপাতিক জ্বর—ফেরাম ফস ১৬৮, ২০১, ২৭৮, কেলি মিউর ১৬৮, কেলি ফস ২০০, নেট-মিউর ২০১, ২৭৮।

সূতিকা-আক্ষেপ—ম্যাগ-ফস ২৩৩।

সূতিকা-জ্বর—কেলি মিউর ১৬১, কেলি ফস ১৬১, ১৯৫, কেলি সালফ ২১২।

সূর্যাঘাত বা সর্দিগরমি—কেলি ফস ২৫২, নেট-মিউর ২৫২।

সেপ্টিসিমিয়া—নেট-সালফ ৩২০।

স্তনগ্রন্থি প্রদাহ—("ঠুনকা" দ্রষ্টব্য)—ক্যাল্ক-ফ্লুওর ৪৬, ক্যাল্ক-ফস ৪৬, ক্যাল্ক-সালফ ১০৩, ফেরাম ফস ৪৬, ১২৮, কেলি মিউর ৪৬, সাইলি ১০৩।

স্ত্রীলোকদের কামোন্মাদ—ক্যাল্ক-ফস ৮২।

স্নায়ুশূল—ক্যাল্ক-সালফ ১০৪, কেলি ফস ১৮২, কেলি সালফ ২০৯, ম্যাগ-ফস ১৮২, ২০৯, ২৩৫, ২৬৯, ৩৩৭, ৩৫০, নেট-মিউর ২৩৫, ২৬৯, সাইলি ৩৩৭, ৩৫০।

স্ফোটক, ব্রণ, ক্ষত ইত্যাদি—ক্যাল্ক-ফ্লুওর ৪২, ৩৫৩, ক্যাল্ক-সালফ ৯৮, ৩৫৩, ফেরাম ফস ৯৮, ১২৭, ১৬২, ৩৫২, কেলি মিউর ৯৮, ১২৭, ১৬১, ৩৫২, কেলি ফস ১৯৮, সাইলি ৪২, ৯৮, ৩৫২।

স্রাব লুপ্ত হেতু পীড়া—সাইলি ৩৫৬।

স্বপ্নদোষ—ক্যাল্ক-ফস ৮২, ২৯২, নেট-মিউর ৮২, নেট-ফস ২৯২।

স্বরভঙ্গ—ক্যাল্ক-ফ্লুওর ৫০, ক্যাল্ক-ফস ৮৫, ফেরাম ফস ৮৫, ১৩১, কেলি মিউর ১৫৬, ২১৫, কেলি ফস ১৮৬, কেলি সালফ ১৩২, ১৫৭, ২১৫।

স্বল্পরজঃ—("কষ্টরজঃ" দ্রষ্টব্য)—ক্যাল্ক-ফস ৭৯, কেলি মিউর ১৬০, কেলি ফস ৭৯, ১৯২, কেলি সালফ ২১১, ম্যাগ-ফস ৮০, নেট-মিউর ২৬১।

হ

হরিৎপীড়া—নেট-মিউর ২৭৩।

হাঁপানি—ক্যাল্ক-ফ্লুওর ৫০, ফেরাম ফস ১৩৪, কেলি মিউর ১৬২, কেলি ফস ১৯৫, ২৬৮, ৩৪৮, ম্যাগ ফস ১৩৪, ২৩৩, নেট-মিউর ২৬৮, নেট-সালফ ৩১৮, ৩৪৮, সাইলি ৩১৯, ৩৪৮।

ঘাম—ফেরাম ফস ১৩৬, কেলি মিউর ১৩৬, ১৬৫, কেলি সালফ ২১৭, নেট-মিউর ১৩৬, ২৭১।

হার্নিয়া—ক্যাল্ক-ফ্লুওর ৪২, ১৩১, ফেরাম ফস ১৩১।

হিক্কা—কেলি মিউর ১৫৮, ম্যাগ-ফস ২২৯, নেট-মিউর ২৫৮, নেট-ফস ২৯০।

হিপ-জয়েণ্টের পীড়া—ক্যাল্ক-সালফ ৯৯, ফেরাম ফস ৯৯, ১২৯, ৩৫৫, সাইলি ১২৯, ৩৫৫।

হিষ্টিরিয়া—কেলি ফস ১৯৮।

হুপিং কাশি—ক্যাল্ক-ফস ৮৪, কেলি মিউর ৮১, ১৬২, ম্যাগ-ফস ১৬২।

হৃৎপিণ্ডের পীড়াসমূহ—ক্যাল্ক-ফস ৮৮, ফেরাম ফস ১৯৬, কেলি মিউর ১৬৩, কেলি ফস ১৯৬, নেট-মিউর ২৬৮, নেট-সালফ ৩১৯, ম্যাগ-ফস ১৯৬।

হৃদ্‌শূল—ম্যাগ-ফস ১৯৬, ২৩৫, কেলি ফস ১৯৬।

হৃদ্‌স্পন্দন—ক্যাল্ক-ফ্লুওর ৫০, ১৩৬, ফেরাম ফস ১৩৫, কেলি মিউর ৫০, কেলি ফস ১৩৬, ২৯৪, কেলি সালফ ২১৬, ম্যাগ-ফস ২৩৪, নেট-ফস ২৯৪, সাইলি ৩৫০।

হ্রাস—ক্যাল্ক-ফ্লুওর ৫৩, ক্যাল্ক-ফস ৯১, ক্যাল্ক-সালফ ১০৫, ফেরাম ফস ১৩৮, কেলি ফস ২০৩, কেলি সালফ ২১৮, ম্যাগ-ফস ২৩৯, নেট্রাম মিউর ২৭৯, নেট্রাম ফস ২৯৭, নেট্রাম সালফ ৩২৬, সাইলি ৩৫৭, ৩৫৯।

সমাপ্ত

রোগী-বিবরণের সূচী

রোগের নাম	ঔষধের নাম	পৃষ্ঠা সংখ্যা
রক্তার্বুদ	ক্যাল্ক-ফ্লু	৪০
বাগী	ঐ	৪৪
টিউমারের রোগী	ঐ	৪৭
ঐ	ঐ	৪৭
একটি বাতের রোগিনী	ঐ	৫০
রিকেট শিশু	ক্যাল্ক-ফস	৬৫
ঐ	ঐ	৬৬
ঐ	ঐ	৬৬
ঐ	ঐ	৬৮
দন্তোদ্গমকালীন পীড়া	ঐ	৭৫
একটি স্ফোটকের রোগিনী	ক্যাল্ক-সালফ	৯৯
রক্তামাশয়	ফেরাম ফস	১২২
টনসিল প্রদাহ	কেলি মিউর	১৪৯
ঐ	ঐ	১৪৯
ডিফথিরিয়া	ঐ	১৫১
ঐ	ঐ	১৫৪
ঐ	ঐ	১৫৫
উদরাময়	ঐ	১৫৮
টাইফয়েড জ্বর	ঐ	১৬৮
ওলাউঠা	কেলি ফস	১৮৯
প্রসববেদনা	ঐ	১৯৩
ঐ	ঐ	১৯৪
দুর্বল হৃৎপিণ্ডের রোগী	ঐ	১৯৬

রোগের নাম	ঔষধের নাম	পৃষ্ঠা সংখ্যা
সন্দেহজনক ক্ষয়কাশি	কেলি-সালফ	২১৪
হিক্কা	ম্যাগ-ফস	২২৯
শূলবেদনা	ঐ	২৩০
হুপিং কাশি	ঐ	২৩৪
মুহুর্মুহুঃ ফিট	ঐ	২৩৬
একটি ধনুষ্টঙ্কারের শিশু	ঐ	২৩৭
হিক্কা	নেট-মিউর	২৫৮
একটি ক্ষয়পথের যাত্রী	ঐ	২৬৫
দুর্দম্য উদরাময় সহ শীর্ণতা	ঐ	২৭৩
জ্বর	ঐ	২৭৭
পুরাতন উদরাময়	নেট-সালফ	৩১০
পৈত্তিক জ্বরের শিশু	ঐ	৩১১
জণ্ডিস	ঐ	৩১২
গলষ্টন কলিক	ঐ	৩১৩
জ্বরের শিশু	ঐ	৩২৩
একটি লক্ষণশূন্য জ্বরের রোগী	ঐ	৩২৩
পুরাতন উদরাময়	সাইলিসিয়া	৩৪২
ম্যাজিকের ন্যায় কণ্টক বাহির হওয়া	ঐ	৩৫১
স্ফোটকের রোগিনী	ঐ	৩৫৪

আমাদের প্রকাশিত বাঙ্গালা পুস্তকাবলী

সরল বাইওকেমিক চিকিৎসা—ডাঃ আর, কে, মুখার্জী, ৭ম সং, ২২৪ পৃষ্ঠা	২·০০
বেরিবেরি—ডাঃ এল, এম, পাল, ৩য় সং, ৯০ পৃষ্ঠা	১·০০
স্ত্রীরোগ চিকিৎসা—ডাঃ এস, এম, ভড়, ৬ষ্ঠ সং, ৩৮৪ পৃষ্ঠা	৩·৯০
শিশুরোগ চিকিৎসা—ডাঃ এস, এম, ভড়, ৭ম সং, ৩১৭ পৃষ্ঠা	৩·২৫
চিররোগের প্রকৃতি ও প্রতিকার—ডাঃ এস, চ্যাটার্জী, ৩য় সং, ৩২৪ পৃষ্ঠা	৪·০০
ম্যালেরিয়া জ্বর চিকিৎসা—ডাঃ কে, এন, বসু, ৫ম সং, ৩৪০ পৃষ্ঠা	৩·০০
ভারতীয় ঔষধাবলীর সংক্ষিপ্ত ভৈষজ্যতত্ত্ব—ডাঃ কে, এন, বসু, ৯ম সং, ২৪৪ পৃষ্ঠা	২·৭৫
বাতরোগ চিকিৎসা—ডাঃ কে, এন, বসু, ৫ম সং, ১৯৫ পৃষ্ঠা	১·৯৫
বসন্ত ও হাম চিকিৎসা—ডাঃ কে, এন, বসু, ৪র্থ সং, ১৫৬ পৃষ্ঠা	২·২৫
ব্লাডপ্রেসার—ডাঃ কে, এন, বসু, ২য় সং, ১৬৬ পৃষ্ঠা	২·০০
সরল বক্ষঃস্থল পরীক্ষা—ডাঃ কে, এন, বসু, ২য় সং, ১৯৩ পৃষ্ঠা	২·৬২
ফিজিওলজি—ডাঃ জে, সি, চ্যাটার্জী, ৭ম সং, ৪১২ পৃষ্ঠা	৫·৫০
ঔষধ পরিচয় বা মেটিরিয়া মেডিকা—ডাঃ নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যো, ৬ষ্ঠ সং, ৭৫১ পৃষ্ঠা	৯·২৫
জ্বর চিকিৎসার সার-সংগ্রহ—ডাঃ জে, এম, মিত্র, ৩য় সং, ৩৯ পৃষ্ঠা	০·৭৫
ম্যালেরিয়া জ্বর চিকিৎসা—ডাঃ নীলমণি ঘটক, ৩য় সং, ৪৬৪	৫·২৫
ধাতু-দৌর্ব্বল্য—প্রফুল্লচন্দ্র ভড়, ৬ষ্ঠ সং, ১৯৭ পৃষ্ঠা	১·৮০
ঋতু-সম্বন্ধীয় পীড়া—প্রফুল্লচন্দ্র ভড়, ৪র্থ সং, ২২২ পৃষ্ঠা	১·৫০
বাইওকেমিক কম্পারেটিভ মেটিরিয়া মেডিকা—ডাঃ বি, কে, বসু, ১১শ সং, ৩৮১ পৃষ্ঠা	৪·০০
ঔষধের শক্তি ও মাত্রা—ডাঃ বি, কে, বসু, ৫ম সং, ২১৫ পৃষ্ঠা	২·১৫
মানসিক লক্ষণের মেটিরিয়া মেডিকা—ডাঃ বি, কে, বসু, ২য় সং, ৬৩৩ পৃষ্ঠা	৭·৫০
রক্ত ও রক্ত পরীক্ষা—ডাঃ বি, বি, সেন, ৬ষ্ঠ সং, ৪৫ পৃষ্ঠা	০·৮৫
মূত্র পরীক্ষা—ডাঃ বি, বি, সেন, ৭ম সং, ৪৪ পৃষ্ঠা	০·৮৫
পকেট মেটিরিয়া মেডিকা—ডাঃ আর, বিশ্বাস, ৬ষ্ঠ সং, ৬৫২ পৃষ্ঠা	৭·০০
ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য জ্বর চিকিৎসা—ডাঃ আর, বিশ্বাস, ৫ম সং, ২৪৩ পৃষ্ঠা	৩·০০
নোসোড্স—ডাঃ আর, বিশ্বাস, ৪র্থ সং, ১৮২ পৃষ্ঠা	২·৩০
ডায়েরিয়া—ডাঃ আর, বিশ্বাস, ৪র্থ সং, ১১৩ পৃষ্ঠা	১·৫০
গর্ভিণী ও প্রসূতি চিকিৎসা—ডাঃ আর, বিশ্বাস, ৪র্থ সং, ২৬১ পৃষ্ঠা	৪·৮০
আমার ত্রিশ বৎসরের অভিজ্ঞতা—ডাঃ আর, বিশ্বাস, ৪র্থ সং, ৩৪৭ পৃষ্ঠা	৫·৬০
ব্রঙ্কাইটিস ও নিউমোনিয়া—ডাঃ আর, বিশ্বাস, ২য় সং, ১২২ পৃষ্ঠা	১·৭৫
ঔষধের ক্রিয়াকাল ও সম্বন্ধ—ডাঃ আর, বিশ্বাস, ৩য় সং, ১২০ পৃষ্ঠা	১·৫০
পকেট থেরাপিউটিক্স—ডাঃ আর, বিশ্বাস, ৪৪৮ পৃষ্ঠা	৬·০০

জ্বর চিকিৎসা—ডাঃ হরিদাস চট্টোপাধ্যায়, ২য় সং, ১৩৩ পৃষ্ঠা ... ১'৫০

হোমিওপ্যাথিক গো-চিকিৎসা—ডাঃ সন্তোষকুমার মণ্ডল, ৩য় সং, ৩২১ পৃষ্ঠা ... ৫'০০

ব্যাধির সাংঘাতিক ও চরম অবস্থায় হোমিওপ্যাথি—ডাঃ সন্তোষকুমার মণ্ডল, ১৫১ পৃষ্ঠা ... ২'২৫

ঔষধ বাছাই প্রণালী—ডাঃ গৌরীনাথ মুখোপাধ্যায়, ১৩০ পৃষ্ঠা ... ২'০০

সরল পারিবারিক চিকিৎসা—৮ম সংস্করণ, ৮৩৮ পৃষ্ঠা ... ৫'৭৫

সংক্ষিপ্ত সরল পারিবারিক চিকিৎসা—৫ম সং, ২৫৩ পৃষ্ঠা ... ২'৩০

রোগী পরীক্ষা ফর্ম (ইংরাজী ও বাংলা) ... ১ খানি ০'২৫, ১২ খানি ২'৫০

লেবেল বই—(বাংলা) ... ১ খানি ০'৫০, ১০ খানি ৪ ২০, ১০০ খানি ৩৭'৫০

হ্যানিম্যানের ছবি (১৩" x ১০" সাইজ) ... প্রত্যেক খানি ০'৬২, ডজন ৬'০০

LIST OF OUR HINDI PUBLICATIONS

Biochemic Comparative Materia Medica & Therapeutics —Dr. B. K. Bose, 3rd Ed., Pages 431 ... 5·00

Bhesaj Ratnakar—Dr. E. B. Nash, (Translation of "Leaders in Homœopathic Therapeutics"), 3rd Ed., Pages 564 ... 7·00

Bharatiya Aushadhabali—Dr. K. N. Basu, 5th Ed., Pages 280 ... 2·75

Cholera—3rd Ed., Pages 185 ... ... 1·50

Comparative Materia Medica—Dr, N. C, Ghose, 10th Ed., Pages 1245 ... 9·50

Piactitioners' Guide, Part I & II—Dr. N. C. Ghose, 8th Ed., Pages 986 ... 9·00

—Do—, Part III—Dr. N. C. Ghose, 2nd Ed., Pages 417 ... 4·50

Dhatu Dourballya—P. C Bhar, 5th Ed, Pages 165 ... 2·25

Ritu Sambandhiya Peera—P. C. Bhar, Pages 217 ... 2·25

Saral Biochemic Chikitsa—Dr. R, K. Mukherjee, 6th Ed., Pages 211 ... 2·25

Sishuroga Chikitsa—Dr. S. M Bhar, Pages 352 ... 4·00

Saral Paribarik Chikitsa—4th Ed., Pages 889 ... 7·00

Sankshipta Saral Paribarik Chikitsa—4th Ed., Pages 394 ... 3·50

Label Book (Hindi)—Per Copy 0 60, 10 Copies 5·00, 100 Copies 41·00

LIST OF OUR ENGLISH PUBLICATIONS

Homœopathic Treatment of Asthma—Dr. Fortier Bernoville, 4th Ed., Pages 109 ... 1·75

What is a Homœopathic Dilution and How Homœopathic Medicine Acts—Dr. A. Berne, 2nd Ed., Pages 63 ... 1·50

Life of Dr. Mahendralal Sircar, M.D., D.L., C.I.E.—Dr. S. C. Ghose, 2nd Ed., Pages 424 ... 3·00

Drugs of Hindoosthan—Dr S. C. Ghose, 4th Ed., Pages 349 ... 5·00

Dr. W. Younan's Therapeutic Hints—Dr. K. D Goswami, 5th Ed., Pages 301 ... 4·50

Selected Help in Children's Diseases—Dr. W. Karo, 3rd Ed., Pages 54 ... 1·25

Homœopathy in Women's Diseases—Dr. W. Karo, 3rd Ed., Pages 77 ... 1·50

Diseases of the Male Genital Organs—Dr. W. Karo, 2nd Ed., Pages 64 ... 1·50

Diseases of the Skin—Dr. W. Karo, 2nd Ed., Pages 78 ... 1·80

Rheumatism—Dr. W. Karo, 2nd Ed., Pages 36 ... 1·10

Urinary and Prostatic Troubles—Dr W Karo, Pages 44 ... 1·25

Diseases of the Respiratory System—Dr W. Karo, Pages 69 ... 1·50

Dr. Mahendra Lal Sircar's Therapeutic Hints—Dr. A. N. Mukherjee, 4th Ed., Pages 270 ... 3·50

Repertory of Homœopathic Materia Medica—Dr. J. T. Kent, M.D., 'Hapco' Ed., Pages 1451 ...65.00

Difficult and Backward Children—Dr. Leon Vannier, 3rd Ed., Pages 116 ... 1·75

The Homœopathic Therapeutics of Diarrhœa—Dr. James B. Bell, Pages 316 ... 5·00

Manual for rhe Biochemical Treatment of Disease (An Abridged Therapy)—Dr. M. Schuessler, Pages 180 ... 3·80

Therapeutics of Fevers—Dr. H. C. Allen, M.D., Pages 576 ...20·00

What shall be our attitude towards Homœopathy—Dr. August Bier, Pages 43 ... 1·30

Label Book (Eng.) Per Copy 0·80, 10 Copies 7·30, 100 Copies 63·00

Publishers: HAHNEMANN PUBLISHING CO. PRIVATE LTD.

165, Bipin Behary Ganguly St., Calcutta-12